সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বঙ্গাব্দ ১৩৪০

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এই সংখ্যার মূল্য ৷৵০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

ডক্‌টর স্তর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় পি-এইচ ডি, ডি এস-সি, সি আই ই

সহকারী সভাপতিগণ

শ্রীযুক্তা কামিনী রায় বি এ
শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি
রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ
কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি
শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম এ, পি-এইচ-ডি

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম এ,

সহকারী সম্পাদকগণ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ
ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, পি-এইচ ডি
শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ

পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট
চিত্রশালাধ্যক্ষ—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ, পি-এইচ ডি
গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কোষাধ্যক্ষ—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি
ছাত্রাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ (সাহা) কুণ্ডু বি এস-সি, জি ডি এ
শ্রীযুক্ত দেবীবর ঘোষ

চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, এটর্ণি ; ২। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, এম এল সি ; ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; ৪। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, এম এ ; ৫। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু ; ৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ ; ৭। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ ; ৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ ; ৯। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান-বিশারদ ; ১০। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ; ১১। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত এম্-এ, পি-এইচ ডি, ডি লিট্ ; ১২। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এস্-সি (লণ্ডন) ; ১৩। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার, ১৪। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ; ১৫। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ বি এস-সি ; ১৬। অধ্যাপক ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি ; ১৭। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম আর এ এস ; ১৮। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, ভিষগ্‌রত্ন, এল এ এম এস ; ১৯। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ; ২০। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন) ; ২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী ; ২২। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ ; ২৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ ; ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ; ২৫। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আচ্য ; ২৬। ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম বি ; ২৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ।

চত্বারিংশ ভাগ] [প্রথম সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

ন্যায়দর্শন—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত। ইহাতে মূল সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি বহু বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত। সাধারণ ও সদস্য-পক্ষে মূল্য যথাক্রমে—২॥০, ১॥০ ; ২৸০, ২।০ ; ২৲, ১॥০ ; ২৲, ১॥০ ; ২॥০, ২৲ ; সমগ্র গ্রন্থ এক সঙ্গে ৮॥০, ৬॥০।

Indian Antiquary (Oct.1938) *** If we could get such volumes not only in other systems of philosophy but also in different branches of Sanskrit literature from the hands of similar old-type *Pandits*, much valuable tradition which is still living would be preserved.

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (April 1933, P. 471)···This work will remain for many years the standard work in Bengali on the Nyayasutras.

কৌলমার্গ-রহস্য—৺সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত। শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ এম.এ., বি.এল. মহাশয়-লিখিত ভূমিকা এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম.এ. মহাশয়-লিখিত সঙ্কলয়িতার জীবন-বৃত্তান্ত সমেত। এই গ্রন্থমধ্যে বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সমেত কৌলোপনিষৎ, রামেশ্বর-কৃত বৃত্তির তাৎপর্য্য সহ পরশুরাম-কল্পসূত্রের কৌলধর্ম্ম-বিষয়ক বিশেষ বিশেষ সূত্র ও তাহাদের বঙ্গানুবাদ এবং উমানন্দ-কৃত নিত্যোৎসবের অংশ-বিশেষের অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১।০, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১।৶০ ও সাধারণের পক্ষে ১॥০।

কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন—সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ, এম-এ, বি-এল। এই অপ্রকাশিতপূর্ব্ব গ্রন্থে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত বহু জ্ঞাতব্য কথা সুললিত পদ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য—১৲, পরিষদের সদস্য-পক্ষে ৸০।

রসকদম্ব—কবিবল্লভ-বিরচিত। সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম-এ, এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে বাইশ অধ্যায়ে বাইশ রসের অবতারণা করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম-তত্ত্ব সুললিত কবিতায় আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেরও পূর্ব্বে লিখিত এবং অপ্রকাশিতপূর্ব্ব। সম্পাদক মহাশয়দ্বয় বৃহৎ ভূমিকা, ভাষা-টীকা এবং শব্দ-সূচী সংযোজনা করিয়াছেন। মূল্য—সাধারণের পক্ষে ১॥০ ; পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১৲।

প্রবাসী (আশ্বিন, ১৩৩৪):—প্রাচীন বাংলা কাব্যসাহিত্যের রত্নাগার হইতে যে কয়েকটি বহুমূল্য পুথিরত্ন গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও কবিবল্লভের এই রসকদম্ব গ্রন্থখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পরেই ইহার স্থান। ইহা সহজ-তত্ত্ব বিষয়ক বহি হইলেও কাব্য হিসাবে খুব উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ। সকলকেই এই পুস্তকটি পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এই বইখানি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া আবশ্যক। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুর An Introduction to the Study of the Post-Caitanya Sahajiya Cult পুস্তকের পরিশিষ্টে এই পুস্তক সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। বাঙলার সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহার এতটুকু শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আছে, তিনি যেন এই বইখানি পাঠ করিয়া দেখেন।

সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম—কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগসাগর সঙ্কলিত। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত এই বৃহৎ সঙ্গীতের কোষ গ্রন্থে ভারতের প্রচলিত নানা ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃত, হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠী, কর্ণাটী, তৈলঙ্গী, তামিল, বাঙ্গালা, উড়িয়া, আরব্য, পারস্য, পেশুয়ান, ইংরেজী ও রাজপুতানার নানা প্রাদেশিক ভাষায় প্রচলিত নানা সুরের প্রাচীন গান রহিয়াছে। গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে প্রায় ১৭০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। গানের সংখ্যা ১৩৮৯২। ইহা সঙ্গীতালোচনাকারিগণের অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। মূল্য ১০৲ টাকা।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত।

অধুনা দুষ্প্রাপ্য 'সমাচারদর্পণ' নামক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র হইতে সে কালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি এই গ্রন্থে বিষয়-বিভেদে এবং পর্য্যায়ক্রমে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য, সমাজ, ভাব ও চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনাকারিগণের অবশ্যপাঠ্য বলিলে বেশী বলা হয় না।

প্রথম খণ্ডের মূল্য—সদস্য-পক্ষে ২৲, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ২৵০, সাধারণের পক্ষে ২।০।

দ্বিতীয় খণ্ডের মূল্য—৩৲, ৩।০, ৩৷৷০ টাকা।

কয়েকটি অভিমত

আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়—"Mr, Brajendranath Banerji has been doing a public service by unearthing from the newspaper-files of a century or more ago valuable materials.—*Life and Experiences of a Bengali Chemist*,." p. 377.

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার—"ব্রজেন্দ্রবাবু ইতিহাস-রচনায় যে-সব গুণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই সংকলন ও সম্পাদন কার্য্যেও পরিস্ফুট হইয়াছে এবং এই গ্রন্থখানিকে এক দিকে সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ সাহিত্যে এবং অপর দিকে পাণ্ডিত্যের কীর্ত্তিস্তম্ভে পরিণত করিয়াছেন। যুগে যুগে বঙ্গের ঐতিহাসিক ছাত্রগণ ইহার সাহায্য লইতে বাধ্য হইবে।"—ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩৯।

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর—"যত দিন যাইবে, ইহার মূল্য তত বাড়িবে।"

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—"It is a book for all libraries—family libraries as well as personal collections of books, and I can thoroughly recommend it for perusal by all Bengali readers."—*The Amrita Bazar Patrika, Jan. 15, 1932.*

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে—"Highly interesting and useful work... all stndents interested in the cultural history of Bengal during last centnry will be eagerly looking forward to the continuation of these studies."—*The Modern Review*, Nov. 1932.

ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন—"বাঙ্গালীর একশত বৎসরের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সাহিত্য ও সমাজের যদি একখানি নিখুঁত ছবি আপনারা দেখিতে চাহেন, তবে এই বইখানি পাঠ করুন।"—বিচিত্রা, মাঘ ১৩৩৯।

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

৩য় ভাগ, ৩য় খণ্ড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় সংগৃহীত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির এই বিবরণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য দ্বারা সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম-এ মহাশয়ের লিখিত দীর্ঘ ভূমিকা এবং বিস্তৃত নির্ঘণ্ট সমেত প্রকাশিত হইল। মূল্য সদস্য-পক্ষে ৷৷০ সাধারণের পক্ষে ৷৷৵০।

সুলভে পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাবলীর প্রচারার্থ কিছুদিনের জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হইবে,—

ন্যায়দর্শন

সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। সদস্য-পক্ষে ও সাধারণ পক্ষে মূল্য এইরূপ,—প্রথম খণ্ড— ১॥০, ২॥০ ; দ্বিতীয় খণ্ড—২।০, ২৸০ ; তৃতীয় খণ্ড—১॥০, ২৲ ; চতুর্থ খণ্ড—১॥০, ২৲ ; পঞ্চম খণ্ড—২৲, ২॥০।

এক সঙ্গে এই পাঁচ খণ্ড সদস্য-পক্ষে ৬॥০ এবং সাধারণ-পক্ষে—৮॥০

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

সম্পাদক ৺সতীশচন্দ্র রায় এম-এ। সদস্য ও সাধারণ-পক্ষে মূল্য এইরূপ—প্রথম খণ্ড—১৲, ১॥০ ; দ্বিতীয় খণ্ড—১।০, ১৸০ ; তৃতীয় খণ্ড—১।০, ১৸০ ; চতুর্থ খণ্ড—১৲, ১॥০, পঞ্চম খণ্ড—১৵০, ১।০।

এক সঙ্গে এই পাঁচ খণ্ড সদস্য-পক্ষে—৫৲ এবং সাধারণ-পক্ষে ৬॥০

নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি **মাত্র ৪৲ চারি টাকায়** বিক্রয় করা হইতেছে,—

১। উদ্ভিদজ্ঞান ১ম ও ২য় পর্ব্ব, ২। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, ৩। কমলাকান্তের সাধক-রঞ্জন, ৪। দুর্গা-মঙ্গল, ৫। শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস, ৬। সারদা-মঙ্গল, ৭। ধর্ম্মপূজা-বিধান, ৮। লেখমালানুক্রমণী, ৯। তীর্থমঙ্গল, ১০। জ্ঞান-সাগর, ১১। মৃগলুব্ধ-সংবাদ।

গ্রন্থগুলির মূল্য সদস্য-পক্ষে ৭৲ এবং সাধারণ-পক্ষে ১০॥৶০

---

* প্রবর্ত্তক *

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা)

বার্ষিক মূল্য—৩৸০ আনা, প্রতি সংখ্যা—।⁄১০ আনা।

১৩৪০ সালের বৈশাখ মাস হইতে ১৮শ বর্ষ আরম্ভ হইল।

প্রবর্ত্তক জাতির মুখপত্র, দেশের বরণীয় মনীষিগণের সারগর্ভ প্রবন্ধ 'প্রবর্ত্তকের' একটি বিশেষত্ব। তা'ছাড়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকদের গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ প্রতিমাসেই প্রকাশিত হয়। ৵০ দুই আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা সংখ্যা পাঠাইয়া থাকি।

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সাময়িক পত্রের তালিকা

সকলেই জানেন যে, বঙ্গদেশের মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত সাময়িক পত্রের সংগ্রহ বৃহত্তম। এই তালিকায় প্রথমাবধি ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের শেষ পর্য্যন্ত সংগৃহীত সাময়িক পত্রের বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইল। আগামী পূজার ছুটীর পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে। মূল্য তিন আনা মাত্র।

এই পুস্তকগুলি পরিষদের কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে ঃ—

১। পরিষদের চিত্রশালার অন্তর্গত প্রাচীন প্রস্তর-মূর্ত্তি, ধাতুমূর্ত্তি প্রভৃতির ইংরেজী সচিত্র বিবরণী—*Handbook to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad*। ভূতপূর্ব্ব চিত্রশালাধ্যক্ষ ৺মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বি. ই., এম. আর. এ. এস প্রণীত। মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে ৩৲, শাখার সদস্য-পক্ষে ৩৸৹ ; সাধারণ-পক্ষে ৬৲।

২। **প্যারীচাঁদ মিত্র**—ডক্‌টর স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, এম. এ. এল্. এল. ডি., সি আই ই—৵৹।

৩। **মন্দিরা**—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। মূল্য ৷৹।

৪। **ভাষাতত্ত্ব** (১ম ও ২য় খণ্ড)—৺শ্রীনাথ সেন মহাশয়-রচিত। মূল্য প্রতিখণ্ড ১৲।

৫। **সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব**—স্বর্গীয় অধ্যাপক ডক্‌টর অভয়কুমার গুহ এম এ, পি-এইচ ডি। মূল্য—২৲।

৬। **গৌড়ের ইতিহাস** (১ম খণ্ড, হিন্দু রাজত্ব)—৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত—১৲

এতদ্ব্যতীত 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ (নৈহাটী) এবং পঞ্চদশ (রাধানগর) অধিবেশনের সম্পূর্ণ কার্য্যবিবরণ (মূল্য, প্রতিখণ্ড ২৲) ও সম্মিলনের কতিপয় শাখার সভাপতির অভিভাষণ (মূল্য প্রতি খণ্ড ৵৹) বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

নিবেদন

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গদেশের ও বঙ্গসাহিত্যের যে অপরিসীম ক্ষতি হইয়াছে, তৎপ্রকাশার্থ এবং তাঁহার মহনীয় স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে যথোচিত ব্যবস্থা করিবার জন্য গত ২০এ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ অধিবেশনের নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নিম্নে লিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়, এবং ঐ প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য "হরপ্রসাদ স্মৃতি-সমিতি" নামে এক সমিতি গঠিত হয়।

শাস্ত্রী মহাশয়ের কীর্ত্তি বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে সুপরিচিত। যথোপযুক্তরূপে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা হয়, এ বিষয়ে সকলেই একমত। শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রই শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে যথেষ্ট সম্মান পোষণ করেন—এই বিশ্বাসে পরিষদের সঙ্কল্পিত এই স্মৃতি-রক্ষার ব্যাপারে তাঁহাদের নিকট সহযোগ ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। পরিষদের এই স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তদ্বিষয়ে সকলেই অনুগ্রহপূর্ব্বক যথোচিত সহায়তা করিবেন, ইহাই প্রার্থনা। ইতি—

বশংবদ
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
সভাপতি।

—স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব—

(ক) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রস্তুত করা হইবে।

(খ) স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য যে চাঁদা সংগৃহীত হইবে, তদ্দ্বারা একটি ভাণ্ডার স্থাপন করা হইবে। সেই ভাণ্ডারের লভ্য হইতে বর্ষে বর্ষে কিংবা দুই তিন বৎসর অন্তর যিনি ভারতীয় ইতিহাস (Indology) সম্বন্ধে গবেষণামূলক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বা সন্দর্ভ প্রকাশ করিবেন, তাঁহাকে অভিনন্দনস্বরূপ পদক বা পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করা হইবে।

(গ) যদি যথোপযুক্ত চাঁদা সংগ্রহ হয়, তবে স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের বিক্ষিপ্ত ইংরেজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধসকল স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হইবে।

এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে আপাততঃ নিম্নলিখিত অর্থের প্রয়োজন—

(ক) প্রথম প্রস্তাব অনুসারে		মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মাণে আনুমানিক		১৫০০৲
(খ) দ্বিতীয় ,,	,,	বৃত্তির জন্য	,,	৫০০০৲
(গ) তৃতীয় ,,	,,	গ্রন্থপ্রকাশের জন্য	,,	১০০০৲
				৭৫০০৲

শ্রীগণপতি সরকার
হরপ্রসাদ স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

চত্বারিংশ ভাগ

— ১ —

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

— • —

কলিকাতা

২৪৩-১, আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩৪০

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

চত্বারিংশ ভাগের

সূচী-পত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

[চত্বারিংশ ভাগ]

বঙ্গে সূর্য্যপূজা ও সূর্য্যের নূতন পাঁচালি*

বর্ত্তমানে স্বতন্ত্র সৌরসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নাই সত্য; কিন্তু তথাপি হিন্দুসমাজে সূর্য্যদেবের সম্মান বিশেষ কমিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পাঁচটী প্রধান দেবতার পূজা করিয়া থাকে বলিয়া আধুনিক কালের হিন্দু 'পঞ্চোপাসক' নামে অভিহিত। এই পাঁচ-দেবতার[১] মধ্যে সূর্য্য অন্যতম। সমস্ত কৃত্যের প্রারম্ভে বিঘ্ননাশের জন্য যেমন বিঘ্নবিনাশন গণেশের অর্চ্চনা করিবার বিধান আছে, সেইরূপ, সূর্য্যদেবের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যদান করিবারও নিয়ম রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ত্তব্য সন্ধ্যোপাসনায় সূর্য্যের উপাসনাই যে প্রধান স্থান অধিকার করে তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

বঙ্গের নানাস্থানে প্রাপ্ত সূর্য্যমূর্ত্তি এককালে বঙ্গে সূর্য্যপূজার বহুল প্রচারের সূচনা করে।[২] প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস তাঁহার একটী পদে[৩] সূর্য্যপূজার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, বঙ্গের নানা স্থানে বিভিন্নসময়ে সূর্য্যপূজা, সূর্য্যব্রত ও আনুষঙ্গিক উৎসবাদির প্রচলন আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।[৪] এই সকল অনুষ্ঠান সাধারণতঃ স্ত্রীসম্প্রদায়ের মধ্যেই বেশী প্রচলিত। কুমারীদিগের মাঘব্রত বা মাঘমণ্ডলব্রত, গৃহিণীদিগের চুঙীর ব্রত বা ইথুপূজা ও বর্ষীয়সীদিগের চাকরী বা সূর্য্যব্রত সূর্য্যোপাসনারই বিভিন্ন প্রকার[৫]।

---

* ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২১এ মাঘ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। এই পাঁচ দেবতার নাম সম্বন্ধে কিছু কিছু মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এক মতে 'সূর্য্যো বহ্নিঃ শিবো দুর্গা ততো বিষ্ণুশ্চ পঞ্চমঃ।' আর এক মতে—'গণেশঃ সবিতা বিষ্ণুঃ শিবো দুর্গা ইতি ক্রমাৎ।'

২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩শ খণ্ড) চুঁচুড়ায় প্রাপ্ত এক সূর্য্যমূর্ত্তির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়ায় প্রাপ্ত একটী সূর্য্যমূর্ত্তি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোণারঙ্গ ও আবদুল্লাপুর প্রভৃতি গ্রামে এখনও সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত ও পূজিত হইতেছে (যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ঐতিহাসিক চিত্র, ১৩১৬, পৃঃ ৫৩৯)।

৩। চণ্ডীদাসের পদাবলী (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ—পৃঃ ২৮)

৪। সূর্য্যদেবতাকে আশ্রয় করিয়া নানা লৌকিক কৃত্য কেবল বাঙ্গালা দেশে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ছিল এবং আছে। জগতের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে সূর্য্যদেবতার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। ভারতের নানা স্থানে জনসাধারণের মধ্যে সূর্য্যপূজার স্বরূপ ক্রুক্ (W. Crook) সাহেবের *An introduction to the Popular Religion and Folklore of Northern India* গ্রন্থের ৪-৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

৫। এই সকল অনুষ্ঠানের পূর্ণ বিবরণ এখনও সংগৃহীত হয় নাই। চুঙীর ব্রত পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত। এই ব্রতে অগ্রহায়ণ মাসে রবিবারে নল গাছের চোঙার মধ্যে একুশটি দূর্ব্বা ভরিয়া উহা দুগ্ধে স্নান করাইয়া সূর্য্যকে নিবেদন করা হয়। ইহার 'কথা' পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ইথুপূজার 'কথা'র অনুরূপ। মাঘমাসের শুক্লপক্ষের রবিবারে চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সূর্য্যব্রতের এক বিবরণ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক Journal of the Anthropological Society of Bombay নামক পত্রে (১৩শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৬) প্রদত্ত হইয়াছে।

সূর্য্যমাহাত্ম্যদ্যোতক এবং সূর্য্যচরিতবর্ণনাত্মক বিভিন্ন কাহিনী এই সকল ব্রতাদি উপলক্ষে শ্রদ্ধার সহিত গীত ও কথিত হইয়া থাকে। এই সকল কাহিনীর মধ্যে লহনা ও খুল্লনা—এই দুই ভগ্নীর করুণ বিবরণপূর্ণ কাহিনী বেহুলা-লখীন্দর, কালকেতু-ফুল্লরা, এবং শ্রীমন্ত ও ধনপতি সদাগরের কাহিনীরই ন্যায় করুণরসপূর্ণ। ইহাও সাহিত্যের একটা অমূল্য সম্পদ্। তবে দুঃখের বিষয়, সাহিত্যিক সমাজে এই কাহিনী তেমন পরিচিত নহে। সূর্য্যপূজার কথা হিসাবে মেয়েলি ব্রতকথার পুস্তকগুলিতে এই কাহিনীটী বর্ণিত হইয়াছে। ১৬৩১ শকে রামজীবন এই কাহিনী অবলম্বন করিয়া সূর্য্যের এক পাঁচালী রচনা করেন। এই পাঁচালী চট্টগ্রামের স্বর্গগত কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ত্রয়োদশ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Department of Letters-এর পঞ্চদশ খণ্ডে ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছিল। সূর্য্যের বাল্যলীলা, বিবাহ ও দাম্পত্যজীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ-পূর্ণ আর একটা সরস উপাখ্যানের কিয়দংশ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্ত্তৃক বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় গ্রন্থে[১] প্রকাশিত হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে[২]। সম্প্রতি আমি ফরিদপুরের কোটালিপাড়া হইতে সংগৃহীত সূর্য্যের এক পাঁচালীতে এই উপাখ্যানের বিস্তৃত বিবরণ পাইয়াছি। তবে আমার সংগৃহীত উপাখ্যানও বোধ হয় সম্পূর্ণ নহে—অনেক স্থলেই ইহার অংশবিশেষের পরিসমাপ্তি নিতান্তই আকস্মিক বলিয়া মনে হয়। মাঘমণ্ডল ব্রতোপলক্ষে মাঘমাসে প্রাতঃকালে কুমারীগণ মধুর স্বরে এই পাঁচালী গান করিয়া থাকে। মাঘমণ্ডল ব্রতের কিছু বিবরণ দেওয়া এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই ব্রত শ্রীহট্টে প্রচলিত মাঘব্রতের অনেকটা অনুরূপ। ফরিদপুর অঞ্চলে কুমারীগণ গৃহপ্রাঙ্গণে বৃত্তাকার মণ্ডল উৎকীর্ণ করিয়া তাহার উপর পাঁচ বৎসর যাবৎ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে। এই বৃত্তের উপরে ও নীচে বৃত্তাকারে ও অর্দ্ধবৃত্তাকারে যথাক্রমে সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রতীক কল্পিত হইয়া থাকে। প্রতিবর্ষে এক একটী মধ্যবৃত্ত বর্দ্ধিত করিয়া পঞ্চম বর্ষে প্রতিষ্ঠার সময় পাঁচটী বৃত্ত অঙ্কিত হইয়া থাকে[৩]।

প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া ব্রতিনীকে দূর্ব্বাগুচ্ছ সহযোগে চোখে এবং মুখে জল ছিটাইয়া দিতে হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম 'চউখে মুখে পানি দেওয়া'।

সূর্য্য উদিত হইলে 'বাঁরৈল' ভাসাইতে হয় এবং এই প্রসঙ্গেই সূর্য্যের পাঁচালি গান করা

১। বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়—প্রথমখণ্ড, পৃঃ ১৬৪ প্রভৃতি।

২। Journal of the Department of Letters, পঞ্চদশ খণ্ড।

৩। এইরূপ ব্রত অনেকদিন পূর্ব্ব হইতেই ভারতের নানা স্থানে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। গৌতমধর্ম্মসূত্রের ব্যাখ্যায় (২।২।২০) হরদত্ত এইরূপ একটী ব্রতের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"মেঘত্বে সবিতরি চৌলেধু কুমার্য্যো নানাবর্ণৈর্জ্যোতি ভূমাবাদিত্যং সপরিবারমালিখ্য সায়ং প্রাতঃ পুজয়ন্তি।" (গৌতমসূত্র, আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরিজ, পৃঃ ৮৫)। তবে হরদত্তের উল্লিখিত ব্রত মাঘমাসে অনুষ্ঠিত না হইয়া বৈশাখে হইত।

হয়। মাটী দিয়া তৈয়ারী করা সূর্য্য ও গৌরীর প্রতীকের নাম বারৈল ; এই বারৈল দুইটাকে ফুল ও দূর্ব্বা দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া একখানি পিঁড়িতে বসাইয়া ব্রতিনী নিম্নোক্ত-রূপে গান করিতে করিতে উহা পুষ্করিণীর জলে ভাসাইয়া দেয়।

বারৈল যান ভাসিয়া ভাই আসেন হাসিয়া।
হলদিয়া পক্ষীটী ডালে ডালে
আমার ভাই আস্‌তে লাগ্‌ছেন কড়িয়া জাঙ্গালে।
কড়িয়া জাঙ্গাল কড়িয়া জাঙ্গাল মিষ্ট মালুম মাজা।
ভাই আমার লক্ষেশ্বর বাপ আমার রাজা॥
দইলো লোচা লো চা।
সূর্য্যাইরে দিব মোরা ক্ষীরোদের কোছা।
ক্ষীরোদের কোছা না লো গরদের জোড়।
আন্ গৌরীরে ডাক দিয়া বড় ঘরের ছাইচ দিয়া।
বড় ঘর কড়মড় করে গৌরীর কানের সোনা নড়ে।
গৌরী গো রসে মোর কম্ম দশে।
গৌরীর মায় ঝাটিকাটি গুয়া কাটে কুটি কুটি
পান সাজায় বাটা বাটা
খাও লও গৌরীর জামাই চুনে আর খড়ে।
তবে সে দিব মোরা গৌরমণিরে দানে॥
ও গাঙের জালিয়া কে
সোনার বারৈল জলে দিয়া জল ছিটাইয়া দে।
আম কাঠালিয়া পিড়িখানি ঘৃতে ম ম করে।
তাতে বসিবে কে
আমার ভাই ... তাতে বসিবে সে॥

বারৈল ভাসানের পর মণ্ডলের উপর ফুল ছড়াইতে হয়। এই অবসরে নিম্নলিখিত ছড়াগুলি আবৃত্তি করা হয়।

মাঘমণ্ডল মাঘমণ্ডল সোনার কুণ্ডল সোনার কুণ্ডল।
সোনার কুণ্ডলে ঢালিয়া লাড়ু শাখার আগে সোনার খাড়ু॥
মাঘমণ্ডল ... ...
সোনার কুণ্ডলে ঢালিয়া মৌ আমি বড় মানুষের পুতের বৌ॥
রুক্মিণী পূজি কি বড় মাগি।
আপনি স্থির সোয়ামী হইলেন পৃথিবীর বীর॥
আগ পূজিয়া মাগলাম বর ছোট জামাই বড় ঘর॥
ঘাইটী কাটিয়া লো ভাইটী পাইলাম।
ভাইটীর দুইটী শত্রু নখে খুটিয়া ফেলাইলাম।

দহেশ্বর কাটি মোরা পাজা পাজা
ভাই মোর লক্ষেশ্বর বাপ মোর রাজা ॥
শ্রীসূর্য্যদেব তুমি ফের বাড়ী বাড়ী।
আমি কাটি তোমার চাম্পা[১]র দাড়ী ॥
সূর্য্যের কাণে দিয়া ফুল ভরিয়া উঠুক দুই কুল।
চন্দ্রের কাণে দিয়া ফুল ভরিয়া উঠুক দুই কুল ॥
মধ্য আকে[২] দিয়া ফুল ভরিয়া উঠুক দুই কুল ॥

পিতৃকুল ও পতিকুলের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা এই ব্রতের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পতিবিষয়ক প্রার্থনার মধ্যে 'বড়মানুষের পুতের বৌ' হইবার ইচ্ছা, 'ছোট জামাই বড় ঘর' লাভের আগ্রহ এবং 'পৃথিবীর বীর' স্বামী পাইবার ঔৎসুক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। ধনী এবং বীর স্বামী পাইবার লোভ সকল দেশের ও সকল সময়ের স্ত্রীলোকেরই স্বভাবসিদ্ধ ; 'ছোট জামাই' পাইবার প্রার্থনা পুরুষের বহুবিবাহ-প্রথার বহুল প্রচলনের যুগের সূচনা দেয়।

এই মাঘমণ্ডলব্রতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সূর্য্যের পাঁচালির বিভিন্ন অংশ গীত হয়। শীতের প্রত্যূষে কুমারীকণ্ঠনিঃসৃত এই মধুর সঙ্গীত ঘরে ঘরে শুনিতে পাওয়া যায়। যিনি একবার এই সঙ্গীত শুনিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন, সন্দেহ নাই। অবশ্য এই পাঁচালি সর্ব্বত্র সুসঙ্গত নহে—ইহার সর্ব্বাংশের অর্থও তেমন সুপরিস্ফুট নহে। তথাপি ইহার অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ ও করুণরস শ্রোতৃমাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করে। সূর্য্যের পূর্ব্বরাগের বিবরণ সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের কথা মনে জাগাইয়া দেয়। বিবাহের পরে গৌরীর শ্বশুরগৃহাভিমুখে যাত্রাকালীন যে করুণ দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানকালে অল্পপরিচিত হইয়া উঠিলেও একেবারে অপরিচিত হইয়া পড়ে নাই। অন্যান্য গ্রাম্যসঙ্গীতের ন্যায় ইহাও অজ্ঞাত কবির হৃদয় হইতে স্বত-উৎসারিত ; তাই ইহা অনায়াসেই শ্রোতা এবং পাঠকের প্রাণ স্পর্শ করে।

আমি এই পাঁচালি আমার নিজ পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থ কোন কোন স্থলে শব্দের গ্রাম্য রূপ ত্যাগ করিয়া সাধু রূপ দিয়াছি মাত্র।

এই পাঁচালিতে উল্লিখিত সূর্য্যের শ্বশুর উড়িয়া ব্রাহ্মণ রাজা কে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। পুরাণমতে সূর্য্যের স্ত্রীর নাম ছায়া—আমাদের আলোচ্য পাঁচালির মতে তাঁহার নাম গৌরী, গৌরমণি, গৌরা বা গৌরা পার্ব্বতী। সূর্য্যকে একস্থানে পাঁচালি মধ্যে শিবাই শঙ্কর (৯৯ পংক্তি) বলা হইয়াছে। সূর্য্যের সহিত শিবের এই অভেদ স্থাপনের মূল কোথায় জানি না। তবে এই পাঁচালিতে এবং অন্যত্র একাধিক স্থলে সূর্য্যের সহিত বিষ্ণুর অভেদ

১। ঘাই, দহেশ্বর, চাম্পা—ঘাসজাতীয় বিভিন্ন উদ্ভিদ। ছড়া আবৃত্তির সময় এইগুলি নখ দিয়া ছিঁড়িতে হয়।

২। আক—দাগ।

প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই পাচালিতে (৬০, ৭২, ৯৭ পংক্তিতে) সূর্য্যকে জগন্নাথ, নারায়ণ ও গদাধর বলা হইয়াছে। সূর্য্যের অন্যান্য কোন কোন কাহিনীতে সূর্য্যনারায়ণ বা ইথুনারায়ণ শব্দেও সূর্য্য ও নারায়ণের অভিন্নত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[১] এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, শ্রীহট্টে অনুষ্ঠিত সূর্য্যব্রতে স্ত্রীলোকেরা কৃষ্ণের গান গাহিয়া থাকে।[২]

এই সকল কাহিনীতে কয়েকটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। দুই একটী বিবরণে সূর্য্যের আকৃতির বর্ণনা বিশেষ কৌতুকপ্রদ। যথা—

'ইথু নারায়ণ ঠাকুর নমঃ নমবর্ণে, তাঁমাহন কর্ণে, গেরুয়াবস্ত্র পরনে, হাতে সোঁটা ক'রে ...' মহিলাব্রতকথা, কিরণবালা দাসী, (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদগ্রন্থাবলী), পৃঃ ৭৫
'লাটার ল্যাখান চোখ, বাটার ল্যাখান মুখ, কুলার ল্যাখান কান, মুলার ল্যাখান দাঁত, তামকুণ্ডের মত মাথা, লাল লাঠি হাতে, রুদ্রাক্ষের মালা গলায়,—চুক্তীর ব্রতের কথা (ফরিদপুর)

শক্তিপূজায় যেরূপ কোন কোন স্থানে সাধক স্বগাত্র-রুধিরাদি দ্বারা দেবীর তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করিয়া থাকেন, সূর্য্যপূজায় সেইরূপ আচারের ইঙ্গিত আমরা সূর্য্যের এক কাহিনীতে পাইয়াছি। যথা—

"পাত্রের রাণী আপনার জিব কেটে সলতে ক'রে প্রদীপ দিলেন, হাঁটুর মালুইচাকি কেটে তাইতে ক'রে ধূপ দিলেন, মাথার চুল দিয়ে চামর ঢুলাইতে লাগিলেন।" মহিলাব্রতকথা, কিরণবালা দাসী, পৃঃ ৭৮।

এই মুখবন্ধের পর আমরা নিম্নে আমাদের সংগৃহীত পাচালিটী লিপিবদ্ধ করিতেছি।

[সূর্য্যের জাগরণ]

ওঠো ওঠো রাউল রে ঝিকি মিকি দিয়া।
সুবর্ণের পঞ্চম খাড়ু নিশিরে থুইয়া॥
নিশিরে থুইয়া না লো ঝাপুর ঝুমুর।
আমাদের রাউলের হাতে তাম্বুল॥
হাতে তাম্বুল না লো পাছে থুইয়া। ৫
নিয়া গেল বাওন ঝি কোলে করিয়া॥
নিলি নিলি বাওন ঝি ও তোর কে।
ভাসুর পো না লো দ্যাওর্ পো॥
দ্যাওর্ পো হৈয়া কি কাম করে।
রাজার দুয়ারে পাশা খেলে॥ ১০

১। সূর্য্য ও নারায়ণের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও অভেদ এবং অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিয়া গ্রিয়ারসন্ সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, সূর্য্যপূজা হইতেই বৈষ্ণব বা ভাগবত ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে। সম্প্রতি ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় (Bulletin of the School of Oriental Studies পত্রিকার ৬ষ্ঠ খণ্ডে ৬৬৯ পৃষ্ঠায়) গ্রিয়ারসন সাহেবের এই মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

২ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্ব্বাংশ)—অচ্যুতচরণ চৌধুরী, পৃঃ ৯৩-৪।

১ রাউল— রাজা, যোদ্ধা। (এই পাদটীকাগুলি পাঁচালির পংক্তির সংখ্যানুসারে দেওয়া হইয়াছে)।

২ পঞ্চমখাড়ু—অলঙ্কারবিশেষ। নিশিরে—শিশিরে।

খেলুক পাশা জিনুক কড়ি।
তা দিয়া কেন্‌বো মোরা সূর্য্যাই রাউলের পিড়ি॥
সূর্য্যাই রাউলের পিড়িখানি নেতে পিছল।
তাতে লাইগ্‌গা গেল ধোপাঝির আচল॥
নে নে ধোপাঝি নেত্‌খান ধুইয়া। ১৫
যাইট কাওনের পান গুয়া খাইয়া॥
যাইট কাওন না লো ঝড়ার মূল।
ভায়া যাবেন লো বিক্রমপুর॥
বিক্রমপুর না লো বড় বড় লাড্ডু।
মায় লৈয়া আন্‌বেন লো স্বুবর্ণের খাড়ু॥ ২০
বাপের লৈয়া আন্‌বেন লো দোলা ঘোড়া।
ভাইর লৈয়া আন্‌বেন গো পাজি পুথি॥
বুইনের লইয়া আনবেন লো খেলার ডুখি॥
সতাইর লৈয়া আনবেন কুইয়া পুঠি।
এইয়া শুনিয়া সতাই তুমি সুন্দর বনে যাও। ২৫
সুন্দরবুনিয়া বাঘ ওরে সতাইরে ধরিয়া খাও॥
ছাপ ছিপ না লো বেড়ের মাটী॥
আমাগো বাপ ভাই লোহার কাঠী॥
লোহার কাঠী হইয়া কি কাজ করে।
স্বর্গে উঠিয়া জোকার পাড়ে॥ ৩০
জয় দিব না লো জোকার দিব।
সোণার ছুইটি ভাই বুইন কোলে করিয়া নিব॥
আগর চল লো দুয়ার মেল লো।
জুতি মালতী মেলিয়া মার্‌লাম ঘরে।
কত নিদ্রা যাও রে সূর্য্যাই জোর পাশর ঘরে॥ ৩৫
সূর্য্যাইর ঘরের দুয়ারে সোণার মৃদঙ্গ বাজে।
তবু না সূর্য্যাই রাউলের নিদ্রা ভাঙ্গে॥

১৩ নেত—রেশমনির্ম্মিত বস্ত্র।
১৪ লাইগ্‌গা—লাগিয়া। ধোপাঝি—রজককন্যা।
১৬ কাওন—কাহণ। ২৩ ডুখি—মৃত্তিকা-নির্ম্মিত খুড়িজাতীয় বস্তু।
২৪ কুইয়াপুঠি—অতি ছোট ছোট পুঁটিমাছ।
২৫ সত্যাই—বৈমাত্রেয় ভ্রাতা
২৬ সুন্দরবুনিয়া—সুন্দরবনের। ২৭ বেড়—ডোবা।
৩০ জোকার—উলুধ্বনি। ৩৪ মেলিয়া মার্‌লাম—ছুড়িয়া মারিলাম।

ওঠো রাউল উদয় দিয়া নগুণ পৈতা গলায় দিয়া
ছগুণ ছাতি মাথায় দিয়া রাঙা লাঠি হাতে কইর্‌আ
বাওন বাড়ীর উপর দিয়া। ৪০
বাওনের মাইয়া বড় সেয়ান পৈতা কাটে অতি বেয়ান ॥
ওঠো রাউল উদয় দিয়া ... ...
মালীর মাইয়া বড় সেয়ান ফুল জোগায় অতি বেয়ান ॥
ওঠো রাউল ... ...
কুমারের মাইয়া বড় সেয়ান মাটী জোগায় অতি বেয়ান ॥ ৪৫
ওঠো রাউল ... ...
বারৈর মাইয়া পান জোগায় অতি বেয়ান ॥
ওঠো রাউল ... ...
তেলির মাইয়া বড় সেয়ান তেল জোগায় অতি বেয়ান ॥
ওঠো রাউল ৫০
ধোপার মাইয়া বড় সেয়ান কাপড় জোগায় অতি বেয়ান ॥
ওঠো রাউল ... ...
বাওনের মাইয়া সেয়ান ফুল চন্দন জোগায় অতি রেয়ান ॥

সূর্য্যাই ওঠেন কোন বর্ণে
সূর্য্যাই ওঠেন তাম্বুল বর্ণে। ৫৫
সূর্য্যাই ওঠেন কোন দিক্ দিয়া
সূর্য্যাই ওঠেন পূব দিক্ দিয়া
তিতৈল গাছের আড় দিয়া
তিতৈল গাছ মেলিল পাত
সূর্য্যাই ঠাকুর জগন্নাথ। ৬০

আমতলার শীতল পানি তাতে সূর্য্যাইর গাড়ু গামছা ধোয়া পানি।
চন্দনতলার শীতল পানি তাতে সূর্য্যাইর মুখধোয়া পানি ॥

[সূর্য্যের পূর্ব্বরাগ]

উড়িয়া রাজার দুইটী কন্যা বসিয়া রৈছে খাটে।
তা দেখিয়া সূর্য্যাই ঠাকুর ফেরেন মাঠে মাঠে ॥
উড়িয়া রাজার দুই কন্যা মেলিয়া দিছে সাড়ী। ৬৫
তা দেখিয়া সূর্য্যাই ঠাকুর ফেরেন বাড়ী বাড়ী ॥

---

৫৫ তাম্বুল—এস্থলে ইহার অর্থ 'তাম্র'।

উড়িয়া রাজার দুই কন্যা মেলিয়া দিছে কেশ রে।
তা দেখিয়া সূর্য্যাই ঠাকুর ধরেন নানা বেশ রে ॥
উড়িআ রাজার দুই কন্যা মলখাড়ু দিছে পায় রে।
তা দেখিয়া সূর্য্যাই ঠাকুর বিয়া করতে চায় রে ॥৭০

[সূর্য্যের স্বপ্ন দেখান]

শুইয়া রইছ ব্রাহ্মণ ঠাকুর নিদ্রায় দিছ মন রে।
চক্ষু মেলি চাইয়া দেখ শিয়রে নারায়ণ রে ॥
তোমার ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা সতী।
তাহার মনে বড় ইচ্ছা সূর্য্যাইরে পাবে পতি ॥
তোমার ঘরে আছে কন্যা রত্নমালা নাম। ৭৫
শঙ্খবস্ত্র দিয়া কন্যা সূর্য্যাইরে কর দান ॥

[কন্যার পিতাকে সূর্য্যের সাহায্য দান]

ব্রাহ্মণী বলেন—'ব্রাহ্মণ, বুদ্ধি নাই তোর ঘটে।
ভিক্ষা করি খাও রে ব্রাহ্মণ কন্যা দিবা কারে।'
কেমন করি দিব রে কন্যা আমার চালে নাই ছোন রে।
সূর্য্যদেবের বরে নামলো ঘরামি চৌদ্দ জন রে ॥ ৮০
কেমন করি দিব রে কন্যা আমার উঠান ভরা বন রে।
সূর্য্যদেবের বরে নামলো ভুইমালি চৌদ্দ জন রে ॥
ঘর হৈল দুয়ার হৈল হৈল টাকা কড়ি।
সূর্য্যদেবের বরে হৈল সোনার চৌয়াড়ি ॥
যে দোকানে গৌরমণি শঙ্খ কেন্‌তে যায় রে ॥ ৮৫
সেই দোকানে ছাওয়াল সূর্য্যাই ছত্র ধরেন শিরে রে ॥
সাক্ষী থাইকক দেবধর্ম্ম সাক্ষী থাইকক তোমরা।
অকুমারী গৌরা আমি ॥
সম্মান নারিকেল তেলে কামারে দোকান মেলে।
সোণা দিব সেরে সেরে (আরে) রূপা যত লাগে। ৯০
এমন করি গড়্‌বা গয়না আমার গৌরীর অঙ্গে লাগে ॥
দেখ দেখ মালিয়া রে কিসের ভরা আইসে।
অর্দ্ধেক গাঙ্ জুড়িয়া রে ফুল মটুকের ভরা আইসে ॥
আসুক আসুক আসুক ভরা লাগুক আসি ঘাটে।
আমার গৌরমণির বিয়া শনি মঙ্গল বারে ॥ ৯৫

৮২ ভুইমালি—যাহারা ভূমি পরিষ্কার করে।
৮৮ অকুমারী—কুমারী, অবিবাহিতা। ৯৩ ভরা—নৌকাপরিপূর্ণ জিনিষ

[সূর্য্যের বিবাহ যাত্রা]

ওপারে কিসের বাদ্য বাজে।
রাউলের বেটা গদাধর বিয়া করতে সাজে॥
আম পাতা মচ মচ করে　　কাঠাল পাতা কড়মড় করে
শিবাই শঙ্কর বিয়া করে।
সাজ সাজ গদাধর পায়ে নূপুর দিয়া। ১০০
ঘরে আছে গৌরা পার্ব্বতী তুলিয়া দিব বিয়া॥
সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন মায়ের আজ্ঞা লৈয়া।
মায়েতে আশীর্ব্বাদ করেন শিরে হাত দিয়া॥
বাচিয়া থাইক্কো ওরে সূর্য্যাই চিরঞ্জীবি হৈয়া।
সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন বাপের আজ্ঞা লৈয়া॥ ১০৫
বাপেতে আশীর্ব্বাদ করেন শিরে হস্ত দিয়া।
বাচিয়া থাইক্কো ওরে সূর্য্যাই দিগ্বিজয়ী হৈয়া॥
সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন গুরুপুরৈতের আজ্ঞা লৈয়া।
গুরু পুরৈতে আশীর্ব্বাদ করেন শিরে হস্ত দিয়া॥
বাচিয়া থাইক্কো ওরে সূর্য্যাই রাজরাজেশ্বর হৈয়া॥ ১১০
আমের ছত্র বিল্বপত্র দধির আশ্রয় দিয়া।
সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন (সুমুখে) সোনার ঘটি লইয়া॥
জননীতে ধোয়ায় হাত দুগ্ধেতে ডুবাইয়া।
অঞ্চলে মুছাইয়া মুখ বলে কর্ণে গিয়া॥
একেশ্বরে যাও গো রাম দোসরে আসিও। ১১৫
পরের ঝিরে পাইয়া না জননী পাসর॥
সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করেন সুমুখে সোণার ঘটী।
আগে পাছে লোক লস্কর মধ্যে নাচে নটী॥
সূর্য্যাই ঠাকুর যাত্রা করিয়া এদিক্ ওদিক্ চান।
যেদিকে শোনেন বাজনার শব্দ সেই দিক্ চলিয়া যান॥ ১২০
চন্দন গাছ কাটিয়া দেরে সূর্য্যাই হবেন পার।

[সূর্য্যের বিবাহ]

নব রত্তন পিড়িখানি মধ্যে মধ্যে সোনা।
দেবগণে ধরিয়া তোলে পিড়ির চাইরো কোণা॥
দেবগণ দেবগণ রত্নসিংহাসন।
চারি চক্ষে দুই মুখে হইল দরশন॥ ১২৫

---

১১৫ একেশ্বর—একাকী। দোসরে—দুজনে।

স্থর্য্যাই ভাল বিচার কর
নিকটিয়া ফুলের মালা উদয় মেলিয়া ধর।
এক ফুল খোটেন স্থর্য্যাই আরো ফুল চান।
মালিয়ার মালঞ্চ পুষ্প অধরে যোগান॥
লামা লামা ডাক্ পড়ে লামা স্থিতি স্থলে। ১৩০
পঞ্চ হরতকী দিয়া দিয়া কন্যা দান করে॥
মানুষ জনে ডাকিয়া বলে আকাশে নাই রে তারা।
শীঘ্র করিয়া তুলিয়া দ্যাও রে স্থর্য্যাইর বিয়ার দাড়া
শাশুরীতে রাঁধেন দাড়া দুধে আর গুড়ে।
শালা বৌতে ঢালেন দাড়া সুবর্ণের থালে॥ ১৩৫
শাশুরী আইলেন ভাত দিতে
খসিয়া পইল সাড়ী
রাম রাম বলিয়া স্থর্য্যাই নাকে দিলেন হাত।
কেন বা আসিলাম আমি শাশুরীর সাক্ষাৎ॥ ১৪০
তোমরা বল আমার স্থর্য্যাই পাগল পাগল।
আমার স্থর্য্যাই পাগল নয় রে রসের নাগর॥

[সূর্য্যের গৃহ প্রত্যাগমনের প্রস্তাব]

সুবর্ণের খাটপাট নেতের মশারী।
তাহার মধ্যে শয়ন করেন স্থর্য্যাই আর গৌরী॥
কাউয়ায় করে কল বল কোকিলের ধ্বনি।
জাগ রে জাগ রে গৌরমণি দেশে যাব আমি॥ ১৪৫
'তোমার দেশে যাব রে আমি মা বলিব কারে।'
'ঘরে আছে আমার মা যে মা বলিও তারে॥'
'শোন রে বুদ্ধির সাগর বুদ্ধি নাই তোর ঘাড়ে।
পরের মারে মা বলিলে কার প্রাণ ভরে॥
পরের বাপকে ডাকলে বাপ কার প্রাণ ভরে॥' ১৫০

১৩৫ দাড়া—বিবাহের দিন কন্যার মাতা বা মাতৃস্থানীয়া অন্য কেহ ধান সিদ্ধ করিয়া শুকাইয়া সেই ধানের চাউল প্রস্তুত করেন। সেই চাউল হইতে রাত্রিতে অন্ন প্রস্তুত হয়। ধান সিদ্ধ করিবার সময় একটী আখের পাতায় আঠার জন স্ত্রৈণ পুরুষের নাম লিখিয়া তাহা হাড়ির মধ্যে দেওয়া হয়; আড়াইটা আখের পাতা অন্য কাষ্ঠের সঙ্গে উনানে দেওয়া হয় এবং সিদ্ধকারিণী বা ধান্যপ্রস্তুতকারিণীকে মুখে মিষ্ট দিয়া চুপ করিয়া থাকিতে হয়। বিবাহান্তে বর এই অন্ন উচ্ছিষ্ট করিয়া নববধূকে খাইতে দেয়। নববধূ ইহার কিছু অংশ গ্রহণ করে। এই অন্নের নামই দাড়া।

দৌড় দিয়া যায় গৌরমণি মায়ের কাছে।
'আমারে যে নিতে আইছে লুকাইয়া রাখ পাশে ॥'
'টাকা নয় রে পয়সা নয় রে বাক্‌সে তুলিয়া থোব।
পরের লইয়া হইছ গৌরা পরেরে সে দিব ॥'

[সূর্য্যের ভ্রাতার বধূ আনয়নের প্রস্তাব]

খাট খাট কলা গাছটা বাইয়া পড়ে মৌ। ১৫৫
সূর্য্যাই ঠাকুর বিয়া করছে বড় সুন্দর বৌ ॥
ছোট ভাই উঠিয়া বলে "বড় দাদা ভাই।
গাদি ভরা পান দেও বউ আনিতে যাই ॥"
ছোট ভাই ... ...
কলসী ভড়া তেল দেও ১৬০
ছোট ভাই ... ...
থান ভড়া সিন্দুর দেও ... ... "

[গৌরীর শ্বশুর বাড়ী যাত্রা ও সকলের বিলাপ]

সূর্য্যাই গৌরাই যাত্রা করাইয়া দিয়া।
গৌরমণির মায় কাঁদে শানে পাছাড় খাইয়া ॥
আরসী কান্দে পরসী কান্দে সকল কান্দে রইয়া। ১৬৫
গৌরমণির যে মা-ধন কান্দে শানে পাছাড় খাইয়া ॥
আরসী কান্দে পরসী কান্দে সকল কান্দে পর।
গৌরমণির যে মা-ধন কান্দে বেলা আড়াই ফর ॥
"আগে যদি জান্‌তাম মা-ধন পরে নিবে তোরে।
কোলের ছাওয়াল মাটিতে রাখিয়া কোলে নিতাম তোরে ॥ ১৭০
আগে যদি .. ..
কাণের সোণা খসাইয়া থুইয়া কাণে রাখতাম তোরে ॥
আগে যদি ... ...
গলার হার খসাইয়া থুইয়া গলায় রাখতাম তোরে ॥"
আরসী কান্দে পরসী কান্দে সকল কান্দে রৈয়া। ১৭৫
গৌরমণির যে বাপ-ধন কান্দে মুখে গামছা দিয়া ॥
চৌদ্দ দাড়ের নৌকা খানি ষোল ছয়জন মাঝি।
"নাইয়ারে দিব তার বয়লা মাঝিরে দিব কড়ি।"

---

১৫৮ গাদি—তু প, গাদা (পশ্চিমবঙ্গ)।   ১৭৮ নাইয়া—নৌকার মালিক।

ধীরে ধীরে বাওরে নৌকা মায়ের কান্দন শুনি।
ধীরে ধীরে বাওরে নৌকা বাপ ভাইর কান্দন শুনি ॥ ১৮০
এখন কেন কান্দ মা-ধন শানে পাছাড় খাইয়া।
সেইকালে কৈছিলাম মা দূরে না দিও বিয়া ॥
এখন কেন কান্দ বাবা মুখে গামছা দিয়া।
সেইকালে কৈছিলাম বাবা দূরে না দিও বিয়া ॥
এখন কেন কান্দ ভাই-ধন মুখে কাপড় দিয়া। ১৮৫
সেই কালে কৈছিলাম ভাই-ধন দূরে না দিও বিয়া ॥
এখন কেন কান্দ বুইন খেলার সজ্জা লইয়া।
সেই কালে কৈছিলাম বুইন দূরে না দিও বিয়া ॥
এখন কেন কান্দ ভাইর বউ লেমু পান্থা লৈয়া।
সেইকালে কৈছিলাম বউ দূরে না দিও বিয়া ॥" ১৯০

[সূর্য্যের গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন]

"বিয়া করলা সূর্য্যাই ঠাকুর দানে পাইলা কি ?"
"ভাঙ্গা গাড়ু ভাঙ্গা থাল উড়িয়া রাজার ঝি ॥
থাল পাইলাম গাড়ু পাইলাম অন্নজল খাইতে।
উড়িয়া রাজার ঝি পাইলাম গৃহ বাস করিতে ॥
ভাঙ্গা গাড়ু ভাঙ্গা থাল ফেলিয়া আইলাম পথে। ১৯৫
উড়িয়া রাজার ঝিরে লইয়া আইলাম সাথে ॥"

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

১৮১ শান—পাথর। পাছাড়—আছাড়

কৃত্তিবাসের জন্মশক*

কৃত্তিবাসের জন্মশক-নির্ণয়ের এই তৃতীয় উদ্যম। ইহার আধার, তাঁহার "আত্ম-বিবরণে" লিখিত

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

মাঘ মাস পূর্ণ, রবিবারে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কৃত্তিবাসের জন্ম হইয়াছিল।

১৩১৮ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১ম সংখ্যায় এই দিন পাই নাই। তদনন্তর ১৩২০ বঙ্গাব্দের উক্ত পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম, ১৩৫৪ শকে (১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে) উক্ত দিনটি পাওয়া যায়। অতএব যদি পয়ারটির অর্থ বুঝিতে ভুল না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত শকে জন্ম হইয়াছিল।

কিন্তু ঐতিহাসিকেরা এই শকে কোন হিন্দু গৌড়েশ্বরের সন্ধান পান নাই। শকটি সন্দেহাত্মক হইয়া রহিয়াছিল। তাঁহারা বলেন, 'পূর্ণ মাঘ মাস' নয়, 'পুণ্য মাঘ মাস' এই পাঠ হইবে।

কয়েক দিন হইল, শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী কৃত্তিবাসের জন্মশক পুনর্বার গণিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "দনুজমর্দন = রাজা গণেশ ১৩৩৯ শকে ও ১৩৪০ শকে মুদ্রাপ্রচার করিয়াছিলেন। এই দুই বৎসর তাঁহার পূর্ণ প্রতাপের কাল। ইঁহারই সভায় কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়াছিলেন, ধরিতে হইবে। তৎকালে কৃত্তিবাসের বয়স ২০ হইতে ৩০এর মধ্যে ছিল। অতএব ১৩০৮ হইতে ১৩২০ শকের মধ্যে এক শকে রবিবারে শ্রীপঞ্চমী হইয়া থাকিলে সে শকে কৃত্তিবাসের জন্ম হইয়াছিল।"

গণিয়া দেখিতেছি, ১৩০৮ হইতে ১৩২০ শকের মধ্যে ১৩২০ শকে

১৬ই মাঘ শুক্লা চতুর্থী রবিবার ৫ দং
১৭ই মাঘ শুক্লা পঞ্চমী সোমবার ৬ দং

রবিবারে চতুর্থী মাত্র ৫ দং ছিল। ইহার পরে সরস্বতী-পূজা হইয়াছিল। (১৩২০ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় চতুর্থী-যুক্তা শ্রীপঞ্চমীর গ্রাহ্যত্ব-বিচার দ্রষ্টব্য।)

১৩৫৪ শকের সহিত তুলনা করি। এই শকে মাঘ শুক্ল চতুর্থী রবিবার ২৮ দং। অতএব সেদিন সরস্বতী-পূজা হয় নাই, প্রকৃত শ্রীপঞ্চমীও হয় নাই। অন্য শকে 'পূর্ণ মাঘ মাস' পাওয়া যায় নাই বলিয়া শ্রীপঞ্চমী অর্থে সরস্বতী-পূজা না বুঝিয়া মাঘ শুক্ল-পঞ্চমী বুঝিতে হইয়াছিল।

১৩২০ শকে রবিবারে শ্রীপঞ্চমী ও হিন্দু গৌড়েশ্বর দুই-ই পাইতেছি। কৃত্তিবাস এগার বৎসর বয়সে পাঠার্থে উত্তর দেশে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে রাজভেটে

* ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ১৮ই আষাঢ় তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

গিয়াছিলেন। নয় দশ বৎসর পাঠ করিয়া থাকিবেন। রাজভেটের সময় তাঁহার বয়স ২০।২১ বৎসর হওয়া সম্ভবপর। ইহাও মিলিয়া যাইতেছে।

অতএব এখন বলিতে পারি,

কবি কৃত্তিবাস ১৩২০ শকে ১৬ই মাঘ (ইংরেজী ১৩৯৯ সালে পুরাতন পাঁজির ১২ই জানুআরি) রবিবার শ্রীপঞ্চমীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৩২০ শকের পরে ১৩৩৭ শকে ৮ই মাঘ (ইংরেজী ১৪১৬ সালে পুরাতন পাঁজির ৫ই জানুআরি) রবিবার শ্রীপঞ্চমী (৩৩ দং) পাইতেছি। কিন্তু সে শকে কৃত্তিবাসের জন্ম হইয়া থাকিলে ১৩৫৭-১৩৬০ শকে হিন্দু গৌড়েশ্বর চাই। ঐতিহাসিকেরা এই সময়ে কাহাকেও পান নাই। অতএব কৃত্তিবাসের জন্ম ১৩২০ শকে স্বীকার করিতে হইতেছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও 'চণ্ডীদাস'*

পঞ্চদশ শতক হইতেই শ্রীখণ্ড বাঙ্গালা দেশের একটি প্রধান সাহিত্যিক স্থান বলিয়া গণ্য হইত। শ্রীখণ্ডের সহিত গৌড় দরবারের ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল; শ্রীখণ্ডের বৈদ্য অধিবাসীদের অনেকেই গৌড় দরবারে উচ্চস্থান অধিকার করিতেন। পঞ্চদশ শতকে গৌড়ের দরবারে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ সমাদর ছিল; গৌড়ের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীখণ্ডের অনেকে কবিতা বা পদ রচনায় মনোযোগ দেন। ইহাদের মধ্যে যশোরাজ খান ও কবিরঞ্জন প্রধান।

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে মুকুন্দদাস, নরহরি ও রঘুনন্দনের প্রভাবে শ্রীখণ্ড গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। নরহরির আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিহাস আমরা অন্যত্র দিয়াছি [বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০]। এখানে নরহরির সাহিত্যিক জীবনের কিছু পরিচয় দিয়া শ্রীখণ্ড ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের কবিদিগের রচনার সহিত তথাকথিত চণ্ডীদাসের কবিতার কিছু সম্বন্ধ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

নরহরির গৌরবিষয়ক পদ রচনা

নরহরি সরকার-ঠাকুরই সর্ব্বপ্রথমে গৌরলীলার উপর ভাষায়, অর্থাৎ বাঙ্গালা ও ব্রজবুলীতে, পদ রচনা করিয়াছিলেন। এই কথা তাঁহার লিখিত নিম্ন-উদ্ধৃত পদ হইতে বুঝা যায়।

গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি তো অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম
কেমন করিয়া তাহা লিখি॥
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখনো জন্মে নাই সে
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে বুঝিবে লোক সকলে
কবে বাঞ্ছা পূরাবেন পহুঁ॥
গৌর-গদাধর লীলা আদ্রব করয়ে শিলা
কার সাধ্য করিবে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি নিরন্তর নিরবধি
আর সদাশিব পঞ্চানন॥
কিছু কিছু পদ লিখি যদি ইহা কেহ দেখি
প্রকাশ করয়ে প্রভুলীলা।
নরহরি পাবে সুখ ঘুচিবে মনের দুখ
গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা॥

[গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ১১-১২]॥

* ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ১৯এ চৈত্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

'গৌর-গদাধর' পূজার অন্যতম প্রবর্ত্তক ছিলেন নরহরি সরকার-ঠাকুর, এবং এই বিষয়ের পদাবলীরও ইনিই স্রষ্টা। উপরের কবিতাটি হইতে মনে হয়, তখনও (মুরারি গুপ্তের কড়চা ছাড়া ?) গৌরলীলা-বিষয়ক পদ বা গ্রন্থাদি রচিত হয় নাই। বাসুদেব ঘোষ মহাশয় অনেক পরে গীত রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের এই উক্তিটি বিচার করিলে বোধ হয় যে, বাসুদেব ঘোষ মহাশয়ের 'নদীয়া-নাগরী'-বিষয়ক পদগুলি শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত রচনার পরে রচিত হইয়াছিল।

অতএব যত মহামহিম সকলে।
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি বলে॥
[শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত ১-১৩]॥

হয়তো এখানে সরকার-ঠাকুরের উপর একটু কটাক্ষ আছে।

নরহরির কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ

গৌরলীলাত্মক পদ রচনা করিবার পূর্ব্বে সরকার-ঠাকুর ব্রজলীলার উপর পদ রচনা করিয়াছিলেন। এই কথা বলিয়াছেন শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য রায় শেখর (নামান্তর, কবিশেখর, কবি শেখর রায়)।

গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে
ব্রজরস করিলেন গান।
[গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ৪৫৬]॥

সরকার-ঠাকুর মহাপ্রভু হইতে সাত আট বৎসরের বেশী বড় ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার পক্ষে মহাপ্রভুর জন্মের আগে পদরচনা করা সম্ভবপর নহে। তবে ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, নরহরি গৌর-পদ রচনার পূর্ব্বে ব্রজ-বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছিলেন।

সরকার-ঠাকুরের পদসমূহ নরহরি-চক্রবর্ত্তীর পদের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, কারণ উভয়েরই এক ভণিতা। তবে যে সকল পদসংগ্রহ-গ্রন্থ নরহরি-চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্বে রচিত, তাহাতে যে সকল 'নরহরি' ভণিতার পদ পাওয়া যায়, সেগুলি অবিসংবাদিতভাবে নরহরি সরকার-ঠাকুরের রচনা বটে। এইরূপ পদ পাওয়া যায়, 'ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি'তে একটি ও 'পদামৃতসমুদ্র'-তে একটি। দীনবন্ধু দাসের 'সংকীর্ত্তনামৃত'-গ্রন্থ 'নরহরি' ভণিতায় যে তিনটি পদ আছে, সে তিনটি পদই সরকার-ঠাকুর মহাশয়ের। 'সংকীর্ত্তনামৃত'-এ নরহরি-চক্রবর্ত্তীর কোন পদ উদ্ধৃত হয় নাই। প্রকৃত কথা বলিতে কি 'নরহরি' ভণিতার পদসমূহের মধ্য হইতে সরকার-ঠাকুরের পদগুলি চিনিয়া লওয়া বিশেষ কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। সরকার-ঠাকুর মহাশয়ের ভাষা প্রাঞ্জল ও ছন্দঃ সরল, ভাবও জটিল বা কৃত্রিম নহে।

আমার মনে হয়, সরকার-ঠাকুর ব্রজলীলার উপর বিস্তৃতভাবে পদ রচনা করিয়াছিলেন, সাধারণ বৈষ্ণব কবিদের মত টুকরা-টাকরা ভাবে নহে। 'কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু'-তে যে কয়টি পদ পাইয়াছি, তাহা হইতে নরহরি-বর্ণিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার গোড়ার

কথা জানিতে পারা যায়। পৌর্ণমাসী কৃষ্ণ ও রাধার সংঘটন ইচ্ছা করিয়া প্রথমে রাধার নিকট গিয়া কৃষ্ণের রূপ-গুণের বর্ণনা করিলেন, এবং পরে কৃষ্ণের নিকট গিয়া রাধার রূপ-গুণের বর্ণনা করিলেন। পৌর্ণমাসীর দৌত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলন সংঘটন পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবি বা আলঙ্কারিকদের সৃষ্টি নহে। মথুরাদাসের 'বৃষভানুজা'-নাটিকায় এই রকম দেখিতে পাওয়া যায়। রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকেও মদনিকা (=পৌর্ণমাসী) রাধা ও কৃষ্ণের প্রথম মিলন সংঘটন করাইতেছেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকেও তদ্রূপ।

এই বিষয়ের প্রথম পদ তিনটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। রাধাকৃষ্ণলীলা-কাহিনীর বিচারের পক্ষে পদগুলির মূল্য আছে।

ব্রজের পূজিতা মুনির দুহিতা
জগজনে মনে ঘুষি।
একদিন রঙ্গে ফিরি বৃন্দা সঙ্গে
বনে ফিরে পৌর্ণমাসী॥
বৃন্দাবনে আসি কুঞ্জে কুঞ্জে বসি
নানা শোভা দেখে তায়।
ডালেতে বসিয়া সারী শুক পাখী
রাধাকৃষ্ণ গুণ গায়॥
মধুর শবদে কোকিল ডাকিছে
কোকিলী তাহার সঙ্গ।
তার কাছে কাছে ময়ূর নাচিছে
দেখিয়া বড় রঙ্গ॥
মন্দ পবন বহে অনুক্ষণ
ষড়ঋতু অনুবন্ধে।
মল্লিকা মালতী ফুটেছে সুজাতি
আমোদ করিছে গন্ধে॥
জাতি যূথী ফুল ফুটেছে বকুল
শেফালী চম্পকদাম।
তাহা বেড়ি বেড়ি ভ্রমরা ভ্রমরী
আসি করে মধুপান॥
অতি নিরমল যমুনার জল
হংস তাহে করে কেলি।
তাহার উপর দেখি ভরা ভর
ফুল্ল কদম্বকলি॥
দেখি বৃন্দাবন মন উচাটন
কহে পৌর্ণমাসী হাসি।

দেখি শোভা অতি লীলা করে যদি
কিশোর কিশোরী আসি ॥
তবে পৌর্ণমাসী জগজনে ঘোষি
বলয়ে স্বরূপবাণী ।
নন্দের নন্দন সঙ্গে গোপীগণ
যদি এ বনেতে আনি ॥
কহয়ে ধীমতী ইহার যুকতি
উপায় করিব কি ।
গোকুলে আছয়ে সে বড় নাগর
যাবটে রাজার ঝি ॥
কেমন করিয়া একত্রে মিলাব
বান্ধিব পিরীতিখানি ।
নরহরি-বাণী শুন ঠাকুরাণী
যাবটে চল আপনি ॥ [পৃঃ ১৩৪] ॥

সখী সঙ্গে করি ভানুর কুমারী
যেখানে বসিয়া খেলে ।
তবে ভগবতী আসি আচম্বিতে
রাইরে করিল কোলে ॥
হেদে গো নাতিনী পরাণ-নন্দিনী
বলি গো তোমার কাছে ।
কৃষ্ণ নামে এক রসিক নাগর
গোকুল-পুরেতে আছে ॥
তার কি কব রূপের বাণী ।
আমার বচনে শুনহ সুন্দরি
করহ পিরীতিখানি ॥
তোমার যেমন এরূপ যৌবন
তেমন রসিকরাজ ।
বিধির সংযোগে হৈয়াছে মিলন
বুঝিয়া করহ কাজ ॥
শুন গো রাধিকা প্রাণের অধিকা
পিরীতি রসের সার ।
পিরীতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার জীবন তার ॥

যুবতী হইয়া রসিক লইয়া
রস পান করে যে।
বড় সুখে সেই রহে চিরকাল
তাহা বা জানিবে কে॥
সুখের সাগরে শ্যামের পিরীতি
যোজিতে পারহ যবে।
জগতের সুখ একত্র করিলে
এতসুখ পাবে তবে॥
ধরম করম বড়ই বিষম
অনেক যতনে হয়।
সহজ পিরীতি করহ যুবতী
পাইবে গোকুল-রায়॥
কহে নরহরি শুন গো সুন্দরি
কহি গো তোমার হিত।
এ নব যৌবন সুখে গোঙায়বি
করহ শ্যামের প্রীত॥ [পৃঃ ১৩৪-১৩৫]

কৃষ্ণ ভ্রূ-আঁখর প্রেমের অঙ্কুর
রোপিয়া রাধার কানে।
বলহ সুন্দরী আশীর্ব্বাদ করি
ভাবিয়া দেখহ মনে॥
কহে বিনোদিনী শুন ঠাকুরাণী
কখন আসিবে তুমি।
তোমার লাগিয়া পথ নিরখিয়া
বসিয়া রহিলাম আমি॥
রাইয়ের বচন শুনি ঠাকুরাণী
মুচকি মুচকি হাসে।
রাইয়ের অঙ্গের সৌরভ লইয়া
চলিল শ্যামের পাশে॥
যেখানে বসিয়া সখাগণ লইয়া
আছয়ে রসিকমণি।
হাসিতে হাসিতে গেল তথাকারে
পৌর্ণমাসী ঠাকুরাণী॥
যত সখাগণ পদধূলি লন
কোথাকারে আগমন।

কহে ঠাকুরাণী পাঠাইল রাণী
বিষাদ ভাবিয়া মন ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আছয়ে বিস্তর
মোর বাছা নীলমণি।
আপনি যাইয়া বিরলে বসিয়া
শিখাহ এই মন্ত্রখানি ॥
করেতে ধরিয়া চলিল লইয়া
দেখিয়া বিরল স্থান।
হাসিতে হাসিতে কহে ভগবতী
মন্ত্র লেখ মধু প্রাণ।
সারাদিন তুমি এমন মন কেন
সদা ফির বনে বনে।
নরহরি-বাণী শুন গুণমণি
ভাবিয়া দেখহ মনে ॥ [পৃঃ ১৩৫] ॥

নরহরির অনেক পদে 'কহে নরহরি শুন গো সুন্দরি', 'পিরীতি রসের সার', 'পিরীতি রসের রসিক নহিলে কি ছার জীবন তার' ইত্যাদি ভণিতা বা ভণিতাংশ পাওয়া যায়। নরহরি-শিষ্য লোচনদাসের পদেও এইরূপ ভণিতাংশ পাওয়া যায়। সরকার-ঠাকুরই বোধ হয়, 'পিরীতি' শব্দটি 'প্রেম' এই অর্থে সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম চালাইয়া দেন।

নরহরি ও 'চণ্ডীদাস'

সরকার-ঠাকুরের কয়েকটি ভাল ভাল পদ 'চণ্ডীদাস'-এর ভণিতায় চলিতেছে। "কি না হৈল সই মোরে কানুর পিরীতি। আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি ॥" ইত্যাদি বিখ্যাত পদটি [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত 'চণ্ডীদাস-পদাবলী' পদসংখ্যা ৩৫৫] 'পদামৃতসমুদ্র'-এ নরহরির ভণিতায়ই পাওয়া গিয়াছে [বহরমপুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৪১৫]। অন্য দুই একটি পুঁথিতেও ইহা নরহরির ভণিতাতেই পাওয়া যায়। "সই কেমনে ধরিব হিয়া। আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥" এবং "দেখিব যেদিন আপন নয়নে কহিতে তা সনে কথা।" ইত্যাদি পদ দুইটি [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৪০, ৩০২] সরকার-ঠাকুরের নিম্নোদ্ধৃত পদটি ভাঙ্গিয়া সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়—

সই কত না সহিব ইহা।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥
যেদিনে দেখিব আপন নয়নে
কহে কারো সনে কথা।

কেশ ছিঁড়িব বেশ দূরে থোব
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥
যাহার লাগিঞা সব তেয়াগিলাম
লোকে অপযশ গায়।
এ ধন পরাণ লএ আন জন
তা না কি আমারে সয় ॥
কহে নরহরি শুন ল সুন্দরি
কারে না করিহ রোষ।
কাহ্নু গুণনিধি বিধি মিলাওল
আপন করম-দোষ ॥ [সংকীর্ত্তনামৃত, ৩৯১] ॥

'পিরীতি'-ঘটিত নরহরির কতকগুলি পদও 'চণ্ডীদাস'-এর নামে চলিয়া গিয়াছে। 'পিরীতি বলিয়া একটি কমল রসের সায়র মাঝে।' ইত্যাদি পদটি [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৩৩৫] 'পদরসসার'-এর একস্থানে ও কয়েকটি পুথিতে নরহরির ভণিতাযুক্ত দৃষ্ট হয়। সরকার-ঠাকুরের রচিত 'পিরীতি'-ঘটিত পদ অনেকগুলি পাওয়া যায় [শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু প্রণীত 'সহজিয়া সাহিত্য' দ্রষ্টব্য]। হয়তো এইগুলির মধ্যে তাঁহার সাধন-সঙ্কেত কিছু কিছু নিহিত আছে।

লোচন ও 'চণ্ডীদাস'

নরহরি সরকার-ঠাকুরের শিষ্য 'চৈতন্যমঙ্গল'-রচয়িতা সুলোচন বা লোচনদাস একজন বড় কবি ছিলেন। ইনিই 'ধামালী' পদের সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া মনে হয়। গ্রাম্যছড়া হইতে বোধ হয় 'ধামালী' ছন্দের উদ্ভব। এখানে লোচনদাসের একটি ধামালী পদ উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

ব্রজপুরে রূপনগরে
রসের নদী বয়।
তীর বহিয়া ঢেউ আসিয়া
লাগিল গোরার গায় ॥
গৌর-অঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে
উঠিছে দিবারাতি।
জ্ঞানকর্ম্ম যোগধর্ম্ম
তপ ছাড়িল যতি ॥
মনে মনে কত জনে
দিচ্ছে রূপের দায়।
সে যে রূপ সুধাকূপ
ঠৌর নাহিক পায় ॥

রূপ ভাবনা গলায় সোনা
ঘুচিবে মনের ধাঁধা।
রূপের ধারা বাউল পারা
বহিছে জগত আঁধা॥
রূপ রসে জগত ভাসে
এ চৌদ্দ ভুবনে।
খাইলে মজে দেখিলে মজে
কহিলে কেবা জানে॥
বিষম সেবা লইয়া যেবা
আপনা মারে যে।
লোচন বলে অবহেলে
গৌর পাবে সে॥
[বিবর্ত্তবিলাস, পৃঃ ৪৮]॥

ব্রজলীলা-সম্পর্কে লোচনের অনেকগুলি ধামালী পদ আছে। চণ্ডীদাসের নামেও দুই একটি ধামালী পদ চলিত আছে। সেগুলি লোচনদাসের পরবর্ত্তী বলিয়া বুঝিতে হইবে।

লোচনের সাধন-প্রণালী গুরু-অনুগত ছিল। গুরুর অনুসরণে ইনি কতকগুলি 'পিরীতি' ঘটিত পদ লিখিয়াছিলেন। নিম্নে যে পদটি উদাহরণ স্বরূপ তুলিয়া দিতেছি, উহা আসামে পাওয়া গিয়াছে [ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩৯—'আসামে প্রাপ্ত লোচনদাসের একটী গীত', অধ্যাপক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বেদশাস্ত্রী, এম্.এ.]। 'চণ্ডীদাস'-এর দুইটি পদের সহিত [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৭৮৮, ৭৯০ (এই পদটির ভণিতা নাই)] এই পদটির ভাব ও ভাষাগত মিল আছে।

ফলের উপরে ফুলের জনম
তাহার উপরে ফল।
শুনিতে ধান্ধা এ বড় বিষম
জলের উপরে জল॥
ভাবের উপরে ভাবের জনম
তাহার উপরে ভাব।
ধারার উপরে ধারার জনম
গন্ধ ভেদিলে লাভ॥
কহয়ে লোচন পিরীতি-বচন
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি-রসের রসিক নহিলে
কিসের জীবন তার॥

লোচনদাসের আরও কয়েকটি পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে।

'চণ্ডীদাস'-নামাঙ্কিত সেই বিখ্যাত পদটি [চণ্ডীদাস-পদাবলী ১৩], যাহাতে 'চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি পরাণ সহিত মোর' এই চরণটি আছে, সেই পদটি প্রায় সর্ব্বত্রই লোচনের ভণিতায় পাওয়া যায়। 'পদকল্পতরু'র অসংখ্য পুথির মধ্যে কেবলমাত্র দুই একটি পুথির প্রমাণকে সম্বল করিয়া পদটিকে জোর করিয়া চণ্ডীদাসের বলিয়া চালানো হইয়াছে।

শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও তান্ত্রিক সাধনা

নরহরি সরকার-ঠাকুর বা শ্রীরঘুনন্দনের সাধনার মধ্যে কোন তান্ত্রিকতা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপেই ভক্তিরসিক ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যদিগের মধ্যে তান্ত্রিক সাধনা কতক পরিমাণে প্রবেশ করে। শ্রীখণ্ডের চতুঃপার্শ্বে তান্ত্রিকতার স্রোত বাহ্যতঃ লুপ্ত হইলেও অন্তঃসলিলরূপে প্রবাহিত ছিল। শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্যদের মধ্যে দুই চারিজন তান্ত্রিক বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট কাটোয়ার যদুনাথদাসের লেখা 'সংগ্রহতোষণী' গ্রন্থের একখানি পুথি আছে। তাহাতে লেখা আছে যে, শ্রীরঘুনন্দনের অন্যতম শিষ্য রায় শেখরের দুর্গাদাসী নাম্নী এক সাধনসঙ্গিনী ছিল [বীরভূমবিবরণ, তৃতীয়খণ্ড, পৃঃ ৪১]। মহাপ্রভুর ধর্ম্মে সাধনসঙ্গিনী চলে না।

ত্রিপুরা (নামান্তর ললিতা) দেবীর উপাসনা এক কালে সমস্ত উত্তর-ভারত ব্যাপিয়া চলিত। কারণ, 'ত্রিপুরা (বা ললিতা)-স্তব', 'ত্রিপুরা-মাহাত্ম্য' প্রভৃতি গ্রন্থ উত্তর-ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। এইরূপ দুই একটি গ্রন্থ 'কাব্যমালা'-তেও ছাপা হইয়াছে। রাঢ় দেশেও এই দেবীর পূজার যথেষ্ট প্রচলন ছিল বলিয়া বোধ হয়। রঘুনন্দনের অপর এক শিষ্য কবিরঞ্জন (বৈদ্য)—ইঁহারই নামান্তর ছিল 'ছোট বিদ্যাপতি' [সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ৪৩]—তাঁহার দুইটি পদের ভণিতায় এই ত্রিপুরা দেবীর উল্লেখ করিয়াছেন। ভণিতার কলিগুলি এই—

ত্রিপুরা-চরণকমল-মধু পান।
সরস সঙ্গীত কবিরঞ্জন ভান॥
[পদকল্পতরু ২১৮৯ (পাঠান্তর)]॥

কহে কবিরঞ্জন ত্রিপুরাচরণে মন
অবধান কর তুহুঁ কান।
সহচরী কহে কথা ত্বরিতে পাঠাহ তথা
তবে সে হইবে সমাধান॥
[কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু, পৃঃ ১৭০]॥

এমনও হইতে পারে যে, কবিরঞ্জন প্রথমে শাক্ত ছিলেন, এবং এই পদ দুইটি তখনকার রচনা।

সরকার-ঠাকুরের শিষ্য মুকুট রায়ের বন্ধু, ও শ্রীখণ্ডের উদ্ধবদাসের শিষ্য কবিবল্লভ

তাঁহার 'রস-কদম্ব' গ্রন্থে [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত] এই ত্রিপুরাসুন্দরী বা ত্রিপুরা দেবীকে রাধাকৃষ্ণের আবরণী শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন [রসকদম্ব, পৃঃ ৩৮]।

রায়শেখর বা কবি শেখর রায়

শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য রায়শেখর বা কবিশেখর (কবি শেখর) একজন উঁচুদরের কবি ছিলেন। ইনি বহু পদ লিখিয়া গিয়াছেন এবং সকল পদই উচ্চ শ্রেণীর নহে, ইহা সত্য কথা। কিন্তু ইহার ব্রজবুলী পদগুলি মোটের উপর খুবই ভাল। "কি পুছসি অনুভব মোয়" ইত্যাদি চমৎকার পদটি ইহারই রচিত। ইহার দুই একটি উৎকৃষ্ট ব্রজবুলী পদ 'বিদ্যাপতি'র নামে চলিতেছে। "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর" ইত্যাদি পদটি 'রসনির্য্যাস', 'পদ-রত্নাকর' প্রভৃতি পদসংগ্রহ গ্রন্থে শেখরের ভণিতায় পাওয়া যায়। শেখরের ভণিতাটি এইরূপ—"ভণয়ে শেখর কৈছে নিবরহ সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া॥" প্রচলিত ভণিতা এইরূপ—"বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া॥" ছন্দের দিক দিয়া বিচার করিলে শেখরের ভণিতাটিই ঠিক বলিয়া মনে হয়। অনেকে আবার 'শেখর' বা 'কবিশেখর' বিদ্যাপতির উপাধি বা নামান্তর ছিল বলিয়া মনে করিয়া শেখরের ভাল ভাল পদগুলি বিদ্যাপতির উপর চাপাইয়া পুকুর চুরি করিয়া থাকেন।

শেখরের নিম্নোদ্ধৃত পদটি 'সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়'-এ আছে [পৃঃ ১৫৭-১৫৮]।

কিবা সে দোঁহার রূপ।
কিশোরা কিশোরী পসরা পসারি
রভসরসের কূপ॥
রবির কিরণে মলিন ইন্দু
কুমুদ মুদিত লাজে।
চাঁদের ভরমে চকোর মাতল
ইন্দীবর হাসে মাঝে॥
চাঁদের উপরে এক বিধুবর
তাহার উপরে শশী।
চকোর আবেশে পিয়ে সুধারস
খঞ্জন উপরে বসি॥
তড়িত উপরে সুমেরু-শিখর
ঘনের জনম তায়।
কনক লতায় মুকুতা ফলল
কেবা পরতীত যায়॥
যমুনা তরঙ্গে অরুণ উদয়
তারার পসার তথা।

অরুণ ব্যাপিয়া　　তিমির রহল
বড় অদভুত কথা ॥
রাধিকা-মাধব-　　আরতি যে সব
কহিতে ভরসা কায়।
ও রস-সায়রে　　না জানি সাঁতার
ডুবিল শেখররায় ॥

এই পদটির একটি ছোট সংস্করণ 'কবিকণ্ঠহার'-এর ভণিতায় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আনুকূল্যে এই পদটি পাইয়াছি। পদটি তুলনার জন্য উদ্ধৃত করিতেছি। পদটিতে কিছু কিছু ভুল আছে।

সই প্রেম অপরূপ।
কিশোর কিশোরী　　পসরা পসারি
রভসরসের কূপ ॥
নলিন-কিরণে　　মলিন ইন্দু
কুমুদ মুদিত লাজে।
চাঁদের ভরমে　　চকোর মাতল
ইন্দীবর হাসে মাঝে ॥
যমুনা-তরঙ্গে　　অরুণ উদিত
তারার পসরা তথা।
চপলা ঝাঁপিয়া　　তিমির উয়ল
কি অদভুত কথা ॥
কনকলতায়ে　　মুকুতা ফলিল
কে না পরতীত যায়।
অনুভবি জন　　ভাবে মনে মন
কবিকণ্ঠহারে গায় ॥

'কবিকণ্ঠহার' ভণিতাযুক্ত বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী পদ কতকগুলি পাওয়া যায়। 'ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি'তে একটি ব্রজবুলী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। 'কবিকণ্ঠহার' বিদ্যাপতির একটি উপাধি ছিল মনে করিয়া অনেকে এই-নামাঙ্কিত ব্রজবুলী কবিতাগুলি বিদ্যাপতির নামে চালাইয়া থাকেন। 'কবিকণ্ঠহার'-এর দুইটি বাঙ্গালা পদ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুথিতে আছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৫৩ সংখ্যক পুথিতেও আছে। শ্রীখণ্ডের প্রবাদ অনুসারে 'কবিকণ্ঠহার-ঠাকুর' শ্রীরঘুনন্দনের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। উপরের পদটি কি শেখরের, না 'কবিকণ্ঠহার'-এর ? ইহা এক সমস্যা বটে। 'কবিকণ্ঠহার' নাম হিসাবে একটু অদ্ভুত। ইহা রায়শেখরের উপাধি ছিল না তো ?

কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতি ও 'চণ্ডীদাস'

কবিরঞ্জন বা 'ছোট বিদ্যাপতি'র সহিত এক 'চণ্ডীদাস'-এর মিলন হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় ['চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন' শ্রী হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তত্রিংশ ভাগ, প্রথম সংখ্যা]। এই 'চণ্ডীদাস' যে কে, সে বিষয়ে এখনও কোন মীমাংসা হয় নাই। যাহা হউক, শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য এই কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতির অনেকগুলি আধ্যাত্মিক বা 'রাগাত্মিক' পদ আছে। নরোত্তমদাস-প্রণীত 'রসসার' গ্রন্থ হইতে [পৃঃ ৪৪-৪৫] এরূপ দুইটি পদ তুলিয়া দিতেছি। দ্বিতীয় পদটিতে 'চণ্ডীদাস'-এর উল্লেখ আছে।' 'রসসার' যদি সত্য সত্যই নরোত্তম-ঠাকুরের রচিত হয় (না হইবার কোন বাধা নাই), তাহা হইলে চণ্ডীদাসের 'সহজ-ভজন' বিষয়ে এইটিই একটি প্রাচীনতম উল্লেখ বলিয়া মনে হয়।

সহজ না জানে যে জন আচরে
সামান্য মানিহ তায়।
সহজ আচার সহজ বিচার
সহজ বলিব কায়॥
সহজ ভজন সহজাচরণ
এ বড় বিষম দায়।
স্বকাম লাগিয়া লোভেতে পড়িয়া
মিছা সুখ ভুঞ্জে তায়॥
বামন হইয়া যেন শশধর
ধরিবারে করে আশ।
কিন্নরের গান শুনিয়া যেমন
ভেকে করে অভিলাষ॥
সুধাকর দেখি খদ্যোত যেমন
সমতেজ হইতে চায়।
শত শত কোটি করিয়ে উদয়
তবু সম নাহি হয়॥
শিবনৃত্য দেখি ভূতগণ নাচে
দেবের সমাজে হাস।
পারিজাত পুষ্প দেবের দুর্লভ
কপিতে করয়ে আশ॥
যেমতি নৃত্য (? নিত্য) সহজ শুনিঞা
সামান্য দেহেতে যজে।
না জানে মরম করে আচরণ
কেবল রৌরবে মজে॥

লছিমা সহিতে লেহ বাড়াইনু
হেরিয়ে ও রূপ তার।
সেই অনুভাবে ব্রজভাব লইঞা
গোপী-অনুগত সার॥
নিজ দেহে যেবা ঘটায় সহজ
আচরিতে করে আশ।
ভণে বিদ্যাপতি কোটি জন্ম তার
রৌরবেতে হবে বাস॥
এক দিন [তারা ?] রজকিনী সনে
চণ্ডীদাস বসি কয়।
শ্যামের পিরীতি শুন লো প্রেয়সী
যেমত অমিয়াময়॥
আপনি পুরুষ প্রকৃতি হইবে
প্রকৃতি রতি না করে।
তোমা আমা যেন রতিশূন্য হেন
এমতি হইলে পারে॥
এক বহি আর পুরুষ নাহিক
সেই সে মানুষ সার।
তাহার আশ্রয়ে প্রকৃতি না হলে
কোথা না পাইবে আর॥
তোমা আমা যেন করিনু পিরীতি
রতি বাড়াইয়া অতি।
এমতি হইলে তবে সে পাইবে
ভণে কবি বিদ্যাপতি॥

প্রথম পদটি সামান্য রূপান্তরিতভাবে 'চণ্ডীদাস'-এর ভণিতায় পাওয়া যায় [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৮১৭]।

'চণ্ডীদাস-'এর সহিত 'তারা', 'রামতারা' বা 'রামী', ও 'বিদ্যাপতির'-র সহিত রাজকন্যা বা রাজপত্নী 'লছিমা'-র প্রণয় অথবা তান্ত্রিক-সাধনার প্রবাদ খুব অল্পদিনের নহে। 'রসসার'-এর কথা ছাড়িয়া দিলেও, সপ্তদশ শতকের (শেষভাগের ?) বই 'সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়'-এ ইহার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। ঐ গ্রন্থে প্রমাণ হিসাবে এই দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে [পৃঃ ১১২-১১৩]।

তারাখ্যরজকীসঙ্গী চণ্ডিদাসো দ্বিজোত্তমঃ।
লছিমা নৃপতেঃ কন্যা সক্তো বিদ্যাপতিস্ততঃ॥

বেশ্যা চিন্তামণিস্তত্র সক্তো লীলাশুকস্তথা।
এতেষাং সাত্ত্বিকঃ পুংসাং ভাবঃ প্রৌঢ়ঃ সুরোত্তমঃ ॥

কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতির 'লছিমা' নাম্নী অথবা অন্য কোন সাধনসঙ্গিনী ছিল কি ?

কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতির অনেক ব্রজবুলী পদ অসন্দিগ্ধভাবে মৈথিল বিদ্যাপতির প্রতি আরোপিত হইয়া থাকে। একটি উদাহরণ দিতেছি। 'বিদ্যাপতি'র একটি বিখ্যাত পদের [পদকল্পতরু ১৯৭] রূপান্তর একটি পুথিতে পাওয়া গিয়াছে [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি ২৩৫৩ ; এই সংবাদটির জন্য আমি শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট ঋণী]। রূপান্তরিত পদটির ভণিতাটি এইরূপ—

বিদ্যাপতি ভানি
অশেষ অনুমানি।
সুলতান শাহ নসির মধুপ ভুলে কমল বাণী ॥

এই সুলতান সম্ভবতঃ হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) হইবেন। কবিরঞ্জন রঘুনন্দনের শিষ্য, সুতরাং তাহার পক্ষে নসরৎ শাহের অধীনে কাজ করা অসম্ভব ব্যাপার নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীখণ্ডের বৈদ্যেরা অনেক দিন যাবৎ গৌড়-দরবারে উচ্চপদ দখল করিয়াছিলেন।

শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও 'চণ্ডীদাস'

নরহরি, লোচন, রায় শেখর ও কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতি ছাড়া আরও কতিপয় শ্রীখণ্ডবাসী কবির পদ 'চণ্ডীদাস'-এর নামে চলিয়া গিয়াছে। শুধু শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় নহে, শ্রীখণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানেরও অনেক কবির পদের তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানদাস, যদুনন্দন ও যদুনাথের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ের মধ্যে রামচন্দ্র, রামগোপাল দাস (গোপাল দাস) ও দীনবন্ধুর নাম এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

'চণ্ডীদাস'-এর ভণিতাযুক্ত একটি সুন্দর পদ [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৩৫৮] প্রকৃতপক্ষে রামচন্দ্রের। এই রামচন্দ্র খুব সম্ভব রঘুনন্দনের শিষ্য রামচন্দ্র-ঠাকুর। পদটি তুলিয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

কাহারে কহিব মনের কথা
কেবা যায় পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম বেদনা
সদাই চমকে চীত ॥
গুরুজন আগে বসিতে না পাই
সদা(ই) ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিগ নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি ॥
সখীর সঙ্গে যদি জলে(রে) যাই
সে কথা কহিল নয়।

যমুনার জল　　আকুল কবরী
ইথে কি পরাণ রয় ॥
কুলের ধরম　　রাখিতে নারিলুঁ
কহিল সবার আগে।
রামচন্দ্র কহে　　শ্যাম নাগর
সদাই মরমে জাগে ॥

[বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পুথি ২০১]

'রসকল্পবল্লী'-প্রণেতা রামগোপালদাস বা গোপালদাসের অনেকগুলি পদ 'চণ্ডীদাস'-এর নামে চলিয়া গিয়াছে। "থির বিজুরী বরণ গোরী দেখিলু ঘাটের কুলে'। ইত্যাদি পদটি [চণ্ডীদাস-পদাবলী ১২] 'রসকল্পবল্লী'তে গোপালদাসের ভণিতায় আছে [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১০৯]। "ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে।" ও "চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে পুলক যৌবন ভার।" ইত্যাদি পদ দুইটি [চণ্ডীদাস-পদাবলী ২২১, ৭২৪] গোপালদাসের পুত্র পীতাম্বরদাসের 'রসমঞ্জরী'-তে গোপালদাসের নামেই আছে [রসমঞ্জরী, পৃঃ ৩২-৩৩, ৬১-৬২]।

'সংকীর্ত্তনামৃত'-কার দীনবন্ধুদাস অনেক স্থলে 'মধুমতী'-র আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন [সংকীর্ত্তনামৃত ৪৭৬, ৪৮৯]। নরহরি সরকার-ঠাকুর ব্রজলীলায় 'মধুমতী' সখী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং দীনবন্ধু শ্রীখণ্ডের শিষ্য বা শিষ্যানুশিষ্য ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। দীনবন্ধুর পদসংগ্রহ গ্রন্থে 'চণ্ডীদাস' নামাঙ্কিত কোন পদই নাই। ইহা বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। দীনবন্ধুর একটি পদে বিশেষ করিয়া 'চণ্ডীদাস'-এর ধ্বনি পাওয়া যায়। পদটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। পদটির সহিত 'চণ্ডীদাস'-এর দুইটি পদ [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৭৩৭, ৭৩৯] তুলনীয়।

বন্ধু কি আর বলিব তোরে।
এ তিন ভুবনে　　আর কেহ নাহি
দয়া না ছাড়িহ মোরে ॥
জাতি কুলশীল　　ছাড়িঞা সকল
তোমার হইলাম আমি।
জনমে জনমে　　জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হয়্য তুমি ॥
আমার পরাণে　　তোমার চরণে
একুই করিঞা বাসি।
নিশ্চয়ে জানিহ　　জনমের মত
হইলাম তোমার দাসী ॥
শয়নে স্বপনে　　তোমা ধন বিনে
আর কিছু নাহিঁ জানি।

অকিঞ্চনে বিধি মিলাওল নিধি
দেখিলে এমতি মানি ॥
মন-সুত দিঞা তোমা গুণনিধি
গলাএ গাথিঞা নিব।
দীনবন্ধু ভণে জীবনে মরণে
আর কি ছাড়িঞা দিব ॥ [সংকীর্ত্তনামৃত ১২৫, ১৭৪] ॥

মুকুন্দদাস গোস্বামী ও 'চণ্ডীদাস'

'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'-প্রণেতা মুকুন্দদাস গোস্বামী আপনাকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য বলিয়া পুনঃ পুনঃ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। মুকুন্দদাস শ্রীখণ্ড কিম্বা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। রামগোপালদাস তাঁহার 'রসকল্পবল্লী'তে স্বীয় শিক্ষাগুরুদের মধ্যে এক মুকুন্দদাস গোস্বামীর উল্লেখ করিয়াছেন [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১০২]। আমার সন্দেহ হইতেছে, ইনিই 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'-রচয়িতা মুকুন্দদাস গোস্বামী। যাহা হউক, 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' চণ্ডীদাস ও 'পিরীতি-সাধন' সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। এখন সেই বিষয়ে কিছু বলিব। 'চণ্ডীদাস' ও 'বিদ্যাপতি'র সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে, তাহার প্রাচীনতম উল্লেখ (অবশ্য 'রসসার'কে বাদ দিলে) এই 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে'ই পাওয়া যায়।

'চণ্ডীদাস', 'বিদ্যাপতি' ও 'লীলাশুক' (বিল্বমঙ্গল)—এই তিন কবির 'পিরীতি-সাধন' সম্পর্কীয় শ্লোক দুইটি পূর্ব্বেই তুলিয়া দিয়াছি। এখন প্রথম দুইজন সম্বন্ধে যে গল্প মুকুন্দদাস লিখিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। ['সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'-কার জয়দেব ও পদ্মাবতী সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, ইহা লক্ষণীয়।]

পূর্ব্বকবিগণের অনেকে নিজসুখে কৃষ্ণসুখ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে—

তারা রজকিনী সঙ্গে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
আস্বাদিলা প্রেম সুখ রসের নির্য্যাস ॥ [পৃঃ ১০৪] ॥

তারার রূপের কথা বর্ণনায় আসে না। সে অপূর্ব্ব সুন্দরী—"সহজে হরিতে পারে রসিকের মন"; আর চণ্ডীদাস—

তারার যতেক গুণ যতেক রচিত।
রাধাকৃষ্ণলীলা রসে করিল বিদিত ॥ [পৃঃ ১০৫]।

চণ্ডীদাস একদিন সঙ্কেত করিয়া এক মেঘান্ধকার রাত্রিতে তারার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। রাত্রি দশ দণ্ড বহিয়া গেল, তবুও তারার দেখা নাই। তারাও এদিকে সখীর সহিত নিজ গৃহে বসিয়া আছে। তাহার—"নিরবধি ঝরে প্রাণ প্রভু প্রেমগুণে ॥" চণ্ডীদাস অবশেষে থাকিতে না পারিয়া—"কান্দিতে কান্দিতে আইলা ধুবিনীর ঘর ॥" আসিয়া অঙ্গনের এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময় রজকিনী সখীকে বলিল, আমার প্রাণ চমকিয়া উঠিল কেন? নিশ্চয়ই ঠাকুর সঙ্কেত স্থানে আসিয়াছেন। তুমি একবার

দেখিয়া আইস তিনি সেখানে আছেন কিনা। সখী সেখানে গিয়া চণ্ডীদাসকে দেখিতে পাইল না। ইহাতে তারা কাঁদিয়া আকুল হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিয়া তারা প্রদীপ লইয়া অঙ্গন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন দেখিল—

আঙ্গিনার এক ভিতে আছয়ে ব্রাহ্মণ।
মদনে পীড়িত অঙ্গ সঘনে কম্পন।
সব তনু তিতিঞাছে মন্দ বরিষণে।
অনর্গল প্রেমধারা বহিছে নয়নে॥ [পৃঃ ১০৬]॥

তখন—

ঠাকুরের দুই কর ধুবিনী ধরিঞা।
কহিতে লাগিলা কিছু বিলাপ করিঞা॥ [ঐ]॥

তারা বলিল, এমন মেঘের ঘোর ঘটা, তুমি কি করিয়া আসিলে? তুমি আমার জন্য এত কষ্ট পাইলে কেন? আমি একাকিনী, অসহায়া,—"দুরন্ত শাশুড়ী আমার ননদী বাঘিনী॥" আজিকার এই দুঃখ তুমি সুখ বলিয়া মানিতেছ! আর আমার মনের কথাও তো তোমার অজ্ঞাত নাই।

এই মত যত কথা কহিল ধুবিনী।
ঘরে আসি চণ্ডীদাস করিল গাঁথনি॥ [ঐ]॥

অতঃপর মুকুন্দদাস "এ ঘোর রজনী মেঘ ঘটা বন্ধু কেমনে আইলে বাটে" ইত্যাদি পদটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তাহার পর 'বিদ্যাপতি'-ঠাকুরের কাহিনী।

শিবসিংহ রাজার স্ত্রী লছিমা সুন্দরী।
বিদ্যাপতি আস্বাদিলা সে রস মাধুরী॥ [পৃঃ ১০৭]॥

একদিন শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে নিভৃতে বলিলেন, 'কৃষ্ণ যেন রাধাকে এইমাত্র দেখিয়া আসিয়া তাঁহার প্রিয় নর্ম্মসখাগণকে বলিতেছেন', এইভাবে এক পদ বর্ণন করিয়া আমার কর্ণ পরিতৃপ্ত করুন। এদিকে লছিমাকে না দেখিলে বিদ্যাপতির কবিত্ব স্ফূর্ত্তি হয় না, সুতরাং—"সমস্ত দিবস গেল ভাবিতে ভাবিতে॥" গোধূলি সময়ে কবি কোন ছলে অন্তঃপুর মহলে প্রবেশ করিলেন।

সুবেশা হইয়া সেই লছিমা সুন্দরী।
দর্পণে দেখয়ে মুখ আপন মাধুরী॥
হেন কালে বিদ্যাপতি তাহারে দেখিল।
ইঙ্গিত করিয়া বামা অভ্যন্তরে গেল॥ [ঐ]॥

কবি এই ক্ষণিক দর্শনে তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। ঘরে আসিয়া তিনি—"নিজ ভাবে কৃষ্ণভাব করিলা বর্ণন॥" তিনি সেই পদ রাজাকে শুনাইলেন, রাজা শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন। এই পদটি হইতেছে—"যব গোধূলি সময় ভেলা" ইত্যাদি [পদকল্পতরু ২০১]।

এই গল্প দুইটির মধ্যে 'শুকসপ্ততি'র ধাঁচের লৌকিক গল্পের ভাব আছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়াই যে 'চণ্ডীদাস' ও তারা এবং 'বিদ্যাপতি' ও

লছিমার প্রণয়কাহিনীর কোনই ভিত্তি নাই ইহা বলা চলে না। রজকিনীর নাম 'তারা' হইতে 'রামতারা' হইয়া 'রামী'তে পরিণত হইয়াছে।

'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে'র পঁয়ষট্টিটি সম্পূর্ণ পদ ও দুইটি পদাংশ উদ্ধৃত করা আছে। সম্পূর্ণ পদগুলির মধ্যে একটি 'চণ্ডীদাস'-এর [পৃঃ ১০৬-১০৭], চারিটি 'বিদ্যাপতি'র, পঁয়তাল্লিশটি 'তরুণীরমণ'-এর, দশটি গোবিন্দদাসের, এবং শ্যামানন্দ, জগন্নাথদাস, লোচন, জ্ঞানদাস ও শেখর-রায়ের একটি করিয়া। পদাংশ দুইটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

পিরীতি বলিয়া তিনটী আঁখর
বিদিত ভুবন মাঝে।
যাহারে পশিল সেই সে মজিল
কি তার কলঙ্ক লাজে ॥ [পৃঃ ১১৫] ॥

এই অংশটি কিছু পাঠভেদের সহিত 'চণ্ডীদাস'-এর একটি পদে পাওয়া যায় [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৩৮৫]।

দোঁহার অধর- সুধা-রস পানে
তাহে উপজিল 'পি'।
নয়নে নয়নে বাণ বরিষণে
তাহে উপজিল 'রী' ॥
হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে
তাহে উপজিল 'তি'।
এ তিন আঁখর মুনি-মনোহর
তাহার তুলনা কি ॥ [পৃঃ ১১৮] ॥

এই পদাংশটি কোন পদে পাওয়া যায় নাই। তবে ইহার রূপান্তর 'চণ্ডীদাস'-এর দুইটি পদে দেখা যায় [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৩৭৯, ৩৮৫]। মুকুন্দদাস এই পদাংশটির এইরূপ টীকা করিয়াছেন,—

দোঁহার অধর সুধা দোঁহে করে পান।
পীরিতি প্রথম তাহে হয় উপাদান ॥
নয়নে নয়নে করে বাণ বরিষণ।
রিকার মধ্যমাক্ষর তাহাতে জনম ॥
হিয়া হিয়া পরশিতে তৃপ্ত হৈল মতি।
তৃপ্ত অন্তরে রতি হয়েত উৎপত্তি ॥
অতুল তুলনা এই তিনটী আঁখর।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে মুনি মনোহর ॥ [ঐ] ॥

মুকুন্দদাস যখন ব্যাখ্যা দিয়া পদাংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন ইহা মুকুন্দদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবির রচনা হওয়াই সম্ভব। এই পদাংশটি "তরুণীরমণ ও 'চণ্ডীদাস'" শীর্ষকে পুনরায় আলোচনা করিব।

'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'-স্থিত এই চারি চরণ 'চণ্ডীদাস'-এর একটি পদে পাওয়া যায় [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৮০০]—

মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ।
নায়ক নায়িকা নাম লক্ষণ কথন ॥
পূর্ব্বরাগ হৈতে সীমা সমৃদ্ধিমান্ আদি।
রসের ভুঞ্জিত ক্রমে যতেক অবধি ॥ [পৃঃ ১৬২] ॥

তরুণীরমণ ও 'চণ্ডীদাস'

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' তরুণীরমণের পঁয়তাল্লিশটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদগুলির অধিকাংশই ব্রজবুলীতে লেখা। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-য় [ষড়্‌বিংশ ভাগ, পৃঃ ২০৯-২২০] তরুণীরমণের সতেরোটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। এই পদগুলির মধ্যে আটটি মাত্র ব্রজবুলীতে লেখা। এই সতেরোটি পদের মধ্যে সাতটি 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' পাওয়া যায়, এবং পিরীতি-ঘটিত পাঁচটি পদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮৬৫ সংখ্যক পুথিতে পাওয়া যায় ['তরুণীরমণের পদাবলী ও সহজ উপাসনাতত্ত্ব', শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, পঞ্চত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১৭১]। শ্রদ্ধাস্পদ বসন্তবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় উক্ত শীর্ষকে 'সহজ উপাসনাতত্ত্ব' নামে তরুণীরমণের যে গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন, তাহাতে তরুণীরমণ নিজের রচিত কতকগুলি পিরীতি-সাধনার পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন [পৃঃ ১৭২-১৮০] 'পদকল্পতরু'তে [৩৫৪] তরুণীরমণের ব্রজবুলী পদ একটি আছে। এই পদটি 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১১১ সংখ্যক 'রত্নসার' নামক পুথিতে ["The Padas of Candidasa," by Manindramohan Bose, Calcutta University Journal of Letters, Vol. XVI, পৃঃ ৭৭]—

ইহা জানি চণ্ডীদাস তরুণীরমণ[১]।
গীত-ছন্দে গাহিলেন পিরীতি সে ধন ॥

এই ভূমিকা করিয়া নিম্নোদ্ধৃত পদটি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পিরীতি বলিয়া তিনটী আঁখর
বিদিত ভুবন মাঝে।
জাহারে পশিল সেই সে মজিল
কি তার কলঙ্ক লাজে ॥
দুঁহার অধর সুধারস পানে
তাহে উপজিল পি।
নয়ানে নয়ানে বাণ বরিখনে
তাহে উপজিল রি ॥

---

১ পুথিতে আছে 'তরণি রমণ'

হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে
তাহে উপজিল তি।
এ তিন আঁখর অতি মনোহর
ইহার তুলনা কি॥
তাহে দুখ সুখ হয় পরতেক
সদাই সুখের পাড়া[১]।
তরুণীরমণ করে নিবেদন
মরিলে না যায় ছাড়া॥

এই পদটির সহিত 'চণ্ডীদাস'-এর একটি পদের গভীর ঐক্য আছে [চণ্ডীদাস-পদাবলী, ৩৮৫]। মধ্যের কলি দুইটি 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' উদ্ধৃত পদাংশটির সহিত এক [পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য]। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'-রচয়িতা মুকুন্দদাস এই পদাংশটির একটি ব্যাখ্যা বা টীকা দিয়াছেন। সুতরাং ইহা হইতে বোধ হয় যে, 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'-রচয়িতা পদাংশটির রচয়িতা নহেন। অতএব শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভটাচার্য্য মহাশয় যে অনুমান করিয়াছেন—মুকুন্দদাস ও তরুণীরমণ একই ব্যক্তি, তাহা সমীচীন বোধ হইতেছে না। 'তরুণীরমণ' নামটি অবশ্য এতই বিশেষত্ব-পূর্ণ যে, ইহা ছদ্ম নাম না হইয়া যায় না। শ্রদ্ধাস্পদ বিদ্বদ্বল্লভ-মহাশয় প্রকাশিত 'সহজ উপাসনাতত্ত্ব' যদি এই তরুণীরমণেরই হয়, তাহা হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুমানের বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি পাওয়া যাইতেছে। সেটি এই—'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' রজকিনীর নাম 'তারা'; 'রামা', 'রামী' বা 'রামিনী' এই নাম উহার মধ্যে নাই। সুতরাং হয় দুই 'তরুণীরমণ' স্বীকার করিতে হয়, নতুবা 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়' তরুণীরমণের নহে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

'চণ্ডীদাস'-এর নামে প্রচলিত আর একটি পদ [চণ্ডীদাস-পদাবলী ৮২২] তরুণী-রমণের বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহা তরুণীরমণের ভণিতায়ই উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮৬৫ সংখ্যক পুথিতেও তাহাই আছে [বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পঞ্চত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১৭১]। এই পদটির সহিত 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে' উদ্ধৃত [পৃঃ ১৫৬–১৫৪] 'বিদ্যাপতি'-র একটি পদের সহিত কিছু ভাবগত সাদৃশ্য আছে।

'রত্নসার' গ্রন্থের উক্তি অনুসারে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় অনুমান করেন যে, তরুণীরমণ উপাধিক এক 'চণ্ডীদাস' ছিলেন [মাসিক বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৩৪]। এই অনুমান অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

কেহ কেহ ইঙ্গিত করিয়াছেন, তরুণীরমণ মহাপ্রভুর সমসাময়িক কবি ছিলেন। তাহা ঠিক নহে। তরুণীরমণের কয়েকটি পদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ছাপ লক্ষিত হয়। তরুণীরমণের নিকট শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অজ্ঞাত ছিল বলিয়া বোধ হয় না [সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ১৭৬-১৭৭ পৃষ্ঠান্বিত পদ দ্রষ্টব্য]।

১ পুথিতে পারা।

নিত্যানন্দদাস

'প্রেমবিলাস'-রচয়িতা শ্রীখণ্ডনিবাসী নিত্যানন্দদাস (নামান্তর, বলরামদাস) ব্রজলীলা অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি পদ লিখিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল জাতীয় কোন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, নিত্যানন্দদাসের দানকেলি-বিষয়ক একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহাতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'-এর ভাব লক্ষণীয়। পদটি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি সম্বলিত।

রহ রহ বলি তমু যাও।
ডাকিলে না শোন কানে   এত অহঙ্কার কেনে
গরবে ফিরিয়া না চাও॥
গোলোকের নাথ আমি   আমারে না চিন তুমি
কত না বিনয় করি বলি।
ব্রহ্মা আদি যত দেবে   আমার চরণ সেবে
তুমি মোরে না চাও মুখ তুলি॥
শুনিয়া কানুর বাণী   হৃদয়ে হরিষ ধনী
কপটে কঠিন কহে কথা।
গোলোক ছাড়িয়া কেনে   গোধন চরাও বনে
কি সুখে গোলোকপতি হেথা॥
তোমার কারণে ধনি   পথে আমি মহাদানী
গোচারণ ছলে থাকি বনে।
নিশি দিশি তোমা বিনে   আন নাহি লয় মনে
কাল আমি তোমার কারণে॥
যে তুমি বচন বল   কখন না দেখি ভাল
মণি লোভে ছোঁয় কাল সাপে।
পরদারে নাহি ডর   ডুবাবে নন্দের ঘরে
গোকুল মজিব এই পাপে॥
ক্ষীর সর ছানা দধি   ঘৃত ঘোল দুগ্ধ আদি
সকলের দান নিব রাধে।
পাইয়া কংসের পান   সাধিতে যৌবনের দান
দেহ দান কি কাজ বিরোধে॥
হরিয়া অহল্যা সতী   জানহ ইন্দ্রের গতি
সীতা হরি রাবণ সংহার।
বল হে গোলোকপতি   তবে কেন হেন মতি
ভাল বুঝ ধরম বিচার॥

নিত্যানন্দদাসে কয় পিরীতে সকল হয়
বচসা করিয়া কাজ নাই।
হাসিয়া সুবোল বল পিরীতে তোষিয়া চল
পিরীতে গোলোকপতি পাই ॥

[কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু, পৃঃ ৬৮-৬৯] ॥

এক কবির পদ অন্য কবির ভণিতায় পাওয়া গেলে পদটি যে তাহারই হইবে, এমন কোন কথা নাই। সুতরাং 'চণ্ডীদাস'-এর পদ অন্য কবির ভণিতায় পাওয়া গেলে যে, পদটি সেই কবিরই, তাহা বলা চলে না। তবে প্রাচীনতার প্রমাণ যাহার পক্ষে, তাহার দিকেই অনুকূল মত দিতে হয়। 'চণ্ডীদাস'-এর স্বত্বের বিরুদ্ধে আর একটি বড় কথা আছে, সেটি এই—অষ্টাদশ শতকের পূর্ব্বের কোন পুথিতে (এবং 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়' ছাড়া কোন গ্রন্থে) চণ্ডীদাসের কোন পদ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং চণ্ডীদাসের দাবী অনেকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে না কি?

শ্রীসুকুমার সেন

শ্রীহট্টে মাঘ-ব্রত*

মাঘ-ব্রত মেয়েরা সু-স্বামী কামনায় এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন সুখ-স্বচ্ছন্দে যাপনের উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে।

শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমায় প্রচলিত মাঘ-ব্রতের মন্ত্রগুলি, কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া, গ্রাম্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইল। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের পক্ষে শ্রীহট্টের পল্লীভাষা আলোচনার সুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া এইরূপ করা হইয়াছে।

পৌষ মাসের শেষ তারিখ হিন্দু মেয়েকে পাঁচ বৎসর বয়সে ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। ব্রত গ্রহণ করিয়া মাঘ মাসের শেষ তারিখ তাহা পূর্ণ করিতে হয়। এইরূপ ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসরের পাঁচটি মাঘ মাস যুড়িয়া ব্রত করা হইলে পর ব্রতেব 'পূর্ণার' দিন অর্থাৎ শেষ বৎসরের মাঘ মাসের শেষ দিন ব্রতিনী ব্রত ভঙ্গ করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইচ্ছানুযায়ী সমবয়স্কা কোন মেয়ের সহিত 'সখীত্ব' স্থাপন করে। ইত্যাকার সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে তাহারা একে অন্যকে 'সই' বলিয়াই ডাকে; কখনও একে অপরের নাম উচ্চারণ করে না।

প্রাত্যহিক পূজায় ব্রতিনী অতি ভোরে স্নান করিয়া, কোন কিছু না খাইয়া, ভিটিতে অঙ্কিত দেবদেবী ও মণ্ডলাদি যথারীতি মন্ত্রোচ্চারণে পূজা করে। পূজা সমাপনান্তে পূজনীয় ও পূজনীয়াগণকে প্রণাম করিয়া কিছু খাবার খাইলেই ব্রত ভঙ্গ করা হয়।

মাঘ-ব্রতের জন্য একটি স্থায়ী 'ভিটি' প্রস্তুত করা হয়। ভিটির পূর্ব্ব সীমায় একটি বৃত্তাকার ও আর একটি চতুষ্কোণ গর্ত্ত করা হয়। বৃত্তাকারটির নাম সূর্য্যকুণ্ড, চতুষ্কোণটি কালীদহসাগর। গর্ত্ত দুইটির পূর্ব্বে চতুষ্কোণ একটি ছোট বেদি করিতে হয়; তাহা সূর্য্যকুণ্ড ও কালীদহসাগরের পাড় বলিয়া কল্পিত। এই পাড়ের উপর বৃত্তাকার ও চতুষ্কোণ দুইটি মাটীর ঢেলা রাখা হয়, ইহা দেউল (দেবালয়)। ভিটির পশ্চিম প্রান্তে ভিটিতে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ খানিকটা জায়গা বাড়াইয়া দেওয়া হয় ইহা 'দেবদ্বার'।

প্রাত্যহিক পূজায় যে সব দেবদেবী ও অলঙ্কারাদির পূজা হইয়া থাকে তাহা চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

পূজাপ্রণালী—

'কালীদহসাগরের জলের উপর সাতগাছা দূর্ব্বাসহ নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়'।

ল-ল সুরুযাই ল ল পানি, লেখিয়া জুকিয়া সাত কুরু পানি।
সাত কুরু পানি মর সাত ডালে যায়, এক কুরু পানি দিয়া বাইচালি খেলায়।
বাইচালি খেলাইতে খেলাইতে ফুটি আইল কাটা, ঘাইট ঘিলা বাটরে সুরুযাইর বেটা।
এক হাতে ঘাইট ঘিলা আর হাতে তেল্, নাইবারে সুরুযাই কুন ঘাটে গেল্।
নাইয়া দুইয়া রদিৎ দিল পিঠ, তাৎ তনে পড়িয়া গেল সতর ভইনের দিশ।

---

* ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৫ই চৈত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

সৎর ভইন মর সৎর রাণী, উঠিয়া দেউকা জুকার কিনি।
উঠিতে ঝকমক্ পড়িতে রাজা, মাসাবদি মাঘাইর সেবা।
মাঘাইর বর্ত্তি ভইন না খাও গুয়া, আমার বাপ ভাই পাঞ্জরের সুয়া।
পাঞ্জরের সুয়া মর ভাই সব রে, চন্দনে লেপিল মর সব গারে ॥

১ ভিটি, ২ সূর্য্যকুণ্ড, ৩ কালীদহসাগর, ৪ দেউল, ৫ সূর্য্য, ৬ চন্দ্র, ৭ পৃথিবী, ৮ তিন কুণ্ডল, ৯ মাঘমণ্ডল, ১০ অন্নব্যঞ্জন সমেত থালা, ১১ ভৃঙ্গার, ১২ সীতামণ্ডল, ১৩ দেবঘার, ১৪ ছত্র, ১৫ আটঘাট, ১৬ আসন, ১৭ বেগুন, ১৮ কুরুয়া ('উৎক্রোশ' পক্ষী সংস্কৃত 'কুরর'), ১৯ ইনাগাছ (বৃক্ষবিশেষ) ও মেয়ে।

সূর্য্যকুণ্ডের জলের উপর 'ধনাই মনাই' ফুলসহ নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

আভাঙুলি পানিপুটি ভাঙুলে যায়, মা বাপর রাজ্যখিনি পুজিবারে যাই।
মায়ে বাপে পাঠাইলা চাম্পাফুলর কলি, এরে দিয়া মুখখিনি পাখালি।
মুখখিনি পাখালি জলে থলে, মা বাপর রাজ্যখিনি লক্ষীর থলে।

নানাবিধ ফুলদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে দেউল প্রভৃতি পূজা করিতে হয়।

দেউলি—

দেউল পুজি দেউলেশ্বর, ইন্দ্ররাজা মহেশ্বর ;
কানে কুণ্ডল মাথায় ভার, দেউল পূজি শতবার।

সূর্য্য পূজা—

উঠ উঠ সুরুযাই ঝকমক দিয়া, তুমারে পুজিমু আমি রক্তজবা দিয়া।

চন্দ্র পূজা—

চান্দ্ আইলা চন্দনে, সুরুয আইলা বন্দনে ;
পিড়ত্তিম আইলা আসিয়া মুই বর্ত্ত করি সিঙ্গাসনে বসিয়া।

পৃথিবী পূজা—

পিড়ত্তিম পূজি তিনকুণা, রাজ্য পূজি সম্পূর্ণা।
পিড়ত্তিম পূজি পাইলাম বর, বিষ্ণুপুরী মর ঘর।

তিন কুণ্ডলি—

তিন কুণ্ডলি পুজি আমি। তিন রাজে ভজি আমি।
পড়ত্তম্ কালে বাপর ঘর। দুধে ভাতে খাইয়া ;
যুবনেতে সুয়ামির ঘর, মাছে মাংসে খাইয়া ঃ
বুড়াকালে পুতের ঘর, ঘিয়ে ভাতে খাইয়া।

মাঘ মণ্ডল পূজা—

মাঘমণ্ডল সুণার কুণ্ডল, বাপ রাজা ভাই পরজা ;
আপ্‌নে বিদ্যাধরী, মাই পাটেশ্বরী ;
কবলির গুবর ভিঙ্গার পানি, জন্মে জন্মে আয় রাণী।

ভাত সহ থালা ও ভৃঙ্গার পূজা—

থাল ভাত ভিঙ্গার পানি, জন্মে জন্মে আয় রাণী।

/ আটঘাট পূজা—

আটঘাট পুজি আমি সিড়ি সিড়ি বাইয়া,
দেউল য়াঘাই পুজি আমি আয় রাণী অইয়া।

সীতা মণ্ডল পূজা—

সীতা মণ্ডল পুজি আমি, সীতা যেমন সতী অইমু ;
রাম যেমন সুয়ামি পাইমু, দুর্গা যেমন সুয়াগি অইমু ;
পাটা পুতাইলে গুয়া ছেচি খাইমু।

ভিটি পূজা—

ভিটি পুজি ভিটীশ্বর, আমার বাপ্ ভাই অউকা লক্ষীশ্বর।

দেওদুয়ার পূজা ও মাঘাইর পরণাম—

দেওদুয়ার দেওদুয়ার, পূজি উঠি স্বর্গ দুয়ার ;
স্বর্গ দুয়ার পূজিতে, সুণার খাট বইতে,
দেও মাঘাই দেও বর, বিষ্ণুপুরী মর ঘর।

সুরুযাইর বিদায় মন্ত্র বা প্রণাম—

যাও যাও সুরুযাই, যাও তুমার ঘরে ;
তুমার আমার দেখা অইব, কাইলকু বিয়ানে।

অলঙ্কারাদি পূজার সময় "মুই পূজি গুড়ির খাড়ু মর লাগি থাকৌক সুনার খাড়ু" এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। কেবল কুরুয়া, বাইঙ্গন (বেগুন) ও ইনাগাছ পূজায় পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রের প্রয়োজন ; যথা—

কুরুয়া—"ডাল থাকে কুরুয়া ডাল তার বাসা
আমার বর্ত্তর গুড়ি খাইবার তার বড় আশা।"
বাইঙ্গন—"আইঙ্গন বাইঙ্গন গুড়িৎ কাটা জন্মে জন্মে ভাইর বাটা।"
ইনাগাছ—"ইনা গাছো তিনা জাগে কইন্যা বালি তারা জাগে
জাগে কইন্যা মাগে বর ধনে পুত্রে সুয়ামির ঘর।"

দেউল ভাসাইবার নিয়ম—

১লা, ১৫ই এবং শেষ দিনের পূজাসমাপনান্তে পূজিত দেউল, পুষ্প ও দূর্ব্বা ইত্যাদি একখানি থালায় উঠাইয়া তাহা মাথায় করিয়া অপরাপর বয়স্কা মেয়ে ও নিজ সঙ্গিনীরা সহ গান করিতে করিতে পুকুরে যাইয়া তাহা জলে বিসর্জ্জন করে। পুকুরে যাইয়াই প্রথম তার কুল পূজা করিতে হয়।

পুকুরের পূজা—

পুকুরির কুল লাঙ্গলের মাটি, (আমার) বাপ্ ভাই অউকা লুয়ার কাটি।

পূজিত দেউল ইত্যাদি জলে বিসর্জ্জন মন্ত্র—

দেউল ভাসে জলে, মর বাস অউক লক্ষীর থলে।

ছাতি পূজা ও তাহা ঘুরাইবার নিয়ম—

দেউল জলে বিসর্জ্জন করিয়া, ঘরে ফিরিবার সময় থালায় করিয়া ব্রতিনী সেই পুষ্করিণীর কিছু মাটি নিয়া আসে এবং সেই মাটি ভিটির অদূরে অঙ্কিত ছাতির মধ্যস্থলে রাখিয়া, সেই ছাতি ও তাহার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে অঙ্কিত চন্দ্র ও সূর্য্যের পূজা করিয়া, তাহার উপর একখানি ছোট চৌকিতে বসে, তখন একটি বাঁশের ছাতি ব্রতিনীর মাথার উপরে ধরা হয়, তাহা ঐ বালিকা নিজে অথবা অন্য কেহ ঘুরাইতে থাকিলে নানা উপহারাদি তাহার উপর দেওয়া হয় এবং দর্শকেরা তাহা কুড়াইয়া নেয়।*

---

* মহামহোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম. এ. মহাশয় বলেন যে, শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ অঞ্চলে ছাতি ঘুরান সর্ব্বদা হয় না, সংক্রান্তি ও রবিবারে মাত্র হয়।

চন্দ্রপূজা—

চান্দ আইলা চন্দনে, সুরুয আইলা বন্দনে ;

পিড়ত্তিম্ আইলা আসিয়া, মুই বর্ত্ত করি সিঙ্গাসনে বসিয়া।

সূর্য্যপূজা—

উঠ উঠ সুরুযাই ঝকমক দিয়া তুমারে পূজিমু আমি রক্তজবা দিয়া।

ছাতিপূজা—

মুই পূজি গুড়ির ছাতি, মর লাগি থাকউক সোণার ছাতি।

ছাতি ঘুরাইবার সময় যথাক্রমে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি ছাতির উপর দিতে হয়।

ছাতির নীচে বসিয়া ব্রতিনী ছাতি ঘুরাইতে থাকে—

১ম—দই। ২য়—ফল। ৩য়—খই ও লাড্ডু। ৪র্থ—জল। ৫ম টাকা পয়সা (যথাশক্তি)। ৬ষ্ঠ—কাটা গুয়া ও পান।

প্রত্যেক 'ছাতি' পূজার দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে ব্রতীকে 'উদ' পূজা করিতে হয়। তাহা নিম্নোক্ত প্রকারে হইয়া থাকে।

১লা—ব্রতী প্রাতঃকালে যে সকল দেবদেবী এবং মণ্ডলাদি পূজা করিয়া থাকে, তাহাই আবার ভিটির অদূরে পাঁচ প্রকার গুড়ি দ্বারা অঙ্কিত করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

১৫ই—২রা হইতে ১৫ই তারিখ পর্য্যন্ত ব্রতিনী যে সকল দেবদেবী ও মণ্ডলাদি পূজা করিয়া থাকে, সে সকল দেবদেবী ও মণ্ডলাদি পৃথক্ পৃথক্ দিনের জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অঙ্কিত করিয়া এক সঙ্গে ১৫ দিনের পূজা করিতে হয়।

মাসের শেষ দিন—পূর্ব্বোক্তরূপে ১৬ই হইতে মাসের শেষ দিন পর্য্যন্ত এক সঙ্গে পূজা করিতে হয়।*

শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

* এই সঙ্গে যে মাঘমণ্ডলের চিত্রখানি দেওয়া হইয়াছে, তাহা শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা অঙ্কিত।

শালগ্রামবন্ধকের দলিল

পুরাণ বাঙ্গালায় এ পর্য্যন্ত নানারকম দলিল (আত্মবিক্রয়-পত্র, মনুষ্যবিক্রয়-পত্র প্রভৃতি) আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি আমরা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত ৫২৬ সংখ্যক স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডের একখানি পুথিতে এক নূতন রকমের দলিলের নকল পাইয়াছি[১]। নকলটি পুথির শেষ পত্রে পুষ্পিকার নিম্নে, পত্রের বাম পার্শ্বে এবং উপরে জড়ান অক্ষরে লেখা আছে। সব জায়গা ভালরকম পড়িতে পারা যায় না।

পুথিখানি ১৬০৬ শকাব্দে রামেশ্বর কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল।[২] দলিলের নকলখানি কিন্তু অন্য হাতে এবং পরবর্ত্তী যুগে লেখা। তবে মূল দলিলখানি ও আমাদের পুথি প্রায় সমসাময়িক। দলিলের তারিখ ১০৯৬ বঙ্গাব্দ।

দলিলদাতা রামচন্দ্র শর্ম্মা, রামেশ্বর সেন মজুমদার মহাশয়ের নিকট পৈতৃক দুইটি শালগ্রামশিলা বন্ধক রাখিয়া দুইটি টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এ জন্য সুদ কিছু দিতে হয় নাই সত্য, তবে শালগ্রামসেবাজনিত পুণ্য সেন মহাশয়েরই হইবে, এ কথা লিখিয়া দিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের দিক্ হইতে ইহার মূল্য উপেক্ষণীয় নহে বিবেচনা করিয়া নিম্নে আমরা নকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

নকল [।] ইয়াদি কীর্দ সকল মঙ্গলালয় শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন মজুমদার সুচরিতেষু [।] শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম্ পত্রমিদং [।] আগে আমার পিতামহ কামদেব চক্রবর্ত্তীর ২ দুই সালগ্রাম তুমার স্থানে বন্ধক রাখিয়া ২ দুই রূপৈয়া লইলাম [।] ঠাকুরসেবা করণে যে পুণ্য হএ সে তোমার [।] ওয়াদা জখন তুমী টাকা চাও তখন দিব [।] এই করারে টাকা না দি তবে এই পরে (?) ঠাকুর ফুলারি (?) করিলাম [।] এ্যামার এক্ষণে মাহিনায় সহি আমার কীছু এলাকা নাই [।] আসল দুই তঙ্কা দিয়া ঠাকুর নেব [।] ইতি সন ১০৯৬ ছেয়ানর্বই ১১ ভাদ্র।

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মণাম্

ইসাদি[৩]
শ্রীরামনাথ শর্ম্মা
শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মা

তারিক[৪]
ঠাকুর বনরঘুনাথ ঠাকুর ১
য়নন্ত ঠাকুর ১

১। পরিষৎপুথিশালার কর্ম্মচারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই নকলের দিকে সর্ব্বপ্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২। রসশূন্যবট্চন্দ্রগণিতে চ শাকে ব্যলেখি পুস্তিকা বল্লাৎ শ্রীরামেশ্বরধীমতা।

৩। ইসাদি ও দলিলদাতার নাম পত্রের বাম কোণে দেওয়া হইয়াছে।

৪। এই তারিক [তালিকা?] পত্রের উপরিস্থিত অংশে দেওয়া হইয়াছে।

বড়ু চণ্ডীদাসের পদের নবাবিষ্কৃত পুথি (২)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদের দুইখানা পুথি কিছুকাল হইল আমি পাইয়াছিলাম। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে এই সম্বন্ধে আমি একটি প্রবন্ধও পাঠ করিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় নবাবিষ্কৃত একখানা (বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০৯২ সংখ্যক) পুথির পাঠ সহ মুদ্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয় (অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০৯৩ সংখ্যক) পুথির পাঠ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

৫০৯৩ সংখ্যক পুথির পাঠ

[১ম পদ]

বারহ বেরেখ্যে দান দিবে জে গোঙারি। তোর পর জৌবনে মহিল বনমালি ॥
সর্গে রাখুক মর্ত্তে রাখুক তলে পাঁউ শুধি। তার তটে আল রাধে কি করিব বুদ্ধি ॥
ই তিন ভুবনে রাধে মোর মহাদানে। তাথে ভাগি জেয়া রাধা কাহার পরানে ॥
জসোদার পো আমি হাথে ধরি বাঁশি। তুমাকে দেখিল্যাম রাধে য়ধিক রূপসি ॥
.তে কারণে রাধা মোর তোতে গেল মন। ছাড়্যা দিলু দান ধর য়ামার বচন ॥
এ ভয়ে না ধরিত পাসে বৃন্দাবন। বলে ধরি তোথে তবে দিব য়ালিঙ্গন ॥
ইহা বুঝি দেহ রাধে স্বরস বচন। গাইল বটু চণ্ডীদাস বাশুলির গণ ॥

এবং ইহার গান লঘু গুরু ৭১ এখাত্তোরি কলা ॥

[শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত পাঠ,

৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

বারহ বরিষের দান দিবেহেঁ গোআলী। তোর রূপ যৌবনে মোহিল বনমালী ॥ ধ্রু ॥
স্বগ্‌গে রাখোঁ মর্ত্যে রাখোঁ তলে পাওঁ সুধী। তাহাত টেঁটনী রাধা কি করিবি বুধী ॥
এ তীন ভুবনে রাধা মোর মাহাদানে তাক ভাঁগি জাএ রাধা কাহার পরাণে ॥
যশোদার পোঅ আহ্মে হাথে ধরী বাঁশী। তোহ্মাক দেখিল রাধা আধিক রূপসী ॥
তে কারণে রাধা মোর ভোতে গেল মন ছাড়ি দিলোঁ দান ধর আহ্মার বচন ॥
এভোঁ যবেঁ না ধরিবেঁ আহ্মার বচন। বলে ধরি তোকে তবেঁ দিবোঁ আলিঙ্গন ॥
এহা বুঝি দেহ রাধা সরস বচন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[২য় পদ]

ভ্রমর সটপদি তালের পদাবলি রাগিনি শুই ॥ *

বস করিতে চাঙ তোরে। য়েহি জে নাঞি বলু বলা হোইব ডরে ॥
হানএ কুশুম সব বানে। তে কারণে দঘধে পরানে ॥
না মারহ বিরহ য়ানলে। মুখ তুলি চাহত সকলে ॥
এই তোর টেরছ নঙানে। সরূপ হানিল মোর প্রাণে ॥
একবার দেহ জিউ দানে। তুমা বিনু না রহে পরানে ॥
জিবন জোবন কত কালে। অকারনে করহ জঞ্জালে ॥
আইল্যাম মুঞে বড় প্রিতিয়াসে। গাইল জে বটু চণ্ডিদাসে ॥

এবং ইহার গান লঘু গুরু সকল ৪২ ব্যালিস কলা ॥

[৫০৯২ সং পুথির পাঠ]

[সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

রাগীনি যুই। ইতি ভ্রমরশটপদির পদাবলি।

বস করিতে চাহুঁ তোরে। ঐ জে নাহি নাহি বলু বড়াই ডরে ॥
হানএ কুসুমশর বাণে। তে কারনে দগদে পরানে ॥
না মারহ বিরহ আনলে। মুখ তুলি চাহত সকালে ॥
এই তোর তিরছ নয়ানে। শর হানিলি মোর প্রানে ॥
একবার দেহ জিউ দানে। তোমা বিনু না রহে পরানে ॥
জিবন জোবন কত কালে। অকারণে করহ জঞ্জালে ॥
আইলু মুঞি বড় প্রতিআশে। গাইল জে বোঁড় চণ্ডীদাশে ॥

এবং ইহার গান ৪২ ব্যালিশ কলা ॥

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[৩য় পদ]

বিসমসন্ধি তালের পদাবলি। রাগিনি শুই ॥

মোহে জবে জান কানাঞি ঘাটে মহাদানি। বড়াইকে ছাড়িয়া কেনে হৈব একাকিনি ॥
কেন সব সখিগণ য়াগে পার কর। কাল হয়া গেল মোর জোবনের ভার ॥

---

* এই পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মুদ্রিত হয় নাই।

লঘু বার কলা ॥　পরে গুরু ॥

কি হল্য ২ বিহি জবুনার ঘাটে ।　কেন মানা কইল জেত্যে মথুরার হাটে ॥
অবস্থা করিল মোরে সেই জগন্নাথে ।　পুনরূপি ঠেকিল্যাম তাহার জে হাথে ॥
ইহ পথে য়াসি নাঞি হারাল্যাম দধি ।　অনাথি গোওালি মোরা রক্ষা কর বিধি ॥
পুরূবে জন্মিলাম করমের ফলে ।　জনম লভিল্যাম য়ামি গুওালার কুলে ॥
তেঁঞি সে দধি বিকে জাও মথুরার হাটে ।　দুরজন কানাঞি শুনহ ঘাটে বাটে ॥
কর জোড়ে করি বহু শুন দামুদর ।　জাইব বড়াইর সঙ্গে ঝাট পার কর ॥
এড়িয়া জাএ মোরে কানাঞি সব সখিগণ　গাইল বটু চণ্ডিদাস বাশুলির গণ ॥
এক লঘু গুরু সকলে ৫৪ চুয়ান্ন কলা ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত পাঠ

[১৪৭-৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

কোড়ারাগঃ ॥　রূপকং ॥

মোএঁ যবেঁ জাণো কাহ্নাঞিঁ ঘাটে মাহাদানী　বড়ায়িক ছাড়ী কেঁহ্নে ষেবোঁ একাকিনী ॥
কেহ্নে সব সখিজন আগু কৈলেঁ। পার ।　কাল হঞাঁ গেল মোরে যৌবন ভার ॥ ১ ॥
কি ভৈল কি ভৈল বিধি যমুনার ঘাটে ।　কেহ্নে মন কৈলেঁ। জাইতেঁ মথুরার হাটে ॥ধ্রু॥
আবথা করিল মোর যে জগন্নাথে ।　পুনরপি পড়িলাহোঁ তাহার হাথে ॥
এহা পথে আসি মোএঁ হারায়িলেঁ। বুধী ।　আনাথী গোআলী মোক রক্ষা করু বিধী ॥২॥
পুরুব জরমে কৈল করমের ফলে ।　জরম লভিল আহ্মে গোআলার কুলে ॥
তেঁসি দধি বিকে জায়িতেঁ মথুরার হাটে ।　দুরুজন কাহ্নাঞিঁ স্থন এবেঁ পাড়ে বাটে ॥৩॥
কর যোড়ী বোলেঁ। এবেঁ শুন দামোদর ।　জাইবোঁ বড়ায়ির সঙ্গে ঝাঁট পার কর॥
এড়ি যাএ মোকে কাহ্নাঞিঁ সব সখিজন ।　গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[৪র্থ পদ]

রূপক তালের পদাবলি ॥ রাগিনি পাহিড়া ॥

আলো রাধে সর্ব্বাঙ্গে শুন্দর তাহে :　দেব মুরারি মোহে :　তোর মোর উচিত সন্দেহে ।
আগো রাধে তোমাতে মজিল মন :　ভালে জানে দেবগণ :　ইথে কী বিচারে সন্দেহে ॥
আগো রাধে না পরিহর　শুন্দর কানাঞি ।　সব কলা সমপুর্ন্নিত রাই ॥
আগো রাধে য়াইল্যাম মুঞি প্রিতিয়াসে :　না করহ নৈরাসে :　শুন ধনি য়ামার বচনে ।
আগো রাধে দেবের দেবতা য়ামি :　জানিঞা না জান তুমি :　ফিরি চাহ নিরখি বচনে ॥
আগো রাধে তোর রূপে　মোর মন মজে ।　জোবন রাখহ কোন কাজে ॥
আগো রাধে জগতের জগন্নাথে　সেহ আমি রাজপথে　তোমার লাগিঞা হইল্যাম দানি ।
আগো রাধে পসরা নামাঞা রাখ　সোশে শুখাঞাছে মুখ　পুরি এস্ত হের এস্ত ধনি ॥

আগো রাধে তনু দহে বিরহের জরে। আলিঙ্গন দেহত য়ামারে ॥
আগো রাধে আঁখি ঠার য়নুসরে ধনি কহে বড়াএরে মরি কি বলিব দুরবারে।
আগো রাধে এই খেনে বস্তে ২ কহে বটু চণ্ডিদাসে গাইল জে বাশুলির বরে ॥

এবং ইহার গান সকলে ৮৫ পঁচাসি কলা ॥

[শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত পাঠ—৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

রামগিরী রাগঃ ॥ রূপকং ॥

আল রাধা
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি তোএঁ দেব মুরারী মোএঁ
তোর মোর উচিত সেনেহা।
আল রাধা
তোহ্মাতে মজিল মন ভালে জানে দেবাগণ
ইথে কিছু নাহিঁক সন্দেহা ॥
আল রাধা
না পরিহর সুন্দর কাহ্নাঞিঁ।
সব কলা সংপুনী তোঁ রাহী ॥ ধ্রু ॥

[পরবর্ত্তী অংশে নূতন পদাংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৫০৯২ সং পুথির পাঠ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৮৮-৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।]

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[৫ম পদ]

অপূর্ব্বকলিকা পদাবলি ॥ রাগিনি বাড়ারি ॥

তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে স্থির। প্রাণ জান ফাটীয়া জায় বুকে মাল্য তির ॥
জার প্রানে ফাটে বুক ধরিতে না পারে। গলাত পাথর বান্ধি দহে পসি মরে ॥

লঘু দুবারে ১৮ য়াঠার কলা ॥ পরে গুরু ॥

তুমি গঙ্গা বারানসি স্বরূপে সে জান। তুমি মোর সর্ব্বতীর্থ তুমি পুন্য স্থান ॥
ই বানি বলিতে কানাঞি না বাসিহ লাজ। তুমার মাটুলানি য়ামি শুন দেবরাজ ॥
হোই আমি দেবরাজ তুমি মোর রাণী। মিছাই সম্বন্দ পাত কিসের মৌলানি ॥
ই বোল বলিতে তোর মনে বড় শুখ। পরঘরে পৈসে জেন তোর পাটাবুক ॥
ভাল বোল বলিল ত চন্দ্রাবলি রাণি। আমার মনের কথা কহিলে য়াপুনি ॥
বিরহে পড়িআ কাল য়াকুল বিকল। জোৱয়া দেখিআ জেন রূচক য়াম্বল ॥
জাইবার বাসনা তুহ ছাড়িল শুয়ালি। গাইল বটু চণ্ডিদাস বন্দিয়া বাশুলি ॥

এবং লঘু গুরু সকলে ৮১ একাসি কলা ॥

[শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত পাঠ, ৪৮—৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

মালব রাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে থীর। প্রাণ যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর ॥
যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতেঁ না পারে। গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে ॥
তোহ্মে গাঙ্গ বারানসী সরূপেঁসি জাণ। তোহ্মে মোর সব তীথ তোহ্মে পুণ্য স্থান ॥
এ বোল বুলিতেঁ কাহ্ন না বাসসি লাজ। তোহ্মার মাউলানী আহ্মে শুণ দেবরাজ ॥
হইএ আহ্মে দেবরাজ তোহ্মে মোর রাণী মিছাই সম্বন্ধ পাত ভাগিনা মাউলানী ॥
এ বোল বুলিতেঁ তোর মণে বড় সুখ। পরঘর পইসে যেহ্ন চোর পাটাবুক ॥
ভাল বোল বুলিলি তোঁ চন্দ্রাবলী রাণী। আহ্মার মণের কথা কহিলেঁ আপুণী ॥
বিরহে পুড়িআঁ কাহ্ন হাকল বিকল। জরুআ দেখিআঁ যেহ্ন রূচক আম্বল ॥
জাইবার বাসনা তোহ্মে ছাড়হ গোআলী। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলী ॥

[১০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[৬ষ্ঠ পদ]

হরগৌরি তালের পদাবলি ॥ রাগ বসন্ত ॥ রাগিনি পঠমুঞ্জরি ॥*

হরি হর একুই তনু বিদিত সংশারে। জানিঞা সে য়তিসয় কহিল্যাম তুমারে ॥
মোর সে কালিআ তনু তুহু গোরা য়ঙ্গ। জানি বিধি য়ানি নিধি মিলাঅল সঙ্গ ॥
হের এস্ত বিনোদিনি পরিহর লাজ। না শুনলি মোর বাণি হইব য়কাজ ॥
হরিহর নাম মোর গৌরি য়ঙ্গ ধরি। বিশ্বম্ভর নাম মোর বিস পান করি ॥
ত্রিপাদগামিনি গঙ্গা ধরি নিজ কায়ে। † গঙ্গাধর নাম মোর সর্ব্ব লোকে গায়ে ॥
নারির সম্ভোগে রাধে জদি পাপ হয়ে। তবে সিসঞ্জক রাধাকৃষ্ণ নাম সাস্ত্রে কেনে কহে ॥
চাতুরালি বুঝে হরি মোরে দেহ দান। বাশুলি বন্দিয়া বটু চণ্ডিদাসে গান ॥
এবং লঘু গুরু সকলে ১৪ চৌদ্দ কলা ॥

[সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩২৯,
১৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

রাগ বশন্ত। রাগিনি পঠমঞ্জরি। ইতি হরগৌরি তালের পদাবলি ॥

হরিহর একু দেহ বিদিত সংসারে। জানিহ শে অতি সত্য কহিল তোমারে ॥
মোর সে কালিয়্যা তহু তছু গোরা অঙ্গ জানি বিধী আনি নিধী মিলাঅল সঙ্গ ॥
হের আস্ত বিনোদিনি পরিহর লাজ। না যুনিলে মোর বোল হইব অকাজ ॥

---

* এই পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মুদ্রিত হয় নাই।
† শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ৬৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

হরিহর নাম মোর গোরি অঙ্গ ধরি। বিশম্ভর নাম মোর বিশ পান করি ॥
ত্রিপদগামিনি গঙ্গা ধরি নিজ কাএ। গঙ্গাধর নাম মোর সর্ব্ব লোকে গাএ ॥
নারির সম্ভোগে রাধা জদি পাপ হএ শ্রীশঙ্কুক্ত কৃষ্ণ নাম শাস্ত্রে কেন কহে ॥
চাতুরালি পরিহর মোরে দেহ দান। বাসুলি বন্দিয়্যা বাড়ু চণ্ডীদাসে গান ॥
এবং ইহার গান ১৪ চোদ্দ কলা ॥

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[৭ম পদ]

ঝম্পক তালের পদাবলি ॥ রাগিনি মাউর ॥ ধানসি ॥

আউ থাকিতে কানাঞি মোরিল ইচ্ছসি। সাপের মুখেতে কেনে য়ঙ্গুলি দিসী
চুন বিহনে জেন তাম্বুল তিত্যা। অলপ বএসে তুমার বিরহের চিন্তা

লঘু ৯ নয় কলা ॥ পরে গুরু ॥

লাজ নাহিক কানাঞি বদনে তুহাঁর। পাসে আসিতে কেন চাহ সে য়ামার ॥
মুজুরিআ হইয়্যা কেন এত বড় রঙ্গ। অল্প হইয়া চাহ বড় জনার সঙ্গ ॥
হাতে চাহ তুমি য়াকাসের চান্দ। লোকে উপহাস করে দেখ্যা তুহাঁর ছান্দ
উত্তম জাতি তুমি নন্দের জে বালা। পুরুস হইয়া তুমি জান য়েত কলা ॥
সকল লোকের মাঝে না বাসিলে লাজ। না রহসি ভরে তাঁহ সিয়ানের কাজ ॥
মাকড়ের হাথে জেন ঝুনা নারিকল। আমাকে দেখিআ তেন না হয়্য বিকল ॥
সঙ্গে আসিবে জবে লঞা দধির ভারে। গাইল বড়ু চণ্ডিদাস বাশুলির বরে ॥
এবং ইহার গান লঘু গুরু এবং সকলে ৮১ একাসি কলা ॥

[শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত পাঠ,
১৭২-৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

মল্লার রাগঃ ॥ রূপকং ॥

আউ থাকিতেঁ কাহ্নাঞিঁ মরণ ইছসি। সাপের মুখেতে কেহ্নে আঙ্গুল দেসী ॥
চুন বিহনে যেহ্ন তাম্বুল তিতা। আলপ বএসে তেহ্ন বিরহের চিন্তা ॥১॥
লাজ নাহিঁ কাহ্নাঞিঁ বদনে তোহোর। পাছে আসিতেঁ কেহ্নে চাহসি মোর ॥ধ্রু॥
মজুরিআ হআঁ কেহ্নে এত বড় রঙ্গ। অলপ হআঁ চাহ বড়ার সঙ্গ ॥
হাথেঁ হাথেঁ চাহা কাহ্নাঞি আকাশের চান্দ। ......করসি তোএ ছান্দ ॥২॥
উত্তম জাতী তোহ্মে নান্দের বালা। পুরুষ হআঁ তোহ্মে— ॥
সকল লোকের মাঝে না বাসসি লাজ। না বহসি ভার বোলসি আন কাজ ॥৩॥
মাকড়ের......ঝুনা নারিকল। আহ্মাক দেখিআঁ তেহ্ন না হঅ বিকল ॥
সঙ্গে আসিবে যবে লঅ দধিভারে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥৪॥

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[৮ম পদ]

জম্পতালের পদাবলি ॥ রাগিনি পাহিডা ॥

মুখ কমলে : অতি সোভা করে খঞ্জন নয়ান দুই ।
ভূঞি কাল সাপে জুগল তাহাতে শুভয়ে নিচল হই ॥

লঘু ২ দুই কলা পরে গুরু ॥

আলাজ দেখ্যে রাজ পত পেয়ো নানা উপভোগে রহে ।
আছু রাজপদ দুর বড়াই জিবন মোর সন্দেহে ॥
হাথ আওড় করি ভকতি করু জিউ দান দেহ বড়াই ।
বোল রাধে ২ মান শুরতি তবে সে জে এই কানাঞি ॥
মানিক জিনিঞা দসন জোতি কিয়াদি সতেস্বরি হারে ।
কর কমল বাহু মুল্য নহে ন পয়ঘট ভারে ॥
নাভি তোরি নদ ঘাট ত্রিবলি ঘন গজ পুলিনে ।
উর্তু তাহাতে কোন হংস শমরহে কনকে রসানে ॥
রাধা নিতম্ব মণ্ডল আড়ল রমাবতি কি কি প্রাণে ।
আতি য়দভূত বিনি ঘায়ে হানি বিকল কৈল পরাণে ॥
উরু জুগে ·· ম কদলি স্থল কমল চরণে ।
রাজ হংস জিনিঞা য়তি রাধা মন্দ গমনে ॥
প্রিথিবিত য়ামি : য়বতির্ন কৈল্য তোর শুরতির য়াসে ।
বাশুলি চরণে বন্দিআ গাইল জে বটু চণ্ডিদাসে ॥

এবং ইহার গান লঘু গুরু সকল ১৬ সোল কলা

[শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত পাঠ, ৭৩-৪-পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

মুখ কমলে আতি শোভা করে খঞ্জন নয়ন দুঈ ।
ভ্রুহি কাল শাপ যুগল তাহাত শোভএ নিচল হোই ॥
আন যদি দেখে রাজপদ পাএ নানা উপভোগে নহে ।
আছু রাজপদ দূর বড়ায়ি জীবন মোর সন্দেহে ॥
হাথ যোড় করিআঁ ভকতি করোঁ জীউ দান দেহ বড়ায়ি ।
বোল রাধারে মাহু সুরতী তবেঁসি জীএ কাহ্নাঞিঁ ॥
মাণিক জিণিআঁ দশন জুতী গীএ সাতেসরী হারে ।
কর কমল বাহু মৃণাল হেম ঘট পয়োভারে ॥

নাভী তার নদ ঘাট ত্রিবলী ঘন জঘন পুলিনে।
উচিত তাহাত কল হংস সম রএ কনক রসনে॥
রাধার নিতম্ব মণ্ডল আড়ন রোমাবলী কিরিপানে।
আতি আদভুত বিণি ঘাএ হানী বিফল কৈল পরাণে॥

* *

উরুযুগ শোভে রাম কদলী থল কমল চরণে।
রাজহংস জিণিআঁ আতি রাধার মন্থর গমনে॥
পৃথিবীত আহ্মে আবতার কৈল তার সুরতীর আশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[৯ম পদ]

দসকোসি তালের পদাবলি॥ রাগিণি ভীমপলাশী॥ *

শুনিঞা না শুন রাধে শুজন শুওালি। তুলহ পসরা ভার বিচারিয়া বলি॥
এই মতে নিতি জাও মথুরার হাটে। বহু দিন খুজিয়া পায়্যাছি দানঘাটে॥
কার বোলে এল্যো পথে জাহ দধি লঞা। বহু ধন পেয়্যাছ রাধে দানি ভাড়াইয়া॥
এস্যাহ শুন্দরি বস্য লেখা করি দান। ইহ নহে দেখ পাঞ্জির পরমান॥
* সাশুড়ি ননদি মোর ঘরে দুরবারে। লোক ছলে জাইব ঘর নাহি সতন্তরে॥
সিফল শুন্ত এ কুচ দেহ মোর বৌরি। বলহ বড়াই তবে কোন বুদ্ধি করি॥
প্রাণ লঞা খাড়া হইল যাগে গো বড়াই। স্বামির নিজ ধন খুজন্তি কানাঞি॥
হার কঙ্কন মোর কাচলিতে দেহ টান। হেন কোন ছলে মারিল হেড় পরাণ॥
চুম্বন দিবারে চাহে বদনকমলে। য়ালিঙ্গন চাহে কানাঞি বিরহের জরে॥
কাহাক বলিআ রতি না জানি বড়াই। হেন বিপরিত কথা কহন্তি কানাঞি॥
মোর সিশুমতি বড়াই করি কোন বুদ্ধি। শুনিঞা বা কি বলিব স্বামি গুণনিধি॥
য়মুল্য রতন মাগে ধরি মোর হাথে। মাগএ শুরতি দান য়স্থানে দেই হাথে॥
নিসেধ ২ বড়াই শ্রীমধুশুদনে। গাইল বটু চণ্ডিদাস বাশুলির গনে॥
এবং লঘু গুরু সকলে ৬৫ পঙসাট্ট কলা॥

[শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত পাঠ ; ৮৬-৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

সাসুড়ী ননন্দ মোর ঘরে দুরুবারে। কোণ ছলেঁ জাইবোঁ ঘর নহোঁ সতন্তরে॥
শ্রীফলসদৃশ কুচ সেহো মোর বৈরী। বোলহ বড়ায়ি এবেঁ কোণ বুধী করী॥
প্রাণ লআঁ খেড়া ভৈল আগ হে বড়ায়ি। সামীর নিজ ধন খোজন্তি কাহাঞিঁ॥ ধ্রু

* গানের প্রথমাংশ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মুদ্রিত হয় নাই। ৫০৯২ সংখ্যক পুথির পাঠ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৮৩৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

হার কাঙ্কন মোর কাঞ্চলীতে দেএ টান। হেন কহোছাল মারে লএ পরাণ॥
চুম্বন দিবারেঁ চাহে বদনকমলে। আলিঙ্গন চাহে কাহ্নাঞি বিরহের জ্বরে॥
কাহাকে বুলিএ রতী না জাণো বড়ায়ি। হেন বিপরীত কথা কহন্তি কাহ্নাঞিঁ॥
মোএঁ শিশুমতী বড়ায়ি করোঁ কোণ বুধী। শুণিআঁ বা কি বুলিবে সামী গুণনিধী॥
অমূল রতন মানে ধরে মোর হাথে। মাঙ্গে সুরতি দান সান দেই মাথে॥
নিষধ নিষধ বড়ায়ি শ্রীমধুসূদন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥

[৫০৩৯ সং পুথির পাঠ]

[১০ম পদ]

কুন্দুসেখর তালের পদাবলি॥ রাগ মঙ্গল॥ *

চামর জিনিঞা তোর চিকন কবরি। মালতির মালা তাহে বেড়া সারি সারি॥
অলকা তিলকা কিয়ে ভালের উপরে। শুরঙ্গ সিন্দুর বিন্দু তাহার মাঝারে॥

লঘু ২ দুই কলা॥ পরে গুরু॥

বদন শরদ চান্দ শুধা হাসি ঝুরে। দসনকিরনে কত বিজুরি সঞ্চারে॥
হৃদয়ে মখু হার য়মুল্য রতন। কুন্দ কনয়া গিরি তোর দুই স্তন॥
হেন সে জোবন রাধে সব য়ালপাট। জোবন গলিলে তনু হইবেক লাট॥
না ছুইহ জোবন রাধে দেহ য়ালিঙ্গন। গাইল বটু চণ্ডিদাস বাশুলির গণ॥
এবং লঘু গুরু সকলে ১৪ চোদ্দ্য কলা॥

[সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ সাল, ১৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

রাগিনী মঙ্গল॥ কুন্দুশেখর তালের পদাবলি॥

চামরি জিনিঞা তোর চিকন কবরি। মালতির মালা তাহে বেড়া সারি সারি॥
অলকা তিলক কিবা ভালের উপরে। সুরঙ্গ শিন্দুর বিন্দু তাহার মাঝারে॥
বদন শরত চাঁন্দ সুধা হাসী ঝরে। দশন কিরন কত বিজুরি সঞ্চারে॥
হৃদএ মুকুতার হার অমূল্য রতন। কুন্দ কনয়া গিরি তোর দুই স্তন॥
হেন শে জোবন রাধা সব আলপাট। জোবন [গোড়িলে] তনু হইবেক ন'ট॥
না ছুঞি জোবন রাধা দেহ আলিঙ্গন। গাইল বাঁড়ু চণ্ডীদাস বাষুলির গন॥

[৫০৭৩ সং পুথির পাঠ]

[১১শ পদ]

জোতি তালের পদাবলি॥ রাগিনী শুই॥

রাজা বড় পরত নাঞি শুনে কথা। লঘুর লটকে পেল্যে কাটে তার মাথা॥
গোচরিআ কল ধরাব জেবা জানি। তুমিত ভাগিনা কানাঞি য়ামিত মাউলানি॥

---

* এই পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মুদ্রিত হয় নাই।

আপুনি বলহ তুমি ত্রিদসের পতি। তবে কেনে পরদারে মজে তোর মতি॥
গরু রাখি বুল তুমি মাঝবিন্দাবনে। ইবে পাপ কাজ লাগি সাধ মহাদানে॥
ছাড়হ কানাঞি তুমি পাপ বচন। আইহেন শুনিলে তোর বধিবে জিবন॥
ভ্রমিঞা ২ হাথে পরস তুই কানে। এ ভয়ে কানাঞি তোর লাভ হইল দানে॥
আমাকে না কর্য্য কানাঞি য়ধিক জাতন কোভু না শুনিব য়ামি তুমার বচন॥
তুমার বচন মোর না সামায় কানে। এতই বচন কেহ করহ জতনে॥
ইহা বুঝি নিবারহ পাপত মন। বাহুড়ি পলাহ ঘর করহ গমন॥
কি গুথ করহ কানাঞি হেন পরবন্ধ। তোর সঙ্গে য়াছে মোর নিবড় সম্বন্ধ॥
ইহা জানি ছাড় কানাঞি য়ামার সে য়াসে বাশুলি বন্দিআ গাইল বটু চণ্ডিদাসে॥

এবং লঘু গুরু সকলে ৫৪ চুয়ার্ম্ম্য কলা॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মুদ্রিত পাঠ, ৭১ এবং ১০৩-৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

রাজা বড় খরতর নাহিঁ শুণ কথা। লঘু নটক পাইলেঁ কাটে তার মাথা॥
গোচরিআঁ ফল করাইবোঁ জেন জাণী। তোহ্মেত ভাগিনা কাহ্ন আহ্মেত মাউলানী॥
আপণে বোল তোহ্মে ত্রিদশের পতী। তবেঁ কেহ্নে পরদারে মজে তোর মতী॥
গরু রাখি বুল তোহ্মে মাঝ বৃন্দাবনে। এবেঁ পাপ কাজে লাগি সাহ মাহাদানে॥
ছাড়হ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে পাপ বচনে। আইহন শুণিলেঁ তোর লইব পরাণে॥ ধ্রু॥
ভুমি ছুইআঁ হাথ পরসওঁ ভুঈ কানে। এভোঁহো কাহ্নাঞিঁ তোত না ভৈল গেআনে॥
আহ্মাকে না কর কাহাঞিঁ আধিক যতনে। কভোঁ না শুণিব আহ্মে তোহ্মার বচনে॥
তোহ্মার বচন মোর না সাম্বাএ কানে। তভোঁহো কাহ্নাঞিঁ কেহ্নে করহ যতনে
এহা বুঝী নিবারিআঁ পাপত মন। বাহুড়ী আপণ ঘর করহ গমন॥
কিসক করহ কাহ্ন হেন পরবন্ধ। তোর সমে আছে মোর নিয়ড় সম্বন্ধ॥
এহা জাণী ছাড় কাহ্নাঞিঁ আহ্মার আশে। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ]

[১২শ পদ]

আলুশ্রী তালের পদাবলী॥ রাগিণী শ্রী॥*

আমি দিব শ্রীহরি। আমায় ধড় পাবে বড়ারি॥
আমি সে শিঞ্জিল্যাম কাম। য়ামারে জুড়রী বাণ॥
আলিঙ্গন দেহ রাধে। না করহ রসবাধে॥
য়ামার গমন ইজে। তেঞি ধরিয়াছ বেসে॥
শ্যামের বচন শুনি। য়ামার বরণ কেসে॥
শ্যামের বচন শুনি। মনো গেল বিনোদিনি॥

* এই পদটী শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মুদ্রিত হয় নাই।

বসিল তরুর ছায়। ঘন কানু মুখ চায়॥
ধনি বলে বড়াইকে। তুমোরা সে জাহ বিকে॥
বড়াই এস্তে ষমুসরে। গোপি লঞা গেল পুরে॥
তরুমূলে রাধা শাম। দেখোছে সে বেণু পাম॥
রঙ্গভরে মনশুখে। চুম্বন করয়ে মুখে॥
রতির নয়ান সরসে। রাধাযঙ্গ সে পরসে॥
বিন্দু ২ ঘাম তায়। হুঁহুঁ মুখ হুঁহুঁ চায়॥
পবন সে মন্দ বহে। জবুনা তরঙ্গ তাহে॥
কোকিল তশিত স্বর। ফুকরয়ে মধুকর॥
অলি সারি শুক তায়। রাধাকৃষ্ণগুণ গায়॥
বাশুলি বন্দি আসে। গাইল বটু চণ্ডিদাসে॥
এবং লঘু গুরু সকলে ৩৬ ছত্তিস কলা॥

[সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

বাগশ্রী॥ আলুটী [তালের পদা]বলী॥

আমি দেব শ্রীহরি। মাথো[রাতে] অবতরি॥
আমি সে স্ঞিলা [ ] আমারে জুড়শী মান॥

(২য় পৃষ্ঠা)

আলিঙ্গন দেহ রাধে। না করহ রসবাদে॥
আমার গমন হতে। তেঞি আশীয়্যাছ পথে॥
কেন ধনি ভুল তুমি। তোমা লাগ্যা দানি আমি॥
আমার বরণ কেশে। তেঞি ধরিয়্যাছ বেশে॥
শ্যামের বচন যুনি। মান গেল বিনোদিনির॥
বশীল তরুর ছাএ। ঘন কানুমুখ চাএ॥
ধনি কহে বড়াইকে। তোমরা সে জায় বিকে॥
বড়াই শেবানুশরে। গোপি লয়্যা গেলা দূরে॥
তরুমূলে রাধা শ্যাম। দেখিতে সে অনুপাম॥
রঙ্গভরে মন যুখে। চু [ম্বন করয়ে] মুখে॥
রতির [আবেশে]। রাধা অঙ্গ শে পরসে॥
[ ] ঘাম তাএ। [ ] যুখ দুহুঁ চাহে॥
পবন শে মন্দ বহে। যমুনা [ ]॥
কোকিলি লোলিত স্বর। ফুকরএ মধুকর॥
[ ] [ ] রাধা [ ] গুণ গাএ॥
বাযুলি বন্দিয়্যা [ ]। গাইল বড় চণ্ডিদাশে

[৫০৯৩ সং পুথির পাঠ] *

১। একতালির প্রমান॥ প্রতিক্ষরে বিরাম : সেত শর্ব্বতালাদি সম্ভব : একতালো সকেথিতে দেবোই বাদ্য উদাধৃত॥

২। ধরনতালের প্রমান॥ জোতি তাল যথা শুক্ত: ধিতাগিত গুণ শোরই : তথা ধরন নামানি : বপুসিদ্ধ্যা : গুণিশং জুধি :॥

৩। ছোটখিলা তালের প্রমান॥ পুলন্তায়ে মাত্রৈক : সম্ভুদেব : তস্মাৎ পদে ২ ন্নাদিমর্দ্ধ্যাবশানেচ ছোটখিলাদ উচ্চতে॥

৪। গন্দলতালের প্রমান॥ দ্রুতত্র্যং লঘুশ্চৈক : তালে গন্দলনামিনি :॥

৫। বিসমতালের প্রমান॥ চতদ্রুতালি চ : লোমুচধেৎ বিসমতালেকে:॥

৬। জলদকান্তি তালের প্রমান॥ দ্রুতদয়ং লোঘু জত্র চরনে ২ ভবেৎ তথা যন্ত (জমক) কাঞ্চইবমানহং তালে সর্ব্ব বিমোহনং॥

৭। ভ্রমরসটপদি তালের প্রমান॥ দত্যাদ্দয়ং লঘুদ্রুর্ত : সে তাল: সটপদিস্তথা॥

৮। বিসমশন্ধি তালের প্রমান॥ আদৌচান্তলঘুদ যং শুরুমর্দ্ধ্যে জদা ভবেৎ। তদা বিশম সন্ধি : স তালো ভবতি সম্মত :॥

৯। য়পুর্ব্বকলিকার প্রমান॥ জদি চ্চাষ্ট কলাতোপি কলাধির্ক্যং বিলক্ষতে: পদে ২ তেদান স্বাদ্দপুর্ব্বকলা ধ্রুবং॥

১০। হরগৌরীতালের প্রমান॥ দ্রুতদ্বয়ং লঘুশ্চৈক: গুরুলঘু যুগং জথা। হরগৌরী তাল স্মাৎ দ্বিতিয়ং পুলর্ত্মি শ্রীসাৎ॥

১১। ঝম্পকতালের প্রমান॥ গুরুপ্লত ভবেৎ নিত্য সে তালো ঝম্পক স্তথা॥

১২। জর্দ্ধতালের প্রমান॥ গুরুদ্দয়ং লঘুর্দ্দয়ং ততোপ্লতঃ গুরু লঘু চরনে ২ পিবং তম্ব তালো জর্দ্ধকং ভবেৎ॥

১৩। দসকোসি তালের প্রমান॥ দ্রুত র্দয়ং লঘু দঅং ততোপ্লত লঘুক ভবেৎ। চরনে ২ পেকধেয়ং স তালো দসকসিঞ্চ॥

১৪। কুন্দুসেখর তালের প্রমান॥ গুরু র্দয়ং লঘুপ্লত ততো গুরুপ্লুত: গুরুলঘু। চরনে ২ পেবং স তালোকুন্দুসেখরং॥

১৫। জোতিতালের প্রমান॥ আদো গুরু-লঘুর্দয়ং চরনে ২ ভবেৎ। জোতি তালো সকোতিতৌ নিত্য ভূমি গুসিস্বরৈ॥

১৬। বগুতালের প্রমান॥ আদো গুরু লঘু স্মাৎ চরনে ২ ভবেৎ। গাণে নানা মনহারি বগুতাল সুদা ভবেৎ॥

১৭। আলুটী তালের প্রমান॥ জদি চ্চাষ্ট কলা কোপি স্থুঞি নিত্যস্যাৎ পদে ২। য়ালুটী নাম তালং স্মাৎ তদা সর্ব্ব মনোহরা॥

দ্রষ্টব্য :—ইহার পরে উক্ত তালগুলির বাজনার বোল লিখিত আছে।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (বঙ্গাব্দ ১৩৩৯) ১৮১-২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের

মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের এবং সংবর্দ্ধনাদির

কার্য্যবিবরণ

প্রফুল্ল-জয়ন্তী

আচার্য্য শ্রীযুক্ত স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সপ্ততিবর্ষ অতিক্রম করায় বঙ্গদেশের জনসাধারণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য কলিকাতা টাউন হলে আলোচ্য বর্ষের ২৫এ অগ্রহায়ণ রবিবারে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় বিরাট্ সভায় সমবেত হয়। আচার্য্যদেব বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি। পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই শুভ সুযোগে পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করেন। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই জয়ন্তী-সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। উদ্বোধন সঙ্গীতাদির পর প্রফুল্ল-জয়ন্তী-সমিতির পক্ষে স্যর শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার মহাশয় অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলে পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরিষদের নিম্নোক্ত মানপত্র * পাঠ করেন,—

॥ শ্রীঃ ॥

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়

মহোদয় শ্রদ্ধাস্পদেষু

মহাত্মন্!

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে দিন বাঙ্গালার মুমূর্ষু জাতীয় জীবন নব অভ্যুদয়ের চঞ্চল তরঙ্গাঘাতে নূতন করিয়া আলোড়িত হইল; সাহিত্যে, সমাজে, রাষ্ট্রে নব নব বিচিত্রতায় যে দিন বাঙ্গালীর পুনর্জ্জন্মের স্পন্দন সূচিত হইল; যুগযুগান্ত-সঞ্চিত পঙ্কপুঞ্জ ভেদ করিয়া যে দিন স্বচ্ছ সরসীতে বাগ্‌দেবীর চরণপদ্ম শত দল মেলিয়া বিকশিত হইল, সেই দিন—নূতন ও পুরাতনের সেই শুভ সন্ধিক্ষণে ভারতের বিজ্ঞান-লক্ষ্মী নয়ন উন্মীলন করিয়া প্রসন্ন হাস্যে নব জাগ্রত বাঙ্গালীকে নন্দিত করিলেন। সেই সফল লগ্নে বঙ্গমাতার যে দুই জন কৃতী সন্তান তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাদের অন্যতর। বিজ্ঞানের সাধনায় শিষ্য-প্রশিষ্য সমভিব্যাহারে তুমি সে দিন জয়যাত্রা করিয়াছিলে। তোমার সেই বিজ্ঞান-গোষ্ঠী আজ দেশে বিদেশে যশস্বী হইয়া তোমার সাধনা ও সঙ্কল্পকে সার্থক করিয়া, দেশজননীকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। বিজ্ঞানচর্চ্চায় তুমি দেশকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছ। নিজের অক্লান্ত তপস্যায় বিশ্বের জ্ঞানসম্পুটে তুমি প্রচুর রত্ন অর্ঘ্য দিয়াছ। হে আচার্য্য! আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

* এই মানপত্রটি খদ্দরের উপর মুদ্রিত এবং উহা খদ্দরের পীঠবস্ত্রে সংযুক্ত করা হয়। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুত যামিনী রায় মহাশয় প্রাচীন বঙ্গদেশীয় শিল্পরীতিতে উহা চিত্রিত করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

হে বিজ্ঞান-সাধক ! বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রেও তোমার দান সামান্য নয় ; বহু বৎসর যাবৎ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত আপনাকে যুক্ত রাখিয়া পরিষদের সভাপতিত্বের গুরু ভার স্কন্ধে লইয়া, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পৌরোহিত্য করিয়া তুমি আপনি ধন্য হইয়াছ, আমাদিগকেও ধন্য করিয়াছ। তোমার সপ্ততিতম জন্মদিনের সুযোগে বঙ্গদেশের সুধী ও সাহিত্যিকদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

হে আচার্য্য ! বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সাধনা করিয়াই তুমি ক্ষান্ত হও নাই। দৈন্য-দুঃখ অভাব-অনটনে মৃতকল্প স্বজাতির দুর্দ্দশা মোচনের জন্য, স্বদেশের মুক্তি ও কল্যাণের জন্য তুমি কারুশিল্প ও চরকা-খদ্দর প্রচারে ব্রতী হইয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছ ; হে মাতৃভক্ত ! আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

হে ত্যাগী ! তুমি জীবনে কোন দিন সঞ্চয় কর নাই—যাহা উপার্জ্জন করিয়াছ, রাজাধিরাজের ন্যায় অকুণ্ঠিতচিত্তে দেশের জন্য তাহা বিতরণ করিয়া, নিজে রিক্ত হইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছ। হে দানবীর ! তোমার মহত্ব স্মরণ করিয়া আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি !

হে মহাত্মন্ ! তোমার নিষ্ঠা, তোমার একাগ্রতা, তোমার দেশ-প্রীতি, তোমার আদর্শ জাতিকে উত্তরোত্তর মঙ্গলের পথে লইয়া চলিয়াছে। হে কর্ম্মী ! হে আজন্ম-ব্রহ্মচারী ! তোমার অমানুষিক কর্ম্মশক্তি একদা এই দুর্ভাগ্য জাতির মুক্তি বহন করিয়া আনিবে। সেই শুভদিন লক্ষ্য করিয়া আমরা তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

ভগবান্ তোমাকে শতায়ুঃ করিয়া দেশের কল্যাণে নিযুক্ত রাখুন—তোমার চিরস্বস্তি ও শান্তি বিধান করুন।

॥ ওঁ স্বস্তি ॥ ওঁ স্বস্তি ॥

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে

কলিকাতা শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু

বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২৫এ অগ্রহায়ণ। সম্পাদক।

তৎপরে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের, নিখিল বঙ্গীয় কলেজ শিক্ষক সম্মিলনীর, বিশ্ববিদ্যালয় পোষ্ট গ্রাজুয়েট সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিভাগের, নিখিল বঙ্গীয় গর্ভমেণ্ট কলেজ শিক্ষক মণ্ডলীর, নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক পরিষদের, নিখিল বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের, ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের এবং কলিকাতা লিটারারী সোসাইটির অভিনন্দন-পত্র পঠিত হয়। আচার্য্যদেব প্রতিভাষণে সকল প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' পড়িয়া তাঁহার প্রাণে জ্ঞানের স্পৃহা জাগিয়া উঠে ও পরে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা পড়িয়া তাঁহার অন্তরে বৈজ্ঞানিক হইবার আগ্রহ জাগিয়া উঠে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করেন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

উপযোগিতার বিষয় উল্লেখ করিয়া পরিষদের ক্রমোন্নতিতে দেশবাসীকে সাদরে আহ্বান করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর সঙ্গীতাদি হয় ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদদানের পর সভাভঙ্গ হয়।

তৎপর দিবস ২৬ এ অগ্রহায়ণ সোমবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় আচার্য্যদেবকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য পরিষদ্‌গৃহে এক প্রীতিসম্মিলন হয়। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়-রচিত উদ্বোধন সঙ্গীত ("হে করমযোগী, হে জ্ঞানতাপস") কুমারী সুধীরা দাশগুপ্তা কর্ত্তৃক গীত হইলে পর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় আচার্য্যদেবের ললাটে চন্দন-তিলক ও গলে পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত পাত্রে শঙ্খ ও পদ্ম উপহার দিয়া তাঁহার গলে খদ্দরের মাল্য অর্পণ করেন। ধূপধুনার গন্ধে ও মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনিতে পরিষদ্‌মন্দির আমোদিত করা হয়। আচার্য্যদেব সমবেত মহিলা ও সদস্যগণকে আলাপ ও আপ্যায়নদ্বারা তৃপ্ত করেন। তৎপর সঙ্গীত ও জলযোগাদির পর এই প্রীতিসম্মিলন সমাপ্ত হয়।

এই জয়ন্তী-উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পরিষদের বহু হিতৈষী সদস্য পরিষৎকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বার্ষিক কার্য্যবিবরণে তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল। এই উপলক্ষে আচার্য্য মিষ্টান্ন-ভাণ্ডারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ মজুমদার এম. এ. মহাশয় পরিষদের সাধারণ তহবিলে ১০৲ দশ টাকা দান করেন।

নবম বিশেষ অধিবেশন

৩রা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৩২, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরম হিতৈষী সদস্য নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি. এ. মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার মহাশয় বলিলেন যে, নিখিলবাবু প্রথমে কবি ছিলেন; তিনি রাজপুতানার রাজন্যবর্গের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের উল্লেখ করিয়া 'রাজপুতকুসুম' নামে এক কাব্য লেখেন। তৎপরে তিনি ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন; ইহাতে তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন।

অতঃপর রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর বলিলেন যে, নিখিলবাবু ১৮শ শতাব্দীর ইতিহাস খুব সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' সে যুগের বাংলার

ইতিহাস। অক্ষয়বাবু ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। ইঁহারা সকলেই সে যুগের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। তাঁহারা ইতিহাস লিখিবার একটা ধারা দেখাইয়া গিয়াছেন। ১৮শ শতাব্দীর ইতিহাসের তাঁহারা মুখপত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইহার অনেক অবশিষ্ট রহিয়াছে, এখনও ইহার সম্যক্ আলোচনা হওয়া দরকার। তিনি সুদীর্ঘ জীবন অনাড়ম্বর ভাবে যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথা মনে হইলে একটা আনন্দ-বেদনা অনুভব করি,—তাঁহার মুখে সহজ সরল সদানন্দ হাসিটি লাগিয়াই থাকিত ; এই ভাবটির কথা মনে হইলে আনন্দ হয়, এবং আর সে মুখ ও সেই ভাব দেখিতে পাইব না বলিয়া বেদনা অনুভব করি।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের সকল কাজে আমরা তাঁহার সাহায্য পাইতাম। তিনি পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সভ্য এবং বর্ত্তমান বর্ষের ইতিহাস-শাখার সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বেও একটি অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, তিনি নূতন লেখককে উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করেন নাই এবং অনেক লেখককে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, নিখিলবাবু পরিষদের প্রায় সমস্ত অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া উপদেশাদি দ্বারা পরিষদের কার্য্য পরিচালনে বিশেষ সহায়তা করিতেন। কাশিমবাজার সাহিত্য-সম্মিলনের তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ও কর্ম্মী ছিলেন। তিনি শশধর তর্কচূড়ামণির শিষ্য ছিলেন এবং অতিশয় অমায়িক এবং হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু পরিষদে স্বর্গীয় নিখিলবাবুর স্মৃতি রক্ষার্থ একখানি ব্রোমাইড চিত্র দানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিলেন।

ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয় বলিলেন, নিখিলবাবু বাঙ্গালা ভাষাকে ইতিহাসের মধ্য দিয়া বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'মুর্শিদাবাদ কাহিনীর' ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাঁহার একটা ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয় বলেন যে, তাঁহার মধ্যে একটা দেশপ্রীতি ছিল। তাঁহার প্রথম লেখা কাব্যে ইহার সূচনা দেখিতে পাই। তিনি ইতিহাসের যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা একটা আদর্শ। তাঁহার লিখিত ইতিহাসের মধ্যে আমাদের জাতির একটা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। পরিষদ্ মন্দিরে তাঁর স্মৃতি রক্ষা করা হউক।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, নিখিলবাবুর শোক-সভায় আমার পক্ষে সভাপতির পদ গ্রহণ করা বিশেষ অশোভন ; কারণ, তিনি আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন। বহরমপুরে আমরা একসঙ্গে এক স্কুলে পড়িতাম। বয়সে তিনি আমার চেয়ে কিছু বড় এবং ক্লাসে দুই এক শ্রেণী নীচে পড়িতেন। তিনি ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। তাঁহার বাগ্মিতার পরিচয় আমরা বাল্যকালেই পাইয়াছিলাম। আমাদের বাল্যবন্ধু বক্তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রণী। ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয় তাঁহার শ্বশুর ছিলেন। ডাক্তার

রামদাসের যে প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন নিখিলবাবু। সে যুগের ঐতিহাসিক আলোচনার অগ্রণী ছিলেন অক্ষয়বাবু ও নিখিলবাবু। তিনি কিছুদিন ওকালতী, তারপর কয়লার খনির ম্যানেজারী করেন। পরিষদের সেবা তিনি নানাভাবে—কখনও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে, কখন শাখা-সমিতির সভ্য বা সভাপতিরূপে করিয়াছেন। বাঙ্গালার ইতিহাস ও বাঙ্গালা ভাষা তাঁহার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এই কথাগুলি বলিয়া সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—"বঙ্গের প্রবীণ ঐতিহাসিক, বঙ্গসাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আজীবন হিতৈষী ও বিশিষ্ট কর্ম্মী নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার জন্য আন্তরিক শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন। এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।"

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, "পরিষদ্‌মন্দিরে স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।" শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
সহকারী-সম্পাদক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

৩রা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ইং ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৩২, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার কর রায়, এম. এ. মহাশয়-লিখিত "ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সিন্নী ও আচার-নিয়মের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ, এবং ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি. এ. মহাশয়—সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

গত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক-পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ-পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকোপহারদাতৃগণকে তাঁহাদের উপহৃত পুস্তকের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

সভাপতি মহাশয় জানাইলেন,—পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার জয়ন্তী-উৎসবে লব্ধ বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভার পরিষৎকে দান করিয়াছেন। পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

পরিষদে অনুষ্ঠিত-প্রফুল্ল জয়ন্তী উৎসবে 'আচার্য্য মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের' স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ মজুমদার এম. এ. মহাশয় স্বল্প মূল্যে মিষ্টান্ন সরবরাহ এবং পরিষদের সাধারণ তহবিলে দশ টাকা দান করায় তাঁহাকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

বঙ্গের প্রসিদ্ধ অভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হইল এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার কর রায়, এম. এ. মহাশয় তাঁহার লিখিত "ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সিন্নী ও আচার-নিয়মের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

এই প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম. এ. মহাশয় বলিলেন,—ভারতীয় হিন্দু মুসলমান আচার-ব্যবহারে পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, বিবিধ গ্রন্থে তাহা জানা যায়। এই প্রবন্ধে এই বিষয়ের বহু নূতন উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের লোকের আচার-ব্যবহারের বিষয় বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া উচিত। এই প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে তখন ইহার আলোচনার পথ অধিকতর সুগম হইবে।

অতঃপর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার, এম এ., এম. বি. মহাশয় বলিলেন যে, চিন্তাহরণবাবুর উল্লিখিত Anthropological দিক্ ছাড়া এই প্রবন্ধের আর একটা Psychological দিক্ আছে। সে দিক্‌টার আলোচনা হওয়া দরকার।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধকার মহাশয়কে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করিয়া ধন্যবাদ দিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী কবিরত্ন বি. এ., সূত্রগড়, ভাদুড়ীপাড়া, শান্তিপুর; ২। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন দাস, মৌগ্রাম, বর্দ্ধমান; ৩। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি. এ. শ্রীরামপুর, হরিশঙ্করপুর, যশোহর; ৪। স্বামী জ্ঞানানন্দ, ৪ সৃষ্টিধর দত্তের লেন; ৫। শ্রীযুক্ত অনিলকৃষ্ণ সরকার, ৭৫।৩ মনোহরপুকুর লেন; ৬। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্যামপুকুর বাই লেন; ৭। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার গুহ, বি. এল., ১৬।এ বলরাম বসু ঘাট রোড ; ৮। শ্রীযুক্ত গিরিজা-শঙ্কর রায় চৌধুরী, এম. এ., বি. এল., ২৫৩ রাসবিহারী এভেনিউ; ৯। শ্রীযুক্ত জানকীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, পাঁচপাড়া, হুগলী; ১০। শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাসগুপ্ত, এম. এ., বার-য়্যাট-ল, সেনহাটী, খুলনা; ১১। শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়, কানাইডাঙ্গা, নদীয়া; ১২। শ্রীযুক্ত সতীকান্ত গুহ, বি. এ., কেন্দুয়া দত্তপাড়া, যাদবপুর; ১৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামদেব স্মৃতিতীর্থ, ২৯।২ বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট; ১৪। শ্রীযুক্ত চাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী, বি, এল, ৯১।১ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট; ১৫। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ৭৯।২ সি মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট; ১৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়, এম. এ., ময়মনসিংহ; ১৭। শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, কোলা, ঢাকা; ১৮। শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায়, মহেশপুর, যশোহর; ১৯। শ্রীযুক্ত মণিধন মুখোপাধ্যায়, ৩৩।১ মলঙ্গা লেন; ২০। শ্রীযুক্ত কর্ম্মযোগী রায়, ১৭ বৃন্দাবন পাল লেন; ২১। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ, শুভবারা, খুলনা; ২২। ডাঃ শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর সেন গুপ্ত, এম.এ., এম.বি., ডি. টি. এস্, ২৪ কৈলাস বসু ষ্ট্রীট; ২৩। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মিত্র, ৩ রাধানাথ বসু লেন; ২৪। শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি. এ., কুমারভোগ, ঢাকা; ২৫। ডাঃ এইচ্ দত্ত, এম. বি., ১৩।১ বিবেকানন্দ রোড; ২৬। শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৩।২ সাহানগর রোড; ২৭। শ্রীযুক্ত অজিতমোহন বসু, ৫।১ সুইনহো ষ্ট্রীট; ২৮। শ্রীযুক্ত মন্মথভূষণ দাশগুপ্ত, এম. এ., বি. এল., ১১ সি রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট; ২৯। শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র রায়, ২৫ সি মোহনলাল ষ্ট্রীট; ৩০। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ গুপ্ত, বি. এস্-সি, ৭ডি রামমোহন সাহা লেন; ৩১। শ্রীযুক্ত খোরসেদ উদ্দীন আহম্মদ, পাকুন্দিয়া, ময়মনসিংহ।

খ—উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। Primer of the History of Mathematics; ২। Studies of Non-Christian; ৩। Studies of Shakespeare's Characters; ৪। Biographies of Nobel Prize Winners in Literature; ৫। Indian Historical Studies; ৬। The Fatal Ring; ৭। কবীন্দ্র-রচিত অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত; ৮। ব্রহ্মশাপ; ৯। দণ্ডীপর্ব্ব; ১০। বেদান্তদর্শন; ১১। সাধনা ও মুক্তি; ১২। হার; ১৩। সিদ্ধান্তসার; ১৪। ভারতবিহিত উপদেশমালা; ১৫। ত্রেতাবতার

রামচন্দ্র ; ১৬। শূন্যপুরাণ ; ১৭। তাপসী ; ১৮। সুদখোর ও সওদাগর ; ১৯। ইহুদীজাতি ; ২০। আদর্শ সাহিত্য-পরিচয় ; ২১। বঙ্গের রত্নমালা—৩য় ভাগ ; ২২। যোগ ও যোগৈশ্বর্য্য ; ২৩। অধ্যাত্মতত্ত্ববোধ ; ২৪। জীবন ও মৃত্যু ; ২৫। ভারতলক্ষ্মী ; ২৬। মহীয়সী মহিলা ; ২৭। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ ; ২৮। স্বাস্থ্যনীতি ; ২৯। পতিব্রতা—১ম ভাগ ; ৩০। ঐ—২য় ভাগ ; ৩১। হিন্দুরমণী ; ৩২। মহাপুরুষ চরিত ; ৩৩। নূরজাহান ; ৩৪। জ্ঞানাঞ্জলি ; ৩৫। লঙ্কেশ্বর ; ৩৬। রণজিৎ সিংহ ; ৩৭। গীতাতত্ত্ব ; ৩৮। কৃষ্ণকুমারী ; ৩৯। সওদাগর নাটক ; ৪০। দার্জ্জিলিং ; ৪১। প্রাচীনকাহিনী ; ৪২। রামায়ণতত্ত্ব —চিত্রকূট ; ৪৩। Health and Longivity ; ৪৪। Dr. Jekyll and Mr. Hyde and other Stories. শ্রীযুক্ত উমারাণী বসু—১। Princess Kalyani ; ২। Short Stories ৩। An Unfinished Song ; ৪। The Fatal Garland ; ৫। স্নেহলতা—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ; ৬। দিব্যকমল ; ৭। ছিন্নমুকুল ; ৮। কৌতুক নাট্য ; ৯। পাকচক্র ; ১০। মিবার-রাজ ; ১১। নিবেদিতা ; ১২। নব-কাহিনী ; ১৩। মালতী ও গল্পগুচ্ছ ; ১৪। যুগান্ত—কাব্যনাট্য ; ১৫। রাজকন্যা ; ১৬। ক'নে বদল ; ১৭। দেব কৌতুক। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। Towards a Systematic Study of the Vedanta ; ২। The Peshwa's Commitments on the West Coast, No. 24 ; ৩। জাপানের উন্নতি হইল কিরূপে ; ৪। বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণের ইতিবৃত্ত ; ৫। বঙ্গভাষার ইতিহাস ১ম ভাগ ; ৬। India through the Ages. শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১। Colebrook's Translation of the Lilabati. শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। The Tragedy of a Throne ; ২। Through a Needle's Eye ; ৩। Two's Two ; ৪। Constructive Non-Co-opeiation, ৫। A Record of Discords ; ৬। Memoir of the Life of Laurance Oliphant, Vol. I ; ৭। Brave Men of Eyam ; ৮। The Open Window ; ৯। Stories on the Collects, Vol. I ; ১০। Uncle Jem's Stella ; ১১। The History of the Fairchild Family ; ১২। A Reservist's Wife, ১৩। The Old Bank ; ১৪। Young Sir Richard ; ১৫। The Mutable Many ; ১৬। Hearts in Exile ; ১৭। The Valley of a Hundred Fires ; ১৮। John Coledrige Patterson ; ১৯। Economy ; ২০। The Uphill Road ; ২১। At the Door of the Heart ; ২২। Rough Road to the Stars ; ২৩। Scared ; ২৪। Further Tabloid Tales ; ২৫। The Child Market ; ২৬। স্রোতের তৃণ বা স্বরাজ আশ্রমে আট মাস ২৭। The South down Flapper ; ২৮। Anne at Green Gables ; ২৯। The Cruise of the Deerfoot ; ৩০। Freckless ; ৩১। The Mulbery Tree ; ৩২। The Merry Past ; ৩৩। From Constable to Commissioner ; ৩৪। Sympathetic Training of Horse and Man ; ৩৫। মানসকুসুম। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ—১। District Gazetteer,—Howrah ;

২। জবাব ; ৩। Bengal Dist. Gazetteer,—Howrah. শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র—১। Short Sketch of the Life of the Late Babu Ananda Krishna Basu ; The Officer in Charge, Bengal Secretariat Book-Depot—১। Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs for the year 1931 ; ২। Annual Report on the Administration of Jails of the Bengal Presidency for the year 1931 ; ৩। Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year 1931 ; ৪। Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council, Thirty-ninth Session, 1932, Vol. XXXIX. No. 1 ; ৫। Do. No. 2 ; ৬। Do. No. 3 ; ৭। Report of the Administration of Bengal (1930-31). কুমার শ্রীযুক্ত প্রত্যুষকৃষ্ণ দেব—১। Short Detective Novels and Stories—৭৯ খণ্ড। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু—১। Report of the Bengal Retrenchment Committee. 1932 ; ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা—১। The Law Family of Calcutta ; The Director of Archaeology, Hyderabad, Deccan—১। Shitab Khan of Warangal, (Memoirs No. 9) ; ২। The Gavimath and Palkigundu Inscription of Asoka. The Superintendent, Government Printing, Lahore—১। Report on the Working of the Central Museum, Lahore, for the year 1931-32 ; The Supdt. Naval Observatory, U.S.A.—১। The American Ephemeris and Nautical Almanac ; The Secy., Smithsonian Institution—১। Preliminary Classification of Pre-historic South-Western Basketry ; ২। Tobacco among the Kruk Indians of California ; ৩। Menomince Music ; ৪। A Survey of Pre-historic Sites in the Region of Flagstaff ; ৫। Exploration and Fieldwork of the Smithsonian Institution in 1931 ; ৬। Notes on the Fox Wapanowiweni ; ৭। Karuk Indian Myths ; ৮। Graphic Correlation of Radiation and Biological Data ; ৯। Composition of the Caddoan Linguistic Stock ; ১০। Seth, Eastman, the Master Painter of the North American Indian ; ১১। Periodicity in Solar Variation ; ১২। Forty-Seventh Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1929-30 ; ১৩। The Village of the Great Kiva on the Zuni Reservation, New Mexico ; ১৪। Lethal Action of Ultra-violet Light on a Unicellular Green Alga ; ১৫। Report on Archæological Research in the Foot-hills of the Pyreness ; The Director of Geological Survey of India—১। Index to the Memoirs of the Geological

Survey of India, Vol. I to LIV. The Supdt., Govt. Museum, Madras—১। Administration Report of the Govt. Cannemara Public Library for the year 1931-32. ২। Catalogue of the South Indian Hindu Metal Images in the Madras Museum. The Surveyor General of India—১। General Report of the Survey of India, 1930-31. The Manager, Govt. Central Publication Branch of India, —১। Memoirs of the Archl. Survey of India, No.45. Calcutta University—১। Western Influence in Bengali Literature. ১। শ্রীযুক্ত গুরুপদ শর্ম্মা হালদার—১। সনৎসুজাতীয়মধ্যাত্মশাস্ত্রম্; ২। ঐ হিন্দী ১ম খণ্ড। শ্রীযুক্ত করুণাময় চট্টোপাধ্যায়—১। রামায়ণ, ৪র্থ কাণ্ড। শ্রীযুক্ত দেবানন্দ ভষালি—১। অসমীয়া ভাষাৰ মৌলিক বিচাৰ আৰ সাহিত্যৰ চিনাকি। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়—১। আমরা ও বিশ্বজগৎ। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—১। বেদান্তদর্শন। শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—১। সর্ব্বামোদতরঙ্গিণী; শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সেন—১। আত্মকাহিনী বা স্বরচিত জীবন-কথা। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী—১। স্নেহচ্ছায়া। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়—১। রামচন্দ্র ও জরথুষ্ট্র। শ্রীযুক্ত কোচবিহার-সাহিত্য-সভার সম্পাদক—১। মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণ গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড; ২। ঐ দ্বিতীয় খণ্ড; ৩। ঐ ৩য় খণ্ড; ৪। ঐ ৪র্থ খণ্ড; ৫। ঐ ৫ম খণ্ড; ৬। বেহারোদন্ত। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়—১। আদর্শব্রাহ্মণ। শ্রীযুক্ত সাধু শান্তিনাথ—১। মায়াবাদ; ২। তত্ত্ববিজ্ঞান; ৩। অদ্বৈততত্ত্ব প্রবোধিনী, ১ম ভাগ। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—১। গীতিকদম্ব। শ্রীযুক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ—১। ভবানন্দের হরিবংশ। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়—১। ছোটদের কবিতা।

বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনের

প্রতিনিধিগণের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষে প্রীতি-সম্মিলন।

১২ই পৌষ ১৩৩৯, ইং ২৭এ ডিসেম্বর ১৯৩২, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের আহ্বানে বঙ্গীয়-মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে কলিকাতায় সমাগত কবি কায়কোবাদ (মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি), মৌঃ সৈয়দ এমদাদ আলী (অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি), অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ (সাহিত্য-শাখার সভাপতি), অধ্যাপক কাজেমউদ্দীন আহমদ (দর্শন-শাখার সভাপতি), ডাক্তার কুদরৎ-ই-খোদা (বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি), অধ্যাপক জহরুল ইসলাম (ইতিহাস-শাখার সভাপতি), কবি সাহাদাৎ হোসেন (অভ্যর্থনা-সমিতির সহঃ সভাপতি) এবং বহু মুসলমান সাহিত্যিক ও প্রতিনিধি পরিষদ্ মন্দিরে সমবেত হইয়াছিলেন। পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সহকারী সভাপতি স্যর

শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, নিমন্ত্রিত বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিনিধিগণকে পরিষদ্ মন্দিরে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার ও কুমারী শান্তিপ্রভা দাস দুইটি সঙ্গীতে প্রীতি-সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সমবেত মুসলমান সাহিত্যসেবিগণকে পরিষদের সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, সাহিত্য-পরিষৎ হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিরই, কাজেই তাঁহাদের নিজের ঘরেই এই সংবর্দ্ধনা হইল।

স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিনিধিগণের আগমনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বাঙ্গালী জাতি ও বঙ্গ সাহিত্যের বলবৃদ্ধির জন্য বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলন ও পরিষদের অন্তর্গত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের একযোগে কাজ করা উচিত।

অতঃপর মৌলভী আবুল হোসেন বলিলেন যে, আজ আমাদের একটা স্মরণীয় দিন। আজ আমাদের জ্যেষ্ঠের কাছে আমরা আশীর্ব্বাদ পাইয়াছি। একদল মুসলমান আছেন, তাঁহারা উর্দ্দুকে জাতীয় ভাষা করিতে চাহেন। মাতৃভূমিতে বাস করিয়া মাতৃভাষার সেবায় যোগদান করিতে পারি না বলিয়া লজ্জিত। এই লজ্জা ক্ষালন করিবার সময় আসিয়াছে। জ্যেষ্ঠের আশীর্ব্বাদ লইয়া আমরা এই লজ্জা ক্ষালনে প্রয়াসী হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক 'জননী বঙ্গ' গীত হইলে চা পান ও জলযোগের পর প্রীতি-সম্মিলনের পরিসমাপ্তি হয়।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২৪এ পৌষ ১৩৩৯, ৮ই জানুয়ারী ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—(ক) ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়-লিখিত "মোসলেম পঞ্জিকায় চান্দ্র ও সৌর মাস" এবং (খ) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম-এ মহাশয়-লিখিত "আসাম-বুরুঞ্জি" নামক প্রবন্ধ, ৫। বিবিধ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল। ২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন। ২। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। ৪। (ক) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় তাঁহার 'আসাম বুরুঞ্জি' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (খ) ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় উপস্থিত

হইতে না পারায় তাঁহার লিখিত "মোসলেম পঞ্জিকায় চান্দ্র ও সৌর মাস" নামক প্রবন্ধটির সার মর্ম্ম সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইল।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বিদ, শ্রীনাথ দাস লেন; ২। মৌলভী মোসাহেব আলী খাঁ, ৫১ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা।

খ—উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকাদি।

The Officer in-charge, Bengal Secretariat—১। Council Proceedings, Official Report, Bengal Legislative Council. Thirty-ninth Session. 1932; ২। Do. Vol. XXXIV, No 4; ৩। Do. Do. No 5; ৪। Do. Do No 6; The Registrar, Calcutta University—১; Journal of the Department of Letters, Vol. XXII. 1932; The Secretary, Smithsonian Institution—১। A Dictionary of the Osage Language; ২। A Dictionary of the Atakapa Language; ৩। Yuman and Yagui Music; ৪। The Swimmer Mss. Cherokee Sacred Formulas and Medicinal Prescriptions; ৫। A Spectrophotometric Development for Biological and Photo-Chemical Investigation; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—১। A Descriptive Catalouge of Sanskrit Mss. in the Govt. Collection under the care of the Asiatic Society of Bengal by H. P Shastri. Vol. III. Smriti MS.; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। Tarabai and Sambhaji (1738—1761); ২। Akbar the Great Mogul,—V. A. Smith; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—১। Makers of Modern Chemistry; ২। Life and Experience of a Bengali Chemist; ৩। A History of Hindu Chemistry, Vol. I.; ৪। Do. Vol. II.; শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—১। Southern Indian Bronzes; ২। The Art of Java; ৩। Indian Architecture; ৪। ভারতের ভাস্কর্য্য; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। শ্রীঅরবিন্দের গীতা, ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড, ২। গৃহের সাধনা; ৩। ঈশপের গল্প; শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ আফজল-উল হক—১। মহর্ষি মনসুর; ২। টীপু সুলতান; ৩। হজরত মহাম্মদ; ৪। ফেরদৌসী চরিত; শ্রীযুক্ত গীতা প্রেসের কার্য্যাধ্যক্ষ—১। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতাবলী ১ম খণ্ড; ২। শ্রীএকনাথ-চরিতম্; ৩। শ্রুতিরত্নাবলী; ৪। ঈশ্বর; শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। রেল অবতার; The Secretary, Publicity Board, Bengal—১। ভাঙ্গা ও গড়া; ২। ব্যাধি ও প্রতিকার; অটোয়ার বাণিজ্য-চুক্তি।

৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২রা মাঘ ১৩৩৯, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০ টা

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন. ৪। প্রবন্ধপাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত 'রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার' (আলোচনা), এবং (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়-লিখিত 'প্রাদেশিক ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্র-গ্রন্থ' নামক প্রবন্ধ এবং ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ এটর্ণি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং এইগুলির উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। (ক) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার" (আলোচনা) নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়-লিখিত "প্রাদেশিক ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ" নামক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন, (ক) কামিনীনাথ রায়, (খ) জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এম এ, বি এল এবং (গ) মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী—এই তিন জন সাহিত্যসেবীর মৃত্যু হইয়াছে। ৺জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় 'সময়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং ৺কামিনীনাথ রায় মহাশয় পরিষদের বিশেষ উৎসাহী সদস্য ছিলেন। ৺মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় "শিল্প ও সাহিত্য" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া ইঁহাদের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশ করিলেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত উমাশঙ্কর শর্ম্মা রায় এম এ, ৩৬।৪।২ বেণিয়াটোলা লেন; ২। শ্রীযুক্ত হরিপদ রায়, ৭। কৃপানাথ দত্ত রোড; ৩। শ্রীযুক্ত প্রণবকুমার রায় বি এ, পুঁটগুরি বর্দ্ধমান।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তকের সংখ্যা—শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়—১। চণ্ডীদাস, ২। স্বদেশী যুগের স্মৃতি, ৩। অনশনে মহাত্মা, ৪। যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, ৫। ভারতীর মন্দির, ৬। ভারতীয় সঙ্ঘতত্ত্ব, ৭। সাধনা,

৮। পতিব্রতা, ৯। অরবিন্দ মন্দিরে, ১০। নারীমঙ্গল, ১১। Spiritual Communism; শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার দাশ গুপ্ত—১। মুসাফির ও অন্যান্য কবিতা; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। ন্যায়দর্শন (কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন)। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ—১। বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা (খণ্ডিত); শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। The Captain of Five, ২। The Fast Lady, ৩। Take it frcm me, ৪ The Man Who Laughs.

একাদশ বিশেষ অধিবেশন

২রা মাঘ ১৩৩৯, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৩৩, রবিবার, সন্ধ্যা ৬।॰টা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মী অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন, স্বর্গীয় অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়কে পরিষদের পুরাতন বন্ধুগণ সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন। তিনি পরিষদের একজন প্রধান সেবক এবং আন্তরিক কর্ম্মী ছিলেন। পরিষদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সংযম ও সম্ভ্রমের সহিত তিনি পরিষৎকে সেবা করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের কৈশোর ও যৌবনে যাঁহারা পরিষৎকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হেমবাবু ছিলেন অন্যতম ও বিশিষ্টতম। তিনি রামেন্দ্রবাবুর দক্ষিণবাহু ছিলেন। পরিষৎ এক্ষণে যে নিয়মে চলিতেছে, তিনি সেই সকল নিয়ম রচনার জন্য প্রভূত চিন্তা করিতেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের জন্যও তিনি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। সম্মিলনের Constitution তাঁহার দ্বারাই প্রধানতঃ রচিত। সম্মিলন প্রতিষ্ঠার পর দেশের মধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। হেমবাবু প্রাণপনে সেই আন্দোলনে যোগদান করিয়া সম্মিলনকে পুষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন, পরিষদে ও অন্যত্র তাঁহার অনেক মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বিজ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও তিনি আলোচনা করিতেন। তাঁহার পিতামহ রামলোচন দাস মহাশয়ের লিখিত কল্কিপুরাণ গ্রন্থ তাঁহারই উদ্যোগে পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়। তিনি ৯ বৎসর পরিষদের সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

(ক) "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম সেবক ও উৎসাহী কর্ম্মী, ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের আকস্মিক ও অকালে পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া নিষ্ঠার সহিত পরিষদের সেবা করিয়া

ইহার সমৃদ্ধি সাধনে বিশেষ সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া তাঁহার বিয়োগের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকাভিভূত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন, হেমবাবু মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরিষদের কাজ হাতে লইয়াছিলেন। তিনি পনের বৎসর কাল কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। ৯ বৎসর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার গঠন হইতে ইহার আহ্বানকারী ও পরে ইহার সভাপতিও হইয়াছিলেন। ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষা যে কত আবশ্যক, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরিভাষা প্রণয়নের কার্য্যে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের যে অধিবেশন বীরভূমে হয়, তিনি সেই অধিবেশনের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। ফলতঃ পরিষদের জীবন ও প্রাণের বিকাশে হেমবাবু কতখানি পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পরিষদের অঙ্গ হইতে বিধাতার বিধানে হেমবাবু অপসৃত হইলেন—ইহাতে পরিষৎ যে ব্যথা অনুভব করিবে, তাহা ভুলিবার নহে। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর বলিলেন, আমি যখন অধ্যাপকরূপে প্রেসিডেন্সী কলেজে আসি, তখন হেমবাবুই আমাকে পরিষদে টানিয়া আনেন। সেই সময় হইতে এ কাল পর্য্যন্ত নানা ভাবে আমরা একযোগে পরিষদের সেবা করিয়াছি। আমরা যখন পরিষদে আসি, তার দু'চার বৎসর আগেই পরিষৎ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাড়ী হইতে শ্যামপুকুরের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আসিয়াছে। পরিষদের সেই যুগে হেমবাবু বিশেষ যত্ন, চেষ্টা, প্রাণ ও উচ্চ আদর্শ লইয়া পরিষদের সেবা করিতে আরম্ভ করেন। পরিষদের সেবায় স্বর্গীয় রামেন্দ্রবাবু আমাদের অগ্রণী ছিলেন। স্তম্ভের অভাব অনেক প্রতিষ্ঠানেই দেখা যায় না। পরিষদেরও কতিপয় স্তম্ভ ছিল। কিন্তু ন্যায়বুদ্ধি, নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি গুণ সকল কর্ম্মীতে দেখা যায় না। কতকগুলি কর্ম্মী আসিলেন, তাঁহারা এই সকল সদ্‌গুণ লইয়া পরিষদের সেবা অপ্রতিহত গতিতে চালাইয়াছিলেন,—তাঁহারা লজ্জা, ভয়, খোসামোদ করিয়া চলিবেন না, ইহাই স্থির করিয়াছিলেন। হেমবাবু ছিলেন তাঁহাদের অগ্রণী। আর তখন হইতেই পরিষদের প্রকৃত উন্নতির সূচনা। হেমবাবুর কর্ম্ম, সভাপতি মহাশয়ের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, সংহত, সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। কিন্তু তিনি কখনও ন্যায় ও বিবেকের ও নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই। নিয়মের সঙ্গে সন্ধি করা তাঁহার স্বভাবের বিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার পুণ্য চরিত্র স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন, হেমবাবুর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, একবার যিনি তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিতেন না।

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন যে, হেমবাবুর বিষয়ে এক অধিবেশনে বলিয়া শেষ করা যায় না, আর আজ সে ক্ষেত্রও নহে। পরিষদে একবার ঝগড়া বিবাদের সূত্রপাত হয়, তখন হেমবাবু যুক্তি ও তর্কের দ্বারা তাঁহার মতে আমাকে ঘুরাইয়া লইয়াছিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন, আজিকার দিনে হেমবাবুর বিষয় কিছু বলা বড়ই কষ্টের কথা। আমি ও স্বর্গীয় ব্যোমকেশ বাবু সহকারী সম্পাদক ছিলাম। পরে হেমবাবু সহকারী সম্পাদক হইয়া আমাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করিতে লাগিলেন। তিনি একটা প্রাণ লইয়া আমাদের এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, পরিষৎকে

এমন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহা জগতের মধ্যে একটা উচ্চ আদর্শ ও মর্য্যাদা স্থাপন করিতে পারিবে। নিয়মানুবর্ত্তিতা, সত্যানুবর্ত্তিতা, তেজস্বিতা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি পরিষদের উন্নতির বিষয়ে ভাবিতেন ও যাহাতে পরিষদের মর্য্যাদার হানি না হয়, তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—(খ) "এই সভা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে স্বর্গীয় হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর অর্পণ করিতেছেন।" সকলে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২১এ ফাল্গুন ১৩৩৯, ৫ই মার্চ্চ ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ —(ক) উপেন্দ্রলাল বক্সী বি এ, (খ) ব্রজেন্দ্রনাথ বসু, (গ) যতীন্দ্রনাথ মিত্র, এটর্ণি (ঘ) রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, (ঙ) শিবপ্রসাদ দলপৎরাম পণ্ডিত, (চ) সত্যেন্দ্রনাথ রায় বি এল, এবং (ছ) মোহন্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়-লিখিত 'মাঘমণ্ডল ব্রতে সূর্য্যের পাঁচালি' নামক প্রবন্ধ এবং ৬। বিবিধ।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং সেগুলির উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয়, (ক) উপেন্দ্রলাল বক্সী বি এ, (খ) ব্রজেন্দ্রনাথ বসু, (গ) যতীন্দ্রনাথ মিত্র, এটর্ণি (ঘ) রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, (ঙ) শিবপ্রসাদ দলপৎরাম পণ্ডিত, (চ) সত্যেন্দ্রনাথ রায় বি এল এবং (ছ) মোহন্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী মহাশয়গণের পরলোকগমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করিলেন। সমবেত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া মৃত ব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন।

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার 'মাঘ-মণ্ডল ব্রতে সূর্য্যের পাঁচালি' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, বাঙ্গালা দেশ হইতে অনেক প্রাচীন পাঁচালির কথা

লুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই শ্রেণীর পাঁচালিগুলি উদ্ধার করিয়া পরিষৎ হইতে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি লেখক মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, আমাদের শ্রীহট্টে গরু বিয়োলে পর ২১ দিনের দিন সূর্য্যের বা রবির বা নারায়ণের নামে ক্ষীর দেওয়া হয়। সেখানে মাঘ মাসে মেয়েরা মাঘব্রত করেন এবং সূর্য্যের বা নারায়ণের নামে পাঁচালি গান গাহিয়া থাকেন। মাঘ বা সূর্য্যের ব্রত একই জিনিষ। এই সকল ব্রত বা পাঁচালির মূলে যে শাস্ত্রের বিধি আছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভটাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধে সূর্য্য ও বিষ্ণুকে এক বলা হইয়াছে। দেশে নানারূপ ব্রতানুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, এখনও অনেক ব্রত পালন করা হয়। সকল ক্ষেত্রে আমাদের মেয়েরাই এই সকল ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। প্রাচীন যুগ হইতেই এই সকল ব্রত চলিয়া আসিতেছিল। দেশে সংস্কৃত প্রভাবের বা বৌদ্ধ প্রভাবের হ্রাস হওয়ার পর হইতে সকল প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানের কর্ত্তৃত্ব ব্রাহ্মণগণের উপর আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে। অনেক সময় ব্রতে কোন নির্দ্দিষ্ট দেবতার নাম না থাকায় ব্রাহ্মণগণ নারায়ণের উদ্দেশেই ব্রতের পূজা অর্পণ করিতেন। সেই হইতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রতে সূর্য্য বা বিষ্ণুর পূজা হয়। বেদের দেবতা সর্ব্বময়। সূর্য্যও সর্ব্বময়। বোধ হয় এই জন্যই ব্রতগুলিতে সূর্য্যের প্রভাব এতদূর প্রবলভাবে দেখা যাইতেছে। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ বাবু যদি প্রচলিত ব্রতগুলি শ্রেণীভেদে সাজাইয়া দেন, তবে বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি হইবে।

ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব বলিলেন, আমরা সকলেই অন্তরে খোদা বা পরমেশ্বরকে মনে মনে মানিয়া চলি। কিন্তু কোন কোন লৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে পীর, আউলিয়া, দরবেশ বা বড় পীরসাহেবের নামে উপাসনা করি। সূর্য্যের পাঁচালিতে সূর্য্যের নামে নারায়ণ বা বিষ্ণুর উপাসনা ঐ এক শ্রেণীর বলিয়া বোধ হয়।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া জানাইলেন, বিখ্যাত কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী কে, সি, পাল এণ্ড কোম্পানী পরিষৎকে একটি মূল্যবান্ ও সুদৃশ্য আলমারী দান করিয়াছেন। এই আলমারীতে আমাদের পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়-প্রদত্ত উপহারগুলি রক্ষিত হইবে। পূর্ব্বেই এক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, আচার্য্যদেব নানা ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে গত প্রফুল্ল-জয়ন্তী উৎসবে যে সকল মূল্যবান্ উপহার পাইয়াছিলেন, সেগুলি তিনি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই সকল মূল্যবান্ দ্রব্য সাজাইয়া রাখিবার জন্য আমাদের বিশেষ স্থানাভাব ছিল। শ্রীযুক্ত কে, সি, পাল কোম্পানী সেই অভাব পূরণ করিয়া পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী　　　　আবদুল গফুর সিদ্দিকী
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এম এ, সাহাপুর, মেহার, কুমিল্লা; ২। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা, ৮।১ কানাই ধর লেন; ৩। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, "কথক-সঙ্ঘ", ২ লায়ন্স রেঞ্জ; ৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বিদ্যাভূষণ এম এ, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা; ৫। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ দাশগুপ্ত, ৮৮ নিউ পার্ক ষ্ট্রীট; ৬। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দে, ২৪ নবীন সরকার লেন; ৭। শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় এম এ (ক্যাণ্টাব), বাঁকুড়া; ৮। শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ এম এ, মুদিয়ালি রোড; ৯। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ পাল, নবীনগর, ত্রিপুরা; ১০। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার গুপ্ত বি এল, ৭ লায়ন্স রেঞ্জ; ১১। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ, ৩বি প্লালাবাগান রোড।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও পুস্তক

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ—১। জাতীয় শিক্ষা, ২। গাঁয়ের কথা, ৩। The Call of Motherland, ৪। India and China; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। স্বতন্তরা, ২। রসতত্ত্ব ও শক্তি-সাধনা, ৩। কায়স্থ-পুরাণ, ৪। ভারতের নিধি, ৫। পঞ্চবটী, ৬। বেদব্যাস, অগস্ত্য, ৭। জ্ঞানবল্লরী, ৮। শ্রীশ্রীনিগমানন্দকথা-লহরী, ৯। শ্রীশ্রীভক্তমাল-মহাগ্রন্থ, ১০। ভীষ্ম, ১১। ষট্‌চক্র, ১২। শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর, ১৩। অন্নপূর্ণা ব্রতকথা, ১৪। গীতা ও গীতা সহচরী, ১৫। পাঞ্চজন্য, ১৬। ধর্ম্ম ও পূজাদি মীমাংসা; ১৭। পূজাতত্ত্ব, ১৮। Indian Round Table Conference (Third Session, Nov.—Dec. 1932)। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়—১। যূথিকা, ১ম গুচ্ছ, ২। ঐ, ২য় গুচ্ছ, ৩। পাণ্ডববিজয়ম্, ৪। রুক্মিণীহরণম্, ৫। সত্যভামাপরিগ্রহম; ডাঃ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে—১। দীপালি। শ্রীযুক্ত সুশীলপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—১। বিজলী। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী—১। স্থপতি-বিজ্ঞান, ২। সরভেয়িং বা জরিপ শিক্ষা, ৩। অলৌকিক-রহস্য, ৪। ষষ্ঠেন্দ্রিয় ও অলৌকিক রহস্যের যৌগিক ব্যাখ্যা, ৫। সপ্তমেন্দ্রিয়, ৬। একটী ক্ষুদ্র জীবনের কথা, (১ম খণ্ড)। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর রায় চৌধুরী,—১। কায়স্থ জাতির ইতিহাস (বঙ্গজ কায়স্থ)—গুহ বংশ—১ম খণ্ড। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম—১। মায়াকানন (মাইকেল), ২। হেক্টর বধ (মাইকেল)। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—১। মীমাংসা। শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। তোতা কাহিনী—(উর্দ্দু), ২। The King's Wife, ৩। The God of Love, ৪। Leasure Hour, 1886, ৫। The Pretender, ৬। Happiness, ৭। The Farringdons, ৮। The Third Violet, ৯। Trilley। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বিদ্যাভূষণ—১। প্রাণের টানে।

শ্রীযুক্ত রেজিষ্ট্রার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১। সহজিয়া সাহিত্য। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ—১। আর্য্য সঙ্গীতের উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন—১। বিবেকানন্দ চরিত। The Secretary, Smithsonian Institution—১। Annual Report of the Smithsonian Institution for the year 1931, ২। Ethnographical Survey of the Miskito and Sumu Indians of Honduras and Nicaragua, ৩। The Function of Radiation in the Physiology of Plants. (I). General Methods & Apparatus, ৪। Do. (II). Some Efects of Near Infandred Radiation of Plants, ৫। An Improved Water-flow Pyrheliometer and the Standard Scale of Solar Radiation. The Manager, Govt of India. Central Publication Branch—১। Archaeological Survey of India, Vol. XLVIII. Imperial Series. Mediaeval Temples of the Dakhan. Librarian, Bengal Library—১। ব্যথার বাঁশী, ২। অবলা জীবন, ৩। সেন্টলেজার, ৪। নিমাই সন্ন্যাস ৫। কুশধ্বজ, ৬। মধ্যম ও কনিষ্ঠ, ৭। স্বয়ংবরা, ৮। মেঘনাথ, ৯। মুক্তি, ১০। শতাশ্বমেধ, ১১। ধরপাকড়, ১২। একলব্য, ১৩। মতিয়া, ১৪। পথের কাহিনী, ১৫। হীরের ফুল, ১৬। কেয়াফুল, ১৭। সৈরিন্ধ্রী, ১৮। বঙ্গে চৌহান, ১৯। দেবতার ভর, ২০। পথিক, ২১। নেকনজর, ২২। তরুণী, ২৩। বন্ধুর স্মৃতি, ২৪। চিত্রলেখা, ২৫। জীবন-বৈচিত্র্য, ২৬। স্নেহের দাবী, ২৭। মাসীমা, ২৮। নবীনের সংসার, ২৯। আলিঙ্গন, ৩০। শ্রীহীন কৃষ্ণ, ৩১। কাক-জ্যোৎস্না, ৩২। কল্পনা দেবী, ৩৩। হেঁয়ালী, ৩৪। ঝড়ের রাতে, ৩৫। অকর্ম্মণ্য, ৩৬। শিউলীমালা, ৩৭। যাদুঘর, ৩৮। সোনার সিঁড়ি, ৩৯। মরুমায়া, ৪০। রক্তলেখা, ৪১। মাটির রাজা, ৪২। পৌষ-পার্ব্বণ, ৪৩। পরভৃতিকা, ৪৪। ভাদুড়ী মশাই, ৪৫। বুকের আগুন, ৪৬। মরণোল্লাস, ৪৭। লায়লী মজনু, ৪৮। অসমাপিকা, ৪৯। লীলাবাস, ৫০। রঙমহল, ৫১। আগাছা, ৫২। চিত্রদর্শন, ৫৩। শ্রীকৃষ্ণ (মধ্যলীলা খণ্ড), ৫৪। ফরাসী কবিতা, ৫৫। নীলা, ৫৬। মরমী, ৫৭। বীণা, ৫৮। আলেয়া, ৫৯। সাঁঝের প্রদীপ, ৬০। মাদল, ৬১। মাটির প্রদীপ, ৬২। রাখী, ৬৩। মেবার মহিমা, ৬৪। পদ্মা, ৬৫। কৃষক-কন্যা, ৬৬। যাত্রী, ৬৭। ত্রিস্রোতা, ৬৮। চলিত মর্ম্মকথা, ৬৯। আনন্দ মুষল, ৭০। পুণ্যগীতি, ৭১। কণন, ৭২। বধুবরণ, ৭৩। পরিতাপ, ৭৪। সন্ধান, ৭৫। মধু ও হুল, ৭৬। নাড়ীপ্রকাশম্ ও নাড়ীবিজ্ঞানম্, ৭৭। নাড়ীজ্ঞানপ্রদীপিকা, ৭৮। বৈদ্য পুরাবৃত্ত, ৭৯। নাড়ীবিজ্ঞানম্ তথা নাড়ীপ্রকাশ, ৮০। বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা, ৮১। যাত্রিকের গাত (২য় খণ্ড), ৮২। খ্রীষ্ট মণ্ডলীর সংগ্রাম, ৮৩। শ্রীকৃষ্ণ অবতার, ৮৪। ইঙ্গিত, ৮৫। উজ্জ্বল ভারত, ৮৬। সাধনা, ৮৭। চন্দ্রপাত মাধুর্য্যবিন্দু, ৮৮। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, ৮৯। সন্ধিবৃত্তিঃ, ৯০। চতুষ্টয়বৃত্তিঃ, ৯১। ক্ষত্রিয় সংহিতা, ৯২। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতোপনিষদ্ (৪র্থ অধ্যায়), ৯৩। যুধিষ্ঠিরের সময়, ৯৪। বাঙ্‌লায় হিন্দুরাজত্বের শেষ যুগ, ৯৫। শ্রীকৃষ্ণের

নৌকাবিলাস, ৯৬। শ্রীশ্রীকালীকুলকুণ্ডলিনী (২য় খণ্ড), ৯৭। সহজ ফটোগ্রাফ বা আলোক-চিত্র শিক্ষা, ৯৮। সহজ বাংলা খাসীয়া ব্যাকরণ, ৯৯। চেং ওনি মান্দেরং, ১০০। লম্বকর্ণ (হিন্দী), ১০১। জিনজ্ঞান-প্রকাশ, ১০২। স্বাদ, ১০৩। মহাত্মা, ১০৪। হিন্দী গুলিস্তাঁ, ১০৫। বৃহজ্জিনবাণী-সংগ্রহ, ১০৬। বৃহদ্ ধারণা যন্ত্র, ১০৭। শ্রীবেঙ্কটাচলমাহাত্ম্যম্ ১০৮। মোসলেম বিক্রম, ১০৯। অবরোধবাসিনী, ১১০। বিশাল ভারত, ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১১১। পঞ্চবাণ (৩য়), ১১২। স্বর্গের জ্যোতিঃ. ১১৩। মোসলেম কীর্ত্তি, ১১৪। আফগানিস্থান, ১১৫। সঁরিয়তুল ইস্লাম, ১১৬। ছহি জঙ্গে সোলতান, ১১৭। তামিহল গাফেলীন, ১১৮। কৃষকের দুঃখ ও তাহার প্রতিকার, ১১৯। উচ্ছাস তরঙ্গিণী, ১২০। বেকার রহস্য, ১২১। বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেছে, ১২২। বরাবরের মত, ১২৩। সেয়ানা পাগল, ১২৪। রক্তপর্ব্ব, ১২৫। ব্রেসলেট, ১২৬। ছোট্ট খুকুমণি, ১২৭। যার সেটি, ১২৮। বিদ্রোহী বা বেপরোয়া প্রেম, ১২৯। স্বর্ণডিম্ব, ১৩০। প্রেমে শাঠ্য, ১৩১। নিভৃত নিকুঞ্জ নিলয়, ১৩২। নাছোড়বান্দা, ১৩৩। মিস্ কিরণবালা, ১৩৪। মায়াতরু, ১৩৫। হংকং-এর পেয়ালা, ১৩৬। বাঙ্গালার কৃষক ও শিল্পীবধ, ১৩৭। জাতের খবর, ১৩৮। বাঙ্গালা দেশের গাছপালা, ১৩৯। স্মৃতির ব্যথা, ১৪০। দুঃখীর ছেলে, ১৪১। দুঃখীর মেয়ে, ১৪২। কাব্যরেণু, ১৪৩। অঞ্জলি, ১৪৪। কবির লড়াই, ১৪৫। প্রাথমিক যুযুৎসু, ১৪৬। বঙ্গরঙ্গভূমে, ১৪৭। ত্রিস্রোতা, ১৪৮। মরমী, ১৪৯। সন্ধান, ১৫০। মাধবিকা, ১৫১। প্রহেলী ও দীপক, ১৫২। পথে-প্রবাসে, ১৫৩। স্মৃতির দান. ১৫৪। দম্পতি-সংযম, ১৫৫। রামায়ণের প্রকৃত কথা, ১৫৬। মায়ের পত্র, ১৫৭। তত্ত্বকথা, ১৫৮। অমিয়-লহরী, ১৫৯। শ্রীকৃষ্ণ, ১৬০। ঋগেদ (২য় ভাগ), ১৬১। মহাভারতসার (সচিত্র), ১৬২। স্তবকবচমালা, ১৬২। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ধারা, ১৬৪। কল্যাণ-প্রদীপ, ১৬৫। আপনার জন, ১৬৬। পরলোকতত্ত্ব, ১৬৭। ব্রহ্মগীতোপনিষদ্, ১৬৮। নিত্যানন্দ বংশাবলী, ১৬৯। অনুরাগবল্লী, ১৭০। শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলাঙ্কুর, ১৭১। জ্ঞানবেদ, ১৭২ হইতে ২৪০ পর্য্যন্ত নিম্নোক্ত সাময়িক পত্রের অসম্পূর্ণ খণ্ড—অরুণ, ছাত্রসখা, মকুতব, নবআলোক, মুকুল, মুক্তাধারা, ঝরণা, দীপিকা, সৌরভ, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গমাধুরী, কান্তি, গল্পগুচ্ছ, গৌড়ব্রহ্মবাণী, মুকুলিকা, দেশবন্ধু, যুবক, প্রণব, আঙ্গিনা, আগতা, পথ, অতিথি, জয়শ্রী, গ্রামের ডাক, ব্রহ্ম-বিজ্ঞান, প্রজাপতি, উৎসব, বিদ্যুৎ, গৃহস্থ-মঙ্গল, কৃষি-সম্পদ, কাজের কথা, বর্ত্তমান জগৎ, পল্লীসেবক, পল্লীমঙ্গল, স্বাস্থ্য-প্রকাশ, স্বাস্থ্য-সমাচার, স্বাস্থ্য, কায়স্থ-পত্রিকা, কায়স্থ সমাজ, বৈদ্যসংরক্ষিণী, বৈদ্য-প্রতিভা, বৈদ্য-হিতৈষিণী, গন্ধবণিক্, বৈশ্য-পত্রিকা, বৈশ্যসাহা-সুহৃদ্, তাম্বুলি-পত্রিকা, তেলিবান্ধব, তেলির গৌরব, সমাজ-শক্তি, তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা, যুবক, ধূমকেতু, শ্রীহট্টবার্ত্তা, সাধনা, ২৪১। Khasi Hymn Book, ২৪২। Yoga, ২৪৩। An Economic and Commercial Geography of India, ২৪৪। The Oriental Love, ২৪৫। Indian Air Ways, pts., I, II, III,

২৪৬। Guide to Darjeeling, ২৪৭। Guide to Shillong, ২৪৮। Legends of Bengal, ২৪৯। Poultry as a Business, ২৫০। Prospective Industries, ২৫১। Utilisation of Common Products, ২৫২। Renaissance of Hindusim, ২৫৩। Indian Poultry Culture, ২৫৪। Catalogue of Arabian and Persian Mss. in the Oriental Library, Patna, Vol. XIV, ২৫৫। Thacker's Calcutta Directory, 1931, ২৫৬। The Romance of the Calcutta Sweep, ২৫৭। Journal, Bihar and Orissa Research Society, Vol. XVII, 2 Nos, ২৫৮। East Indian Railway, Suppliment, 1930—31 (11 copies), ২৫৯। Eastern Bengal Railway, Suppliment, 1930—31 (10 copies), ২৬০। School and College Magazines (85 issues)।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

৫ই চৈত্র ১৩৩৯, ১৯এ মার্চ্চ ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্‌দুল গফুর সিদ্দিকী—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত 'শ্রীহট্টে মাঘব্রত' নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান-বিশারদ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত এবং গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত "শ্রীহট্টে মাঘ-ব্রত" নামক প্রবন্ধের সার মর্ম্ম পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, এই শ্রেণীর প্রবন্ধ যতই সংগ্রহ হয়, এবং পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, ততই ভাষার পক্ষে মঙ্গল। আলোচ্য প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৫। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের ভোট পরীক্ষার জন্য (ক) শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এম এ, (খ) শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী এম এ, (গ) শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ পাল এবং (ঘ) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ মহাশয় ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত এম্ মনোয়ার, ২১৪ লোয়ার সার্কুলার রোড, ওয়াজেদ ম্যানশন; ২। শ্রীযুক্ত চামেলীকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল, উকীল, কাঁটালপাড়া, নৈহাটী; ৩। শ্রীযুক্ত বেনারসীদাস চতুর্ব্বেদী, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড।

খ - পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র জোয়ারদার বিদ্যাবিনোদ—১। প্রেমের জয় (২ খানি)। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেন—১। পূর্ণিমা, ১২৬৫ সাল, মাঘী পূর্ণিমা, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা; ২। পূর্ণিমা, ১২৬৬ সাল, বৈশাখী পূর্ণিমা, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ৩। পূর্ণিমা, ১২৬৬ সাল, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। Secretary, Publicity Board, Bengal—১। আইন অমান্য ও বিশৃঙ্খলা, ২। Sir N. N. Sarkar on Safeguards. Manager, Government of India, Central Publication Branch—১। Epigraphia Indica, Vol. XX, Pt. VII, 1930, July। The Officer in Charge, Bengal Secretariat, Book Depot—১। Suppliment to the Report on Public Instruction in Bengal.

নবম মাসিক অধিবেশন

১৯এ চৈত্র ১৩৩৯, ২রা এপ্রিল ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। শোক-প্রকাশ—(ক) ইন্দুভূষণ সেন এম এ, বি এল, ব্যারিষ্টার, (খ) আব্দার রহিম এবং (গ) ডাক্তার জয়কৃষ্ণ গুপ্ত এল্ এম্ এস্ মহাশয়গণের পরলোকগমনে, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ মহাশয়-লিখিত "শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস" নামক প্রবন্ধ এবং ৬ বিবিধ।

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত প্রাচীন পুথি ও ইংরাজি এবং বাঙ্গালা পুস্তক প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের পরলোকগমনের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন,—(ক) ইন্দুভূষণ সেন এম এ, বি এল, ব্যারিষ্টার, (খ) আব্দার রহিম, এবং (গ) ডাক্তার জয়কৃষ্ণ গুপ্ত এল্ এম এস্।

সমবেত সদস্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের অনুপস্থিতির জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় "শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণবাবু প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় কতকগুলি সমস্যার উত্থাপন করিয়াছেন এবং আলোচনার উপযোগী অনেক বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে আলোচনার সুবিধা হইবে।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, চণ্ডীদাস সম্পর্কে যে সকল তর্ক উঠিয়াছে, তাহার মীমাংসা বিশেষজ্ঞগণ করিবেন। তবে শ্রীখণ্ড বহু পদ-কর্ত্তার জন্মস্থান, এই জন্য উহা আমাদের অন্যতম তীর্থস্থান।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমরনাথ দাস
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা; ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এস্-সি, ৬৮।১ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট; ৩। শ্রীযুক্ত সনাতন নাগ বি এ, সুখচর, পঞ্চাননতলা, ২৪ পঃ; ৪। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ৮৪ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট; ৫। শ্রীযুক্ত জগমোহন বসু, নিবেদিতা লেন, বাগবাজার; ৬। শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ পাল, দম্‌দম্; ৭। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৮ কালিদাস পতিতুণ্ডি লেন।

খ—প্রাচীন পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুথি এবং পুস্তক

প্রাচীন পুথি

শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ—১। জন্মাষ্টমী ব্রতকথা, ২। শুকদেব চরিত্র, ৩। রিপু চরিত্র, ৪। জৈমিনি ভারত (অশ্বমেধ পর্ব্ব), ৫। মহীরাবণের পালা, ৬। মহাভারত (উদ্যোগ পর্ব্ব, ভীষ্ম পর্ব্ব, গদা পর্ব্ব, শান্তি পর্ব্ব), ৭। নরমেধ যজ্ঞ, ৮। বাগ্‌দিনীর পালা; শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য—১। অশৌচ-ব্যবস্থানির্ণয়; জনৈক হিতৈষী—১। কামরত্ন, ২। মহাভারত (আদি পর্ব্ব), ৩। তন্ত্রসার; শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। মেদিনী কোষ, ২। স্মৃতিসার।

পুস্তক

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ—১। আত্মজীবন-স্মৃতি, ১ম ভাগ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত—১। মহাপ্রস্থান (নাটক)। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়—১। মণিদীপা; ডাঃ শ্রীযুক্ত গোবৰ্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়—১। বাঙ্গালী ভীরু কেন? ও সাহসী ও সমরপ্রিয় হইবার উপায়। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। A Day with the Poet Wordsworth. The Director of Industries, Bengal—১। Printing on Fabrics, ২। Soap-Making.

দ্বাদশ বিশেষ অধিবেশন

১৯এ চৈত্র ১৩৩৯, ২রা এপ্রিল ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৭টা।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় বলিলেন, স্বর্গীয় ব্যোমকেশবাবু প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া, নিজ আর্থিক অবস্থা ভুলিয়া একনিষ্ঠভাবে পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের সকল বিভাগের উন্নতির ও প্রসারের চিন্তা ভিন্ন তাঁহার অন্য চিন্তা ছিল না। সমগ্র জীবনটাই তিনি পরিষদের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এ দৃষ্টান্ত বিরল।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় বলিলেন, ব্যোমকেশবাবু অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান এক পরিষৎ ছাড়া অন্য কোথাও সজাগ দেখি নাই।—হাইকোর্ট-এ তিনি চাকরী করিতেন নামে মাত্র; আহারের বিষয়ে, শরীর রক্ষার বিষয়ে এবং সংসার সম্পর্কে তিনি যতদুর সম্ভব কর্ত্তব্যবুদ্ধি বর্জ্জন করিয়া চলিতেন। একমাত্র পরিষদের কার্য্যেই তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা দেখিয়াছি। তিনি সাদাসিদে ভাবে চলিতেন, চরিত্র তাঁহার নির্ম্মল ছিল। পরিষদের এই মন্দির তিনি ও স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয় না থাকিলে নির্ম্মিত হইত কি না সন্দেহ।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন, ত্রিবেদী মহাশয় ও ব্যোমকেশদাদাকে বাদ দিয়া পরিষদের কথা আমাদের মনেই আসে না—তাঁহারা এতখানি পরিষদের আপনার ছিলেন। পরিষদের সেবায় তাঁহার আহার নিদ্রা জ্ঞান থাকিত না। চট্টগ্রাম সম্মিলনের সময় তাঁহার জামাতা কঠিন পৃষ্ঠাঘাত রোগে কাতর, তিনি চট্টগ্রামে চলিয়া গেলেন। কলিকাতায় সম্মিলনের সময় তাঁহার এক কন্যার মৃত্যু হয়, তথাপি তিনি পূর্ণ উদ্যমে সম্মিলনে মাতিয়া গেলেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, মুস্তফী মহাশয় আমার নিকটআত্মীয় ছিলেন। আমরা বাল্যকাল হইতে একসঙ্গে চিরদিন কাটাইয়াছি। তাঁহার সাহিত্যিক ও কর্ম্মময় জীবনের সকল ঘটনাগুলিই আমি জানি। সকল কাজের ভিতর পরিষদের কাজ ও চিন্তা তাঁহার চিত্তকে সর্ব্বদাই আলোড়িত করিত। পরিষদ্ মন্দির নির্ম্মিত হইলে তাঁহার ভাবনা হইল, কি কি দিয়া এই মন্দির সাজাইবেন। তাহার ফলে বঙ্কিম, মধুসূদন অক্ষয়কুমার প্রভৃতি কয়েক জনের চিত্র প্রতিষ্ঠা হইল এবং আসবাব-পত্রও কিছু কিছু হইল। ক্রমে ক্রমে সকলই হইল। তাঁহার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই পরিষদের সহিত তাঁহার স্মৃতি অক্ষয় হউক। আজ আমরা তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে পারিয়া ধন্য হইলাম।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমরনাথ দাস
সভাপতি।

ত্রয়োদশ বিশেষ অধিবেশন

২৬এ চৈত্র ১৩৩৯, ৯ই এপ্রিল ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সভাপতি

আলোচ্য বিষয়—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আজ বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের দিন। বঙ্গদেশের মাতৃভাষার সেবকগণের আজ দলে দলে তাঁহার স্মৃতি-পূজার জন্য সমবেত হওয়া উচিত। আজ বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তগণের মধ্যে তরুণগণের উপস্থিতি দেখিয়া আশার সঞ্চার হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক বঙ্গসাহিত্যকে সকল দিক দিয়াই সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমরা আজ সমগ্র বঙ্গদেশের সাহিত্যিকগণের পক্ষ হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে তাঁহার অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র যে কেবল সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন, তাহা নহে—তিনি বর্ত্তমান সাহিত্যের পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, এ কথা রবীন্দ্রনাথও বলেন। তিনি ভাষার আধুনিক রূপ সজ্জাও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার মূলে শুধু কলা সৃষ্টি নহে, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—সাহিত্য দ্বারা দেশবাসীকে স্বদেশ সেবায় উদ্বুদ্ধ করা। তাঁহার অমর জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' বাঙ্গালীকে তথা ভারতবাসীকে স্বদেশ জননীর প্রতি মস্তক অবনত করিতে শিক্ষা দেয়।

ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় বলিলেন, ভাষা-জননীর সন্তানত্রয়—কবি মধুসূদন, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ও সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার চিরপ্রিয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় সুললিত কণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী হইতে "মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী" এই গানটি গাহিলেন।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বহুমুখী প্রতিভা লইয়া জন্মিয়াছিলেন। সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্মতত্ত্ব, রাজনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রই তাঁহার প্রতিভায় আজ সমুজ্জ্বল। শাসন-তন্ত্রের সংস্কারের যুগে তাঁহার ন্যায় একজন তীক্ষ্ণধী রাজনৈতিকের অভাব আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। রাজকর্ম্মচারী হইয়াও তিনি দেশবাসীর মনে আত্মসম্মান জাগাইয়া তুলিতে—দেশবাসীকে প্রকৃত কল্যাণের পথের সন্ধান দিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। দেশ যদি তাঁহার অমর বাণীর মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে, তবে তাহা হইতে জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিত লাভ করিবে।

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেক রচনা কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া অক্ষয় হইয়া থাকিবে। তিনি যে কেবল সাহিত্যস্রষ্টা ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার মত অন্তর্দ্দর্শী সূক্ষ্ম সমালোচকও বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার আবির্ভাবে দেশ ধন্য হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় নবযুগের প্রবর্ত্তক। তাঁহার পূর্ব্বে দীনা বঙ্গভাষা তথাকথিত শিক্ষিত-সমাজ কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইত। বঙ্কিম তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষাকে যে অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়াছেন, তাহার

পর কাহারও মাতৃভাষার প্রতি সে অবজ্ঞার ভাব আর নাই। সে কালে—তাঁহার পূর্ব্বে এবং তাঁহার সময়েও—ইংরেজি শিক্ষিত যুবকগণ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে কিরূপ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি তাঁহার "লোক-রহস্য" হইতে 'স্বামী-স্ত্রীর' কথোপকথন পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব মনীষার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তিনি ইংরেজি ভাবের ও ভাষার প্রেরণার দ্বারা আমাদের ভাষা-জননীকে অতুল ঐশ্বর্য্যে সাজাইয়াছেন। তিনি আমাদের আধুনিক যুগের বঙ্গসাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅমরনাথ দাস
সভাপতি।

দশম মাসিক অধিবেশন

২৬এ চৈত্র ১৩৩৯, ৯ই এপ্রিল ১৯৩৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৭টা।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ—সভাপতি

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়-লিখিত "আচার্য্য লক্ষ্মীধর" নামক প্রবন্ধ, এবং ৫। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ-পাঠ স্থগিত রহিল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার "আচার্য্য লক্ষ্মীধর" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের কল্যাণে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব গ্রন্থ ও লেখকের নাম জানিতে পারা যাইতেছে। প্রবন্ধ-লেখক সেই সকল গ্রন্থ ও লেখক-গণের পরিচয় প্রকাশ করিয়া দেশের বিশেষ উপকার করিতেছেন। এ বিষয়ে স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃতিত্ব খুব বেশী। তিনি ক্রমান্বয়ে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বৃত্তান্ত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমরনাথ দাস
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

ক—প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণ

১। শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ দত্ত, ৪৩ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট ; ২। শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র, ২ ডি গুপ্ত লেন, কাশীপুর ; ৩। শ্রীযুক্ত ধন্যকুমার জৈন, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড ; ৪। শ্রীযুক্ত ব্রজবিহারী বর্ম্মণ, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড ; ৫। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পি-৪১বি, রাসবিহারী এভিনিউ ; ৬। রাজা শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্লদেব বি এ, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর ; ৭। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর; ৮। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাশ গুপ্ত এম এ, বি এল, হাইকোর্টের উকীল, কলিকাতা; ৯। শ্রীযুক্ত নন্দলাল সেন, আগড়পাড়া, ২৪ পরগণা ; ১০। কুমার শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার মিত্র, ১ ঝামাপুকুর লেন ; ১১। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদকুমার লাহিড়ী এম এ, ৩৪ আমহার্ষ্ট রো ; ১২। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণলাল পাইন, খানাকুল, হুগলী ; ১৩। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রলাল মিত্র, ২৭ ষষ্ঠীতলা রোড, ১৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় বি এল, গোল্ডকুইন এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ; ১৫। শ্রীযুক্ত সুধীরকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মদনপুর, ওণ্ডাল পোঃ ; ১৬। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বসু, ১২১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ; ১৭। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ব্ব ন-পাড়া, মাকড়দহ পোঃ, হাওড়া।

খ—পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম ও উপহৃত পুস্তক

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ—১। সদ্গোপ পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১৩৩৭-৩৮; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—১। পাগলের কথা ; শ্রীযুক্ত মহম্মদ ইয়াসিন—১। বসরাই গুল ; শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায়—১। হিসাবী ; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র জোয়ারদার—১। প্রেমের জয় ; ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা—১। Ajnana (Theory of Ignorance)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক

কার্য্যবিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

১৩৪০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত ঊনচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

সদস্য

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে ও শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ ছিল,—

	বর্ষারম্ভে	বর্ষান্তে
(ক) বিশিষ্ট-সদস্য	৮	৭
(খ) আজীবন-সদস্য	১০	১০
(গ) অধ্যাপক-সদস্য	৯	৯
(ঘ) মৌলভী-সদস্য	০	০
(ঙ) সাধারণ-সদস্য	১০০৬	১০৬৩
(চ) সহায়ক-সদস্য	২২	২২
	১০৫৫	১১১১

বর্ষারম্ভে ৮ জন বিশিষ্ট-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্য পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বিদ্যাম্বুধি বি. এল. মহাশয়ের পরলোকগমনে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা হ্রাস হইয়া ৭ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে নূতন কোন বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই।

দুঃখের বিষয়, মৌলভী-সদস্যসম্বন্ধীয় নিয়ম প্রবর্ত্তনের পর হইতে এই শ্রেণীতে কোন্ সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই। এ সম্বন্ধে কোন প্রস্তাবও পাওয়া যায় নাই।

সাধারণ-সদস্য। বর্ষারম্ভে ৪২০ জন কলিকাতাবাসী সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ৪ জন মফস্বলে গমন করেন, ৮ জনের মৃত্যু হয় এবং একজন সহায়ক-সদস্য-নির্ব্বাচিত হন, একজন মফস্বল হইতে কলিকাতায় আসেন, ৩১ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বে সদস্য ছিলেন, এরূপ ২ জন পুনরায় সদস্য-পদ গ্রহণ করেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৪৪১ হইয়াছে।

বর্ষারম্ভে ৫৮৬ জন মফস্বলের সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ১ জন কলিকাতায় আসিয়াছেন। ১০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ১৪ জনের নাম বাদ গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৫০ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন, পূর্ব্বে সদস্য ছিলেন এরূপ ৭ জন পুনরায় সদস্যপদ-গ্রহণ করিয়াছেন এবং কলিকাতা হইতে ৪ জন মফস্বলে গিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্য-সংখ্যা ৬২২ হইয়াছে।

বর্ষারম্ভে ২২ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। গত বার্ষিক অধিবেশনে ১ জন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ইঁহাদের মধ্যে একজন সদস্যের স্থিতিকাল ফুরাইয়া যাওয়ায় একজনের পদ শূন্য হয়। বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ২২ হইয়াছে।

ছাত্রসভ্য

আলোচ্য বর্ষে ২ জন ছাত্র পরিষদের ছাত্রসভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বর্ষশেষে পরিষদের ছাত্রসভ্যের সংখ্যা মোট ২৩ হইয়াছে। তাহার মধ্যে অধিকাংশই ছাত্রাবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন। অবশিষ্টের মধ্যে ২।১ জন ব্যতীত সকলেই এবার পরীক্ষার্থী ছিলেন। উক্ত ২।১ জনের দ্বারা পুথি নকল ও মাঝে মাঝে পুস্তকালয়ের তালিকা-প্রণয়ন ছাড়া অন্য কিছু করান সম্ভব হয় নাই।

পরলোকগত-সদস্য

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরলোকগমন করিয়াছেন,—

(ক) বিশিষ্ট-সদস্য

১। পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বিদ্যাম্বুধি বি. এল.*।

(খ) সাধারণ-সদস্য—

১। ইন্দুভূষণ সেন এম. এ., বি. এল্., ব্যারিষ্টার।
২। উপেন্দ্রলাল বক্সী বি. এ. (বীরভূম)।
৩। কামিনীনাথ রায় (বৰ্দ্ধমান)।
৪। ডাক্তার জয়কৃষ্ণ গুপ্ত এল. এম্. এস্.।
৫। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, ব্যারিষ্টার।
৬। ধীরাজকৃষ্ণ মিত্র (গোবরডাঙ্গা)।
৭। নিখিলনাথ রায় বি. এল. (খাগড়া)।
৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বসু (কাশী)।
৯। যতীন্দ্রনাথ মিত্র, এটর্নি।
১০। ডক্টর শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., ডি. এল.।
১১। কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় (কান্দী)।
১২। শিবপ্রসাদ দলপৎরাম পণ্ডিত (কোটা ষ্টেট)।
১৩। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম. এ., বি. এল., ব্যারিষ্টার।
১৪। সত্যেন্দ্রনাথ রায় বি. এ. (বেহালা)।
১৫। মোহন্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী (রঙ্গপুর)।
১৬। নটরাজ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ নটশিরোমণি।
১৭। অধ্যাপক হরিদাস সাহা এম. এ. (ঢাকা)।
১৮। অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম. এ., এফ. জি. এস্.।

উল্লিখিত সদস্যগণের মধ্যে হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ অভাব অনুভব করিয়াছে। তিনি পরিষদের নানা বিভাগে নানা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তিনি

* ইনি এক সময়ে পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন।

বহুবৎসর সহকারী সম্পাদক ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে অক্লান্তভাবে পরিষদের সেবা করিয়াছেন, শোকপূর্ণ কৃতজ্ঞতার সহিত পরিষৎ তাহা স্মরণ রাখিবে।

নিখিলনাথ রায় মহাশয় যেরূপ যত্নের সহিত সাহিত্য-সেবা করিতেন, পরিষদের কার্য্যেও সেইরূপ একনিষ্ঠভাবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং বহু অধিবেশনে সভাপতি হইয়া সুচারুরূপে অধিবেশনের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। তাঁহাকে হারাইয়া বঙ্গভাষা ও পরিষৎ শোকসন্তপ্ত।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী

উপরিলিখিত সদস্যগণ ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্য-সেবিগণের পরলোক-প্রাপ্তি হইয়াছে,—

১। স্বর্ণকুমারী দেবী
* ২। বিপিনচন্দ্র পাল
৩। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
* ৪। দুর্গাদাস লাহিড়ী
* ৫। শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী
৬। আবদুর রহিম
* ৭। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র
৮। কবিরাজ সত্যচরণ সেন

অধিবেশন †

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত অধিবেশনগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনেই সর্ব্বসাধারণের যোগদান করিবার সুযোগ ছিল।

(ক) অষ্টত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন—১
(খ) মাসিক অধিবেশন—১০
(গ) বার্ষিক স্মৃতি-পূজা উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশন—৪
(ঘ) বিশেষ অধিবেশন—৯

(ক) ৩৮শ বার্ষিক অধিবেশন

২৬এ আষাঢ় ১৩৩৯, (১০ই জুলাই) রবিবার। সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এই অধিবেশনে (১) ৺মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন, (২) ৺সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং (৩) ৺নীবনচন্দ্র আঢ্য মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠার পর সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন হয় এবং অষ্টত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও আয়-ব্যয় বিবরণ পঠিত ও গৃহীত এবং আগামী বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয় তালিকা বিজ্ঞাপিত হয়। ইহার পর পরবর্ত্তী বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত ও কর্ম্মাধ্যক্ষ-নির্ব্বাচন হইলে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর পরলোকগত সদস্যগণের নাম বিজ্ঞাপিত হয়। অবশেষে সভাপতি মহাশয় রমেশ-ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করিয়া এতদুদ্দেশ্যে একটি শাখা-সমিতি গঠনের ও স্বতন্ত্র তহবিল সংস্থাপনের প্রস্তাব করিলে উক্ত তহবিলে কয়েকটি দানের প্রতিশ্রুতি এবং দানের সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়।

---

* ইঁহারা পূর্ব্বে পরিষদের সদস্য ছিলেন।

† অধিবেশনগুলির বিস্তৃত বিবরণ মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

(খ) মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত দিবসগুলিতে মাসিক অধিবেশন হয় :—

১। ১লা শ্রাবণ, ২। ২২এ শ্রাবণ, ৩। ২৯এ শ্রাবণ, ৪। ৩রা পৌষ, ৫। ২৪এ পৌষ, ৬। ২রা মাঘ, ৭। ২১এ ফাল্গুন, ৮। ৫ই চৈত্র, ৯। ১৯এ চৈত্র এবং ১০। ২৬এ চৈত্র।

এই সকল অধিবেশনে নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়—

	প্রবন্ধ	লেখক
১।	জ্যোতিষে কঃ পন্থা	শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ
২।	লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর-শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিবরণ ...	শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী।
৩।	দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী ...	শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু।
৪।	ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সিন্নী ও আচার-নিয়মের বিবরণ ...	শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার কর রায়।
৫।	মোসলেম পঞ্জিকায় চান্দ্র ও সৌরমাস	ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।
৬।	রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার (আলোচনা)...	শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭।	বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ ...	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ।
৮।	মাঘমণ্ডল ব্রতে সূর্য্যের পাঁচালি ...	ঐ ঐ
৯।	শ্রীহট্টে মাঘ-ব্রত	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
১০।	শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় ও চণ্ডীদাস ...	শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন।
১১।	আচার্য্য লক্ষ্মীধর	অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

(গ) বার্ষিক স্মৃতি-পূজা উপলক্ষে বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে (১) ২৩এ জ্যৈষ্ঠ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের, (২) ১৪ই আষাঢ় মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের, (৩) ১৯এ চৈত্র ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের এবং ২৬এ চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা উপলক্ষে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে কবিতা-পাঠ, সঙ্গীত ও মৃত মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতাদি হয়।

(ঘ) বিশেষ অধিবেশন

১। বিপিনচন্দ্র পাল, ২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ৩। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৪। স্বর্ণকুমারী দেবী, ৫। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, ৬। দুর্গাদাস লাহিড়ী, ৭। শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, ৮। নিখিলনাথ রায়, এবং ৯। হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-

প্রকাশার্থ আলোচ্য বর্ষে ২৫এ আষাঢ়, ১৫ই শ্রাবণ, ৮ই আশ্বিন, ৩রা পৌষ ও ২রা মাঘ, মোট সাতটি বিশেষ অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে কবিতা-পাঠ, সঙ্গীত, প্রবন্ধ-পাঠ ও বক্তৃতাদি হয় এবং কোন কোন সাহিত্যিকের স্মৃতি-রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এতদ্ব্যতীত ১। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়-লিখিত "কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল" প্রবন্ধ পাঠের জন্য ৫ই ভাদ্র এবং ২। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়-লিখিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের নবাবিষ্কৃত পুথি" নামক প্রবন্ধ পাঠের জন্য ১৬ই আশ্বিন বিশেষ অধিবেশন হয়।

উৎসব ও সবংর্দ্ধনা*

(ক) পরিষদের প্রতিষ্ঠা-উৎসব

আলোচ্য বর্ষে ৮ই শ্রাবণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে এক প্রীতি-সম্মিলন হয়। পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও সম্পাদক সমবেত সুধীবর্গকে পরিষদের সাদর আহ্বান ও অভিবাদন জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই শুভ-দিনে যে সকল উপহার পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের তালিকা পাঠ করেন। উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পর জলযোগান্তে উৎসব সম্পন্ন হয়।

(খ) প্রফুল্ল-জয়ন্তী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় সপ্ততিবর্ষ বয়ক্রম অতিক্রম করায় জনসাধারণের পক্ষে গত ২৫এ অগ্রহায়ণ রবিবার কলিকাতা টাউন হলে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'প্রফুল্ল-জয়ন্তী' অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মানপত্র পাঠ করিয়া আচার্য্যদেবকে উপহার দেন। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী রায় মহাশয় প্রাচীন বঙ্গদেশীয় শিল্পরীতি অনুসারে মানপত্রটির আধার ও আবেষ্টনী প্রস্তুত করিয়া চিত্রিত করিয়া দেন। এতৎ সম্পর্কে ২৭এ অগ্রহায়ণ সোমবারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে প্রীতি-সম্মিলন হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র উপস্থিত সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেন। জলযোগান্তে প্রীতি-সম্মিলনের কার্য্য শেষ হয়।

(গ) বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের সংবর্দ্ধনা

আলোচ্য বর্ষের ১২ই পৌষ তারিখে পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে কলিকাতায় বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে সমবেত উক্ত সম্মিলনের সভাপতি ও প্রতিনিধিগণকে এক প্রীতি-সম্মিলনে সংবর্দ্ধিত করা হয়। সভাপতি মহাশয়, সহকারী সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এবং মৌলভী আবদুল ওদুদ মহাশয়গণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতির বিষয়ে বঙ্গীয় মুসলমানগণের প্রচেষ্টার বিষয়ে আলোচনা করেন। জলযোগান্তে প্রীতি-সম্মিলনের কার্য্য সমাপ্ত হয়।

---

* এই সকল উৎসব ও সংবর্দ্ধনার বিস্তৃত বিবরণ মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

কার্য্যালয়

নিম্নলিখিত সদস্যগণ আলোচ্যবর্ষে পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন,—

সভাপতি—আচার্য্য স্যার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়; সহকারী সভাপতিগণ—(ক) কলিকাতার পক্ষে,—১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। স্যার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (শারীরিক অস্বাস্থ্যবশতঃ পদত্যাগ করায়) পরে শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, ৩। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, ও ৪। শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং (খ) মফস্বলের পক্ষে—১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, ২। ডক্‌টর স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ৩। মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, ও ৪। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু।

সহকারী সম্পাদকগণ—১। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ২। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এবং ৪। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ।

পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

চিত্রশালাধ্যক্ষ—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

গ্রন্থাধ্যক্ষ—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ।

ছাত্রাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

(ক) মূল পরিষদের সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ২। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৩। ৺অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, পরে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, ৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, ৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, ৬। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, ৮। ৺নিখিলনাথ রায়, পরে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৯। অধ্যাপক ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত, ১০। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, ১১। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ১২। সাহিত্যবন্ধু শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ১৩। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪। ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৫। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ১৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, ১৮। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ১৯। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী এবং ২০। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

(খ) শাখা-পরিষদের পক্ষে—

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২। শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী, ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ৪। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, ৫। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় এবং ৬। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—

১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এবং ২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির তেরটি সাধারণ এবং একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত পত্র পাঠাইয়া সমিতির সভ্যগণের মন্তব্য গ্রহণপূর্ব্বক দুইবার কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছিল।

বিশেষ বিশেষ কার্য্যের মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্য্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে সম্পাদিত হয়,—

১ (ক) The Bengal Mela Sanitation Bill ও (খ) Ancient Monuments Preservation Act সম্বন্ধে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট পরিষদের মন্তব্য চাহিয়া পত্র লেখেন। এই দুই বিষয়ে পরিষদের মন্তব্য প্রেরণ করা হয়।

২। রামায়ণ-সম্পাদন সম্পর্কে নির্ব্বাচিত সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের সহিত চুক্তি-পত্রের খসড়া অনুমোদিত হয়।

৩। শ্রীরামপুরে রাজা রামমোহন রায়ের শত-বার্ষিক মৃত্যু উপলক্ষে যে নিখিল-বঙ্গ পুস্তকালয়-সমিতির অধিবেশন ও প্রদর্শনী হয়, তাহাতে পরিষদের চিত্রশালা, পুথিশালা ও গ্রন্থাগার হইতে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়।

৪। এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালার ও পুথিশালার দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়।

৫। পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাকে পরিষৎ হইতে মানপত্র দেওয়া হয়।

৬। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) কমলা লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, (খ) জগত্তারিণী পদক-সমিতিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং (গ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

৭। 'রামমোহন রায় শত-বার্ষিক উৎসব'সম্পর্কে পরিষদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

৮। বরোদায় ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্সে ও কলিকাতায় অল ইণ্ডিয়া লাইব্রেরী কন্‌ফারেন্সে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়।

৯। সাহিত্য ইতিহাস-দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা এবং আয়-ব্যয়, পুস্তকালয়, ছাপাখানা ও চিত্রশালা-সমিতি ব্যতীত বিভিন্ন কার্য্যের জন্য নিম্নোক্ত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—

(ক) স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-সমিতি, (খ) রমেশ-ভবন নির্ম্মাণ-সমিতি, (গ) আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সংবর্দ্ধনা-সমিতি, (ঘ) পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা-উৎসব-সমিতি, (ঙ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়-স্মৃতি-চিত্র-নির্ব্বাচন-সমিতি, (চ) রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ-সমিতি, (ছ) নিয়মাবলী শাখা-সমিতি, (জ) রামমোহন রায় শত-বার্ষিক উৎসব-সমিতি, (ঝ) ছুটী নির্দ্ধারণ-সমিতি, (ঞ) Ancient

Monuments Preservation Act আলোচনা-সমিতি এবং (ট) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন-সমিতি।

আলোচ্য বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ-প্রার্থিগণের ভোট গণনার জন্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ পাল মহাশয় ভোট-পরীক্ষক ছিলেন। দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণবাবু অনিবার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে না পারিলেও প্রথমোক্ত তিনজন সভ্য বিশেষ যত্নের ও পরিশ্রমের সহিত তাঁহাদের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার উনচত্বারিংশ ভাগের চারি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। Indian Historical Quarterly, Annual Bibliography of Indian Archæology (Kern Institute, Holland) এবং অন্যান্য ইংরাজী পত্রিকায় পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সারমর্ম্ম প্রকাশ ও আলোচনার বন্দোবস্ত করার ফলে পরিষৎ-পত্রিকা অবাঙ্গালী পণ্ডিত-সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। নিম্নে শ্রেণীভেদে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের তালিকা দেওয়া হইল। প্রবন্ধগুলি যথারীতি বিভিন্ন শাখায় অনুমোদিত হইয়াছিল।

(ক) প্রাচীন সাহিত্য

১। পুরুষোত্তম দেব ... ... মহামহোপাধ্যায় ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
২। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার (আলোচনা) ... শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার (আলোচনা) ঐ
৪। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও জাগের গান ... " প্রিয়রঞ্জন সেন
৫। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা ... " হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
৬। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদের নবাবিষ্কৃত পুথি " মণীন্দ্রমোহন বসু
৭। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য { হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় / সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় }
৮। আসাম বুরুঞ্জী ... ... " যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
৯। বঙ্গভাষায় রচিত প্রথম ইংরেজি ব্যাকরণ ... ... ঐ
১০। বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ ... শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

(খ) প্রাচীন সংবাদ-সাহিত্য

১। দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস ... শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(গ) ভাষা-বিজ্ঞান

১। বাঙ্গালা ছন্দের মূলসূত্র ... শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

(ঘ) ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

১। পাহাড়পুরের নবাবিষ্কৃত প্রাচীন তাম্রশাসন ... ... শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক

২। লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর-শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ ... ... " নলিনীকান্ত ভট্টশালী

(ঙ) গ্রাম্যসাহিত্য

১। ময়মনসিংহের সাধারণ গৃহস্থ মুসলমান পরিবারে অনুষ্ঠিত কয়েকটি সিন্নী ও আচার নিয়মের বিবরণ ... " কামিনীকুমার কর রায়

(চ) বিবিধ

১। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মৃতিরক্ষণ—পত্রিকাধ্যক্ষ

এতদ্ব্যতীত পত্রিকার সহিত ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের শেষাংশের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ, অষ্টত্রিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ এবং ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের কতকগুলি মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থ-প্রকাশ

(ক) হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা ২য় ভাগ। ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদকতায় এই গ্রন্থ স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনী ও লেখপঞ্জীসমেত আলোচ্য বর্ষ মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

(খ) সিদ্ধান্তশতক (গ্রহগণিত)—৺রাজকুমার সেন মহাশয় এই গ্রন্থের সম্পাদক। আলোচ্য বর্ষ মধ্যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

(গ) সংবাদপত্রে সেকালের কথা—সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচ্য বর্ষে এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার এক বিস্তৃত পরিশিষ্টের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইহা প্রকাশের প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহার প্রকাশিত খণ্ড দুইটি ইতি মধ্যেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে। গ্রন্থ-সম্পাদক মহাশয় এই গ্রন্থের সর্ব্বস্বত্ব পরিষৎকে দান করিয়া এবং কোনরূপ সম্পাদকীয় পারিশ্রমিক না লইয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের ব্যয় হিসাবে তিনি পরিষদের নিকট হইতে যে ৫০৲ টাকা লইয়াছিলেন, তাহারও অর্দ্ধেক তিনি পুস্তকাধার খরিদ করিবার জন্য পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

(ঘ) বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনে

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশের পর অত্যল্পকাল মধ্যেই ইহা পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ. পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবু গ্রন্থের সর্ব্বস্বত্ব পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য তিনি পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবু এই গ্রন্থ প্রকাশের খরচ আপাততঃ নিজ তহবিল হইতে প্রদান করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে, যদি ১৩৪০ বঙ্গাব্দের বজেটে উপযুক্ত অর্থ থাকে তবে তাহা হইতে, না হইলে ১৩৪১ বঙ্গাব্দের মধ্যে এই টাকা শোধ করা হইবে। ইহাও স্থির হইয়াছে যে, এই গ্রন্থের কোন সংস্করণ নিঃশেষ হইলে পর, ছয় মাস মধ্যে যদি পরিষৎ হইতে গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ আরম্ভ না হয়, তবে গ্রন্থকার স্বয়ং তাহা মুদ্রণ করিতে পারিবেন।

(ঙ) বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ৩য় ভাগ, ৩য় সংখ্যা—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্কলনে ও সম্পাদনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সমেত আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

(চ) অনাদিমঙ্গল—সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থের ভূমিকা ও শব্দসূচি মুদ্রিত হইতেছে। সত্বর গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবে। লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে।

(ছ) গৌরপদতরঙ্গিণী—সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ। মূল গ্রন্থের মুদ্রণ শেষ হইয়াছে। ভূমিকা ছাপা হইতেছে। শীঘ্রই সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(জ) চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের সম্পাদনে এই গ্রন্থের নব সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। মূলাংশ ছাপা হইয়া গিয়াছে। ভূমিকা, শব্দসূচী প্রভৃতি পরিশিষ্টাংশ মুদ্রণের জন্য ছাপাখানায় দেওয়া হইয়াছে। লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে।

(ঝ) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী-সঙ্কলিত ও সম্পাদিত (পরিষৎ পুথিশালার) সংস্কৃত পুথির বিবরণ মুদ্রণের কার্য্য নানা কারণে আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই। এ পর্য্যন্ত ৯৬ পৃষ্ঠা ছাপা হইয়াছে।

(ঞ) চণ্ডীদাসের পদাবলী—সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে এবং মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ছাপাখানার বিশৃঙ্খলার জন্য মুদ্রণকার্য্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। এ পর্য্যন্ত ৩২ পৃষ্ঠা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

(ট) কৃত্তিবাসী রামায়ণ—সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় উত্তর ও আদি কাণ্ডের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে উহা মুদ্রণের ব্যবস্থা হইবে। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থ-প্রকাশ সম্পর্কীয় চুক্তি-পত্রের খসড়া অনুমোদিত হইয়াছে।

(ঠ) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় ও (ড) আলাওলের পদ্মাবতী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এখনও পরিষদের হস্তগত হয় নাই।

(চ) রূপনারায়ণ ঘোষের দুর্গামঙ্গল। সম্পাদিকা শ্রীমতী স্নেহলতা রায় চৌধুরী। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইয়া গেলেই মুদ্রণের ব্যবস্থা হইবে।

পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ যাহাতে দেশবিদেশের পণ্ডিতসম্প্রদায় ও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা ও ইংরেজি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ইহাদের সমালোচনার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এবং বিশেষ করিয়া পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর বিবরণপূর্ণ একটী ইংরাজী প্রবন্ধ Indian Historical Quarterly পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি পরিষদ্ গ্রন্থাবলীর সবিবরণ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। তালিকা মুদ্রণের কার্য্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই তালিকা প্রচারিত হইলে পরিষদ্ গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের বিশেষ সুবিধা হইবে, আশা করা যায়।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার জন্য নিম্নোক্ত শ্রেণীর দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল,—

(ক) চিত্র (প্রাচীন ও আধুনিক)
(খ) মূর্ত্তি
(গ) মুদ্রা
(ঘ) সাহিত্যিকগণের হস্তলিপি
(ঙ) " ব্যবহৃত দ্রব্য
(চ) বিবিধ

পরিশিষ্টে দ্রব্যগুলির বিস্তৃত তালিকা প্রদত্ত হইল। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য,—

(ক) শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত মহামায়ূরী মূর্ত্তি, (খ) শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত ওময়য় খলিফাদের সময়ের রৌপ্যমুদ্রা (দিরহম্) দুইটী এবং (গ) রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর-প্রদত্ত কাঙ্গাল হরিনাথের স্বরচিত ও স্বহস্তলিখিত গানের বই।

উপরি উক্ত দ্রব্যগুলির অধিকাংশই চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে উপহার পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই সকল দ্রব্য সংগ্রহে পরিষৎকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় প্রফুল্ল-জয়ন্তী উপলক্ষে ও তৎপূর্ব্বে যে সকল মূল্যবান্ উপহার পাইয়াছেন, সেগুলি তিনি পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং সেগুলি মেসার্স কে সি পাল এণ্ড কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রদত্ত শো-কেসে রক্ষা করা হইয়াছে। দ্রব্যগুলির তালিকা পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ করা হইল। রবীন্দ্রনাথের পুস্তক প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া পরিষদে রক্ষা করিবার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে অর্থাভাবে মূর্ত্তি প্রভৃতি সংগ্রহ, মুদ্রাদির তালিকা মুদ্রণ, চুণার পাথরের অসম্পূর্ণ কার্য্যগুলি সম্পন্ন করা এবং মেঝের পেটেন্ট-ষ্টোন দেওয়ার কাজ আরম্ভ করিতে পারা যায় নাই।

রমেশ-ভবনের নির্ম্মাণকালে উহার পূর্ব্বসীমার অবস্থিত দাউদ সাহেবের গৃহের কিছু ক্ষতি হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে উহাকে ১০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতা করপোরেশন গত চারি বৎসর হইতে চিত্রশালার কার্য্য পরিচালনের জন্য সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে করপোরেশন হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় নাই। ফলতঃ এই সাহায্য প্রাপ্তির আশায় যে সকল প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনের (পূর্ব্বোক্ত কার্ণিশ ও পাথরের অসমাপ্ত কার্য্য সম্পূর্ণ করা ও পেটেণ্ট ষ্টোন দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য) সঙ্কল্প করা হইয়াছিল, তাহা সম্পন্ন করিতে পারা যায় নাই। আশা করা যায়, কলিকাতা করপোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষগণ উক্ত বার্ষিক সাহায্য দানে পরিষদের কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

পুথিশালা

আলোচ্যবর্ষে বিভিন্ন সময়ে উপহারপ্রাপ্ত পুথির মধ্য হইতে ১৬৮ খানি পুথি বাছিয়া তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সংস্কৃত বিভাগে পুরাণ, তন্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, স্মৃতি, ন্যায়, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, ছন্দ ও নাটক সম্বন্ধীয় পুথি আছে। বাঙ্গালা পুথির মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণবচরিত, কৃষ্ণমঙ্গল, মনসামঙ্গল, জগন্নাথমঙ্গল, চণ্ডীকাব্য, পদাবলী, বৈষ্ণবধর্ম্ম ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুথি আছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুথি দুইখানি—শ্রীনাথ শর্ম্মার 'কর্ম্মপ্রকাশ' এবং কৃষ্ণানন্দের 'তন্ত্রসার'; ইহাদের লিপিকাল যথাক্রমে ১০০১ সাল ও ১৫৪৫ শকাব্দ। ২৫০ বর্ষের প্রাচীন পুথিও কয়েকখানি আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকরণে নৃসিংহকৃত 'চৈতন্যমহাভাগবত' এবং বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতের সংস্কৃত অনুবাদ—এই দুইখানি পুথি সংস্কৃত পুথির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত, উভয়বিধ পুথির মধ্যেই কয়েকখানি নূতন পুথি আছে; ইহাদের অনেকগুলির রচয়িতার নামও সাধারণ্যে বিশেষ পরিচিত নহে।

যে সকল হিতৈষী মহোদয় পুথি দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত পুথির সংখ্যা নিম্নে লিখিত হইল,—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ ৮৭, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ আঢ্য ২৬, শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ ১৬, শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায় ১৪, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ৯, ৺সূর্য্যকুমার পাল ৪, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ৩, জনৈক হিতৈষী ৩, রায় শ্রীযুক্ত গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর ১, ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা ১, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ১, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বিদ্যাভূষণ ১, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ কর ১, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ১, মোট ১৬৮ খানি। ইহার মধ্যে বাঙ্গালা ৯৬ এবং সংস্কৃত ৭২ খানা। এগুলি তালিকাভুক্ত হওয়ায় বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা হইল ৫১২৬। ইহার শ্রেণীবিভাগ এইরূপ—

বাঙ্গালা	৩১০৮
সংস্কৃত	১৭৫৩
তিব্বতী	২৪৪
ফার্সী	১২
অসমীয়া	৩
ওড়িয়া	৪
হিন্দী	২
	৫১২৬

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদিত 'সংস্কৃত পুথির বিবরণ' আলোচ্য বর্ষে ৯৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে এবং 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ'-এর ৩য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

পুথিশালায় পুথির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। নানা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ পরিষৎ পুথিশালার পুথি ব্যবহার করিয়া গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়,উপযুক্ত অর্থের অভাবে এই সকল পুথিতে মলাট ও খেরো লাগাইয়া যথাযোগ্যভাবে রক্ষিত করা যাইতেছে না। মলাট ও খেরোর অভাবে অন্যূন ২৫০০ পুথি কাগজে মুড়িয়া রাখিতে হইয়াছে। ইহাতে পুথিগুলির অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া পড়িতেছে। পুথির আলমারিগুলিতে গত দুই বৎসরের মধ্যে কোনও আবরণ দিবার ব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই। খোলা আলমারিতে ইন্দুর প্রবেশ করিয়া এই অবসরে কতকগুলি পুথি কাটিয়া দিয়াছে। বাঙ্গালা পুথির বিবরণের সঙ্কলন কার্য্য আলোচ্য বর্ষে কিছুই অগ্রসর হয় নাই। মফস্বলে যাইয়া নূতন পুথি সংগ্রহের চেষ্টাও এ বৎসর করা সম্ভবপর হয় নাই।

গ্রন্থাগার

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্রিকাদি ক্রয় করিবার জন্য বার্ষিক ৬৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। করপোরেশনের সর্ত্তানুসারে পুস্তকাদি খরিদ করা হইয়াছে এবং তাহার আয়-ব্যয়-বিবরণ ও মুদ্রিত কার্য্যবিবরণ যথাসময়ে করপোরেশনে প্রেরণ করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই ওয়ার্ডের সুযোগ্য কাউন্সিলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পুস্তকালয়-সমিতির সভ্য ছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৮৭০ খানি নূতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৭২৩ খানি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ১৪৭ খানি ক্রয় করা হইয়াছে। গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পুস্তকগুলির মধ্যে ২৯৩৩ খানি পুস্তকাকারে বাঁধা সাময়িক-পত্রিকা আছে।

বর্ষারম্ভে নিম্নোক্ত সংখ্যক পুস্তক ছিল,—

(ক)	পরিষদের ক্রীত ও সংগৃহীত	২২৩৯৬
(খ)	বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাগার	৩৫৪৬
(গ)	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-গ্রন্থাগার	২২৫০
(ঘ)	রমেশচন্দ্র দত্ত-গ্রন্থাগার	৭৩২
(ঙ)	সাহিত্য-সভার-গ্রন্থাগার	২৫৪০
(চ)	স্বর্গীয় মধুসূদন মৈত্র ও তরঙ্গিণী মৈত্রের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র-প্রদত্ত	২৫৯৫
(ছ)	স্বর্গীয় সত্যচরণ মিত্র-প্রদত্ত অন্নপূর্ণা-স্মৃতি-পুস্তকাগার	৯১৭
(জ)	স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের গ্রন্থাগার	৭৬৪
(ঝ)	ঊনচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসবে প্রাপ্ত	৯৯
		৩৫৮৩৯

বর্ষশেষে সর্ব্বসমেত পুস্তক-সংখ্যা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে,—

(ক)	গত বর্ষের শেষে সংগৃহীত	৩৫৮৩৯
(খ)	বর্ত্তমান বর্ষে ক্রীত ও উপহার-প্রাপ্ত	৮৭০
(গ)	বর্ত্তমান বর্ষে বাঁধান সাময়িক-পত্র	১০১
(ঘ)	চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসবে প্রাপ্ত	৪৯৭
		৩৭৩০৭

পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে পরিষদের হিতার্থী, সাহিত্যিক ও সদস্যগণ ৩২৫ খানি গ্রন্থ এবং শ্রীযুক্তা প্রমদা চৌধুরাণী মহাশয়া ১৭২ গ্রন্থ ও ১টি আলমারী উপহার দিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্তকাদি পাওয়া গিয়াছে:—

(১) শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী—১। অন্নদামঙ্গল (সচিত্র) এবং
২। Memoirs of Raja Prutapadityu, 1816.

(২) ডক্টর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—অন্নদামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর), ১২৩৫ বঙ্গাব্দ।

(৩) শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, ১৭৬৬ শকঃ।

(৪) ,, রায়সাহেব বিপিনবিহারী সেন—১। সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়, ২। পূর্ণিমার কতকগুলি সংখ্যা। ৩। স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক।

(৫) ,, সতীন্দ্রসেবক নন্দী—সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ের কয়েক সংখ্যা।

(৬) ,, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১। বঙ্গবিদ্যা-প্রকাশিকা, ১২৬৫ সাল ৪র্থ খণ্ডের ২৫।২৮ সংখ্যা।
২। কবিতা কুসুমাবলী, ১৭৮৩ শকঃ, ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা।

(৭) ,, মন্মথমোহন বসু—১। হিতোপদেশ, বঙ্গাব্দ ১২৩০।

(৮) ,, রামকমল সিংহ—১। বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকার কয়েক সংখ্যা।

(৯) ,, আনন্দচন্দ্র দত্ত—১। বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৭০-৭১ সাল।

(১০) শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবী—১। বঙ্গদর্শন, ২। জ্ঞানাঙ্কুর, ৩। নব্যভারত-এর ফাইল।

(১১) শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ—১। মণিমালা, (২য় ভাগ)।

বর্ষ মধ্যে কুমার শ্রীযুক্ত প্রত্যুষকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ৭৯ খানি (ইংরাজী ছোট গল্প পুস্তক), শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ৯১ খানি, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩ খানি, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ রায় ১২ খানি, শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় ১১ খানি, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ ৯ খানি, এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় ৫ খানি গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন।

পরিষদের হিতাকাঙ্ক্ষী সহায়ক-সদস্য শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় ১১৩ খানি পুস্তক ও ১৬ খানি পুস্তিকা এবং তিনটি আলমারী খরিদের জন্য অর্থদান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি নিম্নোক্ত সংখ্যক পুস্তক উপহার দিয়াছেন,—

(ক) বেঙ্গল (গবর্ণমেণ্ট) লাইব্রেরী—১৮৭ খানি পুস্তক ও ৬১ রকমের ৩৫৬ খানি সাময়িক-পত্র।

(খ) স্মিথ্‌সোনিয়ান্ ইন্‌ষ্টিটিউশন—৩৪ খানি পুস্তক।

(গ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার—৫ খানি পুস্তক।

(ঘ) বিশ্বভারতীর কর্ম্মসচিব—৪ খানি পুস্তক।

(ঙ) তাঞ্জোর মহারাজা সরফোজী সরস্বতী-মহল লাইব্রেরী—৩ খানি পুস্তক।

নিম্নোক্ত বিভাগীয় সরকার বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তিকা ও বার্ষিক কার্য্যবিবরণী উপহার দিয়াছেন

(ক)	ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট	...	...	১৩ খানি
(খ)	বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট	...	...	১৫ ,,
(গ)	মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট	...	...	৫ ,,
(ঘ)	নিজাম গবর্ণমেণ্ট	...	...	২ ,,
(ঙ)	পাব্লিসিটি বোর্ড, বেঙ্গল		...	৮ ,,
(চ)	ডাইরেক্টর অব ইন্‌ডাষ্ট্রীজ, বেঙ্গল		...	৩ ,,

এই সকল উপহারের জন্য সরকার বাহাদুরের নিকট পরিষৎ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে যে সকল সাময়িক-পত্র পাওয়া গিয়াছে, শ্রেণীভেদে তাহাদের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

দৈনিক ৮, সাপ্তাহিক ৩৪, পাক্ষিক ৫, মাসিক ৭২, দ্বৈমাসিক ৫, ত্রৈমাসিক ১৫, মোট ১৩৯ খানি। ৪ খানি দৈনিক ও ৩ খানি মাসিক-পত্র খরিদ করা হইয়াছিল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে যে সকল প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের প্রকাশিত পত্রিকা এবং গ্রন্থাদি নিয়মিতভাবে দিয়াছেন তাঁহাদের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির ৫টি অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে পাঠকগণের প্রয়োজনীয় পুস্তক ক্রয়ের প্রস্তাব, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগারের জন্য দুইটি আলমারী তৈয়ারীর প্রস্তাব এবং উক্ত গ্রন্থাগারের তালিকা মুদ্রণের প্রস্তাব, সংগৃহীত সাময়িক-পত্রের সমগ্র তালিকা প্রস্তুত ও তাহা প্রকাশের ব্যবস্থা, বর্ণানুক্রমিক বাংলা পুস্তক-তালিকা তৈয়ারীর প্রস্তাব এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য কতকগুলি নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন-প্রস্তাব আলোচিত ও অনুমোদিত হয়।

পুস্তকালয়-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগারের সমস্ত পুস্তকের শ্রেণী-বিভাগানুযায়ী ও গ্রন্থকারের নামানুযায়ী তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। দুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে এই তালিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। এতদ্ব্যতীত তিনি রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থ-সংগ্রহের তালিকা প্রস্তুতের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

সমিতির নির্দ্দেশ মত ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত সংগৃহীত বাংলা সাময়িক-পত্রের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করিবার জন্য পুস্তকালয়-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত তালিকার পাণ্ডুলিপি তৈয়ারী করিয়া দিয়া পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই তালিকা মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বর্ষ মধ্যে সদস্যগণকে বাড়ীতে পড়িবার জন্য ৪৪২৫ বার পুস্তকাদি প্রদান করা হয়। প্রতিদিন গড়ে ১৩০ জন পাঠক নির্দ্ধারিত সময়ে সংবাদ-পত্র ও পুস্তক-পত্রিকাদি পাঠের জন্য পরিষদ্ মন্দিরে আসিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহু সদস্য প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও পুরাতন সংবাদ-পত্রের ফাইল পাঠ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। পরিষদের সদস্য ব্যতীত অনেকেই পরিষদ্ মন্দিরে বসিয়া প্রয়োজনানুসারে পুস্তকাদি পাঠ করিয়া থাকেন। বৃহস্পতিবার ও নির্দ্ধারিত ছুটীর দিন ব্যতীত প্রত্যহ যথানিয়মে ২টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সাধারণের জন্য পরিষৎ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার খোলা থাকে। ঐ সকল দিনে প্রত্যহ নিয়মানুসারে বাড়ীতে পাঠার্থ পুস্তকাদি আদান-প্রদানও হইয়া থাকে।

স্মৃতি-রক্ষা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতি-রক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—

(ক) স্বর্ণকুমারী দেবী। স্থির হইয়াছে যে, ইঁহার একখানি তৈল-চিত্র প্রস্তুত করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং কিছু অর্থও সংগৃহীত হইয়াছে। পরিশিষ্টে স্মৃতি-সমিতির সভ্যগণের নাম ও প্রাপ্ত সাহায্যের বিবরণ দেওয়া হইল।

(খ) অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। ইঁহার এক চিত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(গ) বিপিনচন্দ্র পাল। ইঁহার এক চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং শীঘ্রই প্রতিষ্ঠা হইবে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এ জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

(ঘ) নিখিলনাথ রায়। ইঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় একখানি চিত্র দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

(ঙ) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ইঁহার একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(চ) হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত। ইঁহার একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

(ছ) প্রিয়নাথ সেন। ইঁহার চিত্র সংগৃহীত হইলে প্রতিষ্ঠা করা হইবে। শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় একখানি চিত্র সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বে গৃহীত স্মৃতিরক্ষার সঙ্কল্প সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ কার্য্য হইয়াছে :—

(ক) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

(খ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ইঁহার চিত্র বহু পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল। অদ্য বাৰ্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বেই তাহা প্রতিষ্ঠিত হইল।

(গ) অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ইঁহার তৈলচিত্র অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্রগণ তাঁহাদের পিতৃস্মৃতির উদ্দেশ্যে এই চিত্র পরিষৎকে দান করিয়া পরিষৎকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

(ঘ) চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন মহাশয় স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের একখানি চিত্র দান করিয়াছেন। উহাও এই অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইল। পরিষৎ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রবাবুর নিকট এবং এই চিত্র সংগ্রহের জন্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

(ঙ) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। পরিষদের চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পিতার তৈল-চিত্র দান করিয়াছেন।

(চ) উক্ত প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম মহাশয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাল্যাবস্থার একখানি চিত্র দান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে সকল অর্থ গচ্ছিত রহিয়াছে, তাহাদের বিবরণ হিসাবের পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। দুঃখের বিষয়, অর্থ অভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের স্মৃতি-রক্ষার সঙ্কল্পগুলির অধিকাংশই কার্য্যে পরিণত করা যায় নাই।

সাহিত্য-ইতিহাস-বিজ্ঞান ও দর্শন-শাখা

সভাপতি	আহ্বানকারী
সাহিত্য-শাখা—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়	শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
ইতিহাস-শাখা—৺নিখিলনাথ রায়	,, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরে, রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর	
বিজ্ঞান-শাখা—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ	ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ
দর্শন-শাখা—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অধিবেশন সংখ্যা—(ক) সাহিত্য-শাখা—৮, (খ) ইতিহাস-শাখা—২, (গ) বিজ্ঞান-শাখা—৩ এবং (ঘ) দর্শন-শাখা—১।

এই সকল অধিবেশনে পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ নির্ব্বাচন এবং পরিষদ্ গ্রন্থ নির্ব্বাচন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞান-শাখার অন্তর্গত বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা-বিভাগের কার্য্য, বিশেষতঃ পদার্থবিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা আলোচনার জন্য শাখা-সমিতির ১৫টি অধিবেশন হইয়াছিল।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন শাখা স্থাপিত হয় নাই। যে সকল শাখা বর্ত্তমান সময়ে কার্য্য চালাইতেছে তাহাদের মধ্যে মেদিনীপুর, গৌহাটী ও রঙ্গপুর-শাখা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। আলোচ্যবর্ষে মেদিনীপুর-শাখার বার্ষিক অধিবেশনে প্রথম দিনে মূল সভাপতি-পদে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও তৎপর দিবস সাহিত্যাদি শাখার এবং শিল্প ও কলা (সঙ্গীতাদি) বিভাগের সভাপতি-পদে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বৃত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে মেদিনীপুর-শাখায় যে সাহিত্য-সম্মিলন হয় তাহা সকল শাখারই অনুকরণযোগ্য। মূল পরিষৎ হইতে মেদিনীপুরে এই জন্য প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল। যে সকল শাখার বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা সংক্ষেপে পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষে কোন স্থান হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন আহূত হয় নাই।

পরিষদ্-মন্দির ও আসবাব

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের অল্পবিস্তর সংস্কার সাধন করা হইয়াছে।

মেসার্স এম ডি মুখার্জ্জি এণ্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মণিধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজ ব্যয়ে মাল মসলা প্রভৃতি দিয়া দুইটি শৌচাগার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত এ আর বন্দ্যোপাধ্যায় (বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব প্লাম্বিং এক্সপার্ট) মহাশয় নানা স্থান হইতে ড্রেণ প্রভৃতির জন্য নল, ইয়ার্ডগেলি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন।

গত বার্ষিক অধিবেশনে রমেশ-ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণের যে প্রস্তাব হয়, সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ঐ অধিবেশনেই নিম্ন নির্দ্দিষ্ট দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়	১০০০৲
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫০০৲
" মন্মথমোহন বসু	১০১৲
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	১০১৲
" জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ	১০০৲
" যতীন্দ্রনাথ বসু	৫০০৲

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয়। আলোচ্য বর্ষে এ বিষয়ে কার্য্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু বর্ষ মধ্যেই তাঁহার প্রতিশ্রুত দানের মধ্যে ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় পুস্তকালয়ের জন্য তিনটি পুস্তকাধার খরিদ করিবার অর্থ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার ব্যয় ৫০৲ টাকার মধ্যে ২৫৲ না লইয়া পরিষদের পুস্তকালয়ের পুস্তকাধার খরিদ করিবার জন্য দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কে সি পাল এণ্ড কোং টিম্বার মার্চ্চেণ্টের স্বত্বাধিকারী মহাশয় আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রদত্ত উপহার রক্ষা করিবার জন্য একটি সুদৃশ্য শো-কেস্ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা প্রমদা চৌধুরাণী তাঁহার স্বামী ডক্টর বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তকালী দানের সঙ্গে একটি পুস্তকাধার দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় পরিষদের সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় রাজসরকার

বঙ্গীয় রাজসরকার নানা বিভাগে ব্যয় সঙ্কোচ করিবার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার ফলে পরিষৎকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয় রাজসরকার হইতে পরিষদের গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ১২০০৲ টাকার স্থলে মাত্র ১০৮০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন শিক্ষায়তনের জন্য রাজসরকার ২০০ খানি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পরিবর্ত্তে ৭০ খানি মাত্র লইয়াছেন।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় কলিকাতা করপোরেশনের নিকট হইতে পরিষদের পুস্তকালয়ের জন্য ৬৫০৲ পাওয়া গিয়াছে এবং পরিষদ্ মন্দির ও চিত্রশালার ট্যাক্স রেহাই দিয়া করপোরেশন পরিষদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, চিত্রশালা সংরক্ষণ ও পরিচালনের জন্য করপোরেশন গত চারি বৎসর যে বার্ষিক দান করিতেন, আলোচ্য বর্ষে সেই দান না পাওয়ায় পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

আয়-ব্যয়

পরিশিষ্টে আলোচ্য বর্ষের বিভিন্ন বিভাগের এবং পৃথক্ পৃথক্ তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ দেওয়া হইল। মোটের উপর পরিষদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে। পরিষদের সকল বিভাগের কার্য্য অর্থাভাবেই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারা যায় নাই। সদস্যগণের নিকট হইতে আশানুরূপ চাঁদা পাওয়া যায় নাই। তদ্ব্যতীত বঙ্গীয় রাজ-সরকার গ্রন্থ প্রকাশার্থ বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ টাকার শতকরা ১০৲ কম দিয়াছেন। চিত্রশালার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কলিকাতা করপোরেশনের নিকট আলোচ্য বর্ষে কিছুই পাওয়া যায় নাই। সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া পরিষদের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে না পারিলে এবং বিশেষ বিশেষ কার্য্য সাধনের জন্য সাময়িক সাহায্য সংগ্রহ করিতে না পারিলে পরিষদের কার্য্যপরিচালন করা কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হয়।

বিশেষ বিশেষ দান

বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান, কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান ও সদস্যগণের বর্ষিক চাঁদা ব্যতীত নিম্নলিখিত দান আলোচ্য বর্ষে পাওয়া গিয়াছে—

১। মাইকেল মধুসূদনের বার্ষিক স্মৃতি-পূজার জন্য দান।
স্বর্ণকুমারী দেবীর স্মৃতিরক্ষার জন্য দান।
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মূর্ত্তির জন্য উৎকীর্ণ-লিপি প্রস্তুতের জন্য দান।
৪ পরিষদের প্রতিষ্ঠা-উৎসবে দান।
প্রফুল্ল-জয়ন্তীর ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দান।
৬ পুস্তকাধার ক্রয় করিবার জন্য দান।
৭ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী খরিদের জন্য দান।
৮ হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য দান।
৯ হরপ্রসাদ বর্দ্ধাপন-সমিতির দান।
১০ রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য দান।
১১ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মৃতি-ভাণ্ডারে দান।
১২ দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে দান।
১২ গৃহ-নির্ম্মাণ তহবিলে দান।
১৪ সাধারণ-তহবিলে দান।

পরিশিষ্টে এই সকল দানের বিবরণ দেওয়া হইল।

বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোম্পানীর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু, দাস কোম্পানীর শ্রীযুক্ত ভুতনাথ দাস এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় কার্য্যালয়ের ব্যবহারে জন্য কতকগুলি

দপ্তর-সরঞ্জামীর দ্রব্য দান করিয়া পরিষদের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সমেত হরপ্রসাদ বর্দ্ধাপন-সমিতির সভ্যগণের এক ফটো দান করিয়াছেন।

এই সকল দানের জন্য পরিষৎ দাতৃগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডার হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত কতিপয় পরলোকগত সাহিত্যিকের পরিবারবর্গকে মাসিক বা এককালীন অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য পরিষদ্ মন্দির মধ্যে একটি Home Saving Safe স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

পোপের আশীর্ব্বচন

আলোচ্য বর্ষে রোমের মহামান্য পোপ মহোদয় পরিষদের মঙ্গল কামনা করিয়া সম্পাদকের নামে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

উপসংহার

ধীরে ধীরে পরিষৎ উনচত্বারিংশৎ বর্ষ অতিক্রম করিয়া চত্বারিংশ বর্ষে উপনীত হইয়াছে। যাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় স্থাপয়িতাদের আদর্শ ক্রমশঃ মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। নানা বাধা ও বিসংবাদের মধ্যেও পরিষদের শক্তির ক্রমশঃ উপচয় হইয়াছে। বঙ্গদেশের বিশিষ্টতা ও বঙ্গদেশের জ্ঞান-সম্পদ্ যাহাতে যথারূপে আলোচিত ও সকলের পরিজ্ঞাত হয় এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবার জন্য এই পূজা-মন্দির যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটি দেশবাসীর হস্তে সঁপিয়া দিয়াছেন। ইহা আমাদের নিজস্ব। ইহার সম্পদে আমরা সম্পন্ন। ইহার জীবন ও উন্নতি আমাদের হস্তে ন্যস্ত। আমাদের উদাসীনতায় ইহার সমূহ ক্ষতি হইতে পারে। আমাদের ত্যাগ, চেষ্টা ও সাধনায় ইহার প্রভূত উন্নতি হইতে পারে। পরিষদের উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য দান ও যথাসাধ্য কার্য্য করা আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। আশা করি, এ বিষয়ে আমাদের চিত্তে কখনও অবসাদ আসিবে না ও এ কর্ত্তব্য পালনে আমরা শৈথিল্য করিব না। বঙ্গ-দেশবাসীর নিজ ভাষা ও বিশিষ্ট জ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্র এই পরিষৎ যাহাতে সমগ্র জগতে জ্ঞান-বিকাশের একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হয়, ইহাই আমাদের আশা। দেশের জনসাধারণ ও পরিষদের সদস্যগণ এই আশা শীঘ্র ফলবতী করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির,
কলিকাতা.
১৪ই শ্রাবণ, বঙ্গাব্দ ১৩৪০

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

(ক) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সামযিক-পত্রাদি

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে নিম্নোক্ত সাময়িক পত্রগুলি পাওয়া গিয়াছে,—

(* তারকা চিহ্নিতগুলি ক্রীত)

দৈনিক

১। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২। দৈনিক বসুমতী*, ৩। বঙ্গবাণী, ৪। Advance*, ৫। Amrita Bazar Patrika, ৬। Liberty*, ৭। Star of India, ৮। Statesman*।

সাপ্তাহিক

১। আজকাল, ২। আমোদ, ৩। এডুকেশন গেজেট, ৪। খুলনাবাসী, ৫। গৌড়ীয়, ৬। চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ, ৭। ছোট গল্প, ৮। ঢাকা-প্রকাশ, ৯। দীপালি, ১০। ত্রিপুরা, ১১। নবশক্তি, ১২। পল্লীবার্ত্তা, ১৩। পল্লীবাসী, ১৪। ফরিদপুর হিতৈষিণী, ১৫। বঙ্গরত্ন, ১৬। বঙ্গবাসী, ১৭। বসুমতী, ১৮। বাতায়ন, ১৯। বীরভূম-বার্ত্তা, ২০। ভগ্নদূত, ২১। মেদিনীপুর-হিতৈষী, ২২। মোহাম্মদী, ২৩। সময়, ২৪। সমাচার, ২৫। সঞ্জীবনী, ২৬। স্বরাজ, ২৭। স্বায়ত্ত-শাসন (ঢাকা), ২৮। হিতবাদী, ২৯। হিন্দু, ৩০। Calcutta Gazette, ৩১। Calcutta Municipal Gazette*, ৩২। Indian Messenger, ৩৩। Mussalman, ৩৪। Navavidhan.

পাক্ষিক

১। তত্ত্ব-কৌমুদী, ২। ধর্ম্মতত্ত্ব, ৩। সমাচার, ৪। সম্মিলনী, ৫। স্বায়ত্ত-শাসন।

মাসিক

১। অর্চ্চনা, ২। আর্য্য-গৌরব, ৩। আর্য্য-দর্পণ, ৪। আর্থিক উন্নতি, ৫। উপাসনা, ৬। উৎসব, ৭। উদ্বোধন, ৮। কল্যাণ (হিন্দী), ৯। কায়স্থ-পত্রিকা, ১০। কায়স্থ-সমাজ, ১১। কৃষি-সম্পদ, ১২। গন্ধবণিক মাসিকপত্র, ১৩। গল্পলহরী, ১৪। গৌড়প্রভা, ১৫। চিকিৎসা-প্রকাশ, ১৬। জয়শ্রী, ১৭। জন্মভূমি, ১৮। জীবন বীমা, ১৯। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ২০। তন্তুবায় সমাচার, ২১। তাম্বুলি পত্রিকা, ২২। শ্রীদেশবন্ধু, ২৩। নিবেদিতা, ২৪। পঞ্চপুষ্প, ২৫। প্রজাপতি, ২৬। প্রবর্ত্তক, ২৭। প্রবাসী, ২৮। বঙ্গলক্ষ্মী, ২৯। বঙ্গশ্রী,

৩০। বণিক, ৩১। বিচিত্রা, ৩২। বিশ্বজনীন, ৩৩। ব্রহ্মবাদী, ৩৪। ভাণ্ডার, ৩৫। ভারতবর্ষ, ৩৬। ভারতের সাধনা, ৩৭। মাধুরী, ৩৮। মাসিক বসুমতী, ৩৯। মাসিক মোহাম্মদী, ৪০। মাহিষ্য-সমাজ, ৪১। মোদক-হিতৈষিণী, ৪২। যুবক, ৪৩। যোগীসখা, ৪৪। রামধনু, ৪৫। শনিবারের চিঠি, ৪৬। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ, ৪৭। সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা, ৪৮। সদ্গোপ পত্রিকা, ৪৯। সুবর্ণবণিক সমাচার, ৫০। সোনার বাংলা, ৫১। সৌরভ, ৫২। সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৩। স্বাস্থ্য-সমাচার, ৫৪। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, ৫৫। হোমিওপ্যাথি পরিচারক, ৫৬। American Anthropologist, ৫৭। Journal of Ayurveda, ৫৮। Calcutta Medical Journal, ৫৯। Calcutta Review, ৬০। Commercial India, ৬১। India and the World, ৬২। Indian Medical Record, ৬৩। Indian Antiquary*, ৬৪। Indian Review*, ৬৫। Industry, ৬৬। Insurance and Finance Review, ৬৭। Insurance Herald, ৬৮। Insurance World, ৬৯। Maha-Bodhi, ৭০। Modern Review*, ৭১। Scientific Indian, ৭২। Tirumalai Sri Venkatesvara.

দ্বৈমাসিক

১। Indian Journal of Medicine, ২। Bulletin of the Museum of Fine Arts, Boston, ৩। গ্রামের ডাক, ৪। প্রকৃতি, ৫। শিবম্।

ত্রৈমাসিক

১। নাগরী-প্রচারিণী-পত্রিকা (হিন্দী), ২। পরিচয়, ৩। পূজা, ৪। প্রতিভা, ৫। Quarterly Journal of the Andhra Research Society, ৬। Journal and Proceedings, Asiatic Society of Bengal, ৭। Benares Hindu University Magazine, ৮। Cultural World, ৯। Indian Historical Quarterly, ১০। Mayurbhanj Gazette, ১১। Quarterly Journal of the Mythic Society, ১২। Review of Philosophy and Religion, ১৩। Bulletin of the School of Oriental Studies, London University, ১৪। Vishva-Bharati Quarterly.

(খ) এই সকল সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিষৎ-পত্রিকা দেওয়া হয়।

১। Alle Fonte della feila Religione, Rome, ২। Asiatic Society of Bengal, ৩। Institut für Volkerkunde der Universität Wien, ৪। Kern Institute, Leyden, হল্যাণ্ড, ৫। School of Oriental Studies, University of London, ৬। Smithsonian Institution, U. S. A., ৭। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ৯। জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ (National

Council of Education), যাদবপুর, ১০। হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন, প্রয়াগ, ১১। কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ, বাঙ্গালোর, ১২। Imperial Library, কলিকাতা, ১৩। Library of the Director General of Archaeology, New Delhi, ১৪। ইউনাইটেড রিডিং রুম্ ও লাইব্রেরী, ১৫। কর্ণওয়ালিস ইউনিয়ান ক্লাব ও লাইব্রেরী, ১৬। গৌতমী লাইব্রেরী, রাজমাহেন্দ্রী, ১৭। চৈতন্য লাইব্রেরী, ১৮। তালতলা লাইব্রেরী, ১৯। নবদ্বীপ ৭ম এডওয়ার্ড এংলো-সংস্কৃত লাইব্রেরী, ২০। বাগবাজার লাইব্রেরী, ২১। বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী, মেদিনীপুর, ২২। মাজু পাব্লিক লাইব্রেরী, ২৩। রামেন্দ্রসুন্দর-স্মৃতি-পাঠাগার, কান্দী, ২৪। লালগোলা পাবলিক লাইব্রেরী, ২৫। সমাজপতি-স্মৃতি-সমিতি ও লাইব্রেরী, ২৬। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, ২৭। শ্রীরামকৃষ্ণ-অদ্বৈত আশ্রম, কাশী, ২৮। রামকৃষ্ণ বেদ-বিদ্যালয় (গদাধর আশ্রম), ২৯। রামকৃষ্ণ মঠ লাইব্রেরী, বেলুড়, ৩০। রামকৃষ্ণ মিশন সোসাইটী ও লাইব্রেরী, রেঙ্গুন, ৩১। রামকৃষ্ণ মিশন ষ্টুডেন্টস্ হোম, ৩২। শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মঠ (বিবেকানন্দ মিশন), ৩৩। বিবেকানন্দ সোসাইটী, ৩৪। বিবেকানন্দ মিশন, কলিকাতা।

(গ) শাখা-সমিতির-সভ্যগণ

(১) সাহিত্য-শাখা

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় (সভাপতি); শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন; শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী; ৺নিখিলনাথ রায়; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র; শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু; শ্রীযুক্ত রমেশ বসু; শ্রীযুক্ত তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী (আহ্বানকারী)।

(২) ইতিহাস-শাখা

৺নিখিলনাথ রায় (সভাপতি), পরে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ; কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার; শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল; শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত রমেশ বসু; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু; শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন; শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বানকারী)।

(৩) দর্শন-শাখা

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (সভাপতি) ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ; মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ ; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র ; শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত ; শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর ; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য ; মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ; ৺অভয়কুমার গুহ ; শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্য ; শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য ; শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবিজয় সেন ; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ; শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (আহ্বানকারী)।

(৪) বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ (সভাপতি) ; শ্রীযুক্ত সহায়রাম বসু ; শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ; শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী ; ৺হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ; শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা ; শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় ; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ; শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন ; শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা ; শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ ; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ ; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার ; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ (আহ্বানকারী)।

(৫) আয়-ব্যয়-সমিতি

৺হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল ; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু ; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ; শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ : শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু ; শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা ; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু ; শ্রীযুক্ত দেবীবর ঘোষ ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন ; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ (আহ্বানকারী)।

(৬) চিত্রশালা-সমিতি

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ; শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র ; শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ ; শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ ; শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ; শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চন্দ্র ; শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায় ; শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার ; কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল (আহ্বানকারী)।

(৭) ছাপাখানা-সমিতি

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী (আহ্বানকারী)।

(৮) পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার; শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল; শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা; শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ; শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু; শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু; শ্রীযুক্ত বলাইলাল দত্ত; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ (আহ্বানকারী)।

(৯) স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-রক্ষণ সমিতি

শ্রীযুক্তা কামিনী রায়; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু; শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ (আহ্বানকারী)।

(১০) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র-নির্ব্বাচন সমিতি

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু (আহ্বানকারী)।

(১১) রমেশ-ভবন দ্বিতল-নির্ম্মাণ সমিতি

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা; শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র; শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত; পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক; শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ (সহঃ সম্পাদক); শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত (সহঃ সম্পাদক)।

(১২) হরপ্রসাদ-স্মৃতি-রক্ষণ-সমিতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত; ৺হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত; স্যর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা; শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা;

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু; শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার (আহ্বানকারী)।

(১৩) প্রফুল্ল-জয়ন্তী সমিতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত; শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ; শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা; শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু; শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (আহ্বানকারী)।

(১৪) রবীন্দ্র গ্রন্থ ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ-সমিতি

শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য; শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ; শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ (আহ্বানকারী)।

(১৫) নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন-সমিতি

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু; শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত; শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ; শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ (আহ্বানকারী)।

(১৬) পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা উৎসব-সমিতি

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ (আহ্বানকারী)।

(১৭) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ-পরিদর্শন-সমিতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদক)।

শাখা-পরিষৎ

রঙ্গপুর-শাখা—১৩৩৯

সভাপতি—রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ।

সদস্য-সংখ্যা—আজীবন ১, বিশিষ্ট ২, অধ্যাপক ৪, সহায়ক ৭, ছাত্র ২৫, এবং সাধারণ ৮৫, মোট ১২৪।

অধিবেশন-সংখ্যা—সাংবৎসরিক ১, সাধারণ ১, বিশেষ ২।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য সমিতি গঠনের জন্য দুইটি বিশেষ অধিবেশন হয় এবং সাধারণ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন কামরূপ ও অসমীয়া গ্রন্থ-বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ হয়। প্রবন্ধলেখক মহাশয় শাখার পুথিশালায় রক্ষিত পুথিগুলি আলোচনা করিয়া ২৩ খানি বঙ্গভাষায় লিখিত এবং অপূর্ব্ব প্রকাশিত অসমীয়া গ্রন্থের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। পুথিগুলির মধ্যে একখানি শাচিপত্রে লিখিত এবং উহাতে সাহ্ সুজা ও ঔরঙ্গজেবের কথা এবং স্বর্গনারায়ণের জন্মচরিত গ্রন্থে আহোমরাজগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। আসামের বৈষ্ণব কবি শঙ্কর দেব ও মাধব দেবের বহু গ্রন্থ এই শাখায় রহিয়াছে।

শাখার ২৬শ ও ২৭শ সাংবৎসরিক অধিবেশন এবং উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ১৩শ অধিবেশন অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হয়। শাখার সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পঠিত হইলে পর স্থানীয় জজসাহেব "মিশরের পিরামিড্" এবং রায় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভৌমিক বাহাদুর "সাহিত্যে সুচিতা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। "বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের কর্ত্তব্য" প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে শাখার সভাপতি মহাশয়ের স্বর্ণপদক এবং সঙ্গীতের জন্য শ্রীমতী উমা গুপ্তা মহাশয়াকে শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ মহাশয়ের প্রদত্ত রৌপ্য-পদক দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত সঙ্গীত ও প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার জন্য শ্রীমতী শোভনা সেন, রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং শাখার সভাপতি মহাশয়ের প্রতিশ্রুত কয়েকটি পদক ঘোষণা করা হয়।

মান্দ্রাজ আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয় শাখার চিত্রশালা পরিদর্শন করেন।

শাখার ১৭শ ভাগ পত্রিকা ১-৪ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

রঙ্গপুর শাখার পক্ষে শাখার সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের পঞ্চাশৎ জন্মোৎসবে এক প্রশস্তি দান করেন।

শাখা-পরিষদের সংলগ্ন এড্‌ওয়ার্ড মেমোরিয়াল হলের সংস্কার সাধনের জন্য বিভাগীয় কমিশনার শ্রীযুক্ত জে, জি, ড্রামণ্ড সাহেবের আনুকূল্যে ২৫০৲ গবর্মেণ্টের নিকট সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। তিনি উক্ত সংস্কার কার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য আরও ২৫০৲ টাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শাখার কার্য্য পরিচালনের জন্য স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে ৫০০৲ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে।

আয়-ব্যয়—গতবর্ষের উদ্বৃত্ত ১৭২৩৸৶৯, বর্ত্তমান বর্ষের আয় ৩০৮৶৹, মোট ২০৩২৻৯ মধ্যে ব্যয় ৪৪৮৷৶৯ বাদে ১৫৮৩৷৶৹ উদ্বৃত্ত আছে।

মেদিনীপুর-শাখা

বিংশ বর্ষ—১৩৩৮।৩৯ বঙ্গাব্দ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী।

সম্পাদক— ,, নলিনীনাথ দে।

সদস্য-সংখ্যা—১০৮ ; অধিবেশন-সংখ্যা ৩৫ ; গ্রন্থাগারে পুস্তক-সংখ্যা ১৭১১ ; এতদ্ব্যতীত শাখার মুখপত্র 'মাধবী' পত্রিকার বিনিময়ে ৩০ খানি সাময়িক পত্র পাওয়া যায়।

উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও কবিতা এবং তাহাদের লেখকগণ—

১। প্রাদেশিক ভাষায় মেদিনীপুর—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন।

২। দ্রাবিড় সভ্যতা—শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী।

৩। মেদিনীপুরের এথ্‌নলজিকাল সারভে—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন রায়।

৪। মেদিনীপুরে প্রচলিত লোক-নৃত্য—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আঢ্য।

৫। ভ্রান্তি—শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেনগুপ্ত।

৬। মেদিনীপুরে বৌদ্ধস্মৃতি (কবিতা)—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৭। জীবন-সঙ্গিনী (কবিতা)—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব।

৮। মন-মর্ম্মর—শ্রীমতী রাধারাণী দেবী।

৯। বর্ষায় রবীন্দ্রনাথ—শ্রীযুক্ত সুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচ্য বর্ষে চৈত্র মাসে শাখার বার্ষিক অধিবেশন এবং সাহিত্য-সম্মিলন হয় এবং তৎসংক্রান্ত চারুশিল্প-প্রদর্শনী হয়। বার্ষিক অধিবেশনে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শিল্প-প্রদর্শনী ও আবৃত্তি, সঙ্গীত, এস্‌রাজবাদন প্রভৃতি প্রতিযোগিতা-বিভাগে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। এই বার্ষিক উৎসবের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিপদে 'বোধনার' প্রতিষ্ঠাতা ঝাড়গ্রামের রাজা শ্রীযুক্ত নরসিংহ মল্ল দেও সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে মেদিনীপুরের নানা স্থান হইতে এবং কলিকাতা হইতে মূল পরিষদের কয়েকজন সদস্য প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে আয় ২৪৮৵০, ব্যয় ২০৩৲১২॥০, উদ্বৃত্ত ৪৫৴৭॥০।

গৌহাটী-শাখা

২৪শ বর্ষ—১৩৩৯

সভাপতি—শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্পাদক— ,, সত্যভূষণ সেন।

অধিবেশন-সংখ্যা—২। অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণ—

১। শিবসাগর (ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন।

২। আসামে প্রাপ্ত লোচনদাসের একটি গীত—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত [illegible]নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় বেদশাস্ত্রী।

৩। আমেরিকার সংবাদ-পত্র—শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।

৪। অচিন্ত্যকুমারের 'অমাবস্যা' (সমালোচনা)—শ্রীযুক্তা কমলা সেন।

এতদ্ব্যতীত এই সকল অধিবেশনে দুর্গাদাস লাহিড়ী, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রায় সাহেব দুর্গাধর বরকাটকী, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, নিখিলনাথ রায়, রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর, ব্রজেন্দ্রনাথ দে এবং অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

নদীয়া-শাখা

১৩৩৯

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অধিবেশন-সংখ্যা—৩। প্রবন্ধাদি ও লেখকগণ—

১। বাল্মীকি রামায়ণের ভূমিকা (প্রবন্ধ)—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর।

২। 'ভক্তকবি সুরদাস' বিষয়ে বক্তৃতা—বক্তা শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল।

৩। মহানিষ্ক্রমণ (অশ্বঘোষকৃত 'অভিনিষ্ক্রমণ' অবলম্বনে লিখিত)—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুধেন্দুকুমার দাস।

এতদ্ব্যতীত ঐ সকল অধিবেশনে সতীশচন্দ্র রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

চিত্রশালায় সংগৃহীত দ্রব্যাদি এবং প্রদাতৃগণ।

(ক) চিত্র (প্রাচীন ও আধুনিক)

১। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক—শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

২। চৌবিশী (চব্বিশটি জৈন তীর্থঙ্করের চিত্র)—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার।

৩। প্রাচীন বঙ্গের চিত্রাঙ্কনের ধারায় অঙ্কিত কৃষ্ণলীলার চিত্র—শ্রীযুক্ত যামিনী রায়।

৪। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্যকালের চিত্র—শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম।

৫। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের তৈলচিত্র—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬। শান্তি-সংবর্দ্ধনার ফটো—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

(খ) মূর্ত্তি

১। পিত্তল-নির্ম্মিত মহামায়ুরী মূর্ত্তি (কাষ্ঠাসন সমেত)—শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

২। বুদ্ধমূর্ত্তি (ধাতব), এবং ৩। লক্ষ্মীমূর্ত্তি (পিত্তল)—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(গ) মুদ্রা

১। দুইটি মুদ্রা (ওময়য় খলিফাদের সময়ের রৌপ্যমুদ্রা—দিরহম্)—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২। জার্ম্মাণী, ফরাসী, ইটালী, বেলজিয়ম, আমেরিকা ও তুরস্ক প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের ২০টি আধুনিক মুদ্রা—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী।

(ঘ) সাহিত্যিকগণের হস্তলিপি

১। কাঙ্গাল হরিনাথের স্বহস্তলিখিত গানের বই—রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর।

২। জে, ডি, এণ্ডার্সন সাহেবের পত্র—শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

৩। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের বাঙ্গালা ও ইংরেজি রচনা—শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল এবং ভ্রাতৃগণ।

(ঙ) সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্য

১। স্বর্ণকুমারী দেবী মহাশয়ার দোয়াত-দানী—শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না ঘোষাল।

২। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের চশমা—শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল এবং ভ্রাতৃগণ।

৩-৬। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল দত্ত মহাশয়ের চোগা, চাপকান, লিখিত পত্রাদির নকল, এবং জয়পুরাধিপতি মহারাজ রাম সিংহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হস্তিদন্তের গড়ম—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৭। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের ব্যবহৃত পায়জামা ও চাপকান—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

(চ) বিবিধ

১। প্রস্তর খণ্ড (মধ্য-ভারতের চারখেরী ষ্টেট-এর হীরকখনি হইতে প্রাপ্ত। ইহার নিম্নেই হীরক ছিল)—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র।

২। ভোটিব স্তূপ—শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঘোষ।

৩। সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত জলপাত্র—শ্রীযুক্তা বিমলাবালা চন্দ্র।

৪। স্বর্গীয় ডাঃ যামিনী সেন মহাশয়কে প্রদত্ত প্রশংসা-পত্র—শ্রীযুক্তা কামিনী রায়।

৫। দ্বারকার নিকটস্থ সমুদ্রের ফেণ—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দত্ত।

৬। হুগলি জেলার অন্তর্গত খামারগাছীর নিকট দাদপুর গ্রামে এক কূপ খননকালে প্রাপ্ত প্রাচীন মৃন্ময় দ্রব্যাদি—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রদত্ত দ্রব্যাদি

১। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অবসর গ্রহণকালে তাঁহার ছাত্রগণের প্রদত্ত মানপত্র, একটি রৌপ্যনির্ম্মিত কাস্কেট সমেত, (১৯১৭।২৩এ ফেব্রুয়ারী)।

২। বাগেরহাট মহকুমার শিক্ষকগণের প্রদত্ত মানপত্র—রূপায় বাঁধা বাঁশের কাস্কেট সমেত (১৯১৭।২১এ এপ্রিল)।

৩। সিদ্ধিপাশা হেমন্তকুমারী দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য রৌপ্যনির্ম্মিত আধার সমেত এক কর্ণিক (৩১এ জানুয়ারী, ১৯২৬)।

৪। নাগপুরের অধিবাসিগণের প্রদত্ত মানপত্র—একটি রৌপ্যনির্ম্মিত কাস্কেট সমেত (১৯৩২।২৭এ মার্চ্চ)।

৫। করাচী মিউনিসিপালিটির প্রদত্ত উৎকীর্ণ লিপি সমেত ট্রে একটি (১৯৩২।২২এ অক্টোবর)।

৬। আচার্য্য রায়ের প্রথম সিন্ধুদেশ গমন উপলক্ষে করাচীর পার্শী রাজকীয় মণ্ডল কর্ত্তৃক প্রদত্ত মানপত্র—কাষ্ঠ ও রৌপ্যনির্ম্মিত কাস্কেট সমেত (১৯৩২।২৮এ অক্টোবর)।

৭। প্রফুল্ল-জয়ন্তী উপলক্ষে কলিকাতা করপোরেশন-এর প্রদত্ত একটি রৌপ্যনির্ম্মিত চরকা—চরকার পাটায় মানপত্র খোদিত।

৮। প্রফুল্ল-জয়ন্তী সমিতির মানপত্র।

৯। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মানপত্র।

১০। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের মানপত্র (তাম্র-ফলকে উৎকীর্ণ)।

১১। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়-প্রদত্ত মানপত্র—(তাম্রফলকে দুই পংক্তি উৎকীর্ণ কবিতা)।

১২। করাচীর Buy Indian Bazar-এর প্রদত্ত মানপত্র—একটি চন্দন কাষ্ঠের বাক্স সমেত।

১৩। নিখিলবঙ্গ গবর্মেণ্ট কলেজের টীচার্স এসোসিয়েশন-এর প্রদত্ত মানপত্র—চন্দন কাষ্ঠের বাক্স সমেত।

১৪। নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক-সমিতির সভ্যগণের প্রদত্ত মানপত্র—চন্দন কাষ্ঠের আধার সমেত।

১৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কাউন্সিল অব পোষ্ট গ্রাজুয়েট টীচিং-এর মানপত্র—রৌপ্যনির্ম্মিত আধার সমেত।

১৬। পাঞ্জাব প্রদেশের রাসায়নিকগণের প্রদত্ত মানপত্র—রৌপ্যনির্ম্মিত কাস্কেট সমেত।

১৭। ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন-এর সভ্যগণের প্রদত্ত মানপত্র—রৌপ্যনির্ম্মিত কাস্কেট সমেত।

১৮। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্রগণের প্রদত্ত মানপত্র।

১৯। বিদ্যাসাগর কলেজ ইউনিয়ন কমার্শিয়াল বিভাগ হইতে প্রদত্ত মানপত্র।

২০। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্র-ছাত্রীগণের প্রদত্ত মানপত্র।

২১। নিখিলবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-সম্মিলনীর সভ্যগণের প্রদত্ত মানপত্র।

২২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দরিদ্র ছাত্রাবাসের পরিচালক ও ছাত্রগণের প্রদত্ত মানপত্র।

২৩। নারায়ণগঞ্জ (মেদিনীপুর) হইতে প্রেরিত মানপত্র।

২৪। নিখিল বঙ্গীয় শিক্ষক-সমিতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত এক তামার থালা।

২৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সমিতির সভ্যগণের প্রদত্ত মানপত্র—একটি চন্দন কাষ্ঠের বাক্স সমেত।

২৬। ছাত্রছাত্রী পরিষদের মানপত্র—রৌপ্যনির্ম্মিত কাস্কেট সমেত।

২৭। একটি রৌপ্যনির্ম্মিত নিশান।

২৮। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়-প্রদত্ত এক শ্বেত-প্রস্তরের পাত্র ও এক শঙ্খ।

২৯। একটি গালার ট্রে।

৩০। একটি লক্ষ্ণৌএর চিত্রিত ট্রে।

৩১। রৌপ্যনির্ম্মিত তালা ও চাবি।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সাধারণ-তহবিল, স্থায়ী-তহবিল ও গচ্ছিত তহবিলের

আয়-ব্যয় বিবরণ

(আয়)

বিবরণ	সাধারণ তহবিল	স্থায়ী তহবিল	গচ্ছিত তহবিল	মোট আয়
চাঁদা	৪৭৮৯॥০	...	...	৪৭৮৯॥০
প্রবেশিকা	৮০৲	...	...	৮০৲
পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৩৩৩৷৷/৩	...	১৫৫৸/৩	৪৮৯৷৶৬
পত্রিকা বিক্রয়	২৮২৶০	...	...	২৮২৶০
বিজ্ঞাপনের আয়	১৪৫৲	...	...	১৪৫৲
সুদ	॥০	২৩১৸০	১১১৫৸০	১৩৪৮৲
স্থায়ী তহবিল হইতে প্রাপ্তি	২৩১৸০	...	...	২৩১৸০
গবর্ণমেণ্টের দান	১০৮০৲	...	...	১০৮০৲
করপোরেশনের দান	৬৫০৲	...	...	৬৫০৲
এককালীন দান	৬৮১৭*	...	৫/০	৬৮৬৶০
স্মৃতিরক্ষার আয়	৫৩৲	...	১০০৲	১৫৩৲
পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	১৬৷/০	...	...	১৬৷/০
বিবিধ আয়	২৪৷/০	...	...	২৪৷/০
সংবর্দ্ধনার আয়	১২০৲	...	...	১২০৲
প্রতিষ্ঠা-উৎসবের চাঁদা	৮৬৲	...	...	৮৬৲
হাওলাত আদায়	৩৭৭৸৶৯	...	...	৩৭৭৸৶৯
আমানত জমা	১০৭৲	...	...	১০৭৲
হাওলাত জমা	৩৫০৲	...	২০১৷/৩	৫৫১৷/৩
	৯৪০৮৶০	২৩১৸০	১৫৭৭৸৶৬	১১২১৭৸/৬

(ব্যয়)

	বিবরণ	সাধারণ তহবিল	স্থায়ী তহবিল	গচ্ছিত তহবিল	মোট ব্যয়
১	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ ...	২৭৮৯৷৯	...	৪৯৭।৶৹	৩২৮৬৸
২	পত্রিকা মুদ্রণ ...	১৬৩৭৸/৯	...	...	১৬৩৭৸/
৩	পুস্তকালয় ...	১৯১৫/৩	...	...	১৯১৫/৩
৪	চিত্রশালা ও পুথিশালা ...	১৭৭৫৶/৯	...	...	১৭৭৫৶/১
৫	বিবিধ মুদ্রণ ...	৮০৶/৩	...	...	৮০৶৩
৬	ডাকমাশুল ...	৫৪৫৷৵/৩	...	...	৫৪৫৷৵
৭	মন্দির মেরামত ...	১০৮৶৹	...	...	১০৮৶৹
৮	আলো ও পাখা ...	২৫০৷/৹	...	...	২৫০৷/৹
৯	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া ও পোষাক	১৬৷৬	...	...	১৬৷৬
১০	দপ্তর সরঞ্জামী ...	৭৫৷৵/৬	...	...	৭৫৷৵/
১১	আসবাব ...	৶৬	...	...	৶
১২	„ মেরামত ...	১৬৸/৯	...	...	১৬৸/
১৩	গাড়ীভাড়া ...	৬০৸৵৬	...	...	৬০৸৵
১৪	স্মৃতিরক্ষার ব্যয় ...	৫২।৵৬	...	১৮৷৹	৭০৸৵
১৫	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ ...	১৭।৯	...	...	১৭।৯
১৬	বেতন (সাধারণ) ...	২২৬৯।৶৬	...	...	২২৬৯।৶৬
১৭	চাঁদা আদায়ের কমিশন ...	৩৩২৲৬	...	...	৩৩২৲৬
১৮	„ „ গাড়ীভাড়া ...	৪৯৶৯	...	...	৪৯৶৯
১৯	বিবিধ ব্যয় ...	৯২৸৶৬	...	...	৯২৸৶৬
২০	সংবর্দ্ধনা ...	১৬৪৸/৯	...	...	১৬৪৸/৯
২১	প্রতিষ্ঠা-উৎসব ...	১৪৫/৬	...	...	১৪৫/৬
২২	সাহায্য ...	৭৫৲	...	...	৭৫৲
২৩	আমানত শোধ ...	৫৯৲	...	...	৫৯৲
২৪	হাওলাত দাদন ...	২৭১।/৩	...	৩৫০৲*	৬২১।/৩
২৫	হরপ্রসাদ-বর্দ্ধাপন-সমিতি ...	২০৪৲	...	...	২০৪৲
২৬	হাওলাত শোধ ...	১০০৸/৬	...	২৬২৸৵৯	৩৬৩৸/৩
২৭	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার ...	...	...	৩৬৫৶৹	৩৬৫৶৹
২৮	স্থায়ী তহবিলের দান ...	...	২৩১৸৹	...	২৩১৸৹
		১৩১০৬/৩	২৩১৸৹	১৪৯৩৸৵৯	১৪৮৩১৸৹

* এই টাকা রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি-ভাণ্ডার হইতে সাধারণ-তহবিলে হাওলাত দেওয়া হইয়াছে।

কৈফিয়ৎ—১৩৩৯

	বিবরণ	গত বর্ষের আয়	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	মোট আয়	বর্ত্তমান বর্ষের মোট ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্‌বৃত্ত	উদ্‌বৃত্ত টাকার জায়		
							কোম্পানী কাগজ মজুদ	ডাকঘরে, ব্যাঙ্কে এবং কার্য্যালয়ে মজুত	সাধারণ তহবিলে হাওলাত
১	সাধারণ তহবিল	৪০১৫।/৮	৯৪০৮৲০	১:৪২৩।৶৮	১৩১০৬/৩	৩১৭।৵৫	...	৩১৭।৵৫(ক)	...
২	স্থায়ী তহবিল	৯৬৩৫।৵৯	২৩১৸০	৯৮৬৭৵৯	২৩১৸০	৯৬৩৫।৵৯	৫৬৩৫৲	।৵৯(খ)	৪০০০৲
৩	সঞ্চিত তহবিল	৩১০৬৬৸৵৩	১৫৭৭৸৶৬	৩২৬৪৪৸/৯	১৪৯৩৸৵৯	৩১১৫০৸৶০	২৯৩৬৫৲	১৭৮৫৸৶০(গ)	...
		৪৪৭১৭৷৵৮	১১২১৭৸/৬	৫৫৯৩৫৷২	১৪৮৩১৸০	৪১১০৩৸২	৩৫০০০৲	২১০৩৸২	৪০০০৲

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
আয়-ব্যয়-সমিতির সভাপতি।
৩০।৩।৪০

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতি।
২।৪।৪০

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
সভাপতি
ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন
১৪।৪।৪০

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

(ক) হস্তে নগদ।

(খ) হস্তে নগদ।

(গ) ব্যাঙ্কে—৭৪৩৶৯, ডাকঘরে ৩৶১০, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট ১০০৲ এবং হস্তে ৯৩৮৸৶৫।

গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল—১৩৩৯

আয়		ব্যয়	
১। গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক দান	১০৮০৲	প্রাচীন পুথির বিবরণ, অনাদিমঙ্গল, কালিকা-মঙ্গল, হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা, সিদ্ধান্ত-শতক ও সংবাদপত্রে সেকালের কথা প্রভৃতি মুদ্রণের ব্যয়—	
২। পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে প্রাপ্তি	১২৬২॥৩	১। নকল	৫০৲
৩। সুদ	৪৫৫৲	২। সম্পাদন	৫০৲
৪। গ্রন্থ বিক্রয়	৪৮৯।৵৬	৩। কাগজ	৪৭৬।০
		৪। মুদ্রণ	২০৩০৷৶৬
		৫। ছবি	৪১৴৯
		৬। বাঁধাই	২৫৲
		৭। বেতন, ডাকমাশুল ও গাড়ী ভাড়া ইত্যাদি	৬১৩॥৶৬
	৩২৮৬৷৵৯		৩২৮৬৷৵৯

লালগোলা-গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল—১৩৩৯

আয়		ব্যয়	
১। গ্রন্থাবলী বিক্রয়	১০৩৷৶৬	১। অনাদিমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, ধর্ম্মপুরাণ মুদ্রণের ব্যয়	২৯৪।৶
২। কোম্পানী-কাগজের সুদ	৪৫৫৲	২। ডাকমাশুল ও বেতনাদি	২০৩৲
৩। পরিষদের সাধারণ তহবিল হইতে হাওলাত	২০১।৴৩	৩। সাধারণ তহবিলের হাওলাত মধ্যে শোধ	২৬২৷৵৯
	৭৬০।৯		৭৬০।৯

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত জমা।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের হাওলাত জমার জের	৬১৩৷৵৬
১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত জমা	৩৫০৲
	৯৬৩৷৵৯
বাদ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত শোধ	১০০৷৵৬
	৮৬৩৲

জায়—		জায়—	
		জের—৪৫০৲	
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৫০৲	শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৫০৲
,, নরেন্দ্রনাথ লাহা	১৫০৲	,, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৩৲
,, যতীন্দ্রনাথ বসু	১৫০৲	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল	৩৫০৲
	৪৫০৲		৮৬৩৲

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

স্থায়ী ও গচ্ছিত তহবিলের আয়-ব্যয় বিবরণ, বঙ্গাব্দ ১৩৩৯

বিবরণ	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	মোট	বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার স্থান		
						কোং কাগজে মজুত	ডাকঘরে, ব্যাঙ্কে ও হাতে মজুত	সাধারণ তহবিলে হাওলাত
সাধারণ স্থায়ী তহবিল ...	৯৬৩৫।৶৯	২৩১৸৹	৯৮৬৭৵৯	২৩১৸৹	৯৬৩৫।৶৯	৫৬৩০৲	৵৯	৪০০০৲
লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল ...	১৩০০০৲	৭৬০।৯	১৩৭৬০।৯	৭৬০।৯	১৩০০০৲	১৩০০০৲	...	
বিনয়কুমার সরকার তহবিল ...	১২১৯॥৵৬	৫৩৸৵৹	১২৭৩।৶৬	...	১২৭৩।৶৬	১০০০৲	২৭৩।৶৬	
ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল ...	১৫০৯।৹	৬৩৸৹	১৫৭৩।৹	...	১৫৭৩।৹	১২৭৫৲	২৯৮।৹	
মহাভারত আদিপর্ব্ব তহবিল ...	৩৩৸৵৹	৪৲	৩৭॥৵৹	...	৩৭॥৵৹	...	৩৭॥৵৹	
সাহিত্য-সংরক্ষণ তহবিল ...	১৪৫৲	...	১৪৫৲	...	১৪৫৲	...	১৪৫৲	
দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডার ...	১১১৪৭॥৹	৩৮৫/৹	১১৫৩২॥/৹	৩৬৫৸৹	১১১৬৭।৶৹	১০৭০০৲	৪৬৭।৶৹	
কাশীরাম স্মৃতি তহবিল ...	৩৯৩।/৩	১৭॥৹	৪১০৸/৩	...	৪১০৸/৩	৩৫০৲	৬০৸/৩	
মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-তহবিল ...	৫৯৸৶৬	২০৲	৭৯৸৶৬	১৮॥৹	৬১।৶৬	...	৬১।৶৬	
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ” ...	৭৬০।৩	৩৩॥৯	৭৯৪/৹	...	৭৯৪/৹	৬৪০৲	১৫৪/৹	
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ” ...	২৩৮৬৸/৯	১০৬।৯	২৪৯৩/৯	৩৫০৲	২১৪৩/৯	২১২৫৲	১৮/৯	
অক্ষয়কুমার বড়াল ” ...	৩০৮৲	১৩৸৹	৩২১৸৹	...	৩২১৸৹	২৭৫৲	৪৬৸৹	
সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ” ...	১০০৲	...	১০০৲	...	১০০৲	...	১০০৲	
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ” ...	২৲	...	২৲	...	২৲	...	২৲	
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ” ...	১৲	...	১৲	...	১৲	...	১৲	
স্বর্ণকুমারী দেবী ” ...	...	১০০৲	১০০৲	...	১০০৲	...	১০০৲	
গৃহনির্ম্মাণ তহবিল ...	...	২০৲	২০৲	...	২০৲	...	২০৲	
	৪০৭০২৸/৹	১৮০[illegible]	৪২৫১২৸৶	১১২৫॥৵৯	৪০৭৮৬।/৯	৩৫০০০৲	১৭৮৬।/৯	৪০০০৲

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
আয়-ব্যয়-সমিতির সভাপতি।
৩০।৩।৪০

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতি।
২।৪।৪০

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
সভাপতি।
১৪।৪।৪০

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের

হাওলাত দাদন।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের জের	৭৮৮॥১০॥
১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদন	২৭১৷/৩
	১০৫৯৮/১৩॥০
বাদ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের হাওলাত আদায়	৩৭৭৸৶৯
	৬৮১৸৶৪॥০

জায়—

১। লালগোলা তহবিল	২৭৭/৪॥০
২। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দরুণ চণ্ডীদাসের পদাবলী	১৬০৸৵০
৩। শ্রীনিবারণচন্দ্র সুর	১০৬৲
৪। পরিষদের কর্ম্মচারী	১০৫৲
৫। দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১২৲
৬। কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন	২০৲
	৬৮১৸৶৪॥০

আমানত জমা।

১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আমানত জমার জের	৩৫৬৲
১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আমানত জমা	১০৭৲
	৪৬৩৲
বাদ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আমানত শোধ	৫৯৲
	৪০৪৲

জায়—

১। জমাদার এবং চাঁদা আদায়কারিগণের জমা	২০০৲
২। প্রবৃষ্টাইন এণ্ড কোং	৫০৲
৩। মাইকেল মধুসূদনের পত্নীর সমাধি-বেষ্টনী বাবদ	১৫৲
৪। ছাত্রসভ্যগণের জমা	২১৲
৫। চণ্ডীদাসের পদাবলীর অগ্রিম মূল্য	১২৲
৬। রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ	৩৲
৭। পুস্তক আদান-প্রদানের জন্য জমা	১০০৲
৮। পুস্তক বিক্রয়ের জন্য	৩৲
	৪০৪৲

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজার সাহায্য।

জের—১১৲

রায় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর	২৲	আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়	১৲
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৲	ডাক্তার ,, যতীন্দ্রনাথ মৈত্র	১৲
ডাক্তার শ্রীযুক্ত বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়	১৲	,, ,, বামনদাস মুখোপাধ্যায়	১৲
শ্রীযুক্ত ডক্টর সত্যচরণ লাহা	১৲	,, অমলচন্দ্র হোম	১৲
,, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা	১৲	,, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
,, কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ	১৲	,, রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর	১৲
,, রায় অনাথনাথ বসু	১৲	,, প্রমথনাথ চৌধুরী	১৲
,, কিরণচন্দ্র দত্ত	১৲	,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক	১৲
,, ডাক্তার সুধীরকুমার বসু	১৲	,, জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲

২০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসবে দান।

জের—৬৬৲

স্যর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১০৲	বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
,, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা	১০৲	শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু	২৲
স্যর ,, হরিশঙ্কর পাল	৫৲	,, ডাক্তার বামনদাস মুখোপাধ্যায়	২৲
রায় ,, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর	৫৲	,, ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত	২৲
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	৫৲	,, কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি	২৲
,, কুমার মন্মথনাথ মিত্র	৫৲	৺নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়	২৲
,, ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র	৫৲	শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন	২৲
,, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	৫৲	,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	২৲
,, কুমার দীনেন্দ্রনাথ মল্লিক	৫৲	,, বীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১৲
,, চন্দ্রকুমার সরকার	৫৲	,, হেমচন্দ্র নস্কর	১৲
,, ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ	৪৲	,, করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
,, হরেন্দ্রনাথ বল্লভ	২৲	,, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
	৬৬৲		৮৬৲

প্রফুল্ল-জয়ন্তী উপলক্ষে দান।

স্যর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৫৲	
,, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর	৫৲	
,, হরিদাস বসু	৫৲	
,, সতীশচন্দ্র ঘোষ	৪৲	
স্যর ,, হরিশঙ্কর পাল	৪৲	
,, ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র	৪৲	
রায় ,, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাহাদুর	৪৲	
,, গোকুলচন্দ্র লাহা	৪৲	
,, শ্যামাদাস বাচস্পতি	৪৲	
,, রায় যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর	৪৲	
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৪৲	
,, যতীন্দ্রনাথ বসু	৪৲	
বিচারপতি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র	৩৲	
শ্রীযুক্তা কামিনী রায়	৩৲	
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	২৲	
,, কবিরাজ গিরিজাপ্রসন্ন সেন	২৲	
,, কুমারকৃষ্ণ কুমার	২৲	
,, ডাক্তার সুধীরকুমার বসু	২৲	
,, মৃণালকান্তি ঘোষ	২৲	
রায় ,, যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর	২৲	
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	২৲	
,, দেবীবর ঘোষ	১৲	
,, অমল হোম	১৲	
,, ডক্টর নলিনাক্ষ দত্ত	১৲	
,, ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়	১৲	
,, ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৲	
,, উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲	
	৯৭৲	

জের—	৯৭৲
শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়	১৲
,, বিনয়কুমার সরকার	১৲
,, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	১৲
,, প্রিয়রঞ্জন সেন	১৲
,, জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ	১৲
রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর	১৲
৺হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	১৲
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী	১৲
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ	১৲
শ্রীযুক্ত ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল	১৲
,, জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
,, ডক্টর সত্যচরণ লাহা	১৲
,, দীনেন্দ্রনাথ মল্লিক	১৲
,, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১৲
,, হেমচন্দ্র ঘোষ	১৲
,, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
,, অনঙ্গমোহন সাহা	১৲
,, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৲
,, মন্মথমোহন বসু	১৲
,, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়	১৲
,, সতীশচন্দ্র বসু	১৲
,, চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	১৲
,, ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ	১৲
	১২০৲

বিবিধ দান

১। সাধারণ তহবিলে দান

আচার্য্যদেব মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের স্বত্বাধিকারী
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ মজুমদার—১০৲
হরপ্রসাদ বর্দ্ধাপন-সমিতি ৭৪৸/৬

২। গৃহ-নির্ম্মাণ তহবিলে

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু—২০৲

৩। পুস্তকাধার ক্রয় করিবার জন্য দান

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র	৪৫৲
„ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫৵০

৪। পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য দান

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দত্ত	২০৲

৫। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-স্মৃতির জন্য দান*

শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়	৫৲

৬। স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-ভাণ্ডারে দান

শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না ঘোষাল	১০০৲
„ এচ, ডি, বসু	২৫৲
„ কিরণচন্দ্র দত্ত	৫৲

*পরে স্যর জর্জ্জ গ্রিয়ার্সন ১ পাউণ্ড দান করিয়াছেন।

৭। রমেশচন্দ্র মিত্রের চিত্রের জন্য দান

রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চৌধুরী বাহাদুর	২৲

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মুর্ত্তি সংক্রান্ত উৎকীর্ণ-লিপি প্রস্তুত জন্য দান

শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম	১৬৲

৯। হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন-লেখমালা গ্রন্থ মুদ্রণার্থ দান

ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা	৩০০৲
আচার্য্য „ প্রফুল্লচন্দ্র রায়	১০০৲
„ অমলচন্দ্র হোম	১৫৲

১০। দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডারে দান

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ	২৲
„ নারায়ণচন্দ্র মৈত্র	১৸৶০
„ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	॥০

১৩৪০ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয় বিবরণ

আয়			ব্যয়		
১।	চাঁদা	৫০০০৲	১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩২৪০৲
২।	প্রবেশিকা	১০০৲	২।	পত্রিকা	১০০০৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৫০০৲	৩।	পুস্তকালয়	১৯৫০৲
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	২৭৫৲	৪।	বিবিধ মুদ্রণ	৭৫৲
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	১৫০৲	৫।	ডাকমাশুল	৫০০৲
৬।	স্থায়ী ও গচ্ছিত তহবিলের সুদ	১৪৫৬৲	৬।	চিত্রশালা ও পুথিশালা	৩০০০৲
৭।	বার্ষিক সাহায্য	১৭৩০৲	৭।	আলো ও পাখা	৩০০৲
৮।	এককালীন দান	৭৫০৲	৮।	ঘর ভাড়া	২৪৲
৯।	চিত্রশালার জন্য করপোরেশনের দান	৩০০০৲	৯।	মন্দির মেরামত	১০০৲
১০।	স্মৃতিরক্ষার আয়	১০০৲	১০।	দপ্তর সরঞ্জামী	৫০৲
১১।	বিবিধ আয়	২৫০৲	১১।	আসবাব	২৫৲
১২।	হাওলাত আদায়	২৫০৲	১২।	গাড়ী ভাড়া	৬০৲
১৩।	সংবর্দ্ধনার আয়	৫০৲	১৩।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	১০০৲
১৪।	পদক ও পুরস্কার	৫০৲	১৪।	পদক ও পুরস্কার	৫০৲
১৫	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	১০০৲	১৫।	বেতন	২১৫০৲
		১৩৭৬১৲	১৬।	চাঁদা আদায়ের কমিশন	৩৫০৲
	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	৩১৭৲	১৭।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	৩৬৫৲
		১৪০৭৮৲	১৮।	বিবিধ	১০০৲
			১৯।	পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা-উৎসব	৫০৲
			২০।	গচ্ছিত তহবিলের দেনা শোধ	৩৫০৲
			২১।	স্মৃতিরক্ষা	১০০৲
					১৩৯৩৯৲

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
সভাপতি।

১৪-৪-৪০।

প্রবাসী প্রেস—১২০।২, আপার সাকুলার রোড কলিকাতা হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

চত্বারিংশ ভাগ] [দ্বিতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বঙ্গাব্দ ১৩৪০

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এই সংখ্যার মূল্য ৮০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

ডক্টর স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় পি-এইচ ডি, ডি এস-সি, সি আই ই

সহকারী সভাপতিগণ

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম এ, পি-এইচ-ডি

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম এ,

সহকারী সম্পাদকগণ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, পি-এইচ ডি

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ

পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট

চিত্রশালাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ, পি-এইচ ডি

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি

ছাত্রাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ (সাহা) কুণ্ডু বি এস-সি, জি ডি এ

শ্রীযুক্ত দেবীবর ঘোষ

চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, এটর্ণি ; ২। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, এম এল সি ; ৩। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি ; ৪। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, এম এ ; ৫। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু ; ৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ ; ৭। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ ; ৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ ; ৯। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান-বিশারদ ; ১০। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ; ১১। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত এম্-এ, পি-এইচ ডি, ডি লিট্ ; ১২। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এস্-সি (লণ্ডন) ; ১৩। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার ; ১৪। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ; ১৫। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ বি এস-সি ; ১৬। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি ; ১৭। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম আর এ এস ; ১৮। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, ভিষগ্রত্ন, এল এ এম এস ; ১৯। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ; ২০। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন) ; ২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী ; ২২। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ ; ২৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ ; ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ; ২৫। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আঢ্য ; ২৬। ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি ; ২৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী

= বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ =

প্রধান সম্পাদক—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সহযোগী-সম্পাদক

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

অমল হোম

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড

কলিকাতা

সবিনয় নিবেদন,—

আপনি সম্ভবতঃ অবগত আছেন যে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর শতবার্ষিকী উপলক্ষে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার যাবতীয় গ্রন্থাবলীর একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিবার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এই সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি ও অনুষ্ঠান-পত্র আপনার নিকট প্রেরিত হইতেছে। ইহাতে আপনি এই গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে সমুদয় বিবরণ জানিতে পারিবেন। পরিষৎ আশা করেন যে, আপনি এই গ্রন্থাবলীর গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া ইহার প্রকাশ-কার্য্যে আনুকূল্য করিবেন। আপনার সাহায্যের উপরেই এই বিরাট কার্য্যের সফলতা নির্ভর করিতেছে।

আপনার অবগতির জন্য লিখিতেছি, গ্রন্থাবলীর সম্পাদনকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে; প্রথম ভাগ মুদ্রিত হইতেছে এবং শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইতি, ২০শে পৌষ, ১৩৪০।

বশংবদ

শ্রীরাজশেখর বসু

সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বিজ্ঞপ্তি ও অনুষ্ঠান-পত্র

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী

[বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, ফার্সী, উর্দ্দ্, ও ইংরেজী]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ

প্রধান সম্পাদক—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা

১৩৪০

পরিচয়

রাজা রামমোহন রায় ভারতের নবযুগপ্রবর্ত্তক। তাঁহার গ্রন্থাবলী জাতির অমূল্য সম্পদ। রাজার মৃত্যুর শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার সমগ্র রচনাবলীর একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সংস্করণের প্রধান সম্পাদক হইবেন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, "প্রবাসী" ও "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকার সম্পাদক, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-মহাশয়। তাঁহার উপদেশে, সাহিত্য-পরিষদের তিন জন সদস্য, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম কর্ত্তৃক গ্রন্থগুলি সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইবে। সম্পাদনকার্য্যে তাঁহারা সুপটু; সে-বিষয়ে তাঁহাদের কৃতিত্ব সুবিদিত। রামানন্দবাবুর পরিচালনায় ও তাঁহাদের চেষ্টায় যে রামমোহন রায়ের যাবতীয় গ্রন্থের একটি নির্ভুল ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর কোন সংস্করণ বা পুনর্মুদ্রণ হয় নাই। ফলে তাঁহার পুস্তকাদি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এবং তাহাদের পঠনপাঠন স্থগিত। এই অভাব মোচনের অভিপ্রায়েই, বহু প্রয়াসে ও অর্থব্যয়ে, রামমোহনের প্রত্যেক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ দেশ-বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া, খণ্ডাকারে এই গ্রন্থসংগ্রহ প্রকাশের আয়োজন হইতেছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই আয়োজনের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের, বিশেষভাবে পরিষদের সদস্যগণের, সাহায্য ও সহানুভূতির উপর ইহার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। আমি আশা করি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর এই সংস্করণটি সাদরে গৃহীত ও পঠিত হইবে। প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর গৃহে ইহা বিরাজ করুক। ইতি ৪ঠা পৌষ, ১৩৪০॥

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়
সভাপতি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

অনুষ্ঠান-পত্র

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, ব্রিষ্টল নগরে, রামমোহন রায়ের দেহত্যাগের পর এক শত বৎসর উত্তীর্ণ হইল। আজ দেশে বিদেশে তাঁহার পরলোকগমনের শতবার্ষিক উৎসব হইতেছে। এই শত বৎসরে রামমোহন ভারতের বর্ত্তমান যুগের অবিসম্বাদী নেতারূপে সর্ব্বত্র স্বীকৃত। ধর্ম্ম ও দর্শন তত্ত্বের প্রচারে, সমাজনীতির বিচারে, রাজনীতির চর্চ্চায়—সকল দিকেই তিনি তাঁহার বহুমুখী ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন এবং এ সমুদয় বিষয়েই তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই সমস্ত রচনা শুধু বাঙ্গালার নহে, সমগ্র ভারতের বিশেষ সম্পদ। অথচ পরিতাপের বিষয়, তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ ইদানীং অতিশয় দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার কোন কোন পুস্তক লুপ্তপ্রায়, এমন কি তাঁহার কয়েকটি রচনা এখনও প্রচলিত গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নাই।

বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, ফার্সী, উর্দ্দু ও ইংরেজী, এই কয়টি ভাষাতেই রামমোহন তাঁহার পুস্তক-পুস্তিকাদি লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের আবহাওয়ার দোষে ও সাধারণতঃ বই ও কাগজপত্র যেরূপ অবহেলায় এখানে রক্ষিত হয়, তাহার ফলে সেগুলি রামমোহনের মৃত্যুর বৎসর-দশেকের মধ্যেই দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে। এই অবস্থা দেখিয়া, রামমোহনের রচনাবলী যাহাতে লুপ্ত হইয়া না যায় এই উদ্দেশ্যে, তাঁহার শিষ্য ও বন্ধুগণ তখনই তাহার পুনর্মুদ্রণের জন্য উদ্যোগী হন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অন্যতম প্রধান শিষ্য—তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয়—নিজব্যয়ে তাঁহার সমস্ত বাঙ্গালা গ্রন্থ একত্র প্রকাশ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে, রামগোপাল ঘোষ-মহাশয় রামমোহনের স্মৃতিরক্ষাকল্পে সংগৃহীত অর্থে তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশের প্রস্তাব করেন। কিন্তু সে-প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ইহার পর, দেবেন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে, ১৮৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে, রামমোহনের কতকগুলি পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হয়।

তাহার পর বহুকাল আর রামমোহনের রচনাদি স্বতন্ত্রাকারে বা সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এবং ইংরেজী গ্রন্থগুলি সর্ব্বপ্রথম একত্র সংগৃহীত হইয়া দুইটি স্বতন্ত্র সংস্করণে প্রকাশিত হইল উনবিংশ শতাব্দীর

শেষভাগে। ইহাদের প্রথমটি রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় সম্পাদন করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আরব্ধ হইয়া এই সংস্করণটির প্রকাশ-কার্য্য শেষ হয় আট বৎসর পরে—১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাতে রামমোহনের যতগুলি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ সে-সময়ে পাওয়া গিয়াছিল তাহার সবগুলিই আছে। ইংরেজী গ্রন্থগুলি সম্পাদন করেন যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ-মহাশয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সংস্করণের প্রথম খণ্ড ও দুই বৎসর পরে—১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে—দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। চৌদ্দ বৎসর পরে, ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে, কলিকাতা হইতে শ্রীকান্ত রায় এই সংস্করণটি তিন খণ্ডে পুনর্মুদ্রণ করেন, এবং ১৯০৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদের পাণিনি কার্য্যালয় হইতে রামমোহনের সমগ্র গ্রন্থাবলী দুই খণ্ডে—ইংরেজী এক খণ্ড এবং বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এক খণ্ড—প্রকাশিত হয়। এইটিও রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়গণের সংস্করণ দুইটির পুনর্মুদ্রণ মাত্র। কিন্তু এই গ্রন্থাবলী দুইটিও এখন নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য।

তাহার পর আবার ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে রামমোহনের দুই চারিখানি বাঙ্গালা পুস্তিকার পুনর্মুদ্রণ ভিন্ন তাঁহার গ্রন্থাবলীর নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিবার কোন চেষ্টাই হয় নাই। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে, ব্রাহ্ম-সমাজের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে, রামমোহনের সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশের উদ্যোগ হয়, কিন্তু এ-পর্য্যন্ত উহার দুইটি ক্ষুদ্রাকার খণ্ডমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুই খণ্ডই পাণিনি কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর পুনর্মুদ্রণমাত্র। রামমোহনের উপরোক্ত সংস্করণ কয়টি বা তাহাদের পুনর্মুদ্রণগুলির কোনটিই কিন্তু সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ নহে। ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ পাঠ ব্যতীত এগুলিতে অন্যান্য নানা ত্রুটি-আছে। কোন কোন স্থলে কয়েকখানি পুস্তকের অংশবিশেষ বর্জ্জিত হইয়াছে, আবার কোন কোনটিতে রামমোহনের রচনার বিকৃতি ঘটিয়াছে। ইহা ছাড়া, পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, রামমোহনের কয়েকটি রচনা এ-পর্য্যন্ত তাঁহার গ্রন্থাবলীভুক্ত হয় নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক রামমোহনের বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, ফার্সী, ইংরেজী, উর্দ্দু প্রভৃতি যাবতীয় গ্রন্থের যে-সংস্করণ প্রকাশিত হইবে তাহাতে আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত তাঁহার সমুদয় রচনা এবং তাঁহার গ্রন্থাবলীর প্রচলিত সংস্করণভুক্ত নহে এমন একাধিক পুস্তক-পুস্তিকা থাকিবে। এই সংস্করণের পাঠ সর্ব্বপ্রথম সংস্করণ হইতে

অনুষ্ঠান-পত্র

গৃহীত হইবে এবং রামমোহনের জীবদ্দশায় প্রকাশিত অন্যান্য সংস্করণের সহিত মিলাইয়া পাঠান্তর দেওয়া হইবে। রামমোহনের গ্রন্থের বিশুদ্ধ পাঠোদ্ধারের চেষ্টা এই প্রথম। পরিষৎ-সংস্করণে প্রকাশিত প্রত্যেকটি গ্রন্থের বিশদ ঐতিহাসিক ভূমিকা, সূচী, নির্ঘণ্ট, টীকা প্রভৃতি থাকিবে। তদুপরি, রামমোহনের বিচারবিতর্ক-সম্পর্কিত পুস্তকগুলির পরিশিষ্টরূপে তাঁহার প্রতিপক্ষের উত্তর-প্রত্যুত্তরও মুদ্রিত হইবে। এই বিষয়ে এ-চেষ্টাও এই প্রথম। বলা প্রয়োজন, এই গ্রন্থাবলীতে রামমোহনের রচনার কোন তত্ত্বব্যাখ্যা বা সমালোচনা থাকিবে না, কেন-না সে-কাজ বর্ত্তমান সংস্করণের সম্পাদকগণের উদ্দেশ্যবহির্ভূত।

বর্ত্তমান সংস্করণের মুদ্রণপারিপাট্য ও অঙ্গসৌষ্ঠব যাহাতে যথোপযোগী হয় তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে। তাহা ছাড়া এই সংস্করণে প্রথম সংস্করণগুলির আখ্যাপত্রের * ও এক একখানি পৃষ্ঠার অবিকল প্রতিলিপি এবং অন্যান্য চিত্র ইত্যাদি থাকিবে। এই বিজ্ঞপ্তির সহিত যে প্রতিলিপি দেওয়া হইল তাহা হইতেই পুস্তকের আকার, কাগজ ও ছাপা কিরূপ হইবে তাহার কতকটা ধারণা করিতে পারা যাইবে।

এই সংস্করণ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু প্রত্যেক খণ্ডে একটি বা একাধিক সম্পূর্ণ পুস্তক থাকিবে। রামমোহনের পুস্তকাবলী বহু স্থানে, এমন কি ইংলণ্ড ও অন্য নানা দেশে, ছড়াইয়া থাকায় সেগুলিকে সংগ্রহ করা প্রচুর সময়, শ্রম ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এই জন্য বর্ত্তমান সংস্করণ সমাপ্ত করিতে কিছু সময় লাগিবে। আশা করা যাইতেছে, তিন বৎসরে এই কার্য্য সমাধা করা যাইবে। কিন্তু অবস্থানুকূল্যে আরও অল্প সময়ের মধ্যেও উহা সম্পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। ইতি, কলিকাতা, ২রা পৌষ, ১৩৪০।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
প্রধান সম্পাদক

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী
অমল হোম
সহযোগী সম্পাদক

[* পরপৃষ্ঠায় ১৮৩৭ শকাব্দে, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, প্রকাশিত বাঙ্গালা ভাষায় "বেদান্ত-গ্রন্থ" পুস্তকের ইংরেজী আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হইল।]

THE

BENGALEE TRANSLATION

OF THE

VEDANT,

OR

RESOLUTION

OF ALL THE

VEDS;

THE MOST CELEBRATED AND REVERED WORK

OF

BRAHMINICAL THEOLOGY,

ESTABLISHING THE UNITY

OF

The Supreme Being,

AND

THAT HE IS THE ONLY OBJECT OF WORSHIP,

TOGETHER WITH

A PREFACE,

BY THE TRANSLATOR.

CALCUTTA:

FROM [illegible] AND CO.

1816.

নমুনা-পৃষ্ঠা

বেদান্ত-গ্রন্থ

ভূমিকা

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্ত শাস্ত্রের বিবরণের দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে জে সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন। যদি সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তিবলের দ্বারা ব্রহ্ম পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ভূমা ইত্যাদি ব্রহ্মবাচক প্রসিদ্ধ শব্দ হইতে কোন কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্যকে প্রতিপন্ন কর তবে সংস্কৃত শব্দে জে সকল শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণিত হইয়াছে তাহার অর্থের স্থৈর্য্য কোন মতে থাকেনা জেহেতু ব্যুৎপত্তিবলেতে কৃষ্ণ শব্দ আর রাম শব্দ পশুপতি শব্দ এবং কালী দুর্গাদি শব্দ হইতে অন্য ২ বস্তু প্রতিপাদ্য হইয়া কোন শাস্ত্রের কি প্রকার তাৎপর্য্য তাহার নিশ্চয় হইতে পারেনা। ইহার কারণ এই জে সংস্কৃতে নিয়ম করিয়াছেন জে শব্দ সকল প্রায়স ধাতু হইতে বিশেষ ২ প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় সেই ধাতুর অনেকার্থ এবং প্রত্যয়ো নানা প্রকার অর্থে হয়। অতএব প্রতি শব্দের নানা প্রকার ব্যুৎপত্তিবলেতে অনেক প্রকার অর্থ হইতে পারে। অধিকন্তু কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে সকলে অনায়াসে নিশ্চয় করিবেন জে যদি রূপগুণবিশিষ্ট কোন

॥ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ॥

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

চিত্তশুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার হয় এই হেতু তখন ব্রহ্ম বিচারের ইচ্ছা জন্মে ॥ ১ ॥

ব্রহ্ম লক্ষ্য এবং বুদ্ধির গ্রাহ্য না হয়েন তবে কিরূপে ব্রহ্ম তত্বের বিচার হইতে পারে এই সন্দেহ পরসূত্রে দূর করিতেছেন ॥

জন্মাদ্যস্য য়তঃ ॥ ২ ॥

এই বিশ্বের জন্ম স্থিতিনাশ জাহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম। অর্থাৎ বিশ্বের জন্মস্থিতি ভঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মকে নিশ্চয় করি। জে হেতু কার্য্য থাকিলে কারণ থাকে। কার্য্য না থাকিলে কারণ থাকে না। ব্রহ্মের এই তটস্থ লক্ষণ হয় তাহার কারণ এই জগতের দ্বারা ব্রহ্মকে নির্ণয় ইহাতে করেণ। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বেদে কহেন জে সত্য সর্ব্বজ্ঞ এবং মিথ্যা জগৎ জাহার সত্যতা দ্বারা সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। জেমন মিথ্যা সর্প সত্যরজ্জুকে আশ্রয় করিয়া সর্পের ন্যায় দেখায় ॥ ২ ॥

শ্রুতি এবং স্মৃতির প্রমাণের দ্বারা বেদের নিত্যতা দেখি অতএব ব্রহ্ম বেদের কারণ না হয়েন। এ সন্দেহ পরসূত্রে দূর করিতেছেন—

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ৩ ॥

শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ তাহার কারণ ব্রহ্ম অতএব সুতরাং জগৎকারণ ব্রহ্ম হয়েন। অথবা শাস্ত্র বেদ সেই বেদে ব্রহ্মের প্রমাণ পাওয়া জাইতেছে জেহেতু বেদের দ্বারা ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব নিশ্চিত হয় ॥ ৩ ॥

[বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী যে আকারে, টাইপে ও কাগজে ছাপা হইবে, তাহার একটি পৃষ্ঠার নমুনা দেওয়া হইল]

১৮৩৩-১৯'

রামমোহন রায়ের
== গ্রন্থাবলী ==

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ

[গ্রাহক আবেদন-পত্র]

ডাক
টিকিট

মাননীয়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয়

সমীপে—

২৪৩।১, অপার সার্কুলার রোড

কলিকাতা

তারিখ……………………১৯ ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয় সমীপে—

আমি পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে নিম্নচিহ্নিত গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করিলে আনন্দিত হইব—

(ইহার মধ্যে আপনি যে-শ্রেণীর গ্রাহক হইবেন শুধু সেইটি রাখিয়া অবশিষ্টগুলি সব কাটিয়া দিবেন।)

১। প্রতিষ্ঠাতা গ্রাহক—৩০৲ টাকা

২। অগ্রিম গ্রাহক—

ক…২২৲ টাকা | খ…১৫৲ টাকা | গ…১২৲ টাকা

৩। বার্ষিক গ্রাহক—

ক…৯৲ টাকা | খ…৬৲ টাকা | গ…৫৲ টাকা

[অনুষ্ঠান-পত্রের ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

আমি…………গ্রাহক চাঁদা বাবদ…………টাকা পাঠাইলাম।

নাম……………………………………………………

ঠিকানা…………………………………………………

……………………………………………………………

গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী

সমগ্র গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ ও প্রকাশকার্য্যে অনুমান তিন বৎসর লাগিবে। এই তিন বৎসর, পর পর, এক ভাগ (part) বাঙ্গালা ও এক ভাগ ইংরেজী, এই দুই ভাগ পুস্তক প্রকাশিত হইবে। এইরূপ কয়েকটি ভাগ একত্রিত হইয়া একটি খণ্ডে (volume) দাঁড়াইবে। কোন খণ্ডই অন্যূন ৫০০ পৃষ্ঠার কম হইবে না। গ্রন্থাবলী শেষ হইতে অন্ততঃ এইরূপ ছয় খণ্ডের কম লাগিবে না। নির্দ্দিষ্টসংখ্যক পুস্তক মুদ্রিত হইবে। প্রত্যেক ভাগের পৃথক মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে, তবে যাঁহারা সমগ্র গ্রন্থাবলীর গ্রাহক হইবেন তাঁহারা নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাইবেন।

১। প্রতিষ্ঠাতা-গ্রাহক [FOUNDER-SUBSCRIBERS]

যাঁহারা এই গ্রন্থাবলীর প্রকাশানুকূল্যে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসাহায্য করিবেন তাঁহারা "প্রতিষ্ঠাতা-গ্রাহক" নামে অভিহিত হইবেন। এককালে **অগ্রিম ৩০৲ টাকা** দিলেই প্রতিষ্ঠাতা-গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হওয়া যাইবে। এইরূপ গ্রাহক দুই শত জনের অধিকসংখ্যক করা হইবে না। ইঁহাদের গ্রন্থাবলী বিশেষভাবে বাঁধাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইবে, এবং প্রত্যেক গ্রন্থাবলীর সঙ্গে দাতার নামাঙ্কিত প্রাপ্তিস্বীকারপত্র সংযুক্ত থাকিবে। প্রতিষ্ঠাতা-গ্রাহকগণের নাম গ্রন্থশেষে একটি তালিকাতেও বিশিষ্টভাবে উল্লিখিত হইবে।

২। অগ্রিম গ্রাহক [PRE-PUBLICATION SUBSCRIBERS]

(ক) সমগ্র গ্রন্থাবলীর জন্য এককালে **অগ্রিম ২২৲** দিতে হইবে।

(খ) যাঁহারা **কেবলমাত্র ইংরেজী গ্রন্থাবলী** লইবেন তাঁহাদিগকে এক-কালে **অগ্রিম ১৫৲ টাকা** দিতে হইবে।

(গ) যাঁহারা **কেবলমাত্র বাঙ্গালা ইত্যাদি গ্রন্থাবলী** লইবেন তাঁহাদিগকে এককালে **অগ্রিম ১২৲ টাকা** দিতে হইবে।

৩। বার্ষিক গ্রাহক [ANNUAL SUBSCRIBERS]

(ক) **সমগ্র গ্রন্থাবলীর** জন্য তিন বৎসর প্রতি বর্ষে এককালে **অগ্রিম ৯৲ টাকা**।

(খ) **কেবলমাত্র ইংরেজী গ্রন্থাবলীর** জন্য তিন বৎসর প্রতি বর্ষে এককালে **অগ্রিম ৬৲ টাকা**।

(গ) **কেবলমাত্র বাঙ্গালা ইত্যাদি গ্রন্থাবলীর** জন্য তিন বৎসর প্রতি বর্ষে এককালে **অগ্রিম ৫৲ টাকা**।

প্রতি বর্ষে ইংরেজী গ্রন্থাবলীর অন্যূন ৬০০ পৃষ্ঠা ও বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর ৪০০ পৃষ্ঠা প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী

প্রত্যেক খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ হইবা মাত্র গ্রাহকগণের নিকট ডাকযোগে প্রেরিত হইবে; ডাকমাশুল যাহা লাগিবে তাহা ভিঃ পিঃ পিঃ করিয়া আদায় করা হইবে। তবে কলিকাতায় অথবা শহরতলীতে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে গ্রন্থ লইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

টাকাকড়ি, চেক্, ইত্যাদি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয়ে, সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

—০:*:০—

রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থের তালিকা

	শকাব্দ
১। বেদান্তগ্রন্থ	১৭৩৭
২। বেদান্তসার	১৭৩৮
৩। তলবকার উপনিষৎ [কেনোপনিষৎ]	„
৪। ঈশোপনিষৎ ...	
৫। কঠোপনিষৎ ...	১৭৩৯
৬। মুণ্ডকোপনিষৎ ...	
৭। মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ...	
৮। ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার	„
৯। সহমরণবিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সংবাদ (প্রথম)	১৭৪০
১০। গায়ত্রীর অর্থ ...	„
১১। গোস্বামীর সহিত বিচার	„
১২। সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সংবাদ (দ্বিতীয়)	১৭৪১
১৩। সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার	১৭৪২
১৪। কবিতাকারের সহিত বিচার ...	
১৫। ব্রাহ্মণসেবধি—১, ২, ৩ অথবা ব্রাহ্মণ ও মিসনরি সংবাদ ...	১৭৪৩
১৬। পাদ্রি ও শিষ্য সংবাদ	১৭৪৩
১৭। চারি প্রশ্নের উত্তর ...	১৭৪৪
১৮। পথ্যপ্রদান ...	১৭৪৫
১৯। প্রার্থনাপত্র ...	„
২০। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ	১৭৪৮
২১। কায়স্থের সহিত মদ্যপান-বিষয়ক বিচার	„
২২। বজ্রসূচী	১৭৪৯
২৩। গায়ত্র্যা পরমোপাসনা বিধানং	„
২৪। ব্রহ্মসঙ্গীত	১৭৫০
২৫। ব্রহ্মোপাসনা	„
২৬। সহমরণ বিষয় (তৃতীয় পুস্তক)	১৭৫১
২৭। অনুষ্ঠান	„
২৮। গৌড়ীয় ব্যাকরণ	১৭৫৫
২৯। কুলার্ণব তন্ত্র, পঞ্চম খণ্ড, প্রথম উল্লাস	
৩০। ক্ষুদ্র পত্রী	
৩১। আত্মানাত্মবিবেক	

উপরিলিখিত পুস্তকগুলি ব্যতীত রামমোহনের গ্রন্থাবলীর প্রচলিত সংস্করণভুক্ত নহে এমন কয়েকখানি পুস্তকও এই সংস্করণে মুদ্রিত হইবে।

The Collected Works of Rammohun Roy

A LIST OF

RAMMOHUN ROY'S WORKS IN ENGLISH

*INCLUDED IN EXISTING EDITIONS**

1816—1. An Abridgment of the Vedant, etc. 2. Translation of the Cena Upanishud, etc. 3. Translation of the Ishopanishud, etc.

1817—4. A Defence of Hindoo Theism, etc. 5. A Second Defence, etc.

1818—6. A Conference between an Advocate for, and an Opponent of, the Practice of Burning Widows alive, etc.

1819—7. Translation of the Moonduk Opunishud, etc. 8. Translation of the Kuth-Opunishud, etc.

1820—9. An Apology for the Pursuit of Final Beatitude, etc. 10. A Second Conference between an Advocate for, and an Opponent of, the Practice of Burning Widows alive. 11. The Precepts of Jesus, etc. 12. An Appeal in Defence of the "Precepts of Jesus," etc.

1821—13. The Brahmunical Magazine, etc., I, II and III. 14. Second Appeal in Defence of the "Precepts of Jesus," etc.

1822—15. Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females, etc.

1823—16. The Brahmunical Magazine, etc., No. 4. 17. Humble Suggestions to his Countrymen who believe in the One True God. 18. A Vindication against the Schismatic Attacks of R. Tytler, etc. 19. Petitions against the Press Regulations, etc. 20. A Letter on English Education, etc. 21. Final Appeal in Defence of the "Precepts of Jesus," etc. 22. A Dialogue between a Missionary and three Chinese Converts, etc.

1824—23. A Letter on the Prospects of Christianity in India, etc.

1825—24. On Different Modes of Worship, etc.

1827—25. A Translation of a Sanskrit Tract, including the Divine Worship, etc.

1828—26. Answer of a Hindoo to the question, "Why do you frequent a Unitarian place of Worship?" etc. 27. Petition to Government against Regulation III for the Resumption of *Lakheraj* Lands, etc.

1829—28. The Universal Religion, etc.

1830—29. The Trust-Deed of the Brahmo Samaj, etc. 30. Abstract of the Arguments regarding the Burning of Widows, etc. 31. Essays on the Rights of Hindoos over Ancestral Property, etc. 32. Letters on the Hindoo Law of Inheritance, etc. 33. Address to Lord William Bentinck upon the passing of the Act for the Abolition of the Suttee, etc.

1831—34. Counter-Petition to the House of Commons to the Memorial of the Advocates of the Suttee, etc.

1832—35. Exposition of the Practical Operation of the Judicial and Revenue Systems in India, etc.

The original Arabic-Persian work of Rammohun—*Tuhfat-ul-Muwahhidin*—will be included in this edition with an English translation.

***N.B.—The present edition will contain besides the above works some hitherto uncollected writings of Rammohun.**

RULES AND RATES OF SUBSCRIPTIONS, ETC.

THE publication of the entire Works is likely to be spread over 3 years, two parts—one in Bengali and the other in English—being published at regular intervals. Several such parts will go to make a volume, running approximately to five hundred pages or a little more. And it will take *not less than* six such volumes to complete the entire Works.

Only a limited number of copies of this Edition will be printed. Each part will be separately priced but the following facilities are offered to those who will subscribe to the Collected Works in their entirety.

I. FOUNDER-SUBSCRIBERS

¶ A list of FOUNDER-SUBSCRIBERS is being opened for those who may desire to associate themselves permanently with the undertaking by contributing towards the funds for the publication of the Works. *The list will be limited to two hundred subscribers only.*

¶ Any one paying in advance Rs. **30**/- (India) or **2** Guineas (United Kingdom & British Empire) or **10** Dollars (America) will be enlisted as a FOUNDER-SUBSCRIBER and,—*when the publication of the Works is completed,*—entitled to specially made binders for the volumes with an inscribed plate acknowledging his contribution.

¶ Names of FOUNDER-SUBSCRIBERS will appear in a special list forming part of the Edition.

II. PRE-PUBLICATION SUBSCRIBERS

A. For the *ENTIRE WORKS*: Rs. **22**/-
B. For Works in English *only*: Rs. **15**/-
C. For Works in Bengali, Sanskrit and other languages *only*: Rs. **12**/-

III. ANNUAL SUBSCRIBERS

a. For the *ENTIRE WORKS*: Rs. **9**/- *annually* for 3 years.
b. For Works in English *only*: Rs. **6**/- *annually* for 3 years.
c. For Works in Bengali, Sanskrit and other languages *only*: Rs. **5**/- *annually* for 3 years.

Approximately 500 pages of the English and 400 pages of the Bengali Works may be expected to be published annually.

All subscriptions payable strictly in advance.

The rights of adjustment of these rules and rates are reserved by the publishers.

POSTAGE:—As parts are published they will be posted, the postage charges being recovered from the subscriber by V.P.P. Any one so desiring and living in or near Calcutta may arrange to have them taken from the Office of the *Bangiya Sahitya Parishad.*

PAYMENTS:—Payments may be made either cash or by certified cheques, drafts or postal orders and payable to:—

THE SECRETARY
THE BANGIYA SAHITYA PARISHAD
243/1, UPPER CIRCULAR ROAD,
CALCUTTA.

চত্বারিংশ ভাগ] [দ্বিতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

এই পুস্তকগুলি পরিষদের কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে ঃ—

১। পরিষদের চিত্রশালার অন্তর্গত প্রাচীন প্রস্তর-মূর্ত্তি, ধাতুমূর্ত্তি প্রভৃতির ইংরেজী সচিত্র বিবরণী—*Handbook to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad*। ভূতপূর্ব্ব চিত্রশালাধ্যক্ষ ৺মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বি. ই., এম. আর. এ. এস প্রণীত। মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে ৩৲, শাখার সদস্য-পক্ষে ৩৸০ ; সাধারণ-পক্ষে ৬৲।

২। **প্যারীচাঁদ মিত্র**—ডকটর স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, এম. এ. এল. এল. ডি., সি আই ই—৵০।

৩। **মন্দিরা**—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। মূল্য ॥০।

৪। **ভাষাতত্ত্ব** (১ম ও ২য় খণ্ড)—৺শ্রীনাথ সেন মহাশয়-রচিত। মূল্য প্রতিখণ্ড ১৲।

৫। **সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব**—স্বর্গীয় অধ্যাপক ডকটর অভয়কুমার গুহ এম এ, পি-এইচ ডি। মূল্য—২৲।

৬। **গৌড়ের ইতিহাস** (১ম খণ্ড, হিন্দু রাজত্ব)—৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত—১৲

এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ (নৈহাটী) এবং পঞ্চদশ (রাধানগর) অধিবেশনের সম্পূর্ণ কার্য্যবিবরণ (মূল্য, প্রতিখণ্ড ২৲) ও সম্মিলনের কতিপয় শাখার সভাপতির অভিভাষণ (মূল্য প্রতি খণ্ড ৵০) বিক্রয়ার্থ রহিয়াছে।

দুঃস্থ সাহিত্যিক-ভাণ্ডার গ্রন্থাবলী

(ক) বৃন্দাবন-কথা—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত, মূল্য সাধারণ-পক্ষে ২॥০, সদস্য-পক্ষে ১৸০

(খ) মেঘদূত (মূল, অন্বয় ও পদ্যানুবাদ)—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ ... ১৲, ৸০

(গ) ঋতু-সংহারম্ (মূল টীকা ও পদ্যানুবাদ)—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার ... ১৲, ১৲

(ঘ) পুষ্পবাণবিলাসম্ (মূল ও পদ্যানুবাদ)—শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার ... ।৵০, ।৵০

(ঙ) উত্তরপাড়া-বিবরণ—শ্রীযুক্ত অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ।০, ।০

(চ) ভারত-ললনা—৺রামপ্রাণ গুপ্ত ... ৷৵০ ৷৵০

(ছ) A History of Bengali Literature—শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস বি-এ ২৲, ২৲

(জ) Rabindranath : His Mind and Art and other Essays ঐ ১৲, ১৲

বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ

আমরা এত কাল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তি, বর্দ্ধমান-ভুক্তি, দণ্ড-ভুক্তি নাম শুনিয়া আসিতেছিলাম। গত বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের অসাধারণ প্রযত্ন-প্রসূত নিপুণ গবেষণার ফল পড়িয়া ভুক্তির সীমা ও জমি সম্বন্ধে নানা কথা জানিতে পারিতেছি। পুরাবৃত্তের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সুদুর্লভ। তাম্রশাসন প্রত্যক্ষ প্রমাণ, কিন্তু খণ্ড। সে প্রমাণের সহিত অন্য প্রমাণ যোগ করিয়া তাঁহার প্রদত্ত উপকরণের উপর টিপ্পনী করিতেছি। অর্থাপত্তি, উপমান, উপলব্ধি, ঐতিহ্য পরিত্যাগ করিয়া পুরাবৃত্ত নির্মাণ অসম্ভব। আমি "বোধ" করিতে যাইতেছি, ঐতিহাসিক "শোধ" করিবেন।

১। দিক্ দেশ

আমরা পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিক্‌দ্বারা বলি, অমুক গ্রাম আমাদের পূর্ব দিকে। কিন্তু এই নির্দেশ অতিশয় স্থূল। কারণ, যত ঠাঞি, তত পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিক্। (১ম চিত্র)। এক আঙ্গুল ঠাঞি-নাড়া হইলে দিক্‌ও নড়িয়া যায়। আমার পূর্ব আমার সম্মুখস্থিত, তোমার পূর্ব নয়। গ্রামটিও বিন্দু নয়। যদি বিন্দু-প্রমাণ হয়, তাহা হইলেও চারি দিকের চারি রেখায় কয়খানি গ্রাম পাইব? অর্থাৎ আমার ঠাঞি কোথায়, পূর্বদিক্ নামে উত্তরের ও দক্ষিণের কতখানি ধরা যাইবে? যদি আট দিক্ ধরি, তাহা হইলেও সেই তর্ক। (২য় চিত্র)। অতএব একটা ঠাঞি চাই, যেটা সকলেরই ঠাঞি।
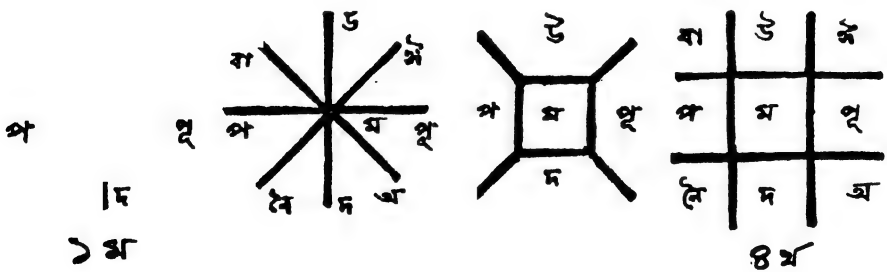
২য় চিত্রে ম সে ঠাঞি। এখন ঈ-ম-অ পূর্ব দিক্। রেখাগণিতে বিন্দু ও রেখা কল্পিত পদার্থ। কল্পনা দ্বারা লোক-ব্যবহার চলে না। ঠাঞি একটা বিন্দু ধরা চলে না, একটা সমচতুর্ভুজ কিম্বা আয়ত দেশ ধরিতে হইবে। তখন ৩য় চিত্রে মধ্যদেশের পূর্বে যত গ্রাম থাকিবে, সব পূর্বে বলিতে পারিব। ইহাতেও একটা দোষ থাকিতেছে। মধ্যদেশের যত পূর্বে যাইব, গ্রামও তত বাড়িতে থাকিবে। সকল দোষ পরিহারের এক উপায় ৪র্থ

চিত্রে দর্শিত হইল। এখন সমগ্র দেশটি নব খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। যে যে গ্রাম পূর্বদিকে বলিতেছি, সে সে গ্রাম সত্য সত্য মধ্যদেশের পূর্বে বটে।

আর্যেরা এশিয়ার মধ্যভাগে মেরু-পর্বতের উত্তরে ও পশ্চিমে বাস করিতেন। সকলে ভারতবর্ষে আসেন নাই। যাঁহারা ভারত-নিবাসী হইয়াছিলেন, তাঁহারা পিতৃভূমির সম্বন্ধ বহুকাল যাবৎ ত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা পিতৃভূমির মধ্যদেশকে বৃত্ত কল্পনা করিয়া, উচ্চ মেরুকে পদ্মের কর্ণিকার এবং চারি মহাদেশকে পদ্মের চারি দলের সহিত উপমিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মার সৃষ্টি প্রথমে সে মেরুদেশে দেখিয়াছিলেন। এই হেতু ব্রহ্মা চতুর্মুখ ও পদ্মযোনি। কেহ কেহ দেখিলেন, মেরু হইতে চারি দিকে নদী প্রবাহিত। অতএব মেদিনীর উপমান কূর্ম। ভারতবর্ষ কূর্ম নয়। ইহার মধ্যদেশও কূর্ম নয়।

পৌরাণিকেরা ভারতবর্ষকে ৩য় চিত্রের ন্যায় পঞ্চ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, কোন্ খণ্ডে কোন্ দেশ, তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ ভারতবর্ষকে নব খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বায়ু, মৎস্য, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি পুরাণে নব খণ্ডের নাম এই,—মধ্যদেশ ভারতবর্ষ, তদনন্তর পূর্বাদিক্রমে ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব, বারুণ। অর্থাৎ পূর্বদিকে ইন্দ্রদ্বীপ, অগ্নিকোণে কসেরু, দক্ষিণে তাম্রপর্ণ, নৈঋর্তে গভস্তিমান্, পশ্চিমে নাগদ্বীপ, বায়ুদিকে সৌম্য, উত্তরে গন্ধর্ব, ঈশান দিকে বারুণ। পৌরাণিকেরা মনে করিতেন, এই আটটি দেশ সমুদ্রান্তরিত দ্বীপ। এখানে মনে রাখিতে হইবে, বৃহৎ জলরাশির নাম সমুদ্র, যাহার এক কূল হইতে অন্য কূল দেখিতে পাওয়া যায় না; এবং তদ্দ্বারা পৃথক্‌কৃত উচ্চভূমি দ্বীপ। ইন্দ্রদ্বীপ ব্রহ্মপুত্রের পূর্বদেশ।

জ্যোতিষীরা ভারতবর্ষকে কূর্ম কল্পনা করিয়া নব খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বরাহের 'বৃহৎসংহিতা'য় কূর্মচক্র বর্ণিত আছে। প্রথম খণ্ড অবশ্য মধ্যদেশ। তদনন্তর পূর্বাদিক্রমে দেশের নাম লিখিত হইয়াছে। বরাহ ষষ্ঠ খ্রিষ্টাব্দ-শতকে উজ্জয়িনী অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কূর্মচক্র তাঁহার উদ্‌ভাবিত নয়। জ্যোতিষীরা মনে করিতেন, কূর্মবিভাগের নব খণ্ডে সাতাইশ নক্ষত্র আধিপত্য করে। অতএব প্রতি খণ্ডে তিন নক্ষত্র। মধ্য খণ্ড হইতে গণনা আরম্ভ, আর কৃত্তিকা হইতে আরম্ভ। অতএব যখন কৃত্তিকা প্রথম নক্ষত্র গণ্য হইত, তখনকার বিভাগ। কৃত্তিকাদি-গণনা খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চবিংশতি হইতে চতুর্দশ শতাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল। অতএব ভারতবর্ষকে নব খণ্ডে বিভাগ এত পুরাতন, চতুর্দশ অব্দ-শতকের পূর্বের, তাহা নির্বিবাদে বলিতে পারা যায়। আরও বুঝিতেছি, সে কালে ইন্দ্রদ্বীপ ও তাম্রপর্ণ (সিংহল) জানা ছিল। বরাহ মধ্যদেশস্থ নানা দেশের নাম করিয়াছেন। অধিকাংশ নাম এখন অজ্ঞাত। এখানে জানিবারও প্রয়োজন নাই।

মধ্যদেশ-বাসী স্বদেশকে মধ্যদেশ বলিতেন। মনুস্মৃতিতে মধ্যদেশের সীমা এই,—উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য, পূর্বে প্রয়াগ, পশ্চিমে সরস্বতী নদী। মধ্যদেশ বৃহৎ দেশ। মনুর আর্যাবর্ত আরও বৃহৎ। ইহার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য, পূর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র। অর্থাৎ বর্তমানে যাহাকে উত্তরাপথ বা উত্তর-ভারত বলি। উত্তরবঙ্গও ইহার অন্তর্গত ছিল।

২। অঙ্গাদি পঞ্চ দেশে আর্যপ্রবেশ

বায়ুপুরাণে (৯০ অঃ) অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, এই পাঁচ দেশ সম্বন্ধে এক উপাখ্যান আছে। মৎস্যপুরাণে (৪৮ অঃ) সে উপাখ্যান অবিকল আছে, এবং অন্য দুই তিন পুরাণে সংক্ষেপে আছে। চন্দ্রবংশে যযাতি নামে বিশ্ব-বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে অনু নামে এক পুত্র ছিলেন। তাঁহার বংশে তিতিক্ষু জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্বদেশের রাজা হইয়াছিলেন। তিতিক্ষুর প্রপৌত্র বিরোচন, বিরোচনের পুত্র বলি। ইনি ধার্মিক ও মহাযোগী ছিলেন। ইহাঁর যজ্ঞের ও দানের প্রশংসা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কীর্ত্তিত আছে। ইনি অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। ইহাঁর ঔরস পুত্র ছিল না। একদা ঋষি দীর্ঘতমা দৈব দুর্বিপাকে গঙ্গাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে বলির রাজধানীতে উপস্থিত হন। বলি তাহাঁর দ্বারা পাঁচ ক্ষেত্রজ পুত্র লাভ করেন, এবং পঞ্চ পুত্রকে অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, বঙ্গ, এই পাঁচ দেশের রাজা করেন। বলি অসুরদেশের রাজা ছিলেন এবং তিনি স্বরাজ্যে ধর্মস্থাপনা করেন।* তাঁহার দেশে আসুরী ভাষা প্রচলিত ছিল। তিনি রাজা ছিলেন—এই হেতু ক্ষত্রিয়, কিন্তু আর্যজাতীয় ছিলেন না। এই হেতু তাহাঁর পঞ্চ পুত্র বালেয় ক্ষত্রিয় গণ্য হইতেন। মহাভারতেও (আদি ১০৪) বলিরাজার ইতিহাস আছে।

* পুরাকালের যাবতীয় প্রসিদ্ধ লোকের দ্বিবিধ চরিত ছিল। এক চরিত মর্ত্ত্যলোকে, অপর চরিত দিব্যলোকে, তারকালোকে। ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত, কৃষ্ণচরিত। কৃষ্ণের 'ব্রজলীলা' সমস্ত আকাশে। যযাতির পিতা নহুষ, যযাতি, চেদিরাজ বসু, বৃহস্পতি, রাম, রাবণ, ভগীরথের গঙ্গা, দেবাসুরের সংগ্রাম প্রভৃতি অসংখ্য উপাখ্যানে দুই চরিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, আমরা এ কালের লোকে বুঝিতে পারি না। কোন্‌টি প্রথমে, কোন্‌টি পরে, সকল উপাখ্যানে তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। বলিচরিতে এইরূপ। আকাশে বিরোচন-পুত্র বলি। তিনিই মনুষ্যলোকে তিতিক্ষুর বংশধর বলি হইয়াছিলেন। দক্ষিণভারতে বলিপুরম্ আছে, কিন্তু অঙ্গদেশ নাই। দিব্যলোকের বলিকে বামনাবতার বিষ্ণু পাতালে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। বামনাবতার, বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। নৃসিংহাবতার দ্বিতীয়। "এতাস্তিস্রঃ স্মৃতাস্তস্য দিব্যাঃ সম্ভূতয়ো দ্বিজাঃ" (মৎস্য। ৪৭।২৪১)। বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম বহু পুরাতন, খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চ ও চতুঃ-সহস্র বর্ষের কথা। পিনাকী রুদ্রের মহিমাও সে সময়ের। অগ্রহায়ণ মাসে সূর্যাস্তের পর পূর্ব আকাশে যে কালপুরুষ নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেই নৃসিংহ, বামন ও পিনাকী। ত্রিবিক্রমের যত প্রকার ব্যাখ্যা কল্পিত হইয়াছে, একটীও ঠিক নয়। প্রকৃত ব্যাখ্যা, পাঁজিতে বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি নামে ব্যক্ত আছে। এই নক্ষত্রে বাসন্ত বিষুবে বিষ্ণুরূপ আদিত্য থাকিতেন। তাঁহার দুই 'পদ' দুই অয়নে, এবং তৃতীয় 'পদ' মধ্যপদ—সে পদ কালপুরুষ নক্ষত্রে ছিল, সে পদ দীর্ঘ হইয়া অধোদিকে শারদ বিষুবে ঠেকিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্যাস্তের পর আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে অভিজিৎ নক্ষত্রের পশ্চিমে ও কিছু দক্ষিণে বলি নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজী তারা-চিত্রপটে ইহার নাম Hercules। লোকে অঙ্গরাজ বলিকে আকাশের বলির অংশাবতার মনে করিত। ইহাঁরও রাজ্য অসুরদেশে, অনার্যদেশে, এবং কুরু পাঞ্চাল দেশ অপেক্ষা নিম্ন দেশে, পাতালে ছিল। ইনিও ধার্মিক, এবং বোধ হয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ভগীরথ স্বর্গ হইতে গঙ্গা আনিয়াছিলেন। ভাগীরথীর দিব্যচরিত আকাশে। ("আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" দ্রষ্টব্য)। মর্ত্ত্য চরিতে হিমালয়রূপ স্বর্গ হইতে সমুদ্রে পাতালে। ভগীরথের জন্ম, পুরাকালের ভাগীরথীর ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে হইয়াছিল। উপমা হইতে তাহাঁর বিচিত্র রূপকাহিনী রচিত হইয়াছিল। গঙ্গার দুই শাখার সঙ্গমস্থলের নিকটে কপিল মুনির আশ্রম ও পুণ্ড্র দেশ ছিল (মৎস্য। ৪৬।২১)। কপিল মুনি রাজমহল পাহাড়ের তলদেশে বাস করিতেন। তাঁহার ক্রোধাগ্নি রাজমহলের আগ্নেয়গিরির অগ্নি। মুসলমান ঐতিহাসিক রাজমহলকে "আগ (অগ্নি) মহল" বলিতেন। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড সে অগ্নির কিঞ্চিৎ প্রকাশ। দীর্ঘতমা ঋষির পৌরাণিক চরিত আরও বিস্ময়কর। ঋগ্‌বেদের এই ঋষির খেদোক্তির সহিত মিলাইলে কি হইতে কি হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সে অনেক কথা, এখানে নিষ্প্রয়োজন।

বলি রাজার বংশলতা দেখিলে খ্রিষ্টপূর্বাব্দ উনবিংশ শতক পাই। বলির অধস্তন অষ্টম বংশধর রামায়ণের লোমপাদ, অষ্টাদশ বংশধর মহাভারতের কর্ণ। খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পঞ্চদশ শতকে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল। তৎপূর্বে সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব উনবিংশ শতাব্দে অঙ্গাদি পঞ্চদেশ মধ্যদেশ-বাসী আর্যদিগের মিশ্রবংশের অধিকারে আসিয়াছিল। ইহার বহু পূর্বে ইক্ষাকুবংশের রাজা সগর চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন। এই বংশের শ্রুতায়ু ভারতযুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। সগর তাঁহার উর্ধ্বতন ষট্‌ত্রিংশ পুরুষ (মৎস্য ১২)। পৌরাণিকেরা প্রসিদ্ধ রাজাদিগের নাম স্মরণ করিতেন। তথাপি দেখা যাইতেছে, খ্রিষ্টপূর্ব ত্রয়োবিংশ শতাব্দে সগর রাজার অশ্বমেধযজ্ঞাশ্ব অঙ্গদেশে আসিয়াছিল। তাঁহার প্রপ্রপৌত্র ভগীরথ গঙ্গার পূর্বগামী শাখা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণগামী শাখার কিয়দ্দূরে আসিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুই শাখার বিভাগ-স্থলে গঙ্গা সমুদ্রবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল। গঙ্গার স্রোতে জহ্নুমুনির যজ্ঞশালা ভাসিয়া গেলে তিনি ক্রোধে গঙ্গাকে উদরস্থ করিয়াছিলেন। মালদহ তাহার সাক্ষী। যেটা দহ ছিল, সেটা মালভূমি, উন্নত ভূমি হইয়াছিল। মালদহের উৎপত্তি গঙ্গার মুখের চড়ায়। গঙ্গা স্বাভাবিক কারণে মালদহের দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়াছে।

৩। অঙ্গাদি পঞ্চ দেশের নৈসর্গিক সীমা

ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও পর্বত, কোথাও বিস্তীর্ণ নদী, কোথাও মরু, কোথাও কচ্ছ, কোথাও নিবিড় অরণ্য, কোথাও সাগর। মানুষ এই সকল নৈসর্গিক অবচ্ছেদক দ্বারা এক এক দেশ গণনা করে। প্রাচীন আর্যেরা ভারতবর্ষে জেতা হইয়া আসিয়াছিলেন। আদিম অধিবাসীদিগের ভাষা বুঝিতেন না, নিজেরা এক এক দেশের লক্ষণ দেখিয়া সে সে দেশের নাম রাখিয়াছিলেন। যদি কোন দেশের নাম শুনিয়াছিলেন, রাজ্যকে পরাক্রান্ত দেখিয়াছিলেন, সে দেশের পুরাতন নাম সংস্কৃত রূপ দিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। নূতন দেশে পরাক্রান্ত জাতি নিবাসী হইলে, সে জাতি পরিত্যক্ত স্বদেশের পরিচিত নাম নূতন দেশে প্রয়োগ করে। ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। কোথায় মেরুদেশের ইলা, আর কোথায় পঞ্জাবে ইরাবতী, বর্মাদেশে ইরাবতী। মেরু পর্বতের (তিয়ান সাং) উত্তরে কুরু, সেই নামে পঞ্জাবেও কুরু। এখানে আসিয়া প্রাচীন কুরুকে উত্তরকুরু বলিতে হইয়াছিল। উত্তর কোশল, দক্ষিণ কোশল, উত্তর মথুরা, দক্ষিণ মথুরা (মদুরা), উত্তর প্রয়াগ, দক্ষিণ প্রয়াগ (ত্রিবেণী), উত্তর যমুনা, দক্ষিণ যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) ইত্যাদি অসংখ্য সমনাম আছে।

অঙ্গাদি পঞ্চদেশের নাম নূতন, উত্তরাপথে নাই। অঙ্গ বঙ্গ ইত্যাদি নাম দ্বারা জনপদ ও জনপদবাসী, দুই-ই বুঝায়। পাণিনির মহাভাষ্যে আঙ্গঃ বাঙ্গঃ একবচন, অঙ্গাঃ বঙ্গাঃ বহুবচন। আর্যেরা কি অঙ্গ বঙ্গ নাম রাখিয়াছিলেন, না তদ্দেশবাসী জাতির নাম অঙ্গ বঙ্গ ছিল ? দেখা যায়, অধিবাসী জাতির নামে দেশের নাম হয়, দ্রাবিড়, ওড্র, মদ্র, কুরু, আর্যাবর্ত প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। কিন্তু দেশের নামেও অধিবাসীর নাম হয়। মিথিলা, বিরাট, মহারাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র, গঙ্গারাড়ি ইত্যাদি অসংখ্য উদাহরণ আছে। অঙ্গ নাম

স্পষ্ট সংস্কৃত। ইহা এককালে এক বৃহৎ দেশের অঙ্গ-স্বরূপ বিবেচিত হইত। আর্যেরা নূতন দেশ দেখিলেন, অনার্যজাতির দেশ দেখিলেন। সে দেশে বাস করিতে আসিলেন, নিজেদের মনোমত নাম রাখিলেন, ইহাই স্বাভাবিক। অং বং নামে জাতি ছিল, সে সে জাতির নাম সংস্কৃত করিয়া অঙ্গ বঙ্গ করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ পাই না। ভাষাবিদের বিতর্ক প্রমাণ নয়। অন্য পক্ষে এই এই দেশের এমন লক্ষণ পাইতেছি, যেহেতু সে সে দেশের সে সে নাম হইয়াছিল। এরূপ লক্ষণ না পাইলে অং বং জাতির বাস-ভূমি কল্পনা করা যাইত।

জেতা আর্যেরা অঙ্গাদি পঞ্চদেশের নাম রাখিয়াছিলেন। এই সকল দেশে মানুষের বাস ছিল। বোধ হয়, বলিষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণ মানুষের বাস ছিল। এই কারণে অসুর বলা হইত। দীর্ঘতমা ঋষি অঙ্গদেশে গৌতমদিগের জনক হইয়াছিলেন। গৌতমেরা কৃষ্ণাঙ্গ ছিলেন (পুরাণ)। এই দেশের নৈসর্গিক দক্ষিণ সীমা গঙ্গা, পূর্ব্বসীমা কৌশিকী (কুশী) নদী। এই নদীর পূর্ব্বদিকে পুণ্ড্র। পুণ্ড্রদেশের উত্তরসীমা হিমালয়ের দক্ষিণস্থ অরণ্য, দক্ষিণ সীমা গঙ্গা, পূর্ব্বসীমা ব্রহ্মপুত্র। পূর্বদিকে করতোয়া নদী আছে বটে, কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের মতন বিস্তীর্ণ নয়। পুণ্ড্রদেশ ইক্ষুর জন্য বিখ্যাত ছিল। সে ইক্ষুজাতের নাম পুণ্ড্র, অদ্যাপি দেশীয় ইক্ষুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বর্ত্তমানের পুঁড়ি আখ, পুণ্ড্রের বংশ। ব্রাহ্মণেরা ললাটে ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ও ত্রিপুণ্ড্র করিয়া পুণ্ড্রদেশের ইক্ষুর চিত্র করিতেছেন। গৌড়, গুড়ের দেশ। বঙ্গ দেশ, পুণ্ড্রের দক্ষিণে। ইহার পশ্চিম সীমা ভাগীরথী, উত্তরসীমা গঙ্গা (ভগীরথের পদ্মা), পূর্বসীমা পদ্মা, দক্ষিণ সীমা অরণ্য ও সাগর। গঙ্গা বক্র হইয়া বঙ্ক, বঙ্গ দেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। সুহ্ম দেশের পূর্বসীমা ভাগীরথী, দক্ষিণ সীমা অরণ্য ও সাগর, পশ্চিম সীমা অরণ্য (বর্ত্তমান মানভূম জেলা ও তাহার দক্ষিণের অরণ্য)। শুভ্ ধাতু হইতে শুন্ভ, সুন্ভ, শুভতি, শুম্ভতি, শোভা। সুম্ভ নাম মহাভারতে আছে। ইহার বর্ত্তমান নাম রাঢ়া, বাস্তবিক রা-ঢা, রাধা, পরে বলিতেছি। কলিঙ্গ দেশ বহু বিস্তীর্ণ ছিল। উত্তরে বিন্ধ্য পর্বত, দক্ষিণে অরণ্য ও সাগর, পূর্বে অরণ্য ও সুহ্ম, দক্ষিণে মহেন্দ্র পর্বত। কলিঙ্গ অর্থে কৃষ্ণবর্ণ বুঝায়। (তুং কালিঙ্গ কালিন্দ, তরমুজ)।

৪। পুরাণে বর্ণনা

এখন প্রাচীন বর্ণনার সহিত উল্লিখিত অনুমান মিলাইয়া দেখি। মহাভারতে (সভাপর্বে) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের নিমিত্ত অর্জ্জুন ভীম সহদেব নকুল উত্তর পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম দিক্ জয় করিয়াছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ (দীল্লি) মধ্যদেশ, বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণ উত্তর দিক্। অর্জ্জুন বায়ুকোণে গিয়া "শকলদ্বীপ জয় করিয়া, প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা ভগদত্তকে পরাজিত করেন। রাজা কিরাত, চীন ও সাগর উপকূলবাসীদিগের দ্বারা পরিবৃত ছিলেন।" রামায়ণেও (কিষ্।৪২ অঃ) প্রাগ্‌জ্যোতিষ পশ্চিমে। মৎস্য-পুরাণে (৩৬০ অঃ) আছে, এখানে দুষ্টাত্মা নরক দানবের সুবর্ণময় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। ভগদত্ত যবনাধিপতি ও নরকবংশীয় ছিলেন (সভা ১২)। মহাভারতে (অশ্বমেধ পর্বে)

শাকল দেশের নিকটে 'উত্তরজ্যোতিষ'। শকলদ্বীপ, শকদ্বীপ, * "আরাল" সাগর (ক্ষীরোদ) হইতে "পামীর" (জম্বু) পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। কালক্রমে শকেরা দক্ষিণে চলিয়া আসিয়াছিল। জম্বুব নদে সোনা পাওয়া যাইত, এই হেতু জাম্বুনদ, সোনার নাম হইয়াছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষ সুবর্ণময়। শক-ল=শকল, শকভূমি। (তু° মঙ্গ-ল, বঙ্গ-ল)। শকদ্বীপে জ্যোতিষ চর্চা হইত, এবং সে দেশের মগ ব্রাহ্মণেরা জ্যোতিষ জ্ঞানের জন্য খ্যাত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, এই কারণে নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ। ঐটি পার্বত্য দেশ, বরাহ পর্বত নিকটে ছিল। পরে সে নগর দূরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উত্তরজ্যোতিষ নাম পাইয়াছিল। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা এ দেশে গ্রহাচার্য নামে খ্যাত হইয়াছেন। খ্রিষ্টপূর্ব ১৩৭২ অব্দে লগধ নামে এক জ্যোতিষী বৈদিক পঞ্জিকা গণনার সূত্র প্রণয়ন করেন। তাহার অক্ষাংশ ৩৬°। পুরাণে ও কৌটিল্যে এই দেশের পরম দিবা ও রাত্রিমান গৃহীত হইয়াছিল। এই সকল বিষয় স্মরণ করিলে মনে হয়, পেশাবারের উত্তরে কুণার ও স্বত্ (প্রাচীন সরস্বতী) নদীর মধ্যে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ছিল। পরে নাম রোহিতক বা লোহিতক। চীনাংশু এই পথ দিয়া ভারতে আসিত। চীনাংশু তুস্ত্‌ পোকার।. সে দেশে বৃহৎ তুদ্ (তুত্) গাছ আছে। গরদ (ওড়িয়া ক্ষীরোদরী) নাম ক্ষীরোদ নামের অপভ্রংশ। বহু কাল পরে, শকাধিকারের পরে বর্তমান কামরূপের নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ হইয়াছিল।† বোধ হয়, গ্রহাচার্য্য শক ব্রাহ্মণেরা এই নাম লইয়া গিয়াছিল। রামায়ণে আসাম কোষকারক কীটের দেশ। কৌটিল্যে এই দেশ সুবর্ণকুড্যক এবং এই দেশ পত্রোর্ণ (মুগা) জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল। বঙ্গের পূর্বদিকে মণিপুর মহাভারতোক্ত নয়। উবগ (নাগ) দেশের উলুপী কন্যা নাগা পাহাড়ের নয়। অর্জ্জুন শকদ্বীপ পার হইয়া উত্তরকুরু পর্যন্ত গিয়া কাশ্মীরপথে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন।

ভীম পূর্বদিকে নানা রাজ্য জয় করিয়া "বৈদেহক ও জগতীপতি জনককে পরাজয় করিলেন। বিদেহ রাজ্যের নিকটে শক ও বর্বর এবং দূরে কিরাত বাস করিত। তাহাদিগকে বশে আনিয়া, স্বপক্ষীয় সুম্ভ ও প্রসুম্ভদিগকে লইয়া, মগধ—গিরিব্রজে জরাসন্ধতনয়কে সান্ত্বনা করিয়া, কর্ণকে ও পর্বতবাসীদিগকে পরাজিত করিলেন। সেখান হইতে মোদাগিরি, তৎপরে মহাবল পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব, কৌশিকীকচ্ছবাসী রাজা মনৌজা, বঙ্গরাজ, সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্বট ও মহাসাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছদিগকে

* ১৩৩৮ সালের বৈশাখের "প্রবাসীতে" 'পুরাণে দেশ" দ্রষ্টব্য।

† প্রথম নাম জ্যোতিষপুর, পরে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, পরে উত্তর জ্যোতিষপুর। কেহ কেহ বর্ত্তমান সিয়ালকোট নগরের প্রাচীন নাম শকল অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু সিয়ালকোট প্রাচীন আদি শকল হইতে পারে না। সিয়ালকোটে দ্বীপের লক্ষণ নাই। শকল দ্বীপে জ্যোতিষ চর্চার ইতিহাসও নাই। হরিবংশে আছে, শ্রীকৃষ্ণ লোহিতগঙ্গের মধ্যে আট লক্ষ দানব বধ করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা নরককে আক্রমণ করিয়াছিলেন। লোহিতগঙ্গ, লোহিতকসর হইতে পারে। এখানে লোহিত নাম দ্বারা ব্রহ্মপুত্র নদ বুঝিলে প্রাগজ্যোতিষ অবশ্য কামরূপ হয়। কিন্তু বায়ুপুরাণে (৪৪ অং) কেতুমাল বর্ষে ব্রাহ্মী নামক নদী আছে। উক্ত পুরাণে (৪৯ অং) শকদ্বীপের সপ্তনদীর সাধারণ নাম গঙ্গা। কামরূপ দিয়া কুরুদেশ যাইবার পথও নাই। কালিকাপুরাণ, উপপুরাণ, প্রাচীন নয়। পুরাণখানি কামরূপে প্রণীত বোধ হয়। এই পুরাণের পূর্বে আসামে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নাম প্রবেশ করিয়াছিল।

জয় করিলেন। অনন্তর মহারাজ লৌহিত্যের নিকট উপনীত হইলেন। এবং সাগর-কূলবাসী ম্লেচ্ছগণের নিকট কর সংগ্রহ করিলেন।"

ভীম ঈশান কোণে যাত্রা করিয়া দেশ জয় করিতে করিতে হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ জলোদয় দেশ হইতে দক্ষিণে বিদেহ রাজ্যে আসিয়াছিলেন। এই দেশের নৈসর্গিক সীমা উত্তরে হিমালয়, পূর্বে কৌশিকী, দক্ষিণে গঙ্গা ও পশ্চিমে গণ্ডকী। এক্ষণে ইহা দ্বারভাঙ্গা জেলা। বিদেহ বৈশ্যপ্রধান রাজ্য ছিল, এবং বৈদেহক অর্থে বণিক্ বুঝাইত। ভারত-যুদ্ধের পরেও ভারতীরা উত্তরে পশ্চিমে গমনাগমন করিতেন। সে সে দেশের লোকেরাও ভারতে আসিত। বিদেহ রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে শকেরা বাস করিত, ইহাতে আশ্চর্যের কথা নাই। আমার বিশ্বাস, শাক্যসিংহ উৎপত্তিতে শকজাতীয়। আর্যেরা ও শকেরা আকারে প্রকারে সমান ছিলেন। দেশভেদ হেতু নাম-ভেদ। দিগ্‌বিজয়কালে জগতীপতি নামে জনকবংশীয় রাজা ছিলেন। সুহ্ম দেশের অগ্রে যে দেশ, সে দেশ প্রসুহ্ম। সুহ্ম ভাগীরথীর পশ্চিমের মুর্শিদাবাদ, প্রসুহ্ম ইহার দক্ষিণস্থ দেশ। ইহাঁরা পাণ্ডবপক্ষে ছিলেন। পৌণ্ড্র ও বঙ্গ বিপক্ষে ছিলেন (সভা।১২ অঃ)। বোধ হয়, ভীমসেন স্বপক্ষকে সংবাদ পাঠাইয়া আনিয়া মগধ জয় করেন। মগধ গঙ্গার দক্ষিণে। গিরিব্রজ গিরিসমূহ, মগধে। ইহার উত্তরে ও পূর্বে ভাগলপুর, কর্ণের অঙ্গরাজ্য। মোদাগিরি মুঙ্গেরের গিরি। ইহার উত্তরে ও পূর্বে পূর্ণিয়া জেলা, পুণ্ড্রদেশ আরম্ভ। পুণ্ড্র দেশের রাজা বাসুদেব, কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী ও জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন। কৌশিকী কচ্ছ। কচ্ছ বিস্তীর্ণ জলরাশির অনূপদেশ, জলা। কোশী যেখানে গঙ্গায় পড়িয়াছে, সেখানে এবং পশ্চিমে এখনও জলা। সোনবর্ষা রাজ্য এই কৌশিকী কচ্ছে। পুণ্ড্রের দক্ষিণে বঙ্গ। সমুদ্রসেন, সমুদ্রপতি; চন্দ্রসেন, চন্দ্রদেশ-পতি। সমুদ্র, পরে নাম সমতট, পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র যোগের পর। চন্দ্র, পরে চন্দ্রপুর, বোধ হয় ত্রিপুরার চান্দপুর। বোধ হয়, বঙ্গের দক্ষিণের দেশটি কর্বট দেশ। দুই শত, কি চারি শত গ্রাম লইয়া কর্বট। অনূপ দেশে গ্রাম অল্প হইয়া থাকে। ভীম এত দক্ষিণে আসিয়া প্রসুহ্ম দিয়া মগধ হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে যাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি এখান হইতে লৌহিত্য দেশের (কামরূপের) মহারাজার নিকট উপনীত হইলেন। আশ্চর্যের কথা বটে। এই অংশটি পরে যোজিত হইয়া থাকিবে।

এখানে কলিঙ্গের নাম পাইলাম না। সহদেব দক্ষিণ দেশ জয় করিয়াছিলেন। তিনি দ্রবিড়, অন্ধ্র, উড্র, কলিঙ্গ, রমণীয় অটবী পুরী এবং যবনপুর দূত দ্বারা নিজায়ত্ত করিয়াছিলেন। কবির অকস্মাৎ বিভীষণকে মনে হইল, সহদেব তাঁহার নিকটে দূত পাঠাইয়া কর সংগ্রহ করিলেন। সহদেবের দিগ্‌বিজয় পড়িলেই মনে হয়, তৎকালে দক্ষিণাপথের পূর্বদিকের দেশ সবিশেষ জানা ছিল না, দূত পাঠাইয়া কার্যসিদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু কলিঙ্গ জানা ছিল, কলিঙ্গ-রাজ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। পৌরাণিকেরা পরীক্ষিতের কাল হইতে কলিঙ্গদেশের দ্বাত্রিংশৎ রাজা গণিয়াছিলেন (মৎস্য)। পুণ্ড্র বঙ্গ সুহ্মের গণেন নাই। রামায়ণে অঙ্গ পুণ্ড্র কলিঙ্গের নাম আছে, সুহ্ম ও বঙ্গের নাই। আনাগনার পথ ছিল না, জানাশোনাও ছিল না। পরে উড্র ও কলিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যাইবে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, কলিঙ্গ ইন্দ্রপ্রস্থের অগ্নিকোণের কোথাও ছিল।

সহদেব যবনপুর জয় করিয়াছিলেন। কোথায় যেন পড়িয়াছি, নিজাম রাজ্যে গোদাবরী-নিকটে শকেরা ও যবনেরা বাস করিয়াছিল।*

দিগ্‌বিজয় বর্ণনায় স্থানে স্থানে প্রক্ষিপ্ত স্বীকার না করিলে বিভীষণ পাওয়া যাইবে না। সে কালের পর্যটকদিগের দেশ-চিত্রপট ছিল না, তথাপি কবি ঠিক বর্ণনা করিয়াছেন। পরীক্ষিতের পর দুই তিন শত বৎসর মধ্যে মহাভারতের স্বরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় ও তৎসঙ্গে দিগ্‌বিজয় মানিলে দেশগুলিও তৎকালের মানিতে হয়।

এখন দুই একখানা পুরাণ দেখি। বায়ুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ পুরাতন, পরীক্ষিতের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ অধিসীমকৃষ্ণের রাজ্যকালে প্রথম উক্ত হইয়াছিল। দুয়ের মূল এক ছিল। কিন্তু মৎস্যপুরাণে তীর্থ ও তিথিমাহাত্ম্য ও অন্য কয়েকটি বিষয় পরে যোজিত হইয়াছে। বায়ুপুরাণ শৈব, মৎস্যপুরাণ বৈষ্ণব। এই বৈষ্ণব পুরাণ মতে শ্রীকৃষ্ণ কোন এক বর্ষের প্রথম অমাবস্যা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন (৪৬।১৪)। তখন বিষ্ণুপুরাণের শ্রাবণ-কৃষ্ণাষ্টমী কল্পনা হয় নাই। বায়ুপুরাণ মতে রাবণ, শঙ্কুকর্ণ দশগ্রীব চতুষ্পাদ বিংশতিভুজ দংষ্ট্রী ছিলেন। ইহাঁর দেহ অঞ্জননিভ, গ্রীবা পিঙ্গল, মস্তক রক্তবর্ণ ছিল। ইনি পূর্বজন্মে হিরণ্যকশিপু ছিলেন, এবং চারি যুগেই রাজা হইয়া আসিতেছেন। পুরাণের সময় তিনি ত্রয়োদশ রাজা, ইত্যাদি (৭০ অঃ)। এই দুই উদাহরণ হইতে বায়ু ও মৎস্যের প্রাচীনতা অনুমিত হইবে। কয়েকখানি পুরাণে জম্বুদ্বীপ বর্ণন ও ভারতবর্ষ বর্ণন আছে। এই দুয়ের মধ্যে জম্বুদ্বীপ বর্ণন প্রাচীন। এখানে জম্বুদ্বীপ পৃথিবী, নব বর্ষে বিভক্ত। বায়ুপুরাণে (১৪৭ অঃ) ও মৎস্যপুরাণে (২০ অঃ) গঙ্গা নদী অন্যান্য দেশ ব্যতীত "মগধ অঙ্গ ব্রহ্মোত্তর বঙ্গ তাম্রলিপ্ত, এই সকল আর্যজনপদ পবিত্র করিতেছেন এবং বিন্ধ্যাচলে প্রতিহত হইয়া দক্ষিণ-সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।" এখানে ব্রহ্মোত্তর দেশ কৌশিকী দেশ, তাম্রলিপ্ত সুহ্ম। রাজমহল পাহাড়কে বিন্ধ্যাচলের পূর্বসীমা ধরা হইয়াছে। যখন যবন ও হূণেরা ভারতের পশ্চিমোত্তর পার্বত্য দেশে বাস করিত, তখন উৎকল বিন্ধ্যপর্বতের প্রত্যন্তদেশে, এবং কলিঙ্গ দাক্ষিণাত্য দেশে। তখন পূর্বদিকে মগধ, বিদেহ, ব্রহ্মোত্তর, পৌণ্ড্র, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, প্রবঙ্গ, বঙ্গেয়, মালদ, তাম্রলিপ্তক। এখানে প্রাগ্‌জ্যোতিষ আসাম, প্রবঙ্গ ও বঙ্গেয় বঙ্গের দক্ষিণদেশ, মালদ মালদহ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৫৭ অঃ) বৈতরণী বিন্ধ্যপাদ হইতে প্রসূত। উৎকল এই নদীর দেশ। কলিঙ্গ দক্ষিণ দেশে। অর্থাৎ পূর্বকালের কলিঙ্গ ছোট নাগপুরের দক্ষিণ দেশ; পরে কলিঙ্গের উত্তর-পূর্ব ভাগ উৎকল নাম পায়। উৎকল, উত্তর-কলিঙ্গ। রঘুবংশে রঘুর দিগ্‌বিজয়ে "সুহ্মেরা পুনঃ পুনঃ মাথা নোআইয়া আত্মরক্ষা করিল। রঘু সুহ্ম হইতে বঙ্গে গেলে বঙ্গেরা নৌকার দাঁড় লইয়া দাঁড়াইল, পরে ফল দিয়া রঘুর পাদপদ্মে প্রণত হইল। রঘু গঙ্গার দুই স্রোতের (ভাগীরথী ও গঙ্গা) অন্তর-ভূমিতে (বঙ্গে) জয়স্তম্ভ নিখাত করিলেন এবং সুহ্ম দিয়া কপিশা পার হইয়া

* যবন নাম পাইলেই গ্রীক যবন মনে করা ঠিক নয়। গর্গবংশের সহিত কালযবনদিগের মিত্রতা ছিল। কাল-যবন কালজ্ঞ যবন, "কালডিয়" কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ যবন। লক্ষ্মণসেনদেবের পুত্র তুর্কী জাতিকে গর্গ-যবন-বংশ বলিয়াছেন। যবন নামে এক রাজাও ছিলেন।

উৎকলে গেলেন।” কেহ কেহ কপিশা নদীকে মেদিনীপুরের কংসাই মনে করিয়াছেন।* কিন্তু কংসাই এত দীর্ঘ ও বিস্তীর্ণ নয় যে, দুই দেশের সীমা হইতে পারে। কপিশা সুবর্ণরেখা। কালিদাসকৃত এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে মনে হয়, তাঁহার রঘু পাটনা হইতে গয়া-পথে বর্দ্ধমানে আসিয়া ভাগীরথী পার হইয়াছিলেন। বঙ্গ হইতে সুহ্মে প্রত্যাগত হইয়া পশ্চিমে সুবর্ণরেখা পার হইয়া উৎকল পাইয়াছিলেন। উৎকলীয়েরা এই নদীকে সীমা বলেন।

পুরাতন নামের সহিত নূতন নাম যুক্ত হইলে দেশ-নির্ণয়ে বিঘ্ন হয়। বরাহের কূর্মচক্র ইহা'র বিশেষ উদাহরণ। ইহার প্রাচীনতার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। কূর্মের নবখণ্ডান্তর্গত দেশগুলির নাম দেখিলে সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। তখনও বিশ্বাস ছিল, ভারতে এক-ঠেঙ্গার, কুলা-কাণী, পুরুষ-খেগোর দেশ ছিল। তিনি ষষ্ঠ খ্রিষ্ট শতাব্দে উজ্জয়িনীতে ছিলেন। তাঁহার মধ্যদেশের পশ্চিমে মরু, পূর্বে অযোধ্যা, উত্তরে কুরুক্ষেত্র, উপজ্যোতিষ (বর্তমান রোটাক), দক্ষিণে বিন্ধ্য। এই মধ্যদেশের পূর্বে নানা দেশের মধ্যে অঞ্জন (গয়া), মগধ, শিবির গিরি (পুরাণে অন্তর্গিরি, মুঙ্গের), মাল্যবান্ গিরি (পুরাণে বহির্গিরি, রাজমহল), মিথিলা, ব্যাঘ্রমুখ, ভদ্রগৌডক (গৌড়), পৌণ্ড্র, লোহিত্য, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, সমতট (ব্রহ্মপুত্র মেঘনার দক্ষিণ ও পূর্ব), চান্দ্রপুর (ত্রিপুরা), কর্বট (বঙ্গের বিরলবসতি দক্ষিণ ভাগ), সুহ্ম, বর্দ্ধমান, তামলিপ্তক, উড্র, উৎকল। অগ্নিকোণে অঙ্গ অন্ধ্র কলিঙ্গ বঙ্গ উপবঙ্গ (বঙ্গের দক্ষিণ, পুরাণে বঙ্গেয়)। বরাহ জ্যোতিষী হইয়াও দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন; আশ্চর্য, ঈশান কোণে কাশ্মীর মুঞ্জ-পর্বত গন্ধর্ব! তাঁহার পূর্ববর্তী জ্যোতিষী, যাঁহার নিবাস বেলুচিস্থানে ছিল, তিনি স্বদেশের ঈশানকোণে কাশ্মীর দেখিয়া লিখিয়াছিলেন, বরাহ বিনা বিচারে তাহাই সঙ্কলিয়াছিলেন। তিনি ঈশান কোণে কুচিক (কুচবিহার) কিরাত চীন দেখিয়াছিলেন। এই সকল বর্ণনায় দেশের নাম পর পর থাকিলে আমাদের আরও উপকার হইত।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য (১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে) তাঁহার জ্যোতিষতত্ত্বের উত্তর খণ্ডে কূর্মচক্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, তিনি লেখেন নাই। ইহাতেও কৃত্তিকা হইতে নক্ষত্র গণনা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যদেশের দক্ষিণে বিন্ধ্য। পূর্বে গয়া কাশী। পূর্বদেশে মগধ শোন বারেন্দ্রী গৌড় রাঢ় বর্দ্ধমান তমোলিপ্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষ উদয়গিরি (পুরাণেও আছে, আসাম হইতে বর্মার পর্বত)। অগ্নিকোণে অঙ্গ বঙ্গ ত্রিপুরা উপবঙ্গ কোশল কলিঙ্গ উড্র অন্ধ্র কিষ্কিন্ধ্যা বিদর্ভ শবর। আশ্চর্যের বিষয়, এই কূর্মচক্রেও ঈশানে কাশ্মীর।† সেখানে গঙ্গাদ্বার। অতএব আসামে কাশ্মীর খুঁজিলে চলিবে না।

* কপিশ ও কংসবর্ণ এক প্রকার। কালিদাস কপিশা নাম শুনিয়াছিলেন, কি কোন এক নামের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিলেন, কে জানে। কিন্তু শব্দার্থ দ্বারা বিচার হইতে পারে না। ঘাটালে শিলাই নদী। সেখানকার এক পণ্ডিত ইহাকে বেদের দৃষদ্বতী স্থির করিয়াছেন। কারণ, শিলাবতী ও দৃষদ্বতী নামের অর্থ এক।

† যে দিকে ঈশান মহেশের নিবাস, সে দিক্ ঈশান। এইরূপ অর্থ করিলে ঈশান দিকে কাশ্মীর হইতে পারিত। কিন্তু দিক্ নির্ণয়ে এই অর্থ চলে না।

অঙ্গদেশ স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে। দ্রষ্টব্য, 'তমোলিপ্ত' পূর্বদেশে, এবং বারেন্দ্রী নামের সময়েও তমোলুক্ হয় নাই।

ষষ্ঠ খ্রিষ্টাব্দ শতকের পর সুহ্ম নাম ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া ইহার রাঢ নাম চলিয়াছে। নামটি নূতন নয়। সং রা-ধ, প্রাকৃত মুখে রাঢ. রাড. লাড. লাট. হইয়াছিল। সং আ-ধি হইতে আড়ি (আড়ি রাখা), সং শ্রেধী, পরে শ্রেঢী, জৈন গ্রন্থে সে-ডী। জৈন গ্রন্থে রা-ড নাম আছে। লিখিত আছে, জৈন দেখিলে লোকে কুকুর লেলাইয়া দিত। ইহাতে আশ্চর্যের কথা নাই। এখনও লোকে দিগম্বর দেখিলে পাগল মনে করে। পার্শ্বনাথ পাহাড় রাঢ়ের অন্তর্গত বলা চলে। "রাধো বিশাখে," অথর্ববেদে আছে (১৯।৭)। বিশাখ, দ্বিশাখ। দুই শাখায় গঙ্গা বিভক্ত বলিয়া দেশের নাম রাধ। গ্রীকেরা বলিত গঙ্গারাড়ি, অর্থাৎ গঙ্গারাঢ-ঈ। রাধন, সাধন, প্রাপ্তি। বৌধায়ন ধর্মশাস্ত্র অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে সঙ্কর বর্ণ দেখিয়া দোষ দিয়াছেন, কিন্তু সে দেশে কে তীর্থযাত্রা করিতেন? বৌধায়ন খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দের এ দিকে ছিলেন না। তাঁহার নিবাস দক্ষিণাপথে অনুমান হয়। তখন কলিঙ্গ বঙ্গ জানা ছিল। সুহ্ম অবশ্য জানা ছিল; না থাকিলে গঙ্গাসাগর তীর্থ হইতে পারিত না। দূরদেশবাসী বঙ্গ নামে সুহ্মও বুঝিতেন। রাধা বিশাখা, রাধ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে। বোধ হয়, পুরী শব্দের বিশেষণে রাঢা হইয়াছিল। সুহ্ম নামের অর্থ শোভা, রাঢা নামেরও অর্থ শোভা। মেদিনী-কোষ লিখিয়াছেন, "রাঢা স্ত্রী সুহ্মশোভয়োঃ।" রাঢা অর্থে সুহ্ম ও শোভা। বোধ হয়, বর্দ্ধমান নগর রাঢা পুরী। বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বভাগে গঙ্গাকূলে বঙ্গের ব্রাহ্মণের আদিবাস ছিল। প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকে দম্ভোক্তি, "গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢা পুরী", গৌড় রাষ্ট্র অনুত্তম, কিন্তু রাঢা পুরীর উপমা নাই। বোধ হয়, ভুরিশ্রেষ্ঠী (হুগলী জেলায় দামোদরের পশ্চিম কূলে) সে রাঢা পুরী। সে যাহা হউক, সুন্‌ভ ও রাধ ধাতু অনার্য ভাষায় পাওয়া যাইবে না। কেহ কেহ সং রা-টি শব্দের রা ড, আর রা-ধ শব্দের রা-ঢ, রা-ড শব্দে গোল করেন। এই দুই শব্দের বুৎপত্তি ও অর্থ ভিন্ন। সং রা-টি অর্থে যুদ্ধ। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে "আমি গো চোয়াড় রাড়", এখানে রাড়, রাটি হইতে, যুদ্ধ-প্রিয়, কলহপ্রিয়। রেড়ো ব্যবহার, দ্বন্দ্বপ্রিয়তা; রেঢ়ো ব্যবহার আর্যতা।

কেহ আত্ম-শ্লাঘা, কেহ আত্ম-গ্লানি করিয়া তৃপ্ত হন। বঙ্গদেশ সে দিন-কার, বাঙ্গালী এই সে দিন আর্যসংস্পর্শে আসিয়াছে, যেন সব নখদর্পণে। এই বিমুখী মতির উৎপত্তি অনুসন্ধান করিব না।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রা দস্যু, শতপথ ব্রাহ্মণে প্রাচ্যেরা অসুর। তথাস্তু। প্রথমে ব্রাহ্মণদ্বয়ের কাল নির্ণীত হউক, পরে উক্তির সার্থকতা বিবেচনা করা যাইবে। ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে লিখিত আছে, বঙ্গা পক্ষী জাতি। আত্ম-গ্লানি-প্রবৃত্তি পণ্ডিত অর্থ করিলেন,—পাখী কিচির-মিচির করে, বঙ্গা অনার্যভাষী ছিল। কিন্তু অমুক লোকটি যেন পাখী, বলিলে বুঝি, লোকটি ক্ষীণদেহ। আর্যেরা স্থূল দীর্ঘদেহ ছিলেন, তাঁহাদের তুলনায় বঙ্গা পক্ষী তুল্য ছিল। এখনও বাঙ্গালী পক্ষী জাতি। তাহা হউক, কৌটিল্যের সম্রাট্ বঙ্গের শ্বেতস্নিগ্ধ, পৌণ্ড্রের শ্যামমণি-স্নিগ্ধ দুকূল উত্তম এবং বঙ্গের

কার্পাস বস্ত্র শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া ভাণ্ডারে রাখিতেন। বঙ্গের কার্পাস বস্ত্র অকস্মাৎ শ্রেষ্ঠ হয় নাই এবং একদিনে জগদ্‌বিখ্যাত হয় নাই। কত কাল অতীত হইলে এবং কে ভোগ করিতে থাকিলে অতসীর দুকূল ও কার্পাসের বস্ত্র উত্তম হইতে পারে? পৌণ্ড্রের ক্ষৌম ও পৌণ্ড্র ও সুবর্ণ-কুড্যের (আসামের) পত্রোর্ণ (এড়ি ও মুগা) কৌটিল্য ব্যাখ্যা করিবার বহু পূর্ব হইতে উৎপন্ন হইতেছিল। কে পরিধান করিত? অল্প দিন হইল, মহাস্থান (বগুড়ার নিকট, প্রাচীন পুণ্ড্রনগর) খুড়িতে খুড়িতে এক লিপিতে 'সংবঙ্গেয়' নাম পাওয়া গিয়াছে। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দের। পুরাণে বঙ্গেয় ও প্রবঙ্গেয় নাম আছে। নামগুলি পুরাণে লিখিত হইবার পূর্ব্বে দেশগুলি নিশ্চয় প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

পূর্বে দেখা গিয়াছে, খ্রিষ্টের অষ্টাদশ শত বৎসর পূর্ব হইতে বঙ্গদেশ আর্যদিগের সম্পর্কে আসিয়াছে, এবং স্বাধীন ভাবে বিশেষ হইয়া রহিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙ্গালীকে আত্মবিস্মৃত জাতি বলিয়াছেন।

৫। গ্রাম

কতকগুলি 'ঘর' লইয়া গ্রাম। মানুষ যেখানে অন্ন পান ইন্ধন ও সহচর পায়, যেখানে আধি ও ব্যাধি নাই, সেখানে বাস করে। যে ভূমি স্বভাবতঃ উচ্চ ও দৃঢ়, সে ভূমিতে বাস্তু; যে ভূমি স্বভাবতঃ উর্বরা ও নিম্ন, সে ভূমিতে কেদার বা কৃষিক্ষেত্র করে। নিকটে পবিত্র স্বচ্ছতোয়া নদী, কিছু দূরে গৃহাদি নির্ম্মাণের কাষ্ঠের ও ইন্ধনের বন, ঘৃত দুগ্ধের নিমিত্ত বনপ্রান্তে গোপের বাথান। এই সকলের যোগ সর্বত্র ঘটে না। পূর্বকালে ভূমি অপর্যাপ্ত ছিল, গ্রামের স্থান বাছিতে পারা যাইত। পবিত্র-নীরা নদীর তীরভূমি উচ্চ হইলে লোকে সেখানে গ্রাম বাস্তু করিত। লোক-বৃদ্ধি হইলে নদী হইতে দূরে গ্রাম করিত। মনুর গ্রাম কূর্মপৃষ্ঠ, চতুষ্পার্শ্বে চারি শত হস্ত গোচর, গোচরের পর কৃষিক্ষেত্র।

কৌটিল্য গ্রামের পরিমাণ দিয়াছেন। গ্রাম বিস্তারে এক ক্রোশ হইতে দুই ক্রোশ, এক শত হইতে পাঁচ শত ঘর। "শুক্রনীতিসারে" (গুজরাট অঞ্চলে) এক ক্রোশে গ্রাম, কিম্বা যাহার বার্ষিক রাজস্ব সহস্র রূপ্য কর্ষ। এক ক্রোশে গ্রাম, আট হাজার বিঘায়। "ঘর" এক শত, লোক পাঁচ শত। অতএব জনপ্রতি ষোল বিঘা পড়িত। স্বচ্ছন্দে ভরণপোষণ হইতে পারিত। এখন বঙ্গদেশে তিন বিঘাও নয়।

মনু প্রজাপালন নিমিত্ত গ্রামে, দশ গ্রামে, বিংশ গ্রামে, শত গ্রামে, সহস্র গ্রামে 'পতি' নিযুক্ত করিতেন। গ্রামবাসীরা রাজকর ব্যতীত রাজাকে প্রত্যহ অন্ন পান ইন্ধনাদি দিত। গ্রামপতি বা গ্রামিক তাহা বৃত্তি-স্বরূপ ভোগ করিতেন। দশগ্রাম-পতি এক 'কুল', * বিংশগ্রামপতি পঞ্চ 'কুল', শতগ্রাম-পতি এক গ্রাম, এবং সহস্রগ্রাম-পতি এক পুর বৃত্তি পাইতেন।

---

* 'কুল' পরিভাষা অন্যত্র পাওয়া যায় না। অমরকোষের কুল্য শব্দের টীকায় ক্ষীরস্বামী লিখিয়াছেন, "কুলং বা হলমুচ্যতে।" অর্থাৎ ১ কুল = ১ হল। বোধ হয়, ১ কুল (পরিবার) ভরণ পোষণ করিতে যত জমির চাষ আবশ্যক, এক কুল জমি তত। কুল্লূক ভট্ট বলেন, তিন জোড়া বলদের হালে কর্ষণীয় ভূমি। পূর্বকালে সারাদিন চাষের জন্য প্রতি লাঙ্গলে দুই তিন জোড়া বলদ রাখা হইত। তথাপি এক হালে বিশ বিঘার অধিক হইবে না।

কৌটিল্যও গ্রামিক অবশ্য নিযুক্ত করিতেন। গ্রাম বড় হইলে প্রতি পাঁচখানা গ্রামের এবং ছোট হইলে প্রতি দশখানা গ্রামের অধিকৃত গোপ (গোপ্তা) নিযুক্ত করিতেন। অতএব দেখা যাইতেছে, ১, ৫, ১০, ২০, ১০০, ১০০০ গ্রাম লইয়া দেশ বিভক্ত হইত। ইহা স্বাভাবিকও বটে। বঙ্গীয় তাম্রশাসনে পাই, কয়েকটি গ্রাম লইয়া 'মণ্ডল', কয়েকটি মণ্ডল লইয়া 'বিষয়' এবং কয়েকটি বিষয় লইয়া 'ভুক্তি' ছিল। গ্রাম একক্রোশী হইলে বোধ হয়, পাঁচ ক্রোশে মণ্ডল, বিশ ক্রোশে বিষয় হইত। গ্রামের পর গ্রাম না থাকিলে এই বিধির অন্যথা করিতে হয়। তখন গ্রাম গণিয়া মণ্ডল ও বিষয়। তখন দশ ক্রোশে মণ্ডল, পঞ্চাশ ক্রোশে বিষয় হইতে পারে।

গ্রাম বৃহৎ হইলে তাহার অর্ধাংশের বা একদেশের নাম পা-টক, বাং পা-ড়া। শুক্রনীতিসারে (পশ্চিম-ভারতে) পল্লী। বঙ্গদেশে পল্লী নাই, পল্লীগ্রামও নাই। কোন গ্রামের নামে পল্লী নাই। আছে গাঁ, পাড়া। বলি পাড়া-গাঁ, পাটকতুল্য ক্ষুদ্র গ্রাম। সং প-ট হইতে বাং পা-ট শব্দে পত্রাকার সমভূমি, বাস-ভূমি, বাস-ভূমির সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্র বা মাঠের অংশ। মাঠকে ওড়িয়াতে পা-ট. বলে। বোধ হয়, সং প্রস্থ (উচ্চ সমভূমি) হইতে বাং মাঠ। শ্রীযুত ভট্টশালী সং প্র-স্তর শব্দের মুখ্যার্থ বিস্তীর্ণ সমভূমি দেখাইয়া দিয়াছেন। প্র-স্তর শব্দের গৌণার্থ পাষাণ বটে, কিন্তু স্তরীভূত পাষাণ। যে পাষাণে স্তর লক্ষিত হয় না, সেটা প্রস্তর নয়। অ-কৃষ্ট মাঠের নাম চ-ত্ব-রক, কৃষ্ট হইলেও চ-ত্ব-রক; ইহা হইতে বাং চ-ক। চকের আকার নির্দ্দিষ্ট নাই, না থাকিলেও অবশ্য পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ, চারি খণ্ডে ভাগ করিতে পারা যায়। পরিমাণে চল্লিশ পঞ্চাশ বিঘা হইতে তিন চারি হাজার বিঘা হইতে পারে। মাঠের কিয়দংশ আইল কিম্বা বৃক্ষ দ্বারা ঘেরিয়া লইলে, নাম বে-ড় (বেষ্ট), কিম্বা বা-ড়ি-য়া (বাটিকা)। বৃক্ষ, পুষ্করিণী, মন্দির প্রভৃতির নিকটবর্ত্তী মাঠের নাম ত-লা। যেমন, খেজুরতলার মাঠ। নদী খাল বিল থাকিলে তাহাদের নামে সংলগ্ন মাঠের নাম হয়। এই সকল প্রচলিত নাম স্মরণ রাখিলে শাসন-প্রদত্ত ভূমির স্বরূপ বুঝিবার সুবিধা হইবে। পরে উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

৬। জমির মাপে ত্রিবিধ মান

জমি নির্দ্দেশ করিতে হইলে তিনটি বিষয় বলিতে হয়,—কোথায় জমি, কত জমি, কেমন জমি। অমুক বিষয়ের অমুক মণ্ডলের অমুক গ্রামে দশ বিঘা জমি আছে, এরূপ বর্ণনায় জমির গুণ বলা হইল না। সে জমিতে উৎপাদ্য ধান্য দ্বারা উত্তম, মধ্যম, কি অধম, বুঝিতে পায়া যায়। এই হেতু দেশপ্রচলিত ত্রিবিধ মান জানিবার প্রয়োজন হয়। অঙ্গুল দ্বারা মান, আয়াম বা 'প্রমাণ'; তুলাদ্বারা 'উন্মান'; ভাণ্ড দ্বারা 'পরিমাণ'। জমির আয়াম ও প্রকৃতি জানাইতে ত্রিবিধ মানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। জমি সুলভ হইলে দুই চারি বিঘার এদিক্ ওদিক্ গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু মূল্যবান্ হইলে কত হস্ত, কত অঙ্গুলের হস্ত, কত যবোদরের অঙ্গুলের হস্ত ইত্যাদি বিচার আবশ্যক হইয়া থাকে। পূর্বকালে অ-কৃষ্ট ভূমির এত মাপ-জোখ ছিল না। তখন বলা হইত, (১) বুনিতে এত ধান লাগে,

(২) এত ধান জন্মে, (৩) এত লাঙ্গল লাগে। লোকে মোটামুটি বুঝিতে পারিত। কালক্রমে এই তিন বিধির দ্বারা জমির মাপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

মগধের সহিত বঙ্গের সম্পর্ক বহু কালের। অন্য দেশের মান না দেখিয়া মগধ মান দেখি। ইহার সহিত বঙ্গদেশীয় মান মিলাইলে তথ্য নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে। মগধ মান কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" ও শ্রীধরকৃত "ত্রিশতিকা"য় পাওয়া যায়। শ্রীধর তিন শত আর্যাশ্লোকে লোকব্যবহারোপযোগী গণিত-পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিন শত আর্যা থাকাতে গণিতের পুস্তকের নাম ত্রিশতিকা। শ্রীধরের আর্যার আদর্শে শুভঙ্করী আর্যা হইয়াছিল। শুভঙ্করী আর্যা নামের হেতু এই। শ্রীধরের নিবাস জানা নাই। তিনি খ্রিষ্টাব্দ অষ্টম শতকে ছিলেন। শ্রীধরের পরিভাষা এই,—

(১) মুদ্রা।

ষোড়শপণঃ পুরাণঃ পণো ভবেৎ কাকিণীচতুষ্কেণ।
পঞ্চাহতৈশ্চতুর্ভির্বরাটকৈঃ কাকিণী হ্যেকা॥

অর্থাৎ,

২০ কড়ি = কাকিণী
৪ কাকিণী = পণ
১৬ পণ = পুরাণ

(২) উন্মান বা তুলামান (বা পৌতব)।

মাষো দশার্দ্ধগুঞ্জঃ ষোড়শমাষো নিগদ্যতে কর্ষঃ।
স সুবর্ণস্য সুবর্ণস্তৈরেব পলং চতুর্ভিশ্চ॥ ৫।

অর্থাৎ

৫ গুঞ্জ = মাষ
১৬ মাষ = কর্ষ। ১ কর্ষ সুবর্ণ = সুবর্ণ (মুদ্রা)
৪ কর্ষ = পল

শ্বেত রক্ত কৃষ্ণ, ত্রিবিধ গুঞ্জ আছে। ছোট ও বড় জাতেরও আছে। ছোটরই ব্যবহার দেখা যায়। তিনই ওজনে প্রায় সমান, ১·৪ গ্রেণ। তদনুসারে ১ মাষ = ৭ গ্রেণ, ১ কর্ষ = ১১২ গ্রেণ। টাকা ১৮০ গ্রেণ। অতএব ১ কর্ষ প্রায় ॥৵০ আনা, ১ পল ২॥০ তোলা। মনু, কৌটিল্য ও অমরকোষেও এই।

মাষ মাষ-কলাই, কর্ষ বহেড়া ফল, ওজনে প্রায় এত এত গ্রেণ। কর্ষ একটা পয়সা অপেক্ষা কিছু ভারী। এইরূপ নানা ফল ও বীজনামে মানের নাম হইয়াছিল। "সুবর্ণ" 'ষোড়শ-বার্ণিক' ॥৵০ আনা খাঁটি সোনা। 'গিনি' ১২৩·২৭ গ্রেণ = ॥৵১৲॥০। কিন্তু ইহা ষোড়শ বার্ণিক নহে, ১৪৳ বার্ণিক। ষোড়শবার্ণিক করিলে গিনিতে ১১৩ গ্রেণ সোনা হইবে। অবিকল প্রাচীন 'সুবর্ণ'। নানা বর্ণের সোনাকে 'একবর্ণ' করিবার নিমিত্ত 'সোনা কষার' আর্যা রচিত হইয়াছিল। ৪ সুবর্ণে নিষ্ক = ২।০ তোলা সোনা। নিষ্ক সংজ্ঞা ঋগ বেদে আছে।

বোধ হয়, শ্রীধরাচার্য্যের কালে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল না। তিনি রূপ্য পুরাণ গণিয়াছেন। 'পুরাণ' নাম মনুতে আছে। মনুতে

২ কৃষ্ণল=রৌপ্য মাষ

১৬ মাষ=রৌপ্য ধরণ বা পুরাণ

দেখা যাইতেছে, ইহা বর্ত্তমান রূপার সিকি ওজনের রৌপ্য। কৌটিল্যে ধরণ ।৵১০। স্বর্ণ রূপ্য তাম্র, ত্রিবিধ ধাতুর ধরণ হইত। মনুতে ১ কর্ষ তাম্র=কার্ষাপণ বা পণ। ওজনে ১·১২ পয়সা পণ নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায়, এই তাম্রমুদ্রাদ্বারা বেচা কেনা হইত, অপরাধের দণ্ড হইত। মেদিনীও লিখিয়াছেন, "পণো কার্ষাপণে"। যে পণ, সে কার্ষাপণ, এক কর্ষ তাম্র।

কিন্তু কার্ষাপণের অন্য অর্থ রূপ্য রূপক (রূপিকা রূপিআ, রূপি) ছিল। তখন কার্ষাপণ, কাহণ, কিন্তু ওজনে ।০ তোলা। পণ তাম্রময় পয়সা, ৮০ কড়ি। রূপ্য মুদ্রার ষোল ভাগের ১ ভাগ রূপ্য মাষ। রূপ্য মাষ মুদ্রা ছিল কি না, সন্দেহ। দেখা যাইতেছে, সে কালে রূপা সুলভ ছিল না। কাকিণী নামটি মাষ-চতুর্থ-ভাগ ও পণ-চতুর্থভাগ, দুই অর্থে ব্যবহৃত হইত। কাকিণী হইতে বাঙ্গালায় কাক, কানি। বোধ হয়, ত্রিবিধ ধাতুমুদ্রার মূল্যের অনুপাত এই ছিল,—

৮০ কপর্দক=১ পণ

১৬ পণ =১ পুরাণ

১৬ পুরাণ =১ সুবর্ণ

কপর্দক পুরাণ, পুরাণ মূল্যের কপর্দক, ১ কাহণ কড়ি। কিন্তু কড়ির মূল্য উনাধিক হইত। এই হেতু "কড়ি কষা"র গণিত ছিল।

(৩) ভাণ্ডমান।

খার্ষেকা ষোড়শভির্দ্রোণৈশ্চতুরাঢকো ভবেদ্দ্রোণঃ।
প্রস্থৈশ্চতুর্ভিরাঢক একঃ প্রস্থশ্চতুঃকুড়বঃ॥

অর্থাৎ

৪ কুডব =১ প্রস্থ

৪ প্রস্থ =১ আঢক

৪ আঢক=১ দ্রোণ

১৬ দ্রোণ=১ খারী

অন্যত্র (৬১ এর আর্য্যায়) শ্রীধর ধান্যাদি মাপের খারী এক ঘন-হস্ত বলিয়াছেন।*

* উপর হইতে সমভূমিতে ধান্য ঢালিলে 'রাশি' হয়। শ্রীধর রাশীকৃত ধান্য খারী দ্বারা পরিমাপের সূত্র দিয়াছেন, পরিধির ষডংশ বর্গ × উচ্ছ্রয়। যথা, পরিধি ৩৬, উচ্ছ্রয় ৪ হস্ত, ফল ৬ × ৬ × ৪ = ১৪৪ ঘন হস্ত বা মগধ খারী। তিনি ব্যাসের তিন গুণ পরিধি ধরিয়াছেন। লীলাবতীও ধান্যরাশি-ব্যবহার দিয়াছেন। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলায় খারী=১ ঘন হস্ত, এই মাপ ছিল। ইহার প্রমাণ দিতেছি। ৯ বৎসর পূর্বে ছাতনায় এক গুরু মহাশয়ের হাতে লেখা একখানা বই পাইয়াছিলাম। ইহার সমাপ্তি এই,

খারী নাম বহু প্রাচীন, ঋগ্‌বেদে আছে। সায়ণ কলশ বলিয়াছেন। শ্রীধরের এক ঘন-হস্ত খারী, মগধখারী। ইহার পরিমাণ দ্বিবিধ ক্রমে অনুমান করিতে পারা যায়। (১) ১ খারী = ১ ঘনহস্ত = ২৭/৮ ঘন ফুট। এত জল ওজনে প্রায় ১০২ তোলা। কিন্তু মাষ কিম্বা চাউল স-চূড় হইলেও ওজনে এত হইবে না। ১৬ পাত্র স-চূড় চাউল ১৩ পাত্র জলের সমান। অতএব এক খারী চাউল ৮৩ তোলা। ধান্য আরও কম হইবে। ১৬ পাত্র চাউল প্রায় ২১ পাত্র ধান্যের সমান; মোটামুটি এক খারী ধান্য ৬৪ সের ধরি। এক দ্রোণ ধান্য ৪ সের। দ্রোণ কলশাকৃতি। সাধারণতঃ কলসী ৪।৫ সেরই বটে। (২) কৌটিল্য হইতে পাইতেছি, এক এক ব্যবহারে পরিমাণ ভেদ হইত। বড় দ্রোণে ২০০ পল মাষ ধরিত। দ্রোণ প্রায় ৬।০ সের। ধান্য ৪৷০ সের হইবে। ইহার চতুর্থাংশ আঢক,* আঢকের চতুর্থাংশ প্রস্থ, প্রস্থের চতুর্থাংশ কুড়ুম্ব। কুড়ুম্ব ও কুডব এক। মোটামুটি দ্রোণ ৫ সের, খারী ২ মণ ধরা যাইতে পারে। অর্থাৎ কোথাও দ্রোণ ৪ সের, কোথাও ৫ সের হইত।

(৪) অঙ্গুলমান।

হস্তোঽঙ্গুলবিংশত্যা চতুরন্বিতয়া চতুঃকরো দণ্ডঃ।
তদ্‌দ্বিসহস্রং ক্রোশো যোজনমেকং চতুঃক্রোশম্‌॥ ৭।

অর্থাৎ

২৪ অঙ্গুল = ১ হস্ত
৪ হস্ত = ১ দণ্ড
২০০০ দণ্ড = ১ ক্রোশ
৪ ক্রোশ = ১ যোজন

"আমি অত্যন্ত অজ্ঞ অঙ্কে কিছু জানি না, সমুদ্রের কনা মাত্র দেখে দেখে লিখিলাম জানিবে। সন ১৩০০।১ বৈশাখে এই পুস্তক সমাপ্ত হইল। লেখক শ্রীক্ষেত্রনাথ মজুমদার, জাতী বোদ্য। ছাতনানিবাসী বোদ্য কুলে উপাদান। মম পিতা দামোদর ধরিয়া আখ্যান॥ ক্ষেত্রনাথ দাস বসী মোর নাম হয়। এই মত অঙ্ক পুস্তক সমাপ্ত যে হয়॥" বইখানি পড়িয়া তাঁহার গণিতে অসাধারণ জ্ঞান ও অধ্যবসায় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। বুঝিতেছি, তাঁহাকে ইদানীর ছাপা বই পড়িয়া পাটীগণিত ও পরিমিতি শিখিতে হইয়াছিল। কিন্তু শুভঙ্করী ও সে কালের প্রচলিত বহু অঙ্কে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। দুরূহ অস্থিত-পঞ্চক হইতে কৌতুকাবহ অঙ্ক পাতন-সহ কষিয়া দেখাইয়াছেন। অনেক কথার নামও শুনি নাই। বোধ হয়, তিনি পুরাতন বই পাইয়াছিলেন। সমগভীর পুষ্করিণীতে কত খারী জল আছে, রাশীকৃত ধান্য কত খারী, তাহা গণিবার সঙ্কেত দিয়াছেন। ধান্যের রাশি করিলে তাহার পরিধির সহিত উচ্ছ্রয়ের একটা অনুপাত পাওয়া যায়। দেখিতেছি, পরিধির নবাংশ উচ্ছ্রয় ধরা হইত। ইহার পর শ্রীধরের সূত্র। বাঁকুড়ায় গৃহস্থের ঘরে এখনও বেতের খারী রাখা হয়, ৫ খারী ধান্যের রাশির চূড়ায় ধান্যপূর্ণ খারী রাখিয়া লক্ষ্মী পূজা করা হয়। কিন্তু খারীটি ৷৵০ পোয়া অর্থাৎ পুরাকালের প্রস্থ হইয়া গিয়াছে। যাহারা (চুণের) ঘষিম বিক্রয় করে, তাহারা ঘষিমের রাশি করিয়া সরু দোড়ী দ্বারা চূড়ার উপর দিয়া রাশির এক পাশের তল হইতে অন্য পাশের তল পর্যন্ত মাপে, দোড়ীতে গাঁইট থাকে, তদ্দ্বারা কত ঝুড়ী বুঝিতে পারে।

মান-পাত্র নির্মাণ এক কলা। কৌটিল্য শুষ্ক দারুময় পাত্র করিতে বলিয়াছেন। মানভূম ও বাঁকুড়ায় এইরূপ পাত্র নির্মিত হইতেছে। পিতলেরও হয়। দুইই সুন্দর, সুরূপ ও স্থায়ী। বেতের হউক, কাঠের হউক, মাষ কিম্বা চাউল দিয়া মাপিয়া দেখিলেই হয় না, চূড়াটি চতুর্থাংশ হওয়া চাই। মুখে মুখে মাপিলে তিন পোয়া হইতে হইবে। গুণাপণা চাই।

* ৫০ পলে আঢক। আঢক দ্বারা বৃষ্টি পরিমিত হইত। বরাহের বৃহৎসংহিতায়, এক হস্ত ব্যাসের কুণ্ডে ৫০ পল বৃষ্টি হইলে ১ আঢক।' বর্তমান কালের পরিভাষায় প্রায় আধ ইঞ্চি। বর্ষা ২০ আঢক, ইহার অর্ধ দশ ইঞ্চি। কুণ্ড নাম বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত হইয়াছে, ওড়িয়াতে গামলা নাই, আছে কুণ্ড।

নানা প্রমাণের হস্ত ছিল। তন্মধ্যে প্রজাপতির হস্ত ও মনুর হস্ত প্রসিদ্ধ ছিল। মধ্যমাকৃতি পুরুষের মধ্যমাঙ্গুলের মধ্যম পর্ব (গাঁইট) ১ অঙ্গুল। কিন্তু সূক্ষ্ম মানে যব মাপিয়া অঙ্গুল নির্ধারিত হইত। যবের খোসা ছাড়াইয়া গায়ে গায়ে রাখা হইত। ইদানীর যব পুষ্ট। ইহার ৮টায় ১ ইঞ্চি হয়। ৮ যবোদরে প্রজাপতির ও ৫ যবোদরে মনুর অঙ্গুল। অঙ্গুলের পর পরিভাষা এক। প্রজাপতির হস্ত সাধারণ মাপের হস্ত=২৪ অঙ্গুল=১৮ ইঞ্চি। কৌটিল্যে অকৃষ্ট ভূমি মাপিতে ২১ ইঞ্চির, ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিতে ৩৬ ইঞ্চির হস্ত। পথ মাপিতে ২০।০ ইঞ্চির হস্ত। অতএব ১ ক্রোশ=২.৫৬ মাইল, ১ যোজন =১০.২৩ মাইল। পথ ঋজু হয় না, মাপও ঋজু হয় না। এই কারণে হস্ত দীর্ঘ ধরা হইত। কৌটিল্য হইতে

৪ হস্ত=দণ্ড, ধনুঃ, নালিকা
১০ দণ্ড=রজ্জু
২ রজ্জু=পরিদেশ
৩ রজ্জু=নিবর্তন

দণ্ড, দাঁড়, কাঠা। নালিকা নল। রজ্জু, রশি=৪০ হস্ত। ২রশি×২ রশি=৮০ হস্ত×৮০ হস্ত=পরিদেশ, বিঘা। ৩ রশি×৩ রশি=১২০ হস্ত ×১২০ হস্ত=নিবর্তন, ২।।০ বিঘা। নিবর্তন সংজ্ঞা পুরাণে ও স্মৃতিতে আছে। শুক্রের নিবর্তন প্রমাণে ভিন্ন ছিল। পরিদেশ ও নিবর্তন দ্বারা ক্ষেত্রফল বুঝাইত। এখানে স্মর্তব্য, '১ হাত জমি' বলিলে এক বর্গহাতও বুঝায়। এইরূপ, কাঠা ও বিঘা সংজ্ঞার দুই অর্থ আছে। যেমন, দীর্ঘে এক কাঠা=৪ হাত, দীর্ঘে ১ বিঘা=৮০ হাত। আমরা বাঙ্গালায় বলি, ১ বিঘা ১ বিঘা কালী করিলে ১ বিঘা হয়। সং কাল, স্ত্রীলিঙ্গে কালী। "কলয়তি কালঃ"। কল ধাতুর অর্থ সংখ্যান। সংখ্যা করা। কিসের সংখ্যা? কলা, অংশের সংখ্যা। অর্থাৎ জমিকে ১ হাত×১ হাত কিম্বা এক কাঠা এক কাঠা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিলে, যত খণ্ড হয়, তাহার সংখ্যা করা, গণা। সারা কালী, সর্ব খণ্ডের কালী। আমরা কালী পরিভাষা দ্বারা ক্ষেত্র-ফল নির্ণয়ের মূল সূত্র রক্ষা করিয়াছি। ক্ষেত্র ক্ষেত্র গণিয়া যোগফল ক্ষেত্র-ফল। সংস্কৃতে ক্ষেত্রফলকে 'ভূমি'ও বলা হইত। আমরা বলি, জমি ১ বিঘা, ভূমি ১ বিঘা। লীলাবতীতে সংজ্ঞা সম-কোষ্ঠমিতি। অর্থাৎ সমান সমান কোষ্ঠে বিভক্ত করিয়া কোষ্ঠসমূহের মান। হস্ত ব্যতীত পদ পরিভাষা ছিল। কৌটিল্যে পদ=১৪ আঙ্গুল=১০।।০ ইঞ্চি।

পরি-দেশ, সর্বতোভাবে দেশ, বিচ্ছিন্ন দেশ। সং বিগ্রহ হইতে হিন্দী বি-গ-হা, তাহা হইতে বাং বি-ঘা। সং বি-গ্র-হ বিস্তার-বিভাগে। দেখা যাইতেছে, দণ্ড, কাষ্ঠ বা কাঠা ৪ হাত। নলিকা হ্রস্ব, ৪ হাত। নল দীর্ঘ।

বিঘা পরিভাষা কবে প্রচলিত হইয়াছিল, জানি না। ঐতিহাসিক জানিতে পারেন। শুভঙ্করী আর্যাতে নাম কুড়বা। ইদানী অনেক শুভঙ্কর হইয়াছেন, প্রকৃত শুভঙ্করী আর্যা দুর্লভ হইয়াছে। আমি বাঁকুড়ায় আসিয়া 'উয়ান' সংজ্ঞা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু ইহার

পরিমাণ অনুসন্ধান করি নাই। এখন জানিতেছি, বাঁকুড়া জেলায় ইস্কুল-পড়া লোকেরা উয়ান জানে না, কিন্তু দুই এক মাইল দূরের সেকেলে লোকে জানে। কিন্তু ঠিক পরিমাণ জানে না। আদালতে নানা স্থানের পিয়াদা থাকে। এখানকার জজের নাজীর মহাশয় জানাইলেন,

১ ওয়ান　প্রায়　৩ কাঠা
৭ ওয়ানে　প্রায়　১ বিঘা
৫০ ওয়ানে　　১ আড়ি

কিন্তু মুখের কথায় পুরাতনে বিশ্বাস হয় না, দ্রোণ পরিভাষাও পাইলাম না। কিন্তু বুঝিলাম, মল্লভূমে বিঘা কাঠা অধিক কালের নয়। বিষ্ণুপুর হইতে চারি মাইল দূরে আমার এক মিত্রের নিকট মল্লভূমের রাজা চৈতন্যসিংহদেবের তিনখানি দানপত্র পাইয়া পরস্পর অনুপাতে আর সন্দেহ নাই। একখানি পট্ট এইরূপ,—

শ্রীশ্রীগোপাল দেবস্য

স্বস্তি মল্লাবনিনাথ মহারাজ
শ্রীশ্রীচৈতন্যসিংহদেব মহোগ্রপ্রতাপানাং
শ্রীজানকীরাম হাজরা স্বচরিতেষু—
দেবত্তর পট্টকমিদং কার্য্যনঞ্চাগে
তোমার শ্রীশ্রী৺জিউর সেবার নির্বন্ধ
জমি ২॥৩০। দুই দ্রোণ দুই আড়ি তিরিশ উয়ান
এক কান করিল—
ইহার শোধ

মৌজে রামসাগর	মৌজে কল্যাডি
দঃ কালীভাণ্ডার—১৬	ইন্দুরডোবা—২৫
দঃ মহল বেড়া—২৭	... ...
৮৪০	১॥৪০।০

এবং জমি ২॥৩০, দুই দ্রোণ তিরিশ উয়ান এক কান তোমাকে শ্রীশ্রী৺ দেবত্তর দেওা গেল শুভাশীর্বাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করহ ইতি সন ১০৬৩ সাল তাং ২২ কার্ত্তিক।

সন ১০৯৪ সালে রাজা চৈতন্যসিংহদেব-প্রদত্ত আর এক দানপত্রে 'কান' স্থানে 'রেক' সংজ্ঞা আছে। এইরূপ, কাক ও কাইন আছে। এইরূপ আরও পাটার "শোধ" হইতে জানা যায়,

৪ কাক বা কানি (বা রেক) = উয়ান
৫০ উয়ান　　= আড়ি
৪ আড়ি　　= দ্রোণ

উক্ত রামসাগর গ্রামে সন ১২৩৪ সালে প্রদত্ত এক "কবুলাতপত্রে" দেখিতেছি, সে সময়ে দ্রোণ আড়ি গিয়া বিঘা পরিভাষা হইয়াছে, কিন্তু উয়ান আছে। লিখিত আছে,

"২০ কুড়ি উয়ানের কাত ৩/০ বিঘা।" অদ্যাপি সে অঞ্চলে কাঠার পরিবর্তে উয়ান পরিভাষা প্রচলিত আছে।

কিছু দিন হইল, ছাতনা হইতে পাঁচ ছয় মাইল পশ্চিমে মৌলবনা (মউল-বনা) গ্রামে একখানি হাতে লেখা শুভঙ্করী বই পাইয়াছি। "সেবক শ্রীসনাতন মণ্ডল দাসস্য।" সন ১২৩০ সাল। অর্থাৎ প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে লিখিত। তাহাতে পাইতেছি,—

উয়ান কান ॥

(১) কাহনে২ কাহন লবে।
চোক কাহনে চোক থুবে ॥
কাহন পণে আধা চোক।
কহেন যুবঙ্কর ললিবা (?) হোক ॥

(২) খেতে মাঠে রশি না পাই
সোল ছেষে কাহন বলাই ॥
চারি কানে উয়ান হয়
পঞ্চাশ উয়ানে আডি।
চারি আডিতে ডোন হয়
আঠাস হাত দডি ॥

ছে, ক্ষেপ, পদক্ষেপ। ১৬ ছে = ২৮ হাত, ১ ছে = ১৸০ হাত ধরা হইয়াছে। ২৮ হাত ×২৮ হাত = ১ কাহন, উয়ান। কিন্তু কত অঙ্গুলের হস্ত, তাহা জানা যাইতেছে না। বর্তমানে ১৮ ইঞ্চির হস্তে বিঘা কাঠা মাপা হইতেছে। আমরা বাল্যকালে ২০ ইঞ্চির, এমন কি, ২১ ইঞ্চির হস্ত ধরিয়া জমি মাপিতে দেখিয়াছি। উক্ত 'হাত' ১৮ ইঞ্চির ধরিলে ১ উয়ান = বর্তমান কালের ২.৪৫ কাঠা, এক আড়ি = ৬।০ বিঘা, ১ দ্রোণ ২৬ বিঘা। ২১ ইঞ্চির হস্ত হইলে ১ দ্রোণ = $\frac{২৬×২১}{১৮}$ = বর্তমানের ৩০ বিঘা, আড়ি = ৭৷৷০ বিঘা।

(৩) চারি হাতে কাঠা
বিস কাঠায় রসি।
তিন কাঠায় উয়ান
সাত উয়ানে বিঘা
সাতে সাত বিঘায় আডি ॥

এই তিন আর্যা হইতে জানিতেছি, এক শত বৎসর পূর্ব হইতে এই অঞ্চলে বিঘা মাপ আরম্ভ হইয়াছে। (বানানে ড় য় নাই, সর্বত্র ড য)। আর এক আর্যা বহু প্রচলিত আছে।

কাঠা কুডার আর্জ্জা ॥

(৪) কুডুবায় ২ কুডুবা লির্জ্জে।
কাঠায় কুডুবা কাঠায় লির্জ্জে ॥
কাঠায় কাঠায় গণ্ডা জান।
দশ বিস গণ্ডায় ধুল প্রমাণ ॥

এখানে বিঘার পরিবর্তে কুড়া। কুডব হইতে কুড়া। অদ্যাপি কুড়া-টাক জমি বলিলে বিঘা-টাক জমি বুঝায়। পশ্চিমবঙ্গে বিশ গণ্ডায় কাঠা।*

পূর্বে যে দ্রোণ আঢক প্রস্থ কুডব পাইয়াছি, সে সব ভাণ্ড-পরিমাণ, ধান্যাদির মাপ। এখানে দ্রোণ আড়ি উন্মান পাইতেছি, সে সব ভূমি-পরিমাণ, জমির মাপ। সং আ-ঢ-ক হইতে আ-ড়ি, উ-ন্মা-ন হইতে উ-য়া-ন, কা-কি-ণী হইতে কা-ক, কা ন (চট্টগ্রামে কা-নি)। উ-আ-ন বানানও আছে। তাম্রশাসনে সর্বত্র "ভূদ্রোণ" লিখিত আছে। ধান্যাদির ঘনমান হইতে ক্ষেত্রমানে আসিবার দ্বিবিধ উপায় আছে। (১) কত জমি? এত আড়ার জমি। আড়া মাপ বাঁকুড়ার পশ্চিম দক্ষিণাংশ, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলায় প্রচলিত আছে। এক আড়া ধান প্রায় ৪ মণ। মেদিনীপুরে বড়। জমির প্রকৃতি জানা থাকিলে উৎপন্ন ধান্য দ্বারা তাহার পরিমাণ মোটামুটি জানিতে পারা যায়। মধ্যম জমিতে বিঘায় ১০ মণ ধান হয়। কিন্তু এইরূপ মাপ দ্বারা অজ্ঞাত প্রকৃতি ভূমি-দান-বিক্রয় হইতে পারে না। তখন (২) কত জমি? ধান বুনিতে এত লাগে। আদ্যকালে ধান বোনা হইত, চারা রোআ হইত না। এখনও আউশ ধান বোনা হয়, কদাচিৎ কোন দেশে রোআ হয়।

এই ক্রমে অমরকোষে

> দ্রোণাঢকাদি বাপাদৌ দ্রৌণিকাঢকিকাদয়ঃ।
> খারীবাপস্তু খারীকঃ

উপ্যতেঽস্মিন্ বাপঃ। ইহাতে উপ্ত হয়, এই অর্থে বাপ। যে ভূমিতে দ্রোণ-পরিমিত ধান্য বুনিতে লাগে, তাহা দ্রৌণিক। এইরূপ আঢকিক, খারীক ইত্যাদি। আউশ ধান বুনিতে বিঘায় ১০ সের লাগে। রুইলে পাঁচ সের। অতএব যদি দ্রোণ ৫ সের হয়, তাহা হইলে ভূ-দ্রোণ প্রায় ॥০ বিঘা দাঁড়ায়। অনাবাদী জমির প্রথম আবাদে আউশ ধান কিম্বা তিল বোনা হয়। দুয়ের দ্বারাই ঘাস মরে। বাস্তুভূমিতে প্রথমে তিল বুনিয়া, পরে গৃহনির্মাণের বিধি ছিল। তিল বুনিতে বিঘায় ৩ সের লাগে। কিন্তু ধেনো জমিতে তিল বুনিবার প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। অতএব দ্রোণ-ধান্য-বাপ ভূমি, দ্রৌণিক। পরিদেশ (বিঘা) মাপ ছিল, ১ ভূ-দ্রোণ তৎকালের এক পরিদেশ বা বিঘা। আধ বিঘা হইতে পারে না। কত জমি? ১ দ্রোণ (কলশ) ধানের জমি। বর্তমান কালের ২০ কাঠা।

যখন জমি অপর্যাপ্ত থাকে, তখন লোকে দুই এক বিঘা গ্রাহ্য করে না। তখন খারী ধরে, এবং খারীকে দ্রোণ বলিবার প্রবৃত্তি আসে। নানা স্থানে লোকে আধ সেরকে

---

* এই আর্যা কোন্ শুভঙ্করের? তাঁহার কালে ও দেশে কুড়বা শব্দ দ্বারা ২০ কাঠা বুঝাইত, লোকে কখনও কখনও হিন্দী 'লিজিয়ে' (লউন) বলিত। কবে বি-ঘা নাম প্রচলিত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিলে তৎপূর্ব্বে কুডবা ও এই আর্যার শুভঙ্কর পাওয়া যাইবে। শুভঙ্কর উপাধি, ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। মউল-বনার শুভঙ্করীর বইতে এই অজ্ঞাতনামা শুভঙ্কর ব্যতীত ভৃগুরাম দাস ও ভবানী মিত্র নাম আছে। ছাতনার গুরু মশায়ের বইতে আর এক নাম আছে। বিষ্ণুপুরে এক শুভঙ্কর ছিলেন। তাঁহার নাম জগন্নাথ দাস, উপাধি শুভঙ্কর রায়। তিনি ১০৫০ সালে ছিলেন। (১৩৩১ সালের চৈত্র মাসের "মাসিক বসুমতী")। আদি শুভঙ্কর বহু প্রাচীন।

সের বলে। আবার কোন স্থানে সেরকে আধ সের বলে। খারী=১৬ দ্রোণ, খারীক ভূমি ১৬ বিঘা। পরে যে খারী, সে দ্রোণ হইয়া গিয়াছিল। এই অনুমান না করিলে বিষ্ণুপুরের দ্রোণ পাওয়া যাইতেছে না। মেদিনীও লিখিয়াছেন,—

দ্রোণোঽস্ত্রিয়ামাঢকে স্যাদাঢকানাং চতুষ্টয়ে।

অর্থাৎ দ্রোণ বলিলে আঢক এবং চারি আঢক বুঝায়। যদি দ্রোণের নাম আঢক হয়, তাহা হইলে খারীর নাম দ্রোণ হইবে। এই দ্রোণ ৮০ সের। ভু-দ্রোণ ১৬ বিঘা।

দেবত্র ও ব্রহ্মত্র ভূমিদানে হস্ত দীর্ঘ ধরা হইত। ১৮ ইঞ্চির হস্তের স্থানে ৩৬ ইঞ্চির হস্তও ধরা হইত। কৌটিল্য ইহার প্রমাণ। এই বিধিতে ৪ হস্ত নলের পরিবর্তে ৭ হস্ত, ৭॥০ হস্ত নলের প্রচলন ছিল। তখন তৎকালের ভূ-দ্রোণ ১৬ বিঘা, বর্তমানের মাপে ৩০ বিঘা হইত। দেখা যাইতেছে, রাজা চৈতন্যসিংহ ৭॥০ হস্তে নল ধরিয়া ভূমি দান করিয়াছিলেন।

এখন আর দুই তর্ক আছে। (১) আঢকে ৫০ উন্মান কেমনে আসিল? কৌটিল্যের একপ্রকার দ্রোণ ২০০ পল ছিল। মনুসংহিতার টীকায় (৮।৩২০) কুল্লুক ভট্ট ২০০ পলে দ্রোণ ধরিয়াছেন। কালে আঢক ২০০ পল হইয়াছিল। ইহার চতুর্থাংশ ৫০ পল=৫০ উন্মান। যদ্দ্বারা দ্রব্য উন্মিত হয়, তাহা পল, এই হেতু পলের নাম উন্মান হইয়াছিল। এখানেও তুলামানের সংজ্ঞা হইতে আয়ামমানের উৎপত্তি।*

(২) কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্জো, এখানে কুড়বা অবশ্য ২০ কাঠা×২০ কাঠা=কালী ২০ কাঠা ২০ কাঠা ২০×৪ হস্ত। ৪ পলে কুড়ব, ইহাই বিধি। কিন্তু আঢক ২০০ পল হইলে ৫ পলে কুড়ব। অর্থাৎ ৫ পলে কুড়ব, ৪ কুড়বে প্রস্থ, ৪ প্রস্থে আঢক। অর্থাৎ আঢক=২০ প্রস্থ। প্রস্থ স্থানে কাঠা হইয়া ২০ কাঠায় বিঘা। কুড়ব হইতে কু-ড়ি (২০) সংজ্ঞা।

শূর্প আর এক পাত্রমান ছিল। শূর্প অর্থে কুলা, সং কু-ল্য। শূর্পাকার জলসেচন-পাত্র ছিল। এখন তাহার নাম সেচনী, সিমনী। ২ দ্রোণে ১ শূর্প। ইহা এক মান ছিল। মেদিনী-কোষ, কুল্য শব্দের অর্থ অষ্টদ্রোণী শূর্প লিখিয়াছেন। অর্থাৎ কুল্য=৮ দ্রোণ। দ্রোণ-বাপ ১ বিঘা, কুল্য-বাপ ৮ বিঘা।

এক হালে, লাঙ্গলে ১২ বিঘা জমির চাষ হয়। পাঁচখানা লাঙ্গলের বা হালের চাষ বলিলে ৬০ বিঘা বুঝায়। পশ্চিমবঙ্গে হাল পরিভাষা নাই। শ্রীহট্ট অঞ্চলে ২৮ যষ্টিতে ১ কেদার, ১২ কেদারে ১ হাল। বোধ হয়, ১ হাল ১২ বিঘা।

৭। তাম্রশাসন-লিখিত ভূমি

এখন শ্রীযুত ভট্টশালী-প্রদত্ত ভূমি-পরিমাণ মিলাইয়া দেখি। শক্তিপুর-শাসনে (১৫ পৃঃ) প্রথম খণ্ড ৩৬ ভূ-দ্রোণ, সম্বৎসরে উৎপত্তি ২৫০। দ্বিতীয় খণ্ড ৫৩ ভূ-দ্রোণ,

* বৈদ্যকগ্রন্থ ভাবপ্রকাশে (১৬ খ্রিষ্টাব্দ শতকে) প্রদত্ত শুষ্ক দ্রব্যাদির মগধ মানের মধ্যে দ্রোণের নাম উন্মান, অমণ, ঘট আছে। বৈদ্যকে পল ৩ তোলা, দ্রোণ ১৯॥০ সের। ২ দ্রোণে শূর্প। ক্ষীর-স্বামীর অমরটীকায় দ্রোণ এইরূপ ।০ মণ। ইহার অধিক পাওয়া যায় না। বৈজয়ন্তীকোষে নানা ভেদের নানা মান একত্র লিখিত হইয়াছে।

সম্বৎসরে উৎপত্তি ২৫০। এই ভূমি বৃষভশঙ্কর নলদ্বারা মাপা হইয়াছিল। বৃষভশঙ্কর শিব। ধনুর স্থানে নল। নল, নলীবাঁশ, একজাতি ফাঁপা সরু বাঁশ। মানুষ ধনু ৪ হস্ত। শিবধনু ৫॥০ অথবা ৬ হস্ত। হস্ত, ২৪ অঙ্গুল (১৮ ইঞ্চি)। ভূমিদানে অন্ততঃ ২৮ অঙ্গুলের (২১ ইঞ্চির) হস্তের নল হইবার কথা। হস্ত একটু বড় ধরিতে হয়; কারণ, নল ভূমিতে পাতিয়া মাপা হয় না, চলিতে চলিতে নলের দুই মাথা মাটিতে ছোঁয়াইয়া মাপা হয়। এই কারণে নল ভূমি হইতে উপরে থাকে। ২১ ইঞ্চির ৬ হস্ত=১৮ ইঞ্চির ৭ হস্ত। পূর্বে শুভঙ্করীতে ৭ হস্তের প্রমাণ পাইয়াছি। অতএব

১ নল × ১ নল = ১ পণ
৪ নল × ১ নল = ১ কাকিনী
৪ নল × ৪ নল = ১ উন্মান = ২.৪৫ কাঠা
৫০ উন্মান = ১ আঢক = ৬।০ বিঘা
৪ আঢক = ১ দ্রোণ = ২৬ বিঘা

হস্তের পরিমাণানুসারে ৩০ বিঘাও হইতে পারে। ২৬ বিঘাই ধরি। শাসনের ৩৬ ভূ-দ্রোণ=৯৩৬ বিঘা, ৫৩ ভূ-দ্রোণ=১৩৭৮ বিঘা। প্রত্যেকের 'উৎপত্তি' ২৫০। এটি ভূমি-দাতার আনুমানিক। শ্রীযুত ভট্টশালী 'উৎপত্তি' অর্থে তৎকালের টাকা ধরিয়াছেন। এই অর্থে আমার সন্দেহ হইতেছে। কর কিম্বা ধান্যের মূল্য স্থির থাকে না, কিন্তু অত্যাপাত না হইলে উৎপন্ন ধান্য সমান থাকে। উৎপন্ন দ্বারাই ভূমি-প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়। উৎপত্তি ধান্যোৎপত্তি, এই অর্থ হইলে উৎপত্তি ২৫০ দ্রোণ। এখানে দ্রোণ, দ্রোণ না খারী? পাঁচসেরী দ্রোণই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে ২৫০ দ্রোণ=৩১ মণ।

৯৩৬ বিঘায় ৩১ মণ, কিছুই নয়। বোধ হয়, অধিকাংশ জমি খিল, বালি-পতিত জমি কিম্বা উচা ডাঙ্গা। নিকৃষ্ট জমিতে বিঘায় ৫ মণ ধরিলে ৯৩৬ বিঘার প্রায় ৬ বিঘায় কোনরূপ চাষ হইত, অবশিষ্ট পতিত, কৃষির অযোগ্য।

দেখি, কোথায় জমি ছিল। মোর নদীর কূলের জমি। তাহার একদিকে জোলী, অন্য দিকে গোপথ। অপর খণ্ড আরও নিকৃষ্ট। ইহার তিন দিকে জোলী, একদিকে গোপথ। খাল-জোলে কৃষিযোগ্য ভূমি অল্পই পাওয়া যায়। 'বাল্লিহিতা' হয় ত বালি-ভিটা, বালি-কুড়, কৃষির অযোগ্য।

আশ্চর্যের বিষয়, আমি যত ব্রহ্মোত্তর দেখিয়াছি, সব নদীকূলে, বালিময়, উচা ডাঙ্গা, ব্রহ্মডাঙ্গা। ব্রহ্মোত্তর শালি জমি দেখি নাই। বোধ হয়, এই কারণে রাজারা দুই হাজার পাঁচ হাজার বিঘা স্বচ্ছন্দে দান করিতেন। ভাল জমি পড়িয়া থাকে না, প্রজায় চাষ করে, পাইলে ছাড়ে না। রাজা প্রজার নিকট জমি কাড়িয়া লইয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে পাপ-পুণ্যের ভাগ সমান দাঁড়ায়। গ্রামকে গ্রাম দান করিলে ভিন্ন কথা। শ্রীযুত ভট্টশালী অপর শাসন-প্রদত্ত ভূমি মিলাইয়া দেখিতে পারেন।*

---

* শ্রীযুত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য-সঙ্কলিত "কামরূপশাসনাবলী"তে 'অপকৃষ্ট ভূমি' পাইতেছি। শব্দটি অপ্‌কৃষ্ট, জল হইতে উত্থিত, চর হইতে পারে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মিলাইয়া দেখিতে পারেন। আরও পাইতেছি, "ধান্যদ্বিসহস্রোৎপত্তিক ভূমি", যে ভূমিতে ২০০০ (দ্রোণ) ধান্য উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ 'উৎপত্তি' অর্থে টাকা নয়। এই দ্রোণ কত, তাহা পৃথক্ আলোচনা না করিলে বলিতে পারা যায় না। হয় ত পাঁচ সের।

শ্রীযুত ভট্টশালী মাধাইনগর শাসনে ১৯১ খারী ভূমিতে উৎপত্তি ১৬৮ দিয়াছেন। অপরাপর শাসনের ভূ-দ্রোণ খারীস্থানীয়। এখানে খারী ঠিক আছে, খারীক ভূমি ২৬ বিঘা। প্রায় পরগণায় পরগণায় মানভেদ এখনও অল্পস্বল্প লক্ষিত হয়। অনুমানে বোধ হয়, ১৬ ভূ-দ্রোণে পাটক হইত। তখন পাটক, খারীক।

৮। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি

প্রাচীন পুণ্ড্র-বর্দ্ধন নগর বগুড়া সহরের উত্তরে বর্ত্তমান মহাস্থানে ছিল। করতোয়া নদী পূর্ব্বদিক্ রক্ষা করিত। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির স্বাভাবিক সীমায় বোধ হয় করতোয়া পূর্ব্বসীমা, গঙ্গা পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা। গঙ্গার দক্ষিণে বঙ্গভুক্তি হইবার কথা। কিন্তু সে নাম কিম্বা কোন নগরের নামে অপর ভুক্তির নাম পাওয়া যায় না। ইহাতে অনুমান হয়, বঙ্গের বহুল অংশে লোকালয় ছিল না। পৃথক্ ভুক্তির প্রয়োজন হয় নাই। শ্রীযুত ভট্টশালী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির দক্ষিণ সীমা দক্ষিণ-সাগর দেখাইয়াছেন।

খাড়ী বিষয়ে 'ঘাসসম্ভোগভাট্ট', ঘাসকর, ইহাতে সন্দেহ হইতেছে না (৫ পৃঃ)। লোনা জলার ধারে মোটা ঘাস ও হোগলা ইত্যাদি জন্মে। গ্রামের নাম বডা, জলায় বটকসদৃশ। চব্বিশ পরগণায় বড়ুল বড়লা গ্রাম আছে। দেশটি 'সমতট', সাগরের তটভূমি। জোয়ারে ডুবিয়া যাইত, নদীকূলের ভূমি জাগিয়া থাকিত। 'সমতটীয় নল' দ্বারা 'পাটক' মাপা হইয়াছিল। এই নল অবশ্য দীর্ঘ। কিন্তু ৮ হস্তের অধিক হইবার কথা নয়।

এমন দেশে বাস করা সুখের নয়। শাসনে দেখাও যাইতেছে, সে দেশে শাস্ত্যাগারিক গডোলী ব্রাহ্মণ গ্রাম পাতিয়াছিলেন। শাস্ত্যাগারিক, যাঁহারা গ্রহশান্তি করেন। বিষ্ণুপুরে ইঁহাদের নাম শান্তিকরী। ইঁহারা নিম্ন ব্রাহ্মণ। বেনারস, কানপুর প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিম দেশে গডোলী ব্রাহ্মণ আছেন। ইঁহারাও নিম্ন ব্রাহ্মণ। শ্রীযুত ভট্টশালীও জানিয়াছেন, সে দেশে এখনও নিম্নব্রাহ্মণ ও পোদের বাস আছে। আদিগঙ্গার দক্ষিণে গঙ্গার মাহাত্ম্য নাই, সেখানে গঙ্গা একটা বড় গাং।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির দক্ষিণের পূর্ব্বসীমা কি ছিল? বর্ত্তমান স্বাভাবিক সীমা অপার পদ্মা। কিন্তু গঙ্গা বা পদ্মার গতি নিরীক্ষণ করিলে মনে হয়, উহা পূর্ব্বকালে পূর্ব্বদিকে বহিত, ধলেশ্বরী ও পদ্মা এক ছিল। মাণিকগঞ্জ পদ্মার পশ্চিমে ছিল। সমভূমিতে নদীর গতি এই,—যে পথে আসিতেছিল, প্রথমে সোজা সে দিকে চলে, পরে মুখে চড়া পড়িয়া গতি রোধ করে। নদী পুরাতন মুখের পশ্চাতে প্রব দিকে নূতন পথ করে। বঙ্গদেশে ইহার বহু উদাহরণ আছে। ফরিদপুর জেলা মুন্সীগঞ্জের গায়ে লাগিয়াছিল। শ্রীচন্দ্রের ধুল্লাশাসনের (৩ পৃঃ) খদিরবিল্লী, তিবরবিল্লি, বাংলা ভাষায় খয়রাবিল, তিয়রবিল হইবে, বোধ হয় খয়রা মাছের বিল, তিয়র (মৎস্যজীবী) জাতির বিল। লোণিয়া জোড়া, লোণা জলের জোল। এ সকলের চিহ্ন এখনও থাকিতে পারে।

কিন্তু বাখরগঞ্জ সমতট দেশ ছিল, বরিশাল (বড়িশ-আল) নামেই প্রকাশ, ইহা কাঁটাবনের, সুন্দরবনের অন্তদেশ ছিল। এই জেলার 'কাঠি' নামে গ্রামের নামও সাক্ষী। এখন যেটি যমুনা, এটিই ব্রহ্মপুত্র মনে হয়; আর এখন যেটি ব্রহ্মপুত্র, এটি নূতন পুত্র, কিন্তু কালে বলবান্ হইবে। এই হেতু মনে হয়, ময়মনসিংহ জেলা পূর্বাবধি পৃথক্ ছিল, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত ছিল না। পদ্মার পূর্বদিকে আর এক ভুক্তি থাকিবার কথা।

শ্রীযুত ভট্টশালী লিখিয়াছেন, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির কোটিবর্ষ, দিনাজপুর সহরের ১৮ মাইল দক্ষিণে। কিন্তু ঐ নামের বিষয় কত দূর বিস্তৃত ছিল? নামটি সংস্কৃত, কার্মুকের কোটি তুল্য বর্ষ। গঙ্গা কার্মুকের তুল্য বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহার পশ্চিম কোটি দিনাজপুর মালদহ রাজসাহী মনে হয়। পদ্মাবাটিবিষয় নিশ্চয় পদ্মার গায়ে। ভাগীরথীর গায়ে আর একটি বিষয় থাকিবার কথা। পুরাণে 'ব্যাঘ্রমুখ' নামে দেশের উল্লেখ আছে। ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল, বাঘের দেশ। সুন্দরবনেই বাঘ আছে, এমন নয়। হিমালয়ের দক্ষিণস্থ জলোদয় (জলপাই), পূর্ণিয়ার উত্তরাংশের বনভূমিকে ব্যাঘ্রতটী বলিলে অনুচিত হইবে না।

৯। কঙ্কগ্রামভুক্তি

কঙ্কগ্রাম নামে একটী ভুক্তি হইয়াছিল, সে নাম সহজে লুপ্ত হইতে পারে না। পুরাণে 'কলাপগ্রাম' নামক গ্রাম প্রসিদ্ধ রহিয়াছিল। কিন্তু প্রসিদ্ধির কারণ লিখিত নাই। কঙ্কগ্রাম হইতে কাঁকগ্রাম হইবার কথা। এখন কাগ্রাম, মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ ও বর্দ্ধমান জেলার উত্তর সীমায় ঈ-আই-রেলের পূর্বে। শক্তিপুর-শাসনে (১৩ পৃঃ) "কঙ্কগ্রামভুক্ত্যন্তঃপাতিদক্ষিণবীথ্যাং উত্তররাঢায়াং," নৈহাটি-শাসনে (১৫ পৃঃ), "বর্দ্ধমানভুক্ত্যন্তঃপাতিন্যুত্তররাঢামণ্ডলে স্বল্পদক্ষিণবীথ্যাং।" বীথী, মার্গ, বর্ত্মন্। দক্ষিণবীথী, দক্ষিণ মার্গ, দক্ষিণ দিকে যাইবার পথ। শুক্রনীতিসারে বীথী ৫ হস্ত। শাসনে পাইতেছি, উত্তররাঢায় দক্ষিণগামী বীথীর ধারে কুমারপুর চক। নৈ-শাসনে পাইতেছি, উত্তর রাঢা মণ্ডলে দক্ষিণগামী বীথীর স্বল্লান্তরে। দুই বীথী এক না হইতে পারে। কিন্তু আরম্ভ অংশে অবশ্য এক হইবে। সাধারণের পথ ধরিয়া গ্রাম নির্ণয় স্বাভাবিক ও অদ্যাপি প্রচলিত। উত্তর হইতে মঙ্গলকোট, বর্দ্ধমান আসিবার পথ আছে। এইটি দ্বিতীয় বীথী।

কাগ্রামে নদী নাই। ইহার চারি পাঁচ মাইল পূর্বে ভাগীরথী, আট নয় মাইল দক্ষিণে অজয়। যেমন বর্দ্ধমান দ্বিসহস্রাধিক বৎসর পূর্বে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, কঙ্কগ্রামও সেইরূপ প্রাচীন হইতে পারে। কান্দি সব্‌ডিভিজনে কান্দড় নদীর পথ দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। হ্রস্ব পথে ভাগীরথীতে না পড়িয়া সমানে চলিয়াছে। কান্দি সব্‌ডিভিজনের পূর্বভাগে এত বিলই বা কেন হইল? গঙ্গার তীরভূমি উচ্চ হইয়াছে, পূর্বকালের সমতট নিম্ন রহিয়াছে। কান্দড় নদী ভাগীরথীর লুপ্তপ্রায় অবশেষও হইতে পারে। কান্দি, কান্দড় নামেই মনে হয়, এক জলস্রোতের নিকটস্থ। কঙ্কগ্রাম, কাঁক বকের গ্রাম।

হয় ত জোয়ারের জল সে কালে কঙ্কগ্রাম পর্যন্ত প্লাবিত করিত। তথাপি ভাগীরথীকে চারি মাইল পশ্চিমে সরাইতে পারা যায় না। কিন্তু বলিতে পারি, কঙ্কগ্রাম ভাগীরথীর কূলে ছিল। তখন কাটোয়া সব্ডিভিজনে কাহুড় নদী অজয় ছিল। ভাগীরথী ও অজয়, দুইই সরিয়া গিয়াছে, পূর্বকালের ভূভাগ পরে বর্দ্ধমান জেলার ঈশান কোণে খোঁচ হইয়া রহিয়াছে। ইহা কিন্তু বহু পূর্বকালের কথা।

দক্ষিণ বীথীর উপন্যস্ত অর্থ স্বীকার করিলে উত্তর দক্ষিণ রাঢাদ্বয়ের বিচ্ছেদক পাওয়া যাইবে না। ইহা অজয়, কিম্বা দামোদর, এই দুয়ের একটি হইবে। দামোদর বর্দ্ধমান নগর হইতে পূর্বগামী ছিল, এখন বেহুলা নদী নাম লইয়া দুই শাখায় ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। দামোদর পূর্বদিকে আসিতে আসিতে শক্তিগড় রেলষ্টেসনের নিকটে হঠাৎ দক্ষিণমুখ হইয়া নদীচরিতের অন্যথা করে নাই। সতী বেহুলার উপাখ্যানে দামোদরের পূর্বপথ স্মৃত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, এই বেহুলা নদীর উত্তর মুর্শীদাবাদ পর্য্যন্ত প্রাচীন সুহ্ম। ইহার দক্ষিণে গঙ্গা পর্য্যন্ত দক্ষিণ রাঢ়, প্রাচীন প্রসুহ্ম।

১০। বর্দ্ধমানভুক্তি

বর্দ্ধমানভুক্তির উত্তর সীমা অজয়, পূর্ব ও দক্ষিণ সীমা ভাগীরথী। শ্রীযুত ভট্টশালী বেতড় গ্রাম নিরূপণ করিয়াছেন। এই স্থান আদিগঙ্গা ও কালীঘাটের অপর কূলে ছিল। কিন্তু বেতড়ের দক্ষিণে লেজ্যদেব-মণ্ডপী সীমা। গঙ্গা কই? গোবিন্দপুর-শাসনে (১১ পৃঃ) "বর্দ্ধমানভুক্ত্যন্তঃপাতিপশ্চিমখাটিকায়াং বেতড্ডচতুরকে"। 'পশ্চিমখাটিকা' অর্থ কি? শ্রীযুত ভট্টশালী, খাটিকা খাটিয়া শয্যা মনে করিয়া, ভুক্তিকে বৃহৎ আয়ত ক্ষেত্রে ভাগ কল্পনা করিয়াছেন। অসম্ভব নয়। কিন্তু পূর্বখাটিকার স্থান পাওয়া যাইতেছে না। পূর্বদিকে জাহ্নবী। আমার বোধ হয়, খাড়ী শব্দের সংস্কৃত রূপ দিতে গিয়া খাটিকা হইয়াছে। সং খা-ত হইতে খা-টী, খা-ডী। অবশ্য দেব-খাত খাটিকা হয় ত সরু খাড়ী। সে কালে গঙ্গা আটে ঘাটে বাঁধা পড়ে নাই। বেলুড় বালিকূড় ছিল। এখন খাড়ীর নদীর চিহ্ন নাই। কিন্তু খাল আছে। বালি সহর, বালি; পশ্চিমে উত্তরে বালিহাটি। ডানকুনির (ডানকুনি মাছের?) জলা ইত্যাদি নামে পূর্বখাটিকার চিহ্ন আছে।

এখানে একটি পুরাতন তর্ক তুলিতেছি। বর্তমান তমলুক কি সত্য সত্য পুরাতন তামলিপ্তক? (১) তাম্রলিপ্তক তামলিপ্তক সুহ্মের নামান্তর হইয়াছিল। সুহ্ম রাঢ় দেশ। (২) পুরাণে ও কূর্মচক্রে তাম্রলিপ্ত মধ্যদেশের পূর্বদিকে, অগ্নিকোণে নয়। (৩) তমলুক বর্তমানে সাগর হইতে ১০।১২ ফুটের অধিক উচ্চে নয়। বঙ্গ ও ওড়িষ্যার সাগর উপকূল মৃদু মৃদু উর্দ্ধগত হইতেছে। তথাপি তমলুক গাঙ্গের জোয়ারে ডুবিয়া যাইতে পারে। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে জল হইতে জাগিয়াছিল কি না সন্দেহ। বণিকেরা কোন্ পথে তমলুকে যাইত? চারি শত বৎসর পূর্বে বেতড়ে মেলা বসিত, কেনা-বেচা শেষ করিয়া হাটুয়ারা দেশে পলাইত। তখনও হাওড়া জেলার দক্ষিণ ভাগ মানুষের স্থায়ী বাসের যোগ্য হয় নাই। কিন্তু তামলিপ্তকে বণিকেরা বাস করিত। তামলিপ্তকে হাওড়া জেলায় আনিলেও সুবিধা নাই। অতএব রূপনারাণের উজানে উঠিয়া ঘাটালে

খুঁজিতে হইবে, কিম্বা গঙ্গার উজানে হাওড়ায় পঁহুছিতে হইবে। হাওড়া, হাওর, সাগর। সপ্তগ্রাম স্পষ্ট সুহ্মে। সুহ্মকে বাঁকাইয়া তমলুক পর্য্যন্ত লইতে পারা যায় বটে, কিন্তু বণিক্‌দিগের বীথীর সন্ধান পাওয়া যায় না। (৪) চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাম্রলিপ্তির যে দিক্ অন্তর বলিয়াছেন, তাহাতেও তমলুক আসে না।

১১। দণ্ডভুক্তি

বর্দ্ধমানভুক্তির অথবা দক্ষিণ-রাঢ়ের পশ্চিম সীমা কি ছিল? অটবী। অটবীর বিস্তার সর্ব্বত্র কিম্বা সর্বদা সমান থাকে না। রাঢ়ের পশ্চিমে কলিঙ্গ, মধ্যে দীর্ঘ-প্রসারিত অটবী। এই অটবীর কতখানি রাঢ়, কতখানি কলিঙ্গ, তাহার নির্ণয় দুঃসাধ্য। রাঢ় হইতে দক্ষিণে কলিঙ্গে যাইবার পথ অবশ্য ছিল। সেই পথ দণ্ড। বৃক্ষের দণ্ড বা কাণ্ড হইতে যেমন শাখা বহির্গত হয়, পথেরও দুই পার্শ্বে সেইরূপ শাখা-পথ হয়। ওড়িয়াতে এই অর্থে দাণ্ড শব্দ বহুপ্রচলিত। পুরীর বড় দাণ্ড, কিম্বা ব্রাহ্মণশাসনী গ্রামের দাণ্ড পুরীকে ও গ্রামকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। কলিকাতার কর্ণআলিশ ষ্ট্রিট কলিকাতার এক দাণ্ড। এইরূপ অর্থে বাঁকুড়া জেলায় 'শুভঙ্করী দাঁড়া', দাণ্ড, প্রায় ষোল মাইল দীর্ঘ এক পুরাতন খাল। যে খালের শাখা-নালা এ পাশে সে পাশে বহির্গত হইয়াছে। দাঁতন মেদিনীপুর গড়বেতা পথ, মেদিনীপুর জেলায় দণ্ড হইয়া জেলাকে পূর্ব পশ্চিমে দুই ভাগ করিয়াছে।* গড়বেতার উত্তরে বিষ্ণুপুরে, বাঁকুড়া হইয়া পথটি উত্তর পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই পথ কিম্বা ইহার পশ্চিমের চাইবাসা পুরুলিয়া পথ দিয়া রাঢ়ে যাইতে পারা যায় না। উত্তররাঢ় হইতে দণ্ডভুক্তি আসিতে চারি পথ আছে।

(১) রাণীগঞ্জ গঙ্গাজল-ঘাটী বাঁকুড়া, (২) কাঁকশা সোনামুখী বিষ্ণুপুর, (৩) বর্দ্ধমান উচালন শ্যামবাজার গড়বেতা, (৪) বর্দ্ধমান উচালন শ্যামবাজার ক্ষীরপাই মেদিনীপুর; এই চারি পথের কোন্‌টি দণ্ডের অংশ, কোন্‌টি শাখা, তাহার নির্ণয় দুরূহ। বর্দ্ধমান নগরের দক্ষিণে দামোদর পার হইয়া এক "উড়ের গড়" ছিল, তদ্দেশবাসী ঘনরাম লিখিয়া গিয়াছেন। "উড়ের গড়" ওড়িয়া রাজার গড়। এই ওড়িয়া রাজা রাজেন্দ্র চোড়গঙ্গ হইতে পারেন। তিনি ইং ১০২৪ সালে দক্ষিণ-রাঢ় ও উত্তর-রাঢ় জয় করিয়া বর্দ্ধমান হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত দেশে কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দণ্ডভুক্তির দণ্ড নিরূপিত হইলে, তাহার পশ্চিমে কলিঙ্গ বলা যাইতে পারিবে। দণ্ডভুক্তির পূর্বসীমা বোধ হয় দ্বারকেশ্বর, দক্ষিণ সীমা সাগর ও সুবর্ণরেখা। কবিকঙ্কণচণ্ডীর কালকেতু গুজরাট নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে গুজরাট এখন ক্ষুদ্র গ্রাম, খানাকুল কৃষ্ণনগরের পশ্চিমে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে। নিকটে কলিঙ্গ দেশ ছিল। ধর্ম্মমঙ্গলের লাউসেন এক কলিঙ্গরাজকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, বাঁকুড়া জেলার বর্তমান সিমলা পালের রাজবংশের। এই বংশ অদ্যাপি ওড়িয়া।

* মেদিনীপুর শহরের ছয় মাইল উত্তরে কর্ণগড় নামে এক গড় ছিল। এই গড়ে দণ্ডেশ্বর শিব প্রতি আছেন। তিনি দণ্ড পথের ঈশ্বর (মেদিনীপুর ইতিহাস)। পুনশ্চ, মেদিনীপুরের ১৮ মাইল দক্ষিণে নারায়ণগড়। এখানে পালবংশ মেদিনীপুর জেলায় রাজা ছিলেন। সাজেহান বাদশাহ এই বংশের শ্যাম-বল্লভ পালকে মাড়-ঈ-সুলতান উপাধি দিয়াছিলেন। মাড়, মার্গ; মার্গের দণ্ডের রাজা (ত্রৈলোক্যনাথ পাল-কৃত মেদিনীপুর ইতিহাস)।

ইহাতে মনে হয়, বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম ও মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশ কলিঙ্গ দেশ বিবেচিত হইত।

এই প্রসঙ্গে দুই একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করি, অনুসন্ধেয় স্থানে পড়িতে পারে। গৌড়েশ্বর রামপালদেব নানা সামন্ত ভূপালের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন। কিন্তু কলিঙ্গের নাম নাই, মল্লভূমের মল্লরাজারও নাম নাই। দণ্ডভুক্তির রাজা জয়সিংহ ছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় খড়্গাপুরে সিংহবংশ রাজত্ব করিতেন (মেদিনীপুর ইতিহাস)। এখানে বিশেষ অনুসন্ধান হয় নাই। অপর মন্দার (অনুত্তম মন্দার), বর্তমান মান্দারণ, মন্দার-বন, "সমস্তাটবিকসামন্তভূমি" বলিতে পারা যায়। মান্দারণের দুর্গের চিহ্ন যেমন তেমন রাজার কীর্ত্তি মনে হয় না। এখন যে বপ্র দাঁড়াইয়া আছে, তাহা দেখিলে বিস্ময় জন্মে। দুর্গের মধ্য দিয়া আমোদর নদী প্রবাহিত। পাশে আবাস এখন মর্কট প্রস্তরের স্তূপ। রামপালদেব কোন্ কোটাটবীর "দক্ষিণসিংহাসনচক্রবর্ত্তীর" সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন? কোট, কোট্ট, দুর্গ। দুর্গ-বিশিষ্ট অটবী, অথবা অটবী-বেষ্টিত দুর্গ। মানভূম জেলার পঞ্চকোট রাজ্যকে লোকে কোটদেশ বলে। কিন্তু পঞ্চকোট নাম নূতন, পঞ্চকোটে দুর্গ নাই। ওড়িয্যায় একটী কোট নয়, বহু কোট আছে, বন ও গিরিদুর্গ, পরিখা নাই। শ্রীযুত ভট্টশালী 'কটাসিন' খুজিতে খুজিতে কোড়াসুরের গড়ে উপস্থিত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরের ঈশান কোণে ১৪ মাইল দূরে এই গড়। পাশে ডুমনী গ্রাম, লোকে ডুমনী গড়ও বলে। কিন্তু দেশের এমনই দশা, নিকটবাসী শিক্ষিত লোকেও গড়টা দেখেন নাই। এখন বুঝিতেছি, কোটেশ্বর কোড়াসুর হইয়াছেন। পিয়ার-ডোবা রেলষ্টেশনের ছয় মাইল দূরে এক অসুর-গড় আছে। বুঝিতেছি, সেটি ঈশ্বর-গড়। কোন্ ভূমীশ্বর, কোন্ অবনিনাথ, সব অজ্ঞাত। বেতা-গড়ে (গড়-বেতা) বকাসুর ছিলেন; বুঝিতেছি, তিনি বকেশ্বর, বকদ্বীপের, (স্থানীয় নাম বগ-ডী) বগডী পরগণার ঈশ্বর ছিলেন। কোড়াসুর যে কোটেশ্বর, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বাঁকুড়ার ভাষায় ড়-বাহুল্য আছে, কো স্থানে ক হয়। পূর্বকালে গহন অরণ্যে কে পরিখা ও প্রাকার দ্বারা কোট নির্মাণ করিয়াছিলেন? তখন মল্লরাজার উদয় হয় নাই।* দক্ষিণে অটবী-মধ্যে অপর মন্দার দুর্গ; উত্তরে অটবীমধ্যে আর এক দুর্গ। দামোদরের দক্ষিণে ৮ মাইল দূরে এই কোট। এই হেতু ইহাকে দক্ষিণসিংহাসন বলা যাইতে পারিত।

শ্রীযুত ভট্টশালী এই অটবীর কোটে 'কোটাসিন' নামক স্থান কল্পনা করিয়াছেন। এখানে কলিঙ্গ রাজার কলিঙ্গপ্রান্ত-দুর্গ। ইহাকে সংস্কৃতে কোটাসন, যেখানে আসন করিয়া বিজিগীষু রাজা যান করিতেন। অসম্ভব নয়। কিন্তু কয়েকটি কিন্তু আছে। (১) সাত শত বৎসর পূর্ব্বের নাম এখন অবশ্য অবিকৃত থাকিবে না। তথাপি কটাসিন বা

* মল্লভূমের ইতিহাস চারি শত বৎসরের অল্লাধিক লিখিত হইয়াছে। তৎপূর্বের ইতিহাস অজ্ঞাত। মল্লাব্দ-বঙ্গাব্দ—১০১। ইহা হইতে মনে হয়, মল্লাব্দ প্রচলনকালে সনকে শক ধরা হইয়াছিল, এবং আনুমানিক ১০২ বৎসর পূর্ব হইতে রাজবংশের আরম্ভ স্বীকৃত হইয়াছিল। বর্ত্তমান শক ১৮৫৪, সন ১৩৩৯, মল্লাব্দ ১২৩৮। ১৮৫৪—১২৩৮=৬১৬ বৎসর পূর্বে ইং ১৩১৬ সালে রাজ্যস্থাপন হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই অনুমান ধরিয়া ইতিহাস অনুসন্ধান করা যাইতে পারে।

কাটাসিন এখন কাঁটাসিন হইবার সম্ভাবনা। নিকটে বীরসিঙ্গা গ্রাম আছে। ইহার সাদৃশ্যে কাঠসিঙ্গা আসিয়া থাকিতে পারে। (২) কোড়াসুর গড়ের নিকটে নদী বা জোলী নাই। বেতবনের দেশ মনে হয় না। পাঠান ফৌজ বোধ হয়, বিনা যুদ্ধে জলও পায় নাই। (৩) বিশেষ বাধা, বীরভূমের রাজনগর হইতে ২০ দিনের পথের অভাব। শ্রীযুত ভট্টশালীর নির্দেশিত পথ প্রায় ৫০ মাইল। এই পথ আসিতে ২০ দিন লাগিতে পারে না। কটাসিন রাজনগর হইতে অন্ততঃ ১০০ মাইল দূরে ছিল।

আমার মনে হয়, দণ্ডভুক্তির দণ্ডের পশ্চিম হইতে কলিঙ্গ। অথবা এই দণ্ডের পশ্চিমে মগধ হইতে কলিঙ্গে যাইবার প্রাচীন পথের পশ্চিম হইতে কলিঙ্গ। কিন্তু কোটটি কলিঙ্গের পূর্বদিকেও থাকিতে পারে। বাঁকুড়ার পঁচিশ ছাব্বিশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে কাঁসাই নদীর তীরে অম্বিকা নগর। ইহার অপর পারে সারঙ্গড়, এখন বনাচ্ছন্ন। সারঙ্গড় নামটি বোধ হয়, ওড়িয়া চোড়ঙ্গড়, চোড়গঙ্গ-গড়। রাজেন্দ্র চোড়গঙ্গের বংশধরেরা গঙ্গা-বংশীয় নামে ইং ১৫৩২ পর্যন্ত ওড়িয়্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা পৈতৃক সারঙ্গড়ে সেনা রক্ষাও করিয়া থাকিতে পারেন। দেশটি পার্বত্য, নিকটে দুই নদী, বেতবনও জন্মিতে পারে। হয় ত কটাসিন একটা ক্ষুদ্র স্থান, এখন সে স্থান নিকটবর্তী মৌজার অন্তর্গত হইয়াছে।*

শ্রীযুত ভট্টশালীর অনুমান স্বীকার করিলেও তদ্দ্বারা কলিঙ্গের সীমা পাওয়া যাইবে না। কলিঙ্গাধিপতি দামোদর পর্যন্ত অধিকার করিলেই দামোদরের দক্ষিণস্থ দেশ কলিঙ্গ হইবে না। ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রাম বা পুর দক্ষিণরাঢ়ায় ছিল বলিয়া দক্ষিণরাঢ়ার দক্ষিণ সীমা হুগলী জেলার দামোদর হইতে পারে না। রাঢ়ার দক্ষিণ সীমা গঙ্গা। তবে বলিতে পারা যায়, দামোদর পর্যন্ত বহু লোকের বাস ছিল, উহার দক্ষিণে এখানে ওখানে দুই চারিটা গ্রাম ছিল। সে দিন দামোদরের দক্ষিণস্থ মহানাদ গ্রামে কুশানরাজ্যের স্বুবর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। রাজা শশাঙ্কের মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। মহানাদ এক রাজনগর ছিল। প্রাচীন কালে বণিকেরা কি এই নগর দিয়া সাগরতটের তামলিপ্তকে আসিতেন? মহানাদ হইতে সাগরের নাদ শোনা যাইত? হাওড়া জেলায় পুরাতন মনুষ্যবাসের চিহ্ন নাই।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

* অম্বিকানগর মধ্য-ইংরেজী ইস্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুত রাধাবিনোদ পাত্র মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়াছেন, সারঙ্গড়ে কাটাসিন নামে স্থান নাই। কিন্তু কাঁটাকুমারী, গিরাইকাটা, এইরূপ নাম আছে। গিরাইকাটা একটা পাহাড়ের নাম, কেহ কেহ বলেন, পূর্বে বেতবন ছিল।

প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্ব্বিদ্ মল্লিকার্জ্জুন সূরি

পরিচয়

একাদশ শত শক সালের সমকালে হিন্দুস্থানে মল্লিকার্জ্জুন সূরি নামে একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। লল্লাচার্য্য-প্রণীত 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রে'র ১) স্বকৃত "ব্যাখ্যানে"র শেষে তিনি এই প্রকারে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন,—

"দেবীপ্রসাদসমুপার্জ্জিতধর্ম্মকর্ম্ম-
সামর্থ্যসন্ততিবশেন সমস্তমেন।
অস্তং প্রয়াত্বপি চ সুস্থিতবান্ধবস্থ
স ভ্রাতৃমিত্রতনয়স্থ মমাস্তু শর্ম্ম ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীবঙ্গদেশসম্ভবেন কৌণ্ডিণ্যান্বয়েন মহাপ্রখ্যাতেন শ্রীমদনন্তনারায়ণাচার্য্যপৌত্রেণ সর্ব্বজ্ঞনঙ্গনা-(চা)র্য্যানুজেন শ্রীশৈলমল্লিকার্জ্জুনদেবস্থ নাম্না প্রাখ্যাতমল্লিকার্জ্জুনসূরিণা বিরচিতং . শিষ্যধীমহা(তন্ত্র)-ভাষ্যমেতৎ সম্পূর্ণং ॥ শ্রীঃ ॥ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তুঃ ॥"

এই উপসংহারবাক্য হইতে জানা যায় যে, মল্লিকার্জ্জুন সূরি অনন্তনারায়ণাচার্য্যের পৌত্র এবং সর্ব্বজ্ঞনঙ্গনাচার্য্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; তাঁহার জন্মভূমি বঙ্গদেশ। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মল্লিকার্জ্জুন আত্মপরিচয়ে পিতৃনামের উল্লেখ করেন নাই। আমরাও অদ্যাবধি অপর কোন গ্রন্থে তাহা পাই নাই।

ওয়ারণ মল্লিকার্জ্জুন নামে একজন জ্যোতিষীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। ২) তিনি ৪২৭৯ কল্যব্দে অর্থাৎ ১১০০ শকে জীবিত ছিলেন। তিনি ও আমাদের গ্রন্থকার

১। লল্লাচার্য্য-প্রণীত জ্যোতির্গণিতের নাম সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। সুপ্রসিদ্ধ গণিতবিশারদ ভাস্করাচার্য্য প্রায় সর্ব্বত্রই 'ধীবৃদ্ধিদ' নামে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। ('সিদ্ধান্তশিরোমণি', বাপুদেব শাস্ত্রীর সংস্করণ, ২২৩, ২৫৯, ৪৪৩-৪ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এক স্থলে (ঐ, ৯৫ পৃষ্ঠা) লিখিয়াছেন—'ধীবৃদ্ধিদতন্ত্র'। মল্লিকার্জ্জুন সূরি প্রায় সর্ব্বত্রই উহাকে 'শিষ্যধীমহাতন্ত্র' বলিয়াছেন। কচিৎ ছন্দোরক্ষার বিশেষ হেতুতে সংক্ষেপে 'শিষ্যধীতন্ত্র' কহিয়াছেন। মৈথিল চণ্ডেশ্বর-কৃত 'সূর্য্যসিদ্ধান্তভাষ্যে' এই উভয় নামই পাওয়া যায়। সুধাকর দ্বিবেদী ঐ গ্রন্থ 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ' নামে মুদ্রিত ও প্রকাশ করিয়াছেন। (কাশী, ১৯৪৩ বিক্রমসম্বৎ)। স্বয়ং লল্লাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"নত্বা ব্রহ্মহরিত্রিনেত্রদিনকৃচ্ছীতাংশুভূনন্দন-
প্রালেয়াংশুসুতেজ্যমন্ত্রিভৃগুজচ্ছায়াসুতেভাননান্।
আচার্য্যার্য্যভটোদিতং সুবিষমং ব্যোমৌকসাং কর্ম্ম য-
চ্ছিষ্যাণামভিধীয়তে তদধুনা লল্লেন ধীবৃদ্ধিদম্ ॥"
—মধ্যমাধিকার, ১ম শ্লোক।

মল্লিকার্জ্জুন-ধৃত মূল গ্রন্থের গণিতাধ্যায়ের শেষে আর একটা শ্লোক আছে,—

"পদ্মাসনস্থ মুখজগুণানামাশ্রয়শুভস্বরূপবতীং।
শিষ্যধীবৃদ্ধিদং কৃত্বা লল্লোঽহং স্তৌমি পার্ব্বতীং।
ব্রহ্মবিদ্যাং মহামায়াং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবার্চ্চিতাম্ ॥"

এই শ্লোকটি সুধাকর দ্বিবেদি-ধৃত পাঠে নাই। ইহাতে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, লল্লাচার্য্য-প্রণীত গ্রন্থের নাম 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ'।

২। Warren, *Kala Sankalita*, Madras, 1825, pp. 9, 369*f.* আরো দেখ, শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র', পুনা, ১৮১৮ শকবর্ষ, ৪৯২ পৃষ্ঠা পাদটীকা।

অভিন্ন ব্যক্তি হওয়া সম্ভব। তিনি রামেশ্বরের মধ্যরেখা হইতে দেশান্তর গণনা করিয়াছেন নাকি। সেই হেতু ওয়ারণ মনে করেন যে, তিনি তৈলঙ্গ দেশবাসী। কিন্তু ইহা ঠিক মনে হয় না। (পরে দেখ)।

'সূরি' উপাধি দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, মল্লিকার্জ্জুন জৈনপন্থী ছিলেন। কিন্তু তিনি বস্তুতঃ সনাতন বেদপন্থী ছিলেন। 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রব্যাখ্যানে'র উপক্রমে তিনি এই দেশের সনাতন পদ্ধতি অনুসারে সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণপূর্ব্বক আপনার ইষ্টদেবী চরাচরজগদ্ধাত্রী চণ্ডিকাদেবীর বন্দনা করিয়াছেন; যথা,—

"শ্রীমহাগণাধিপতয়ে নমঃ। শিষ্যধীমহাতন্ত্রব্যাখ্যানপ্রারম্ভঃ। শুভমস্তু। শ্রীরস্তু॥

শ্রীমৎসুরাসুরারাধ্যচরণাম্বুরুহদ্বয়াম্।
চরাচরজগদ্ধাত্রীং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্॥ ১॥
সর্ব্বজ্ঞনঙ্গনাচার্য্যানামাসুজো মল্লিকার্জ্জুনঃ
প্রবক্ষ্যে শিষ্যধীতন্ত্রটীকাং স্পষ্টাং যথার্থতঃ॥ ২॥"

গ্রন্থ শেষ করিয়া তিনি কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়াছেন। টীকার মধ্যেও বিভিন্ন স্থলে মল্লিকার্জ্জুন বিভিন্ন পৌরাণিক দেবতাকে বন্দনা করিয়াছেন দেখা যায়। যথা 'ত্রিপ্রশ্নাধিকার' অধ্যায়ের প্রারম্ভে আছে "শ্রীমহাগণপতয়ে নমঃ;" শেষে আছে "শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।" 'রাহুপর্ব্বানয়নাধিকার' অধ্যায়ের প্রারম্ভে আছে "শ্রীগণাধিপতয়ে নমঃ শ্রীরামায় নমঃ" এবং 'গ্রহোদয়াস্তময়পৌর্ণমাসীকরণাধ্যায়ে' "শ্রীবিঘ্নরাজায় নমঃ। হরি ওঁ। হয়বদনায় নমঃ।" মল্লিকার্জ্জুন সূরি যে সনাতন বেদপন্থী ছিলেন, এই সম্বন্ধে কোন সংশয় অতঃপর থাকিতে পারে না।

কাল

মল্লিকার্জ্জুন-প্রণীত যেই গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছে, তাহাতে তাঁহার কালের উল্লেখ নাই। 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রব্যাখ্যানে' তিনি তিনটা উদাহরণ দ্বারা গণনা-পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন। উহার দুইটাতে তিনি ১১০০ শক সালের ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—

"একাদশশতমিতশাকে কলিগতাব্দাশ্চতুঃসহস্রাণ্যেকোনাশীত্যধিকদ্বিশতানি চ ৪২৭৯। তৎ ফাল্গুন-পঞ্চদশ্যামমাবস্যায়াং সোমবাসরে দ্যুগণঃ ১৫৬২৯৩৬। সোমবারো গতঃ ভৌমবারে সূর্য্যোদয়কালিকো দ্যুগণোঽয়ং।"১)

"একাদশশতমিতশাকে কলিগতাব্দাঘাদিঘ্নাঃ সূর্য্যাদীনাং স্বস্বভাগহারাপ্তবীজফলং..." ২)

অপর উদাহরণে তিনি ১১০৭ শককাল গ্রহণ করিয়াছেন।

"অত্রোদাহরণম্। পূর্ব্বোক্তব্যাখ্যানক্রমেণ প্রকাশপট্টণে বিষুবচ্ছায়া ৫—৪৫। প্রাগ্‌যোজনানি ৮০। শাকে সপ্তাধিকৈকাদশশতমিতে ১১০৭ কলিগতাব্দাঃ ৪২৮৬। চৈত্রশুক্লাদ্বিতীয়ায়াং ভৌমদিনে রব্যুদয়কালিকদ্যুগণঃ ১৫৬৫৪৭৭; ..."৩)

১। শিষ্যধীমহাতন্ত্র, মধ্যমাধিকার, ৪১ শ্লোকের (সুরিমতে, দ্বিবেদীর মুদ্রিত গ্রন্থের মতে ৫৪ শ্লোকের) টীকা; পাণ্ডুলিপি, ২৯ পৃষ্ঠা।

২। ঐ; পাণ্ডুলিপি, ৩০ পৃষ্ঠা।

৩। পাতাধিকার, ১২ শ্লোকের টীকা; পাণ্ডুলিপি, ২৩৮ পৃষ্ঠা।

ইহাতে অনুমান হয় যে, মল্লিকার্জ্জুন সূরি ১১০০ শকে জীবিত ছিলেন। খ্রীষ্টাব্দ গণনায়, ১১০০ শক, ফাল্গুনী অমাবস্যা, সোমবার = ২০শে মার্চ্চ, ১১৭৮ খ্রীষ্টকাল এবং ১১০৭ শক, চৈত্র শুক্লদ্বিতীয়া, মঙ্গলবার = ৫ই মার্চ্চ, ১১৮৫ খ্রীষ্টকাল।

ঐ সময়ে মিথিলায় চণ্ডেশ্বর নামে এক জ্যোতির্ব্বিদ্ আচার্য্য প্রাদুর্ভূত হন। তিনি 'সূর্য্যসিদ্ধান্তের' এক ভাষ্য প্রণয়ন করেন।১ তাহাতে প্রদত্ত দৃষ্টান্তে তিনি ১১০০ ও ১১০৭ শককালের প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—

"অত্রোদাহরণম্। একাদশশতমিতশাকে ১১০০ পূর্ব্বোক্ত...। একাদশশতমিতশাকে ফাল্গুনামাবস্যায়াং সোমদিনে দ্যুগণ এব সৃষ্ট্যাদিকঃ সিদ্ধসংখ্যাঃ"

"অত্রোদাহরণম্। কলিযুগাৎ প্রাক্...। অতঃ কলিযুগে একাদশশতমিতশকান্তে ১১০০ কলিগতাব্দাঃ ৪২৭৯ ফাল্গুনান্তে অমাবস্যায়াং সোমদিনে কলিগতাব্দদ্যুগণঃ ১৫৬২৯৩৬।"

"অত্রোদাহরণম্। শাকে সপ্তাধিকৈকাদশশতমিতে ১১০৭ চৈত্রে শুক্লাদ্বিতীয়ায়াং ভৌমদিনে ব্যবহারিকবর্ত্তমানযুগে কলিযুগাদিকে জা (? যা) তাব্দাঃ ষড়শীত্যধিকদ্বিচত্বারিংশচ্ছতানি ৪২৮৬ দ্যুগণঃ..."

এই ভাষ্যে চণ্ডেশ্বর মল্লিকার্জ্জুন-কৃত 'সূর্য্যসিদ্ধান্তব্যাখ্যানে'র উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—

"অয়ং যত্রাধ্যায়ো ব্যাখ্যানসহিতঃ সর্ব্বজ্ঞনঙ্গনাচার্য্যনামানুজেন মল্লিকার্জ্জুনেন সূর্য্যসিদ্ধান্তগোলাধ্যায়-শলাকয়া ব্যাখ্যানে সম্যক্ প্রোক্তঃ।"২

এইরূপে মল্লিকার্জ্জুনের জীবিতকাল—১১০০ শক—একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময়ে দেবগিরিতে ভারতগৌরব ভাস্করাচার্য্য (দ্বিতীয়, জন্ম ১০৩৬ শক) বিরাজমান ছিলেন। তিনি ১১০৫ শকে 'করণকুতূহল' প্রণয়ন করেন। অপর দিকে দেখা যায়, উহা হিন্দুস্থানে জ্যোতিষচর্চ্চার অন্তিম কাল। ঐ সময়ের অল্প কাল পরে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রচণ্ড বাত্যা আসিয়া এ দেশের জ্ঞানমহীরুহকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিয়াছিল।৩

গ্রন্থ-পরিচয়

এই পর্য্যন্ত আমরা মল্লিকার্জ্জুন-রচিত দুইখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। দুইটাই টীকাগ্রন্থ। একটা লল্লাচার্য্য-প্রণীত 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রে'র ব্যাখ্যান, অপরটা 'সূর্য্যসিদ্ধান্তে'র ব্যাখ্যান।

'শিষ্যধীমহাতন্ত্রব্যাখ্যানে'র গ্রহগণিতাংশের একখানি পাণ্ডুলিপি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে আছে। উহা মহীশূর রাজদরবারের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাণ্ডু-

১। "মৈথিল রাজপেয়গোমযাজী শ্রীচণ্ডেশ্বরাচার্য্য-বিরচিত সূর্য্যসিদ্ধান্তভাষ্যে"র নেপাল দরবার গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির একখানি প্রতিলিপি ডাক্তার শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট আছে। ঐ পাণ্ডুলিপি বহু স্থানে খণ্ডিত; পাঠও বহু ভ্রষ্ট। ঘোষ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া উহা আমাকে দেখিতে দিয়াছেন। চণ্ডেশ্বরের এই গ্রন্থের কিয়দংশের—মাত্র ১১, ১২, ও ১৩, অধ্যায়ের—পাণ্ডুলিপি 'ভাউদাজী সংগ্রহে, (রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বে শাখার গ্রন্থাগারে) সংরক্ষিত আছে। (H. D. Velankar, *Bhau Daji Collection*, p. 95, Ms. No 293).

২। পাণ্ডুলিপির পাঠ নিম্নপ্রকার:—"অয়ং যত্রাধ্যায়ো ব্যাখ্যানসহিতো সর্ব্বজ্ঞানগণকাচার্য্যাণামনুজেন মল্লিকার্জ্জুন সূর্য্যসিদ্ধান্তগোলাধ্যায়শলাকয়া ব্যাখ্যান সম্যক্ প্রোক্তঃ।"

৩। এই বিষয়ে লেখকের "হিন্দুগণিতের অবনতি" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। 'পঞ্চপুষ্প,' ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ শ্রাবণ, ২২৫-২৩২ পৃষ্ঠা।

লিপির প্রতিলিপি মাত্র। গোলগণিতাংশের ব্যাখ্যান এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। লল্লাচার্য্যের 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রে'র টীকা অপর কোন প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই সুতরাং মল্লিকার্জ্জুনের টীকা খুব মূল্যবান্। উহার অপর বৈশিষ্ট্য পরে প্রসঙ্গানুসারে প্রদর্শিত হইবে।

মল্লিকার্জ্জুন সূরি-রচিত 'সূর্য্যসিদ্ধান্তব্যাখ্যান' আমরা এই পর্য্যন্ত দেখি নাই। লণ্ডন নগরীস্থ ইণ্ডিয়া অফিসের গ্রন্থাগারের 'ম্যাকেঞ্জি সংগ্রহে' উহার কতকাংশ আছে।[১] অপর কোথাও আছে কি না, সেই সন্ধান পাই নাই। অথচ এক সময়ে উহার প্রামাণ্য যে হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্গণ স্বীকার করিতেন, মৈথিল চণ্ডেশ্বরের লেখা দৃষ্টে উহা মনে হয়। ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এই পর্য্যন্ত সূর্য্যসিদ্ধান্তের যতগুলি টীকার নাম জানা গিয়াছে, তন্মধ্যে মল্লিকার্জ্জুনের টীকা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

কারিকা

"চৈত্রাদৌ গ্রহবিজ্ঞানং প্রাজ্ঞোক্তং বক্ষ্যতেঽধুনা।
অব্দেশশুদ্ধিনাড্যোকাৎ[২] শুদ্ধিঃ শোধ্যা দিনাধিপঃ ॥ ১ ॥
শুদ্ধির্দিনগণাৎ জ্ঞেয়ঃ চৈত্রাদাবৃণসংজ্ঞকঃ।
তস্মাদংশাদিকং প্রাগ্বচ্চক্রাচ্ছুদ্ধো রবিস্তথা ॥ ২ ॥
তস্মাৎ প্রাগ্বৎ ধ্রুবাঃ শোধ্যা ভৌমাদ্যা ব্যত্যয়াদগু।
শুদ্ধির্ভবগুণাঃ শোধ্যাঃ সমাদ্যবমশেষতঃ ॥ ৩ ॥
তচ্ছেশোঽবমশেষঃ স্যাৎ অধিকা চেত্তদন্তরম্।
ঋণাখ্যোঽবমশেষঃ স্যাৎ ততঃ প্রাগ্বদ্রবৌ বিধুঃ ॥ ৪ ॥
চৈত্রাদিতিথয়োঽল্লাঃ স্যুঃ যদা শুদ্ধিস্তদন্তরম্।
শুদ্ধিস্তাৎকালিকী জ্ঞেয়া শেষং প্রাগ্বৎ গ্রহা অপি ॥ ৫ ॥
অব্দাদ্যহর্গণঃ প্রাগ্বদ্গুণিতশ্চন্দ্রভূষণৈঃ।
অব্দাদ্যবমশেষাদ্যো দিনাদ্যবমশেষকম্ ॥ ৬ ॥
যদি দ্ব্যন্তরং স্যাদল্পমধিকং চেত্তদূনিতম্।
ইত্যেবাবমশেষঃ স্যাচ্চন্দ্রসিদ্ধ্যৈ দিনে দিনে ॥ ৭ ॥
গোঽগৈকবহ্নি (৩১৭৯) যুক্ শাকাদ্দিগ্ (১০) গুণাদ্ভাস্করাদিতঃ।
দ্ব্যর্থাঙ্গাঙ্কৈ (৯৬৫২) খনন্দাঙ্গৈ (৬৯০)
রব্ধিতত্ত্বৈঃ (২৫৪) কুপঙ্ক্তিঃ (৫১) ॥ ৮ ॥
গজাঙ্কাব্ধিভিঃ (৪৯৮) .... (১৬৩) খখার্থৈ (৫০০) রব্ধ্যগেন্দুভিঃ (১৭৪)।
খেন্দ্রৈরাপ্তা বিধূচ্চস্য লিপ্তাদ্যাং সূর্য্যসম্মতম্ ॥ ৯ ॥
জ্ঞশীঘ্রার্কজভৌমেষু যুঞ্জ্যাদন্যেষু শোধয়েৎ।
নঙ্গনার্য্যাম্বুজেনেত্থং শিষ্যধীতন্ত্রমূর্জ্জিতম্ ॥ ১০ ॥

১। H. H. Wilson, *Mackenzie Collection*, second edition, 1828, Calcutta, p. 162.

২। পাঠান্তর—"অব্দেন্দুশুদ্ধিনাড্যোক্যাৎ"

ত্রিঘ্নঃ কলিগতাব্দৌঘঃ খনখাপ্তোঽংশকাস্ততঃ ।
বেদার্থাপ্তবশেষৈর্যো দ্বয়োরল্পং চলাংশকাঃ ॥ ১১ ॥
ভৌমাদিমন্দতুঙ্গাংশা নগার্কনখদস্রকাঃ ।
খাত্যষ্টিখাষ্টখাব্ধ্যশ্বি কেন্দ্রং তুঙ্গোনিতে গ্রহে ॥ ১২ ॥
মন্দচ্ছেদাস্ত্রিষড়্দস্রাঃ শ্রুতীশাশ্চন্দ্রসায়কাঃ ।
গজার্কারবিচন্দ্রশ্চ ত্রিষড়্দস্রাঃ শরাচলাঃ ॥ ১৩ ॥
মন্দে দোর্জ্যা দশাভ্যস্তা স্বচ্ছেদাপ্তাঃ কলাঃ ফলং ।
স্বর্ণং কেন্দ্রে তুলাজাদ্যে তেনার্কেন্দু স্ফুটৌ তয়োঃ ॥ ১৪ ॥
দোর্জ্যান্তরগুণা ভুক্তিস্তত্ত্বদস্রোদ্ধৃতা পুনঃ ।
দিগ্ঘ্নাচ্ছেদাহৃতা লিপ্তাঃ কেন্দ্রে কর্কিমৃগাদিকে ॥ ১৫ ॥
স্বর্ণাস্তাভির্গতিঃ স্বেষ্টগতির্মন্দকুজাদিষু ।
পঞ্চাগ্নিদশলিপ্তোনদ্বীষবোঽষ্টশরা গ্রহাঃ ॥ ১৬ ॥
ভৌমভার্গবসৌরীণাং গুণাঃ শৈঘ্রবুধেজ্যয়োঃ ।
তিথিরামকলাযুক্তা গুণকৌ ভৃগুণানৃপাঃ ॥ ১৭ ॥
শীঘ্রাচ্ছোধ্যে গ্রহে কেন্দ্রে স্বদোর্জীবাঞ্চ কোটিজাং ।
গুণাভ্যস্তাং ভজেৎ খেভৈর্বাহুকোট্যোঃ ফলে স্বকে ॥ ১৮ ॥
কোটিলব্ধোনযুক্ত্রিজ্যা কেন্দ্রে কর্কিমৃগাদিকে ।
তদ্বর্গাদথ দোর্লব্ধবর্গযুক্তাৎ পদং শ্রুতিঃ ॥ ১৯ ॥
ত্রিজ্যা বাহুফলাভ্যস্তা স্বকর্ণাপ্তা ফলজ্যকা ।
তদ্ধনুঃ স্বফলং শৈঘ্র্যং কলাদ্যং ভূসুতাদিষু ॥ ২০ ॥
স্বর্ণস্তেন গ্রহাঃ স্পষ্টাঃ কেন্দ্রে মেষতুলাদিকে ।
আদৌ শীঘ্রদলং মধ্যে মান্দমর্দ্ধং ততঃ পরম্ ॥ ২১ ॥
মান্দং সর্ব্বং গ্রহে মধ্যে শৈঘ্রঞ্চেতি স্ফুটাঃ গ্রহাঃ ।
ত্রিজ্যান্ত্যকর্ণবিশ্লেষাদ্গত্যোর্বিশ্লেষসংগুণাৎ ॥ ২২ ॥
শীঘ্রকর্ণোদ্ধৃতং লিপ্তাঃ কর্ণে ত্রিজ্যাধিকোণকে ।
স্বর্ণাস্তাভির্গতিঃ স্পষ্টাঃ বক্রভুক্তির্মহৃদ্দনে[১] ॥ ২৩ ॥
অংশবর্গঃ খখত্র্যগ্নিগুণো লিপ্তাকৃতির্ভবেৎ ।
লিপ্তাবর্গাৎ পদং খর্ত্তুহৃতমংশপদং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
কল্পাদের্দ্যুগণাদ্রাহুঃ সবীজো ভগণাদিকঃ ।
ভগণাদ্যর্কসংযুক্তঃ সষড়্ভোঽংশীকৃতস্ততঃ ॥ ২৫ ॥
খধৃত্যাপ্তঃ ফলার্কোননগৈঃ শেষাস্তু পর্ব্বতঃ ।
কেন্দ্রশক্রধনাধীশবরুণাগ্নিযমাঃ ক্রমাৎ ॥ ২৬ ॥
এতে গ্রহণপর্ব্বেশাঃ খধৃত্যাপ্তস্য তদ্গতং ।
গম্যং বা ধৃতিশক্রোনং তদা গ্রাসোঽর্কচন্দ্রয়োঃ ॥ ২৭ ॥

১। পাঠান্তর—"বক্রভুক্তির্মহৎধৃনে"

দ্যুগণাদ্র্যগবহ্ন্যনাং খাগ্নাভিঃ খর্ত্তুবহ্নিভিঃ।
লব্ধং দ্বিত্রিগুণং সৈকং সূর্য্যাদ্যা নগহৃৎ ক্রমাৎ ॥ ২৮ ॥
শেষৌ সাবনমানস্য বিজ্ঞেয়ৌ মাসবর্ষপৌ।
প্রাক্‌প্রত্যগধ্বনঃ খেভৈরাপ্তং দেশান্তরং ঘটিঃ ॥ ২৯ ॥
স্বদেশমধ্যরাত্রোর্দ্ধে শরেন্দুঘটিকাক্ষণে।
প্রাগ্‌দেশান্তরনাড্যাদ্যে লঙ্কায়াং ভাস্করোদয়ঃ ॥ ৩০ ॥
তদ্দেশান্তরনাড়ীভিঃ প্রত্যগূনে তু তৎক্ষণে।
তদূর্দ্ধেষ্টঘটি দ্বিঘ্না হোরেশাঃ স্যুঃ শরোদ্ধৃতাঃ ॥ ৩১ ।
আদ্যো বারাধিপঃ স্বেষ্টস্তত্তৎষষ্ঠ্যাস্তথাপরে।
দ্বাদশঘ্না গুরোর্যাতা ভগনাস্তদ্‌গ্রহান্বিতাঃ ॥ ৩২ ॥
অব্ধ্যশ্ব্যনা হৃতা ষষ্ট্যা শেষাব্দাঃ প্রভবাদয়ঃ।
বার্হস্পত্যাস্ততো ভাগাঃ সূর্য্যাভ্যস্তা নভোগুণৈঃ ॥ ৩৩ ॥
আপ্তা লব্ধঃ গুরোর্ম্মাসাঃ তচ্ছেষাঃ দিবসাদিকাঃ।
ইত্যুক্তং শিষ্যধীতন্ত্রে পর্ব্বজ্ঞানাদিকং ময়া ॥ ৩৪ ॥
ক্ষেপঘ্নার্কাঙ্গুলা দিগ্‌ভিরসবঃ ক্ষেপদিক্ত্বথ।
তৎ সংস্কৃতং বিধোঃ স্পষ্টং চরার্দ্ধং চরখণ্ডজম্ ॥ ৩৫ ॥
চন্দ্রজ্ঞশুক্রসূর্য্যারসুরেড্যার্কিভমণ্ডলম্।
উর্দ্ধোর্দ্ধগাঃ ক্রমাত্তেষামধস্থো গ্রাহকৌ যুতৌ ॥ ৩৬ ॥
দোর্জ্যান্তরঘ্নভুক্ত্যংশা দিগাপ্তাঃ তদ্‌গতজ্যকাঃ।
তদ্‌গুণান্ত্যফলজ্যায়াঃ ত্রিজ্যাপ্তাঃ ফলকার্ম্মুকম্ ॥ ৩৭ ॥
মান্দং ফলং গতৌ স্বর্ণং কেন্দ্রে কর্কিমৃগাদিকে।
শৈঘ্র্যে স্বকেন্দ্রভুক্তিজ্যা গুণিতাঽন্ত্যফলজ্যয়' ॥ ৩৮ ॥
কর্ণাপ্তা তদ্ধনুর্ভুক্তৌ কর্ণে ত্রিজ্যাদিকে ধনম্।
কর্ণে ন্যূনে ঋণং ভুক্তৌ বক্রভুক্তির্ম্মহত্যাণে ॥ ৩৯ ॥
বিম্বার্দ্ধশুক্লবিশ্লেষবর্গাৎ ষড়্‌গুণিতাৎ পুনঃ।
বিম্ববর্গান্বিতং মূলং ধনুঃ কৃষ্ণেঽপি কৃষ্ণতঃ ॥ ৪০ ॥
বিম্বব্যাসো ধনুর্জ্যা স্যান্মধ্যা স্যাদ্দক্ষিণোত্তরা।
বিন্যস্য ধনুষো মধ্যং শুক্লকৃষ্ণাগ্রবিন্দুতঃ ॥ ৪১ ॥
দক্ষিণোত্তরবিন্দ্বোস্তু ধনুঃ কোটিদ্বয়ং ন্যসেৎ।
ধনুষা খণ্ডিতং বিম্বং খথেভাসীত্তথাবী... ॥ ৪২ ॥
শুক্লখণ্ডং সিতে পক্ষে প্রত্যক্ স্যাদ্বিধুমণ্ডলে।
প্রাচীনং কৃষ্ণখণ্ডং স্যাৎ কৃষ্ণং ব্যক্তং সিতাসিতং ॥ ৪৩ ॥
অষ্টম্যাং উর্দ্ধতোঽধস্তাৎ প্রাক্ প্রত্যক্‌খণ্ডয়োঃ ক্রমাৎ।
ইন্দোঃ শৃঙ্গোন্নতির্জ্ঞেয়া পক্ষয়োরুভয়োর্ব্বুধৈঃ ॥ ৪৪ ॥"

ইহা বলা উচিত যে, মল্লিকার্জ্জুন সূরি স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে এই কারিকা রচনা করেন

নাই। 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রে'র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কখনও তাহাতে অনুক্ত বিষয়ের পরিপূরণার্থ (২৫-৩৪ শ্লোক), কোথাও উক্ত বিষয়কে সুখোপায়ে জ্ঞাপনার্থ (৩৫, ৪০—৪৪ শ্লোক), কখনও বা কালান্তরে কর্ত্তব্য বীজসংস্কারার্থ (১২-২৩ শ্লোক), এই প্রকার বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন স্থলে শ্লোক রচনা করিয়াছেন। আমরা সমস্তগুলি এক স্থলে সংগ্রহ করিয়া দিলাম মাত্র। শ্লোকগুলি ব্যাখ্যানের বিভিন্ন অংশে নিক্ষিপ্ত হইলেও তাহাদের সংখ্যা গ্রন্থকার ক্রমশঃ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আমরা উহার ব্যতিক্রম করি নাই। সূরি নিজে ঐ সমস্ত শ্লোকের ব্যাখ্যানও রচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া পড়িবে ভয়ে আমরা তাহা দিলাম না।

ঐতিহাসিক সন্দেশ—লল্লাচার্য্যের জন্মস্থান

হিন্দু জ্যোতির্গণিতের ইতিহাসের দৃষ্টিতে মল্লিকার্জ্জুনের রচনার বিশেষ মূল্য আছে। অদ্যাবধি অজ্ঞাত কতিপয় প্রাচীন তত্ত্বের সন্ধান উহাতে পাওয়া যায়। তাহার কোন কোনটার উল্লেখ আমরা এ স্থলে করিতেছি। 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রে'র প্রণেতা লল্লাচার্য্য হিন্দুস্থানের কোন্ অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাবধি জানা যায় নাই। তাঁহার জন্মকাল সম্বন্ধেও মতভেদ দেখা যায়। মল্লিকার্জ্জুনের লেখা হইতে জানা যায় যে, লল্লাচার্য্য লাটদেশবাসী। চন্দ্রশৃঙ্গোন্নতির বর্ণনা করিতে গিয়া লল্লাচার্য্য লাট-নারীর সীমন্তশোভার সঙ্গে উহার তুলনা করিয়াছেন।

"বাহ্বঙ্গুলানি যত এব নিবেশিতানি
শৃঙ্গং তু তন্নমতি শেষমিহোন্নতং স্যাৎ।
শুক্লেঽর্দ্ধবিম্বসদৃশে দলিতেঽর্দ্ধমৌর্ব্যা
লাটীললাটতটরূপধরঃ শশাঙ্কঃ॥"১

এই শ্লোকের ব্যাখ্যান অবসরে মল্লিকার্জ্জুন টিপ্পনী করিয়াছেন যে, "লল্লাচার্য্যেণ দেশপক্ষপাতাৎ লাটস্ত্রীণাং প্রশংসার্থং তাসাং মুখং সম্পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলমিত্যুক্তম্।" জন্মভূমির প্রতি পক্ষপাত মানবসাধারণ। বর্ত্তমান গুজরাট প্রদেশের দক্ষিণাংশের প্রাচীন নাম লাট। তখন গুর্জ্জর বলিতে মাত্র উত্তরাংশকে বুঝাইত। গুর্জ্জর ও মালবের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের নাম লাটদেশ।২

১। 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ,' দ্বিবেদিকৃত সংস্করণ, চন্দ্রশৃঙ্গোন্নত্যধিকার, ১৭শ শ্লোক।

২। দাক্ষিণ্যচিহ্ন সূরি ৬৯৯ শকে 'কুবলয়মালা কথা' নামে একখানি কথাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহাতে তিনি আঠারটি প্রাদেশিক ভাষার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যেই ক্রমে ঐ সকল প্রদেশের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এই, "...সিন্ধু-মরু-গুর্জ্জর-লাট-মালব-কর্ণাটক......।" লাটদেশের ভাষার নমুনাস্বরূপে তিনি লিখিয়াছেন,—

"ণ্হাউলিও-বিলিত্তে কয়সীমন্তে সুসোহিয়সুগত্তে।
'আহমৃহ কাইং তুম্হং মিত্তু' ভণিবে পেচ্ছএ লাড়ে॥"

[সংস্কৃতছায়া—স্নাতোল্লিপ্তবিলিপ্তান্ কৃতসীমন্তান্ সুশোভিতসুগাত্রান্।
'আহমৃহ কাইং তুম্হং মিত্তু' ভণতঃ প্রেক্ষতে লাটীয়ান্॥]

ইহাতেও লাটনারীর সীমন্তশোভার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে। *Three Apabhrams'a Works of Jinadattasuri,* edited by L. B. Gandhi, 1927, Baroda, Gaekwad Oriental Series, vol. xxxvii, Introduction, p. 91, অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সোমসিদ্ধান্ত

অষ্টাদশ প্রাচীন জ্যোতিষসিদ্ধান্ত গ্রন্থের দুইটির নাম—সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং সোমসিদ্ধান্ত। সূর্য্যসিদ্ধান্ত অদ্যাবধিও গণকসমাজে সুপরিচিত। কিন্তু সোমসিদ্ধান্ত একেবারে অপরিচিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কালে কালে সংস্করণবশতঃ এই দুই সিদ্ধান্ত এত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদের মূল স্বরূপ কি ছিল, তাহা নির্ণয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ইদানীন্তন কালে তাহাদের সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়, উহা তাহাদের পরিবর্ত্তিত সংস্করণ অবলম্বনে হইয়া থাকে। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিহাস-প্রণেতা পণ্ডিত শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত লিখিয়াছেন যে, সোমসিদ্ধান্ত সর্ব্বাংশে সূর্য্যসিদ্ধান্ততুল্য। 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ'-রচয়িতা অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের মতও তাহাই। কিন্তু মল্লিকার্জ্জুনের মতে সূর্য্যসিদ্ধান্তে ও সোমসিদ্ধান্তে বিশেষ প্রভেদ আছে। তিনি বলেন, "সোমসিদ্ধান্তোক্তস্পষ্টীকরণং বহুসম্মতং। সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্তমধ্যগ্রহাঃ সর্ব্বসম্মতাঃ।"[১] সেই হেতু তিনি কোন কোন বিষয়ে সূর্য্যসিদ্ধান্তের, অপর বিষয়ে সোমসিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়াছেন।

"অস্মিন্ শিষ্যধীমহাতন্ত্রে সম্যক্ পরিজ্ঞাতে গণকানাং গোলাধ্যায়পর্য্যন্তং সূর্য্যসিদ্ধান্তং সম্যক্ পরিজ্ঞায়তে। যদ্বিশেষজ্ঞানং ততোঽপ্যধিকমেব জ্ঞানং স্যাৎ। তস্মাদত্র বর্ষান্তশুদ্ধিদিনাদিকমেব গ্রহাণাং পরিকল্প্য চৈত্রশুক্ল-প্রতিপদাদিতিথিষু শুদ্ধিপর্য্যন্তং গ্রহানয়নং। অতঃপরং চন্দ্রসিদ্ধ্যর্থং প্রতিদিনমবমাবশেষকশ্চ সূর্য্যসিদ্ধান্ততুল্যাঃ গ্রহাঃ যথা ভবন্তি তথা চন্দ্রচন্দ্রোচ্চপাতা অপি সোমসিদ্ধান্তোক্ততুল্যাঃ সর্ব্বদা যথা ভবন্তি তথাস্মিন্নপি শিষ্যধীমহাতন্ত্রে গ্রহাঃ দৃগ্‌গোচরাঃ সন্তঃ তত্ত্বজ্ঞৈর্জ্ঞায়ন্তে। যথা তথানুক্রমেতৎ সর্ব্বমস্মাভির্দশভিঃ শ্লোকৈঃ কথ্যতে।"[২]

এই বলিয়া তিনি তাঁহার কারিকা আরম্ভ করিয়াছেন। কারিকোক্ত প্রথম দশ শ্লোকের ব্যাখ্যানশেষে মল্লিকার্জ্জুন লিখিয়াছেন,—"অনেন বীজসংস্কৃতাঃ সূর্য্যভৌমবুধশীঘ্রগুরুশুক্রশীঘ্র-শনৈশ্চরাঃ সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ততুল্যাঃ স্যুঃ, চন্দ্রচন্দ্রোচ্চপাতাঃ সোমসিদ্ধান্তোক্ততুল্যাঃ স্যুঃ।"[৩] কারিকার ১২শ হইতে ২৩শ শ্লোকে তিনি সোমসিদ্ধান্তোক্ত স্পষ্টীকরণ-প্রকার বিবৃত করিয়াছেন।[৪] সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, মল্লিকার্জ্জুন সোমসিদ্ধান্তোক্ত গণনা-পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন। মৈথিল চণ্ডেশ্বর লিখিয়াছেন যে, তাঁহার গুরুসম্প্রদায় সোমসিদ্ধান্তের অনুসরণ করিতেন।

খণ্ডখাদ্যক-করণ

আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্ত (জন্ম ৫২০ শক) পরিণত বয়সে (৫৮৭ শকে) জ্যোতিষ সম্বন্ধে একখানি করণগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহার নাম 'খণ্ডখাদ্য' বা 'খণ্ডখাদ্যক'।[৫] এই গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, "আর্য্যভটতুল্যফল" গণনা করাই তাঁহার

১। শিষ্যধীমহাতন্ত্র; সুরিমতে 'কুজাদিস্পষ্টীকরণ' নামক ৩য় অধ্যায়, ১ম শ্লোকের (দ্বিবেদী মতে, 'স্পষ্টাধিকার' নামক ২য় অধ্যায়ের ২৮শ শ্লোকের) টীকা দ্রষ্টব্য। পাণ্ডুলিপি ৬২-৩ পৃষ্ঠা।

২। শিষ্যধীমহাতন্ত্র, ১ম অধ্যায়, ৩৯শ শ্লোকের টীকা। পাণ্ডুলিপি ২৪ পৃষ্ঠা।

৩। পাণ্ডুলিপি, ২৮ পৃষ্ঠা। ৪। পাণ্ডুলিপি, ৩৬-৭ পৃষ্ঠা।

৫। মল্লিকার্জ্জুনের ব্যাখ্যানগ্রন্থের সর্ব্বত্র উহার 'খণ্ডকাদ্য' নাম পাওয়া যায়। উহা কি লেখকদোষ, না, গ্রন্থের প্রকৃত নাম, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না।

লক্ষ্য। লল্লাচার্য্যের 'শিষ্যধীমহাতন্ত্রে'র উদ্দেশ্যও তাহাই।[১] মল্লিকার্জ্জুন সূরি বলেন যে, খণ্ডখাদ্যকে সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত মধ্যমগ্রহকে সোমসিদ্ধান্তোক্ত প্রকারে স্পষ্ট করা হইয়াছে মাত্র।

"সোমসিদ্ধান্তোক্তস্পষ্টীকরণং বহুসম্মতং। সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্তমধ্যগ্রহাঃ সর্ব্বসম্মতাঃ। তস্মাৎ খণ্ডখাদ্যকরণে সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্তগোলবীজকৃতমধ্যমাঃ সোমসিদ্ধান্তোক্তস্পষ্টীকরণেন স্পষ্টীকৃতাঃ।"[২]

'অনেন প্রকারেণ স্ফুটীকৃতাঃ সূর্য্যাদয়ঃ সোমসিদ্ধান্ততুল্যা ভবন্তি। খণ্ডখাদ্যকেঽপি কৃতবীজস্ফুটগ্রহাঃ সোমসিদ্ধান্ততুল্যা ভবন্তি।"[৩]

বরাহমিহিরাচার্য্য-বিরচিত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য় বিবৃত সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত গ্রহফলাদির সহিত যে খণ্ডখাদ্যকোক্ত ফলাদির সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহার প্রতি পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি, আধুনিক কালে থিবো আকর্ষণ করেন।[৪] অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাহা আরও বিশদ করিয়া প্রদর্শন করেন।[৫] সোমসিদ্ধান্তের সঙ্গে যে খণ্ডখাদ্যকের সম্পর্ক আছে, তাহা এত দিন অজ্ঞাত ছিল। মল্লিকার্জ্জুনের লেখাতে সেই সন্ধান আমরা প্রথম পাই।

আর্য্যভটসিদ্ধান্ত

আচার্য্য আর্য্যভট-(জন্ম ৩৯৮ শক) বিরচিত একখানি মাত্র গ্রন্থই এখন পাওয়া যায়। উহার নাম 'আর্য্যভটীয়'। উহাতে প্রদত্ত গ্রহফলাদি হইতে খণ্ডখাদ্যকোক্ত ফলাদির প্রভেদ দেখা যায়। অথচ খণ্ডখাদ্যকের উদ্দেশ্য "আর্য্যভটতুল্যফল" প্রদান করা ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই কারণে শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত অনুমান করেন যে, (প্রথম) আর্য্যভট-বিরচিত অপর গ্রন্থও ছিল, তাহা অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; ব্রহ্মগুপ্ত 'খণ্ডখাদ্যকে' সেই গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছেন।[৬] অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ও তাহাই বলেন।[৭] আর্য্যভট-বিরচিত একাধিক গ্রন্থের বা জ্যোতির্গণনা-পদ্ধতির সন্ধান বরাহমিহির এবং ব্রহ্মগুপ্তের গ্রন্থেও পাওয়া যায়।[৮] আমরা অদ্যাবধি এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইতে পারি নাই।[৯] উহার বিশদ আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে

১। শিষ্যধীমহাতন্ত্র, দ্বিবেদিকৃত সংস্করণ, ১৩শ অধ্যায়, ২২শ শ্লোক। "আর্য্যভটাভিধানসিদ্ধান্ত-তুল্যফলমেতদকারি তন্ত্রম্।"

২। পাণ্ডুলিপি, ৬২-৩ পৃষ্ঠা।　৩। পাণ্ডুলিপি, ৬৭ পৃষ্ঠা।

৪। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', থিবো ও দ্বিবেদিকৃত সংস্করণ, বেনারস, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ, Introduction pp. xix*f.*

৫। Probodhchandra Sengupta, "Aryabhata's Lost Work," *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, vol. xxii, 1930, pp. 115-120.

৬। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র', ১৯৭-৮ পৃষ্ঠা।

৭। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ, ১১৬ পৃষ্ঠা।

৮। বরাহমিহির-বিরচিত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', ১৫ অধ্যায়, ২০ শ্লোক; ব্রহ্মগুপ্ত-রচিত 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত,' ১১ অধ্যায়, ৫ ও ১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৯। এই পর্য্যন্ত আর্য্যভট নামে দুই জন প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমাদের কখন কখনও মনে হইয়াছে যে, ঐ নামের ততোধিক ব্যক্তি ছিলেন। প্রবন্ধান্তরে আমরা তাহার ইঙ্গিতও করিয়াছি। "Two Aryabhatas of Al-Biruni" নামক আমাদের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, vol. xvii, 1926, pp. 59-74, বিশেষভাবে ৬৮-৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইতে পারে না। তবে আর্য্যভটের গ্রহবিজ্ঞান সম্বন্ধে মল্লিকার্জ্জুনের মত কি, তাহার উল্লেখ করিব। কারণ, ভবিষ্যতে যিনি এ বিষয়ের আলোচনা করিবেন, ইহা তাঁহার উপকারে আসিবে। মল্লিকার্জ্জুন লিখিয়াছেন,—

"আর্য্যভটাচার্য্যমতে ভৌমাদীনাং মন্দোচ্চপাতভেদাঃ পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যতে। গ্রহাণাং স্ফুটীকরণপ্রকারা অপি বহবঃ। তত্রোক্তৈঃ স্বল্পপ্রকারৈরপি স্পষ্টীকৃতা গ্রহাঃ স্বল্পান্তরাঃ ভবন্ত্যেব। তৎ কথমিত্যুক্তে গ্রহাণাং স্বমন্দোচ্চশীঘ্রোচ্চাখ্যগ্রহাকৃষ্টপূর্ব্বদিগ্‌ভাগাদিকসাক্ষাৎপরিমাণস্য দুর্ল্লক্ষণত্বাদনেকপ্রকারস্পষ্টীকরণেন নিশ্চয়স্যাশক্যত্বাৎ। পূর্ব্বশাস্ত্রাণ্যালোচ্য তদনুসারেণানেকপ্রকারার্য্যভটাচার্য্যেণোক্তং। তস্মাদেষাং প্রকারাণাং মধ্যে একপ্রকারেণ কদাচিৎ স্পষ্টাঃ। অপরেণ প্রকারেণান্যথাগোলবশাৎ কালবশাৎ মন্দোচ্চশীঘ্রোচ্চানামিচ্ছা-কর্ষণবশাচ্চ ভগণগ্রহাদ্দৃক্‌তুল্যতাং গচ্ছন্তীতি স্পষ্টীকরণং বহুধা জ্ঞাতব্যং। এবং তত্র মন্দোচ্চভাগানাং বহুসংমতত্বাদ্দ্বিতীয়পাঠোঽস্তি... ।"১

ইহাতে দেখা যায় যে, গ্রহসংস্থান নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আর্য্যভট বহু গণনা-প্রকার লিখিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি পুরোগত গণিতাচার্য্যদের উদ্ভাবিত প্রকারের সারসংগ্রহ মাত্র।২

গ্রহসংস্থান

স্বসময়ে গ্রহাদির ধ্রুবক, বীজফল এবং সংস্থান কি ছিল, মল্লিকার্জ্জুন তাহা প্রসঙ্গক্রমে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।৩ আমাদের ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিতে তাহাদের কতিপয়ের পাঠ যে ভ্রষ্ট, তাহা সহজেই ধরা পড়ে। অপর কতিপয়ের সম্বন্ধে শুদ্ধাশুদ্ধ কিছুই বলা যাইতে পারে না। অন্য কোন পাণ্ডুলিপি না পাওয়াতে আমরা উহাদের পাঠশুদ্ধি বিনিশ্চিত করিতে পারিলাম না। যেমনটি আছে, তেমনটিই দিলাম। সহজবোধ্য অশুদ্ধ অঙ্কের পাশে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) দিয়া সংশোধিত করা গেল। যে সকল গ্রহের কোন সংস্থানের—মধ্য কি স্ফুট—পাঠ ভ্রমপূর্ণ নির্ণয় করিবার উপায় নাই, সে সকল গ্রহের পূর্ব্বে (?) চিহ্ন দেওয়া হইল। বীজফল ও ধ্রুবক সম্বন্ধে কিছুই বলা যাইতে পারে না।

১। 'শিষ্যধীমহাতন্ত্র'; সূরিমতে 'কুজাদিস্পষ্টীকরণ' নামক ৩য় অধ্যায়, ১ম শ্লোকের (দ্বিবেদী মতে 'স্পষ্টাধিকার' নামক ২য় অধ্যায়, ২৮শ শ্লোকের) টীকা।

২। আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে, মল্লিকার্জ্জুন সূরির (১১০০ শাক) পূর্ব্বে হিন্দুস্থানে আর্য্যভট নামে দুই জন জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। প্রথম জন ৪২১ শাকে 'সায়ম্ভুবসিদ্ধান্ত' অনুসরণে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অপরে ৮৭২ শাকের আসন্নকালে 'পরাশরসিদ্ধান্তে'র অনুসরণে সিদ্ধান্ত রচনা করেন। মল্লিকার্জ্জুন এই দুই গণকের মধ্যে গোল পাকাইতেছেন কিনা, বিচার্য্য।

৩। শিষ্যধীমহাতন্ত্র, মধ্যমাধিকার, ৪১ শ্লোকের (সূরিমতে; দ্বিবেদীমতে ৫৪ শ্লোকের) টীকা। পাণ্ডুলিপি ৩০-১ পৃষ্ঠা। এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, মৈথিল চণ্ডেশ্বরাচার্য্য-প্রদত্ত তৎকালিক গ্রহসংস্থান কথঞ্চিৎ ভিন্ন। তাঁহার মতে ঐ সময়ে স্ফুটগ্রহসংস্থান এই,—

রবি	=	১১ রা	২৩°	৫২′	১৪″	শুক্র	=	৯ রা	৪°	১৫′	৫৩″
চন্দ্র	=	১১ রা	২৫°	৭′	৭″	শুক্রশীঘ্রোচ্চ	=	৮ রা	১২°	১৬′	৪২′
মঙ্গল	=	০ রা	৮°	৪৫″	৬″	শনি	=	২ রা	৩°	২৯′	৫৩″
বুধশীঘ্রোচ্চ	=	৯ রা	১°	১১′	৪২″						

(১) ১১০০ শাকে সূর্য্যাদির বীজফল,—

সূর্য্যফল =	— ৪′ ২৮″
চন্দ্রফল =	— ৬২′ ১″
মঙ্গল ফল =	+১৬৮′ ২৮″
বুধশীঘ্র ফল =	+৮৩৯′ ১″
বৃহস্পতি ফল =	— ৮৫′ ৫৫″
শুক্রশীঘ্র ফল =	— ২৬′ ৩১″
শনি ফল =	— ৫′
রাহু ফল =	— ৪৫′ ৫৫′
চন্দ্রোচ্চ ফল =	--৩০৫′ ৩৯″

চৈত্রশুক্লপ্রতিপদ্, মঙ্গলবার, সূর্য্যোদয়কালে গ্রহ-সংস্থান,—

	মধ্যগ্রহ				স্ফুটগ্রহ			
সূর্য্য	১১ রা	২৪°	১১′	২৭″		...	...	
চন্দ্র	১১ রা	২৯°	২৩′	৫৭″	১১ রা	২৮°	২১′	৫৬″
মঙ্গল	০ রা	৬°	৪′	১০″	০ রা	৮°	৫২′	২৮″(?৩৮″)
বুধশীঘ্র	৮ রা	১৮° (?৩৮°)	১৫′	৪০″	৯ রা	২°	১৪′	৪১″
? বৃহস্পতি	৯ রা	৫°	৪′	১৫″	৯ রা	৪°	১৭′	১০″
? শুক্রশীঘ্র	৮ রা	১৭°	৪′	৪০″	৮ রা	১২°	২৪′	৯″
? শনি	২ রা	২৪°	৫৭′		২ রা	৩°	০′	৩২″
? রাহু	৬ রা	১°	৩৭′	৩২″	৫ রা	১৮°	১৭′	২৩″
চন্দ্রোচ্চ	১০ রা	০°	৬′	৭″	৯ রা	৫৫°	০′	২৮″

ধ্রুবক,—

ভৌম ধ্রুব	=	০ রা	৯°	৯′	২৯″
বুধশীঘ্র ধ্রুব	=	৯ রা	১২°	২২′	৫৪″
গুরু ধ্রুব	=	৯ রা	৬°	১২′	২৮″
শুক্রশীঘ্র ধ্রুব	=	৮ রা	২৬°	৩১′	১৬″
শনি ধ্রুব	=	২ রা	২°	১৬′	৪৭″
রাহু ধ্রুব	=	০ রা	৭°	৫৫′	১৬″
চন্দ্রোচ্চ ধ্রুব	=	৭ রা	০°	৪৫′	৩০″

রা=রাশি। মল্লিকার্জ্জুন এখানে নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন,—

"এতে ঋণশুদ্ধিদ্যুগণানীতাঃ সূর্য্যাদয়ঃ সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ততুল্যাঃ স্যুঃ। চন্দ্রোচ্চরাহু সোমসিদ্ধান্তোক্ততুল্যৌ। এতয়োঃ সূর্য্যসিদ্ধান্তে ভাগাধিক্যমনয়োরেব ব্রহ্মসিদ্ধান্তে লিপ্তান্তরমল্পমেব। গোলবীজখণ্ডখাদ্যকোক্তার্কাদি-স্থিরস্থিতে এতে সর্ব্বে সবীজা অর্কাদয়ো রাহুচন্দ্রোচ্চাসহিতাস্তুল্যা এব চ।"

(২) ১১০৭ শাকে, চৈত্র শুক্লদ্বিতীয়া, মঙ্গলবার, সূর্য্যোদয়কালে :—

মধ্য রবি	১১ রা	৮°	৩২′
মধ্য চন্দ্র	১১ রা	২৯°	২৯′
চন্দ্রোচ্চ	৮ রা	৭°	১′
রাহু	০ রা	৩১°	৩৭′
স্ফুট রবি	১১ রা	১০°	৪০′
স্ফুট চন্দ্র	১১ রা	২৬°	৭′
রবিভুক্তি		৫৯′	৩০″
চন্দ্রভুক্তি		৮৪৩′	৩০″

অয়নাংশ			১০′	১৭″
চন্দ্রার্কযোগ	=	১১ রা	২৭°	২১′
ন্যূন লিপ্তা	=			১৫৯′
তৎকাল রবি	=	১১ রা	২১°	৭′
চন্দ্র	=	০ রা	৮°	৫৩′
রাহু	=	১ রা	৩°	৩৬′
রবি দক্ষিণ ক্রান্তি	=	২১৫′		
চন্দ্রোত্তর ক্রান্তি	=	২১৫′		
দক্ষিণ বিক্ষেপ	=	১৫৫′		
চন্দ্রস্ফুটোত্তর ক্রান্তি	=	৬০′		

জ্যোতিষে পারদর্শিতা

জ্যোতিঃশাস্ত্রে মল্লিকার্জ্জুন সূরির পারদর্শিতা এবং কৃতিত্ব বিষয়ে দুই চারিটা কথা বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। তাঁহার বিরচিত সমস্ত গ্রন্থের অভাবে এই বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা সম্ভব নহে। অধুনা প্রাপ্ত গ্রন্থের পাঠ ভ্রষ্ট বলিয়া তাহার আধারে অনুমান করাও নির্দ্দোষ হইতে পারে না। তথাপি ইহা বলা অত্যুক্তি নহে যে, মল্লিকার্জ্জুন জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার প্রণীত কারিকাই উহার প্রমাণ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, লল্লাচার্য্যের গ্রন্থে অনুক্ত বিষয়ের পরিপূরণ, তাহাতে বিবৃত কোন কোন বিষয়কে সুখোপায়ে আনয়ন, ইত্যাদি উদ্দেশ্যে তিনি ঐ কারিকা রচনা করেন। শাস্ত্রে অপারদর্শী ব্যক্তির পক্ষে উহা সম্ভব নহে। এ বিষয়ে বাহ্য প্রমাণও আছে। বাঙ্গালী মল্লিকার্জ্জুন ও মৈথিলী চণ্ডেশ্বর সমসাময়িক ছিলেন। চণ্ডেশ্বর মল্লিকার্জ্জুনের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। মল্লিকার্জ্জুন সাধারণ পণ্ডিত হইলে তাঁহার যশ ঐ সময়ে বঙ্গদেশ ছাড়াইয়া মিথিলায়ও ব্যাপ্ত হইত না। অপর পক্ষে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, ভাস্করাচার্য্য (দ্বিতীয়)—যিনি সর্ব্ববাদিমতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু গণিতিক, তাঁহার প্রণীত কোন গ্রন্থের উল্লেখ চণ্ডেশ্বর বা মল্লিকার্জ্জুন কেহই করেন নাই। মল্লিকার্জ্জুন যন্ত্ররচনায় বিশেষ কৃতী ছিলেন বোধ হয়। নতুবা চণ্ডেশ্বর স্বরচিত সূর্য্য-সিদ্ধান্তের ভাষ্যে মল্লিকার্জ্জুনের যন্ত্রবিবরণ উদ্ধৃত করিতেন না।

চণ্ডেশ্বর তাঁহার সমসাময়িক গণক মল্লিকার্জ্জুন সূরির নাম করিয়াছেন, অথচ তদপেক্ষা বহু কৃতী এবং খ্যাতিমান্ সমসাময়িক গণকচূড়ামণি ভাস্করাচার্য্যের নামোল্লেখ করেন নাই, ইহা মল্লিকার্জ্জুনের বাঙ্গালীত্বের অপর প্রমাণ। ভাস্করের জন্মস্থান দেবগিরি (খান্দেশ জেলায়) চণ্ডেশ্বরের জন্মস্থান মিথিলা হইতে বহু দূরে অবস্থিত। তাই ভাস্করের কৃতিত্বখ্যাতি তখনও মিথিলা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় নাই। অপর পক্ষে মল্লিকার্জ্জুনের জন্মভূমি বঙ্গদেশ মিথিলার সন্নিকটবর্ত্তী। অধিকন্তু তাঁহাদের সমকালে বাঙ্গালার বিদ্যাপ্রবাহের সঙ্গে মিথিলার বিদ্যাপ্রবাহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সেই হেতু মল্লিকার্জ্জুনের কৃতিত্বখ্যাতি চণ্ডেশ্বরের কানে পৌছিয়াছিল, তাহা খুবই স্বাভাবিক। ঐ হেতুই মল্লিকার্জ্জুনের জন্মস্থান ওয়ারেন ও দীক্ষিতের অনুমানানুরূপ সুদূর তেলেগুদেশে (রামেশ্বরের সন্নিকটে) হইতে পারে না।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

প্রবাসী প্রেস—১২০।২, আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত

চত্বারিংশ ভাগ] [তৃতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বঙ্গাব্দ ১৩৪০

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এই সংখ্যার মূল্য ৸০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

ডক্টর স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় পি-এইচ ডি, ডি এস-সি, সি আই ই

সহকারী সভাপতিগণ

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি
শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী
রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ
কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ
ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম এ, পি-এইচ-ডি
শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম এ,

সহকারী সম্পাদকগণ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ
ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, পি-এইচ ডি
শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ

পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট

চিত্রশালাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ, পি-এইচ ডি

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ—ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি

ছাত্রাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ (সাহা) কুণ্ডু বি এস-সি, জি ডি এ
শ্রীযুক্ত দেবীবর ঘোষ

চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, এটর্ণি ; ২। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, এম এল সি ; ৩। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি ; ৪। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ ; ৫। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু ; ৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ ; ৭। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ ; ৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ ; ৯। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান-বিশারদ ; ১০। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ; ১১। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত এম্-এ, পি-এইচ ডি, ডি লিট্ ; ১২। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এস্-সি (লণ্ডন) ; ১৩। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার ; ১৪। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ; ১৫। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ বি এস-সি ; ১৬। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি ; ১৭। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম আর এ এস ; ১৮। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, ভিষগ্‌রত্ন, এল এ এম এস ; ১৯। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ; ২০। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন) ; ২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী ; ২২। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ ; ২৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ ; ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ; ২৫। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আচ্য ; ২৬। ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি ; ২৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ

চত্বারিংশ ভাগ]

[তৃতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

পরিষদ্ গ্রন্থাবলীর মূল্য হ্রাস

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত কিছুদিনের জন্য নিম্নোক্ত পরিষদ্ গ্রন্থাবলী অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করা হইবে।

	গ্রন্থ এবং লেখক বা সম্পাদক	সদস্য-পক্ষে অর্দ্ধমূল্য	সাধারণ-পক্ষে অর্দ্ধমূল্য
১।	কল্কিপুরাণ—রামলোচন দাশগুপ্ত	।/০	॥৵০
২।	জ্যোতিষ-দর্পণ—অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত	॥০	॥৵০
৩।	বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—২য় ভাগ ১ম এবং ৩য় ভাগ ১।২ সংখ্যা	॥০	৸৵০
৪।	দুর্গামঙ্গল—অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ	।০	॥০
*৫।	সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম (তিন খণ্ড) —নিত্যানন্দ ব্যাসদেব রাগসাগর	৫৲	৫৲
৬।	তীর্থ-মঙ্গল—কবিরাজ বিজয়রাম সেন	৶০	।/০
৭।	মৃগলুব্ধ—দ্বিজ রতিদেব	/৬	৵৬
৮।	মৃগলুব্ধ-সংবাদ—রাম রাজা	/৬	৵০
৯।	গঙ্গামঙ্গল—দ্বিজ মাধবাচার্য্য	।০	।/০
১০।	মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা—ভবানীশঙ্কর দাস	।৵০	॥০
১১।	জ্ঞানসাগর—কানু ফকির	।০	।/০
১২।	সারদা-মঙ্গল—মুক্তারাম সেন	।০	।৵০
১৩।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক—ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	॥০	॥৵০
১৪।	গৌরাঙ্গসন্ন্যাস—বাসুদেব ঘোষ	৵০	৶০
১৫।	শ্রীকৃষ্ণবিলাস—কাশীদাসাগ্রজ কৃষ্ণদাস	।/০	।৶০
১৬।	সর্ব্বসংবাদিনী—রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ	৸৵০	১৵০
১৭।	মনোবিজ্ঞান—নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য	॥০	৸০
১৮।	উদ্ভিদ-জ্ঞান (১ম ও ২য় পর্ব্ব)—গিরিশচন্দ্র বসু	৸০	১৵০
১৯।	লেখমালানুক্রমণী—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	।০	।৵০
২০।	শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল—কৃষ্ণদাস	॥০	৸০
২১।	ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস (গিজো-লিখিত) —রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	॥০	৸০
২২।	কৌলমার্গরহস্য—সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ	॥৵০	৸০
২৩।	সংকীর্ত্তনামৃত—দীনবন্ধু দাস	।/০	।৵০
২৪।	শ্রীধর্ম্মপুরাণ—ময়ূরভট্ট	॥/০	৸০
২৫।	গ্রহগণিত—রাজকুমার সেন	১৲	১।০

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ, সহকারী সম্পাদক

* পৃথক্‌ভাবে প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ২৲।

চণ্ডীদাসের রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন

[শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত, চট্টগ্রামে প্রাপ্ত
মূল পুঁথির যথাযথ অনুলিখন]

উত্ত্র'র[১] না (দে)য়[২] ভাই কিসের কারন[৩] —ধুঃ য়ামা[৪] সব নিজ দাস—কথা[৫]
জা[৬] কার পাস—ভাই ২ বুলি শ্রীদামে কর ক্রন্দন—দাস প্রতি দেখ
ভাই ..[৭] নয়ান—ধুঃ—। দুই হাত দিয়া মাথে—শ্রীদামে কান্দে রাজপদে—[৮]
কান্দিয়া ২ শ্রীদামে বোলে—……রৈল দাদা মাএর কোলে—ধুঃ।
চাহিয়া দেখ ঠাই ঠাই বাথানেতে রইল গাই—উঠ ভাই কানাই চল
গোটেতে[৯] জাই—গোটে গীয়া[১০] করি গিয়া (খে)লা—শ্রীদামের কথা
যুনি[১১]—যুথি হইল চক্রপানি—**চণ্ডিদাসে**[১২] বোলে সার—কৃষ্ণগতি
সোভাকার[১৩]—এথা কৃষ্ণ য়ন্তরে জানিল—জসোমতি ভুমিপরি

১। উত্ত্র'র—বানান, বোধ হয়, দীর্ঘ উকার দিয়া করা হইয়াছে। হরফে মাত্রার উপরিস্থ তির্য্যগ্ রেখার অভাব লক্ষ্য করিবার বিষয়। অক্ষরের নিম্নভাগে বক্ররেখার চিহ্ন হইতে দীর্ঘ উকার অনুমান করা হইতেছে।

সংযুক্ত অক্ষরের সঙ্গে 'রেফ্' জুড়িয়া দেওয়া এতদঞ্চলের উচ্চারণ ও বানানের একটি বিশেষত্ব। পুঁথির দুঃর্ক, দুঃর্থ, বির্দ্ধ (বৃদ্ধ) প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। আমাদের ছাত্র-বন্ধুরাও প্রায়ই লিখিয়া থাকেন, "জর্ম্ম' 'শর্য্য,' 'সাহার্য্য' ইত্যাদি।

২। নায়=নাই ; অথবা না (দে)য়, না দেয়=না দেহ ['দেও' অর্থে 'দেহ'র পরিবর্ত্তে 'দে' পুঁথির অন্যত্রও আছে]।

৩। বানানে মূর্দ্ধন্য ণ আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই ; [৮।• খ পৃষ্ঠায় ২য় লিপিকারের হাতের লেখায় একবার মাত্র পাওয়া গিয়াছে। উক্ত পৃষ্ঠায় ১ম নং মন্তব্য দ্রষ্টব্য]।

৪। অ, আ এর পরিবর্ত্তে যথাক্রমে য় এবং য়া প্রায় সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে [অন্তঃস্থ 'য়' কিন্তু অন্তঃস্থ 'য'এর মত, অর্থাৎ নিম্নস্থ বিন্দু বাদ দিয়াই লিখিত]।

৫। ব্যঞ্জন-সংযুক্ত আদি 'ও'কার প্রায়ই পরিত্যক্ত হয়। এই পৃষ্ঠার শেষ পঙ্‌ক্তিতে ১ম শব্দ 'রহিনি' দ্রষ্টব্য।

৬। অন্তঃস্থ 'য'এর পরিবর্ত্তে প্রায় সর্ব্বত্র বর্গীয় জ ব্যবহৃত হইয়াছে। সমগ্র পুঁথিতে এক জায়গায় অন্তঃস্থ য' দেখা গেল। শেষ লাইনে 'যুবা' শব্দ দ্রষ্টব্য।

৭। কালি মুছিয়া যাওয়ায় অপাঠ্য হইয়াছে। অনুমান, "তুলিয়া" পাঠ হইবে।

৮। মিলের পরিবর্ত্তে এইরূপ গরমিল অনেক স্থলে আছে। ক্রমশঃ দ্রষ্টব্য।

৯। অল্পপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণ উচ্চারণ যেমন চট্টগ্রাম অঞ্চলের কথিত ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, তেমন ইহার বিপরীত রীতিও উচ্চারণে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যথা, খঅজ্ (paper) *খাঅজ্ *কাঅজ্ কাগজ্ ; ছর্ ছরানি (চাকর চাকরাণী), ইত্যাদি। বিপরীত রীতির উদাহরণ, গোটে, বুদ্‌বার [১০।৶০, ২য় পৃষ্ঠা] ব্যাদি, শিগ্র, ঔষদ [৪।• পৃষ্ঠা]। আমাদের বি এ ক্লাশের ছাত্রেরাও মধুসূদন নামটির যেরূপ অদ্ভুত বিকৃতি করিয়া থাকেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, * মদুসূদন [ধ=দ], মদুসোদন [ধ=দ, উ=ও], মদুসোধন [ধ=দ, উ=ও, দ=ধ]।

১০। এক শব্দের দ্বিবিধ বানান অনেক স্থলেই আছে। পরেই 'গিয়া' রহিয়াছে।

১১। সমগ্র পুঁথিতে তালব্য শ'এর প্রয়োগ বিরল। শুধু 'শ্রীদাম' ও 'শ্রীরাধে' শব্দদ্বয়ের শ্রী'তে তালব্য শ'এর মূর্ত্তি দেখিলাম। লিপিকার দন্ত্য স এবং মূর্দ্ধন্য ষ নির্বিচারে ব্যবহার করিয়াছেন।

১২। ভণিতা মাত্র দুইবার আছে। ৩য় পৃষ্ঠা [৪।•, ২য়] দ্রষ্টব্য।

১৩। সবে. সবাই প্রভৃতি ব-যুক্ত বানানও আছে। 'সমাই' রূপটিও আছে [৬।৶০, ২য় পৃষ্ঠা]।

কান্দে উচ্চস্বরে—য়াহ্মি ডাকিলে বাছা উত্তর না দে মোরে—রানি
বোলে বাছা রত্নমনি—তুহ্মি না বোল তুহ্মি—মর‍্যা জাবে (য়)ভাগিনি
য়াহ্মি—ধুঃ—। জদি য়াহ্মি মর‍্যা জাবে[১] — বধের ভাগি তুহ্মি হবে—
জদি তোমার মা মর‍্যা জাবে—মা বলি কারে ডাকবে—জসোদা
রহিনি কান্দে কান্দে গোপিগন—বালা বৃদ্ধ যুবা কান্দে জথ পোরজন—[২]
রাধার রোদনে বসাইলা নারায়ন—চতুর·· ·· প্রভু গুণধাম—
চতুরভুজ মুত্তি হইল প্রভু ঘনেস্যাম—ধুঃ।—জারে বেদে দিতে নারে
সিমা—কর‍্যাজে তাহার মহিমা[৩] —এক মুত্তি জসোদার কোলে থুইয়া
রইল—আর মুত্তি হইয়া নগরে চলিল—হাতেতে মোহন বাসি কান্ধেতে
ঝুলনা[৪] —মাথে জটা করি জাএ জথা ব্রোজঙ্গনা—ধুঃ—॥ দেখিআ
ব্রোজের নারি—বোলে য়াইল ত্রিপুরারি—নন্দ ঘোষ ২ ডাকে ঘন ২
তোহ্মার পুত্র রঘুমনি[৫] হইয়াছে কেমন—রানি বোলে কেবা ডাক
চিনিতে না পারি—বৈদ্য বোলে য়াগো রানি য়ামার নামটি হরি—
কথাএ থাক বাপু কথাএ তোহ্মার ঘর—কি নাম তোমার মাতাপিতা
কিবা নাম[৬] বৈদ্য বোলে য়াগো রানি থুনহ বচন—য়ামার পরিচয়
য়াহ্মি দিব এই ক্ষন—সাস্তীপুরেতে বারি[৭] মাআ বাপ আছিল—
শ্রীহরি বোলিআ মোরে নামটি রাখীল—হরিদাস বৈদ্য বোলি ডাক
সর্ব্বজন—ধুঃ—। সাস্তিপুরে মম বাস খ্যাতি হইল বৈদ্য হরিদাস—
সাস্তিপুরের সতি[৮] নদিয়াতে বারি—[৯] —জরব্যাধি জরজারি ভাল করিতে

১। ভাষার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যুক্তি-প্রদর্শন-কল্পে সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় পুঁথির বিবরণে (সা. প. প., অতিরিক্ত সংখ্যা, ১৩০৯, পৃঃ ৫৬) লিখিয়াছেন, "উত্তম পুরুষে প্রথম পুরুষের ক্রিয়া ব্যবহার নূতন নয় কি ?"

২। পুরজন অথবা পৌরজন—উভয়েরই বিকৃত বানান হইতে পারে। হ্রস্ব 'উ' এবং 'ও' স্বরদ্বয়ের অভিন্নত্ব এতদঞ্চলের উচ্চারণে বিরল নহে। সোবর্ণের ঝারি [৮।৹,খ পৃঃ] ঔকারের পরিবর্ত্তে ওকারও বিরল নহে। গোরভিতা=গৌরবিতা [৬।/৹, খ পৃঃ] মৈমনসিংহ অঞ্চলের 'চুর' 'কুল' [চোর, কোল,এর পরিবর্ত্তে যথাক্রমে]।

৩। এখানে পাঠের সংশয় নাই। এরূপ গোঁজামিল অনেক আছে।

৪। ঝুলি বা ভিক্ষাপাত্র। বাঁশী কৃষ্ণের, ভিক্ষাপাত্র মহাদেবের। পরেই ত্রিপুরারি'র কথা আছে। হরিহর অভিন্ন, প্রসঙ্গক্রমে কৌশলে বর্ত্তমান 'চণ্ডিদাস' তাহারই ইঙ্গিত করিলেন কি ?

৫। এখানেও দেখি, 'রঘুমণি নীলমণি' হইয়াছেন, অর্থাৎ রামকৃষ্ণ অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। ৯।/৹, ২য় পৃষ্ঠায় "সিতারূপে জেই নামে বাজিলেক সিঙ্গু" দ্রষ্টব্য।

৬। পূর্ব্বে বারম্বার উক্ত হইয়াছে, কবির এইরূপ গরমিল বা গোঁজামিল অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে।

৭। "ড় র রো র ভেদ :—শুধু চট্টগ্রাম নয়, সমস্ত পূর্ববঙ্গের বিশেষত্ব। এতদঞ্চলের ছাত্রেরা 'ড' এ বিন্দু, ঢ'এ বিন্দু' বলিয়া অক্ষরের ধ্বনি এবং আকৃতি আয়ত্ত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে। তথাপি 'বাড়ী' 'বারী'তে এবং 'ঘর' 'ঘড়ে' রূপান্তরিত হইয়া যায়। ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়।

৮। "সান্তিপুরে বসতি" পাঠ হইবে না তো ? পুঁথিতে কিন্তু স্পষ্ট 'র' পাঠ আছে।

৯। 'সান্তিপুর' 'নদিয়ার' এক সঙ্গে উল্লেখ বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। বৈদ্য মহাশয়ের নামটিও আবার হরিদাস। এই 'চণ্ডিদাসে'র বক্তব্য এখানে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিলাম না। বৈদ্য মহাশয়ের বাড়ী 'সান্তিপুর' 'নদিয়া' উভয়ত্র, অতএব 'সান্তিপুর' 'নদিয়া' একই স্থান, বর্ত্তমান চণ্ডিদাসের ভৌগোলিক জ্ঞান এবংবিধ ? তবে অনুমান অনিবার্য্য,—শান্তিপুর নদিয়ার মাহাত্ম্য এই চণ্ডীদাসের অবিদিত নহে। সুতরাং আশঙ্কা হয়, ইনি চৈতন্য-পরবর্ত্তী।

পারি—এথ য়ুনি নন্দরানি য়াসন য়ানি দিল—
বৈদ্যরূপি হৈয়া হরি য়াসনে বসিল—রাণি বোলে বৈদ্যরাজ—হরিদাস
তোমার নাম—দেহ মোরে পুত্রদান—বৈদ্য বোলে য়াগো রানি
তোমার পুত্র য়ান চাহি[১] — কোন ব্যাদি হইয়াছে সিরা ধরি চাহি—
সিগ্র করি জাও রানি তোমার পুত্র য়ান—অন্য গোপির কোলে
দিয়া আমার কথা য়ুন—জশোদাএ দিল কৃষ্ণ শ্রীদামের কোলে—
রাধাকৃষ্ণ পানে চাহি চণ্ডীদাসে বোলে ॥ ÷ ॥ঃ রানি বোলে বৈদ্যরাজ
য়ামিত না চিনি—কি ঔষদে ভাল হএ আমার নিলমনি—
ধুঃ—॥—রানি বোলে বৈদ্যরাজ নাম ধর—নিলমনিথে রক্ষ্যা
কর—বৈদ্য বোলে নন্দরানি কহি তোমার ঠাই—কথ ধন দিবা
রানি তাহা বোল ঠাই[২] —রানি বোলে নন্দপুরে জত রত্নমনি—
সকল দিবাম য়ামি জাদবনিছনি[৩] —এই সব ধন জদি মনে নাহি
ধরে—দাসি কর‍্যা নিআ জাও নন্দজসোদারে[৪] —ধুঃ—॥,
আঞ্চল পাতিল য়ামি—বাছা ভিক্ষা দেয় তুহ্মি

১। 'চাহি'র অর্থ 'পরীক্ষা অথবা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখি'। 'চাহি'র এইরূপ প্রয়োগ চট্টগ্রামের কথিত ভাষার রীতিসিদ্ধ (idiomatic)। বাজারে মাছ দর করিতে গেলে হামেশা এই প্রয়োগটা লক্ষ্য করা যায়। ঢাকায় কুট্টী জেলেরা বিক্রেতব্য মৎস্যের গুণকীর্ত্তন করিয়া বলে—"হালা, পান খাইয়া হুইয়া রইচ্যা" (শালা অর্থাৎ মৎস্যরাজ, পান খাইয়া শুইয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ তাম্বূল-রাগ-রঞ্জিত অধরের মত ইহার দেহকান্তি)। চট্টগ্রামের জেলেরা বলে, "ওবা, ছাতক্, ছাতক্ না, বা" (ও বাবা, চাহিয়া দেখুন, চাহিয়া দেখুন না, অর্থাৎ আগে দেখুন, মুগ্ধ হউন; দাম পরে) ছাতক (চাহিতে হউক, চাহিতে আজ্ঞা হউক (?) [আস্তক, বস্তক্—আসুন, বসুন]

পুঁথিতে এইরূপ চট্টগ্রামের রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ আরও আছে। বর্ত্তমান পুঁথির চণ্ডীদাস চট্টগ্রামের নন তো? 'শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জনে'র মূল পালাটি 'বড়ু' 'দ্বিজ' 'দীন' যে কোনও চণ্ডীদাসের হউক না কেন (এ সম্বন্ধে কোনও অনুমান ব্যক্তিগত বিশ্বাসে পরিণত হইয়া পড়ে বলিয়া আশঙ্কা হয়), বর্ত্তমান পুঁথির ভাষা ও বিষয়বস্তুতে দুইটি ভণিতা-ব্যতিরিক্ত চণ্ডিদাসত্বের অপর কোনও নিদর্শন দুর্লভ নহে কি? আমরা অন্যত্র বলিয়াছি, পালাটির প্রচলন শুধু চট্টগ্রাম অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল না। 'শিশুবোধকে'ও পালাটির মুদ্রিত রূপান্তর বিদ্যমান রহিয়াছে। পালার পরিকল্পনা একেবারে কবিত্ব-বর্জ্জিত, এ কথা বলা চলে না। তবে বর্ত্তমান পুথিতে পালাটির 'খোল ও নৈচা' দুই-ই বদলিয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ দেখা যায় না।

২। মিলের অনুরোধে এইরূপ গোঁজামিল আরও আছে। কোন কোন জায়গায় মিল একেবারেই অঘটন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৩। 'নিছনি' শব্দটি বহু অর্থে প্রাচীন বাঙ্গালাভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছে। এ স্থলে বোধ হয়, 'উপহার' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "মূলে বিকালাঙ আর কি দিব নিছনি"—পদাবলী (বসন্ত রায়)।

৪। পুথির বিবরণে "কবিত্বাদির" প্রশংসাকল্পে সাহিত্যবিশারদ মহাশয় এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। বাৎসল্যরসের করুণ মাধুর্য্যে এইরূপ দুই একটি পঙ্‌ক্তি হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে বটে। কিন্তু এইরূপ দুই একটি স্থল ব্যতিরেকে অন্যত্র কবিত্বের বিশেষ নিদর্শন না পাইয়া নিজেরই রসগ্রাহিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছি। "এখন আমরা বলিতে পারি, এরূপ সহজ রচনা এরূপ সরল কল্পনা, চণ্ডীদাসের লেখনীরই উপযুক্ত"—ইত্যাদি ৫৫ পৃষ্ঠার উক্তির লক্ষ্য বা প্রতিপাদ্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে না পারিয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত। তবে পালাটির বস্তু পরিকল্পনায় কবিত্ব আছে, সন্দেহ নাই। শ্রীরাধার কলঙ্ক-ভঞ্জনের ঠিক এই রকম পালার অভিনয় বাল্যে আমাদের খুলনা যশোহর অঞ্চলে পুতুল-নাচে দেখিয়াছি। আখ্যান-ভাগ এই রকমের।

বৈদ্য বোলে নন্দরানি তোহ্মার পুত্রের কি হইয়াছে জানিলাম
গো—যষ্টম জর নবঅ+ জর দুই ব্যাধি হইয়াছে[১] —
অষ্টম জর ব্যাধি তোমার পুত্রের হইছে—বৈদ্য বোলে নন্দরানি
তোমার পুত্রের এই ব্যাধি উচ্চ করে বাসি[২] —হইল জলের
কার্য্য[৩] নতুন কলসি—বিলম্বের কার্য্য নাহি চলহ সিগ্রহ
ঝাটে—নবম জর সঞ্চরিতে—তোমার পু(ত্র) নাহি বাচে—
ধুঃ— নবজর জখন হবে—কৃষ্ণচন্দ্র মরি জাবে—
এথ যুনি নন্দরানি কলসি য়ানিল ÷

*এক সত স(ং)খ্যা ছিদ্র কলসিতে কৈল—০ বৈদ্য বোলে
আগো রানি আমার কথা যুন—০ পতিব্রতা এক নারি
ডাক দিয়া আন—০ রানি বোলে ব্রেজবাসি সমাইগোঃ—
ধুঃ—আমাকে বোলিয়া দেএ
পতিবৃতা আছে কে—০ সবে বোলে ব্রোজপুরে একজন
আছে—০ জটিলা কোটিলা[৪] আনে তবে কিষ্ণ বাচে—০
যুনিয়া সবের বানি—০ ধাইআ চলে নন্দরানি—০ জটিল**
২ বলি ডাকে উর্চ্চস্বরে—০ ধুঃ— । জটিলা গো বোলি
তোরে পুত্র দনে[৫] দে আমারে—০ জটিলা বোলে এথ
জন থাকিতে আমার সতি বোলে (—০) আমার
সমান সতি নাহি খীতিতলে—০ যুনিয়া রাণির
কথা জটিলা ধাইল—০ সহশ্র[৬] রন্ধ্র কলসি

১। এইরূপ রচনা লক্ষ্য করিয়াই কি বৈষ্ণবদাস বলিয়াছেন, "যাকর রচিত মধুররস নিরমল গদ্যপদ্যময় গীত"? এইরূপ গরমিল ও গোঁজামিল রচনার অনেক স্থলেই পাওয়া যাইতেছে।

২। ব্যাধি কঠিন বলিয়া মনে করি ('বাসি' প্রয়োগটী লক্ষ্য করিবার বিষয়)।

৩। 'হইলে জলের কার্য্য' প্রয়োগটিও লক্ষ্য করিবার বিষয়। কৃত্তিবাসে বোধ হয়, এইরূপ প্রয়োগ আছে।

* ডবল রেখার নিম্নস্থ অংশ (৬।৵০ পৃষ্ঠায় ডবল রেখার উপরিভাগ পর্য্যন্ত) দ্বিতীয় হাতের লেখা। হাতের চাপ এবং কালি বেশী পড়িয়াছে। লাইনগুলি ১ম লিপিকরের লাইনের মত সরল নহে। 'ক' অক্ষরটি দুই ভাবে লিখিত ["ক" "ক"] ; 'ন' এবং 'ল' এর চেহারাও বিভিন্ন। পূর্ণচ্ছেদের চিহ্নও স্বতন্ত্র। প্রথম লিপিকার শুধু একটি horizontal line বা বাম হইতে দক্ষিণগামী রেখা টানিয়াছেন, ইনি তাহার সহিত অতিরিক্ত একটী বিন্দু যোজনা করিয়াছেন। লিখনভঙ্গীর আরও পার্থক্য বাহুল্য ভয়ে নির্দ্দেশ করিলাম না।

+ নবঅ = নবম (?), 'অষ্টম', 'নবম' প্রভৃতি জ্বর নিদান-প্রোক্ত বহুবিধ উদ্ভটনামা জ্বরের অন্যতম কি না, জানি না।

৪। উ=ও, [১ম পৃষ্ঠায় (১৫) সংখ্যক মন্তব্য দ্রঃ] 'জটিলা' 'কুটিলা' 'ললিতা' 'বিশাখা' প্রভৃতিকে পদকল্পতরুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় "লৌকিক বৈষ্ণব" ধর্ম্মরূপ কল্পতরুর পরবর্ত্তী শাখাপ্রশাখা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

** দূরাহ্বানে পূর্ব্ববঙ্গের বহু শব্দের অন্ত্য আকারের হ্রস্বীকরণ হয়।

৫। দনে=ধনে [১ম পৃষ্ঠায় (৯) সংখ্যক মন্তব্য দ্রঃ]

৬। এখানে স্পষ্ট তালব্য 'শ' আছে। ২য় লিপিকরের তালব্য শএ সমান 'এক্তেমাল্' আছে।

কাকে[১] তুলী লৈল—০ কলসি লই জটিলা গমন
করিল—০ জমুনার তিরে গিআ উপনিত হইল—০
মদগবব্য মনে করি কলসিতে (জ)ল ভরি—০
শ্রী :—
তুলিতে লাগিল রন্দ্রগতে জল সব জমুনাতে রইল[২] —০
জটিলা বোলে গো—ধুঃ—। যুধাভাণ্ড[৩] মোর কাকে—০
অপজশ সভামাঝে—০ হেনকালে সেহো প্রভু মায়া
আরম্ভিল—০ বির্দ্ধব্রাহ্মণরূপে জটিলা কাছে গেল—০
কলসি লইআ গমন করিলা—০ মাআ করি জল মাগে
বির্দ্ধ ব্রাহ্মন—ধুঃ—॥—০ জটিলা গো বোলি তোরে—০
জলদান দে আমারে—০ জটিলাএ বোলে দ্বিজ করি নিবেদন—০

*রন্দ্রগত কলসি জল নাই কিবা দিমু[৪] দান— প্রভু বোলে
জটিলাগো যুনহ বচন— কলঙ্ক রাখিলা তুমি গকুল[৫]
ভুবন—ধুঃ— জটিলা গো কি করিলে— হাতের কালি
মাথে দিলে[৬] — লর্জ্জা পাইলা জটিলাএ করিলা গমন—
য়ধমুখি[৭] হইলা সে
জে বসিলা তখন— জটিলার[৮] দয়া হইল— জটিলার
পানে চাইল— কুটিলা কলসি লইয়া ইঙ্গিতে য়াসিল—
এথ জন থাকিতে য়ামারে সতি বোলে— য়ামার সমান সতি
নাই খিতিতলে— এথ যুনি কুটিলা কলসি লৈয়া চলে—

১। কাকে=কাঁখে (কক্ষে)। চট্টগ্রামের উচ্চারণ সাধারণতঃ সানুনাসিক হইলেও, অনেক জায়গায় বানান ও উচ্চারণে, প্রয়োজনস্থলে চন্দ্রবিন্দু পরিত্যক্ত হয়। আমাদের শ্রীমানদের বানানের এই ত্রুটী সংশোধন করিতে না পারিয়া পরীক্ষায় প্রশ্ন দিয়া থাকি—"Give the meanings of খাঁড়া, পাঁক, আঁটা, পাঁজি, কাঁদা, কাঁচ etc. and notice the variations in their meaning, caused by the omission of চন্দ্রবিন্দু in their spelling. Describe some of the functions of চন্দ্রবিন্দু in the spelling of Bengali words." ইত্যাদি।

২। এই দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিটির মধ্যে ছেদচিহ্ন নাই। পাঠেও কোন সংশয় নাই।

৩। যুধা—রিক্ত, শূন্য (সুধা-ভাণ্ড নহে)।

৪। 'দিমু'-রূপটি ঠিক চট্টগ্রামের কথিতরূপ নহে, সম্ভবতঃ ঢাকার। চট্টগ্রামে 'দিউম্'—মৈমনসিংহে 'দিবাম্'।

৫। 'রহিনী' তুলনীয়।

৬। প্রয়োগটি সুন্দর একটি প্রবচনের মত।

৭। অধোমুখী ['মু' লিখিবার ভঙ্গী এইরূপ "ম"]

* এই স্থল হইতে পুনরায় ১ম হাতের লেখা আরম্ভ।

৮। জটিলারে (জটিলার প্রতি) হইবে না তো ? ষষ্ঠী বিভক্তিতে অর্থ হয় না।

য়হঙ্কারে মতা[১]গর্ব্বে কলসি ডুপাইলে[২] — ভরিয়া জমুনার
জল তুলি লৈইল[৩] কোলে— বসন তিতিয়া গেল কলসির
জলে— সবে বলে দুর দুর এথাএ কেনে য়াইলি—
সতিবানা গোরভিতা[৪] সব জানাইলি—ধুঃ—সতিবানা জানীল—
য়হঙ্কর[৫] দুরে গেল— সকল গোপিনিস্থানে কহে নন্দরানি—
তোমা সমাই[৬] জল য়ানি দেয়[৭] জাদবে প্রানি— শুনিআ
রানির বানি হরসিত হৈল পুনি—গোপিগন জাএ
জমুনাতে— জেই গোপি জলেরে জাএ জল নহি য়াইসে
কলসি রাখিয়া সবে য়ধমুখি বোসে— রানি বোলে
বৈদ্যরাজ কিনা বোল চাই[৮]— একে একে গেল গোপি জথ ব্রোজমাই—
এথ জন না পারিল জল য়ানিবারে— জল য়ানিবারে জাই
য়াজ্ঞা কর মোরে[৯] এথ শুনি বৈদ্যরাজে মনে পাইল ভএ—
মাএ য়ানিলে জল ঔষদ না হএ—ধুঃ— জার মাএ ঔসদ
করে— তার পুত্র য়াগে মোরে[১০]— বৈদ্য বোলে নন্দরানি
এক জন য়াছে— যেই জন কোলেতে কৃষ্ণ য়াপনে বৈস্যাছে—
রাধে বোলে কলঙ্কিনি হইয়াছি য়ামি সব লোকের ঠাঞি—
কেমতে য়ানিব জল জমুনাতে জাই—ধুঃ— নিবেদি
তোমার ঠাই— য়ামার সমান কলঙ্কিনি নাই— মনের দুঃক্ষ
নিবারিতে জাই জার ঘরে— সামকলঙ্কিনি বোলি খোটা
দেহি মোরে—ধুঃ— দুঃর্খ নিবেদিতে জাই— বোলে য়াইল
কলঙ্কিনি রাই—তৃষ্টাযুক্তা হৈয়া য়ামি জার ঠাই খুজি
পানি— সেহ বোলে ঐ য়াইল রাধা কলঙ্কিনি[১১]—
জসোদা বোলে রাধা শু(ন)হ বচন—

১। মহাগর্ব্বে, মনগর্ব্বে, মদগর্ব্বে, ইহার কোন একটি রূপ হইবে বোধ হয়। পাঠে সন্দেহ নাই, 'তা' স্পষ্ট আছে। লিপিকার-প্রমাদ, বোধ হয়।

২। 'ডুপাইলে' পাঠই আছে।

৩। লৈল, লৈইল—উভয়বিধ বানানই দৃষ্ট হইল।

৪। সতিবানা গোরভিতা=সতীপানা (সতীপণা) গৌরবিতা, সতীত্বগৌরবিতা। পরবর্ত্তী লাইনেও 'সতিবানা' আছে।

৫। 'ব্রোজঙ্গনা', 'য়হঙ্কর', 'জটিল', প্রভৃতি আকারের হ্রস্বীকরণ।

৬। ১ম পৃষ্ঠায় ১৩শ সংখ্যক মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৭। ১ম পৃষ্ঠায় ২য় নং মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৮। ৩য় পৃষ্ঠায় 'চাহি' সম্বন্ধে প্রাদেশিকত্ব-সম্বন্ধীয় মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৯। এই অংশ যশোদার উক্তি।

১০। মোরে=মরে।

১১। মাঝে মাঝে এইরূপ দু'একটি করুণ উক্তির মধ্যে এক আধটুকু কবিত্ব পাওয়া যায়।

জল য়ানি রক্ষা কর কানাইর জিবন—ধুঃ—তুমি বহি কে
মোর য়াছে— কৈব ত্বঃক্ষ কার কাছে—জসোদাএ লৈল
কৃষ্ণ রাধা জাএ জলে—চৌতিস য়ক্ষরে স্তব করে
জ(া)দবেরে—রাধে বোলে ও ভগভান—তোমার পাদ
পদ্ম বহি গতি নাহি যার—ধুঃ—তোমার শ্রীচরণ করিছি
সার—য়াপনে গুনে মোরে কর পার—তরাও ২ মোরে
নাও ডুবিয়া রহিল—জগত ভরিয়া মোর কলঙ্কি রইল—
ধুঃ— জদি মোরে না তরাবে—নামর মহিমা জাবে—
এতেক বলিআ রাধে করিল গমন—জমুনাতে গিআ
রাধা হৈল উপাসন[১] —ভরিয়া জমুনার জল তুল্যা
লইল কাকে—কানু কানু ষরণ করে কৃষ্ণ বোলে মুখে—
লইয়া বাম করে কুম্ভ পানে চাহে—প্রতিরন্ধ্র দেখি(?)
কৃষ্ণে মুড়ড়ি[২] বাজাএ—
সর্ব্বলোকে বোলে দেখ রাধার মহিমা—য়াপনে করুনা[৩]
পতি জাহারে করুনা—ধুঃ—ভরিয়া জমুনার
পানি চলে রাধা ঠাকুরানি—হাটীয়া ২ চাহে- ফিরি
রন্ধ্রপানে চাহে—প্রতি রন্ধ্রে দেখে নারায়ন—
য়াগে পাছে ধাইয়া চলে জথ ব্রোজনারি—য়ানন্দে
পুলকে সবে বোলে হরি হরি—জল নিয়া দিল
রাধে বৈদ্যের গোচর—ধন্য সতি প্রসংসিলা সভার
ভিতর —ধুঃ—সবে জয় জয় বানি—

* রাধা ব্রোজের ঠাকুরানি—দেখ দেখ ব্রোজের মাই—
রাধা বহি আর সতি নাই—॥ য়াসন হোতে বৈদ্যরাজ
ওঠে সিগ্‌র্গ করি—। জল পরি দিতে রানি আন এক
ঝারী— এত যুনি নন্দরানি
শ্রীজয়দুর্গা—
ধাএ তরাতরি—০ বৈদ্যের আনিয়া দিল সোবর্নের[৪] ঝারি—ঃ॥

১। পাঠে সন্দেহ নাই। লিপিকার অথবা কবির তৈয়ারী শব্দ। উপনীত অর্থে।

২। র=ড়, ল=ড় } মুরলী=মুড়ড়ি।

৩। "আপনে করেন পতি জাহারে করুনা" পাঠ হইলে অর্থের সুসঙ্গতি থাকে। স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র যাঁহার প্রতি কৃপালু।

* ডবলরেখার অন্তর্ভুক্ত অংশ [৮।০, ২য় পৃষ্ঠার "তুল্যা দিল" পর্য্যন্ত দ্বিতীয় হাতের লেখা। অনুমানের কারণ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে]।

৪। উ=ও, ২য় পৃষ্ঠার ২ সংখ্যক মন্তব্য দ্রঃ। এই অংশ দ্বিতীয় হাতের লেখা। "সোবর্নের" বানানে এখানে মূর্দ্ধন্য ণ ব্যবহৃত দেখিলাম। ১ম লিপিকারের মূর্দ্ধন্য ণ লেখার অভ্যাস নাই। অক্ষরের আকৃতি অনুসারে "সোবর্ণের" পদের অন্তর্ভুক্ত 'র্ণ' স্পষ্টতঃ মূর্দ্ধন্য ণ, দন্ত্য ন হইতে স্বতন্ত্র।

ঝারিতে ভরিয়া জল তুল্যা লৈল হাতে—॥ঃ জল পরি[১]
বৈদ্যরাজ কৃষ্ণের মাথে দিল—।ঃ খণ্ডিল সকল দুঃক্ষ
ঘুস্থির হইল—।৹ জয় জয় সব্দ হৈল জত ব্রোজনারি—।ঃ
কৃষ্ণমুখ দেখ্যা সবে জাএ নিজ পুরি—।ঃ কৃষ্ণ কোলে
লইয়া রানি জাএ নিজ ঘরে—॥ঃ বৈদ্যে বোলে
(ন)ন্দ রানি বিদায় কর মোরে—॥৹ এত ষুনি নন্দ-
রানি কামানি[২] আনিল – সমভাগ ধন দিআ কৃষ্ণ
তুল্যা দিল—ঃঃ

---

* বিশ্বাম্বর[৩] মুর্ত্তি ধরি বৈসে প্রভু ভগবান—
ধন রত্ন জথ দিল নহে এ সমান—ব্রোজপুরে নিজ ঘরে
জথ ধন ছিল—তথাপীয় কৃষ্ণের সমান না হইল—ধুঃ—
বৈদ্যে বোলে ধন দিতে নার—কৃষ্ণ দিয়া বিদাএ কর—
ধন না পাইয়া বৈদ্যে কৃষ্ণ লইআ জাএ—নন্দ
জসোদা দুহে কান্দে দির্ঘরাএ—ধুঃ—রানি বোলে
হেদে ও—আমার কর্ম্মে এই না ছিল—ধনের (জ)ন্য
পুত্র হারাইল—রাধিকাএ বোলে ষুন মহে[৪] বৈদ্যরাজ—
প্রাণনাথকে লৈয়া জাও জিবনের কিবা কাজ—ধুঃ—
চৈত্যের (?) কোমল[৫] কৈল থুলসির পাত—
নিজনাম দাস্যভাব লিখীলা তাহাত—
সিতারূপে জেই নামে বান্ধিলেক সিন্ধু[৬] —রাধানামে জেইরূপে
পাইল কিষ্ণবন্ধু—পত্র লেখিআ দিল বৈদ্যের গোচরে—
সমভাগ করি তবে বৈদ্যরাজে ধরে—রাধার নামে কৃষ্ণের
নামে সমান হইল—মনস্থির করি তবে বৈদ্যরাজে
চাহিল—শ্রীরাধের সমান ভর কিছু না হইল—শ্রীরাধের
মহিমা তবে সকলে জানিল—ধুঃ—রাধার কলঙ্ক দুরে গেল—

---

* পুনরায় ১ম হাতের লেখা আরম্ভ।

১। পড়ি'—"ড্রয়োরভেদঃ"।

২। কামানি—'তুলাদণ্ড' অর্থ কি? এতদঞ্চলে এই শব্দের এরূপ প্রচলন পাই নাই।

৩। পাঠে সংশয় নাই (বিশ্বম্ভর)।

৪। 'মহা' অথবা 'অহে' হইবে, বোধ হয়। অবশ্য, 'মহাবৈদ্য' শব্দের অর্থ ভীতিপ্রদ।

৫। 'কোমল' পাঠ, বোধ হয়, কোলম হইবে। তাহা হইলে অর্থ করা যায়। 'কোলম'=কলম। পরেও 'থুলসির পাত', 'নিজনাম দাস্যভাব লিখীলা তাহাতে' প্রভৃতি আছে। কিন্তু কলম কিসের তৈয়ারি, তাহা জানা গেল না (আগের শব্দটির পাঠে নিঃসংশয় হইতে পারিলাম না)।

আমাদের সহকর্ম্মি-বন্ধু শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম, এ মহাশয়ের লিপিতত্ত্বে বিশেষ অধিকার আছে। তাঁহার শরণ লইয়াও এই শব্দটির পাঠোদ্ধার করা গেল না। এই স্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, বন্ধুবর দীনেশবাবু কতিপয় শব্দের পাঠোদ্ধারে আমাকে সহায়তা করিয়াছেন।

৬। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ৫ সংখ্যক মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

সকল য়ানন্দ হইল—বৈদ্য বোলে নন্দনারি কহি তোমার
ঠাই—য়াসির্ব্বাদ কর মোরে নিজ গৃহে জাই—ধু:—
এহি য়াসির্ব্বাদ চাই—বোল শ্রীরাধার চরণ পাই—
কৃষ্ণ মুখে দেখি রানি হরিষ য়তরে[১] —কহিতে লাগিল
নন্দরানির গোচর—ধন দিয়া রাখ কৃষ্ণ জদি লএ মন—
কীনিয়া য়ানিছি কৃষ্ণ লৈয়া জাও য়খন[২] :ধু:—রানি য়ামি
বলি তোমার ঠাই—দেখ কৃষ্ণ লৈয়া জাই—রানি বোলে
য়গো রাধে নেয়[৩] গোবিন্দেরে—তোমার ঘরেতে রইলে
দেখীবাম[৪] তাহারে—তোমার য়ধিন কৃষ্ণ দৈবে সে হইয়াছে—
দাসতুল্য হৈয়াছে তাহা কিনিয়া লৈয়াছে :—ধু:—জদি
তোমার দয়া থাকে—পুত্রদান দেয় মোরে—যুনিয়া রাণির
বানি—কহ রাধা যুরধনি—লৈয়া চাও তোমার গোপাল
—কৃষ্ণচন্দ্রের মুখ দেখী রাধার য়ন্তরে যুকি—
করিলেক চরণবন্দন—শ্যামের বামে দারাইল—দুই হরসিত
হইল—দুহে প্রেমে হরসিত
হৈল সর্ব্বজন—ধু:—শ্রীরাধে গোবিন্দ পাইল—
ভক্তের য়ানন্দ হইল—সবে হরি হরি বোলে—
শ্রীরাধে গোবিন্দ পাইল—ইতি শ্রীরাধার কলঙ্ক ভঞ্জন
সমাপ্ত—ইতি সন ১১৮২ মঘি[৫] তারিখ মাহে ১৮
ফাগুন রোজ বুদবার বেকাল বেলা এই বৈইর
মালীক শ্রীকাসিনাথ দেয় দাস পীছরে
রামমোহন চৌধুরি*—

শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী

১। ‘য়তরে’ পাঠই আছে। য়ন্তরে (অন্তরে) হইবে, বোধ হয়।

২। য়খন—‘এখন’ সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে ‘অখন’ উচ্চারিত হয়।

৩। নেয়—নেহ [লহ, লও]।

৪। ‘দেখীবাম’ চট্টগ্রামের কথিত-রূপ নহে, মৈমনসিংহ অঞ্চলের। চট্টগ্রামের লিপিকার, বোধ হয়, “দেখীবাম” রূপটিকে অপেক্ষাকৃত ভব্য, সাহিত্যিক-রূপ মনে করিয়াছেন (Inferiority complex নয় তো ?)

৫। পুঁথির বয়স পাওয়া গেল, ১১৮২ মঘি সন=১৮২০ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং পুঁথির বয়স ১১৪ বৎসর। একই পুঁথিতে লিখিত অপর একটি পালায় [তারিণী চৌতিশায়] ১১৮৪ মঘি সন আছে। সমস্ত পুঁথিখানি বড় নহে, অথচ নকল করিতে প্রায় দুই বৎসর সময় লাগিয়াছিল। নকলকারের সংখ্যাও একাধিক। প্রধান লিপিকার ‘শ্রীকাসিনাথ দেয়দাস’ মহোদয় বর্ণবিশুদ্ধি বিষয়ে যেমন নির্বিকার, লিপিসৌষ্ঠবেও তদ্রূপ নির্বিকল্প। লিখনপটুতার অন্যতম প্রধান গুণ দ্রুততায়ও যেন প্রযত্নবিহীন। দুই বৎসর ধরিয়া ক্ষুদ্র পুথিখানি নকল করিয়াছিলেন।

আমাদের শেষ পর্য্যন্ত সংশয় রহিয়া গেল, লিপিকার মহাশয়ের চণ্ডীদাস-ভণিতা-যোজনা তাঁহার সত্যানুরক্তির পরিচায়ক, অথবা নিছক্ চণ্ডীদাস-ভক্তি, কিংবা তদপেক্ষাও বিশুদ্ধতর ‘সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান’ ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত! কীর্ত্তনিয়া, লিপিকার এবং অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ কবিদিগের দ্বারা প্রথিতনামা কবির ভণিতার সদ্ব্যবহার বোধ হয়, বঙ্গদেশে বিস্ময়কর ঘটনা নহে।

* ইহার পরে এই পৃষ্ঠাতেই ‘নমো গণেশায়’ হইতে সুরু করিয়া ২য় পালা আরম্ভ

'চণ্ডীদাসের রাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন'—আলোচনা

আমরা এ পর্য্যন্ত দুই জন চণ্ডীদাসের পরিচয় পাইয়াছি। প্রথম বড়ু চণ্ডীদাস,—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী পদকর্ত্তা, কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রণেতা। মহাপ্রভু ইঁহার পদাবলী আস্বাদন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দীন চণ্ডীদাস—মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালের পদরচয়িতা। কৃষ্ণলীলাবিষয়ক ইঁহার বৃহত্তম পদগ্রন্থের খণ্ডিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমি ইঁহাকে নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য এবং বাঁকুড়া জেলার ছাতনার অধিবাসী বলিয়া মনে করি। বোধ হয়, ইঁহারই ভ্রাতা দেবীদাস ছাতনার বাসুলীর সেবক ছিলেন। বাসুলী ছাতনার রাজবংশের কুলদেবী। হয় ত এই জন্যই দীন চণ্ডীদাসের অনেক পদেও "বাসুলী"র নাম দেখিতে পাই। বড়ু চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ বাসলীর উপাসক ছিলেন; কারণ, তিনি নিজেকে "বাসলীর গণ" বলিয়াছেন। 'বাসলী-চরণে,' 'বাসলীর বরে' ইত্যাদি কথাও ভণিতার মধ্যে পাই। দীন চণ্ডীদাস যে ইঁহার অনুকরণে "বাসুলী"র নাম ভণিতায় ব্যবহার করিতেন, এরূপ মনে হয় না। মনে হয়, তিনি ছাতনার রাজার আশ্রয়ে বাস করিতেন, রাজঅনুগৃহীত ছিলেন, বাসুলী ছাতনা-রাজের কুলদেবী, এই জন্যই পদের শেষে ভণিতায় নিজ নামের সহিত বাসুলীর নাম ব্যবহার করিতেন। ছাতনার রাজপরিবার বিষ্ণুপুর রাজবংশের মত বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রায় শ'দেড়েক বৎসর পূর্ব্বের ছাতনারাজ লছমীনারায়ণের রচিত পদের পুঁথি পাইয়াছি। ধর্ম্মে বৈষ্ণব, কৃষ্ণলীলার পদকর্ত্তা, কিন্তু ভূমিদানপত্রে নিজেকে "বাসুলী-চরণশরণপরায়ণ" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। মনে হয়, এই মনোভাব রাজানুগৃহীত কবি দীন-চণ্ডীদাসেরও ছিল। ছাতনায় প্রবাদ, তিনিও বাসুলীর উপাসক ছিলেন, ইহাও সম্ভব হইতে পারে। অবশ্য এ সমস্ত আমার অনুমান মাত্র। ইহার সপক্ষে কোনও উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নাই।

'শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন' বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা নহে, ইহা নিশ্চিত। ভাষায়, ভাবে, বিষয়-বস্তুতে—কোন দিক্ দিয়াই ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার সহিত মিলে না। কলঙ্ক-ভঞ্জন লীলার কোন পৌরাণিক মূল আছে কি না, জানি না। গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ে, মাধবাচার্য্য বা বিপ্র পরশুরামের কৃষ্ণমঙ্গলে এ লীলা নাই। বটতলায় প্রকাশিত 'শিশুবোধক' গ্রন্থে কবিচন্দ্রের ভণিতায় 'কলঙ্কভঞ্জন' কবিতার প্রথম সাক্ষাৎ পাই। এই কবিচন্দ্র কে, নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। শিশুবোধকে অনেক স্থলে কবিচন্দ্র উপাধির সঙ্গে 'শঙ্করে'র নাম পাওয়া যায়। প্রহ্লাদচরিত্র, দাতা কর্ণ, কলঙ্কভঞ্জন—এগুলি শঙ্কর কবিচন্দ্রের রচনা হইতে পারে। ইঁহার কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদ আছে। ইনি নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্যামানন্দের পরবর্ত্তী ব্যক্তি। কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠের উপাধি ছিল কবিচন্দ্র, কাহার কাহার মতে কলঙ্কভঞ্জন আদি ইঁহারই রচনা। অযোধ্যারাম নামে একজন কবিচন্দ্র ছিলেন। হস্তলিখিত পুথিতে ইঁহারও ভণিতায় কলঙ্কভঞ্জন ইত্যাদি পাওয়া যায়। মোটের উপর এই লীলার কল্পনা তিন শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয় না। সে দিক্ দিয়া ইহা দীন চণ্ডীদাসের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে। দীন

চণ্ডীদাসের যে সুবৃহৎ পদগ্রন্থের খণ্ডিতাংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু এম এ মহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণলীলার কোন নূতন কথা নাই। কিন্তু নীলরতনবাবুর সংগ্রহে দীন চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত রাইরাখাল, কাকমাল্য-দান, ব্রহ্মার ধেনুবৎস হরণ, বনভোজন প্রভৃতি এমন কয়টী লীলাবিষয়ক পদ আছে, যাহা কীর্ত্তনীয়াগণ কর্ত্তৃক সচরাচর গীত হয় না। মোটের উপর দীন চণ্ডীদাস যে কৃষ্ণলীলার ধারাবাহিক পদ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাধার কলঙ্কভঞ্জনে মাত্র দুইটী পদে চণ্ডীদাসের ভণিতা পাই। এই দুইটীও নিছক পদ নহে। ইহার মধ্যে কীর্ত্তন গানের কথা ও তুক মিশান আছে। যেন কোন কীর্ত্তনীয়ার পালাগান অবিকল নকল করা। ইহা অপর শ্রেণীর কোন পল্লীগায়কের (যেমন কৃষ্ণমঙ্গল-গায়ক) পুঁথিও হইতে পারে। নকলের পত্রাঙ্কহীন পত্রে—"শ্রীদামের কথা যুনি, যুখি হইল চক্রপাণি। চণ্ডিদাসে বোলে সার, কৃষ্ণ গতি সবাকার" এই পদটী বোধ হয়, এই ছন্দেই রচিত। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে "উত্তর না দেয় ভাই কিসের কারণ" এই পয়ারাংশ কিরূপে আসিল? এই পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় পদে—"এথা কৃষ্ণ অন্তরে জানিল"—এইটুকু কথা বলিয়া মনে হয়। "যসোমতি ভুমিপরি কান্দে উচ্চস্বরে। যাক্ষি ডাকিলে রাদা উত্তর না দে মোরে"। এই পয়ারে পদ আরম্ভ। পরে "রাণী বোলে বাছা রত্নমনি" কথা। তাহার পরের "জদি তোমার মা মর‍্যা জাবে মা বলি কারে ডাকিবে" পর্য্যন্ত অংশটী 'তুক' বলিয়া মনে হয়। ইহার পরেই আবার পয়ার আরম্ভ হইয়াছে। ৫।/০ পত্রে "বৈদ্য বোলে নন্দরাণি তোমার পুত্রের কি হইয়াছে জানিলাম গো তোমার পুত্রের অষ্টম নবম জ্বর দুই ব্যাধি হইয়াছে—অষ্টমজ্বর ব্যাধি তোমার পুত্রের হইছে"। এই অংশ যে স্পষ্টতই কথা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মূল গায়ক গানের মাঝে যে অংশ কথায় বুঝাইয়া দেন, কিম্বা কোন দোহারকে উপলক্ষ্য করিয়া কথোপকথনের ছলে ব্যক্ত করেন, তাহাকেই কথা বলে। মূল গায়ক নিজে এই কথা কথকদের মত অনেক সময় বেশ একটা সুরের আমেজ দিয়াই বলেন। পয়ারের মাঝে "নবজর জখন হবে, কৃষ্ণচন্দ্র মরি জাবে" এইরূপ অংশ "তুক" বা "তুক্ক" নামে পরিচিত। ইহাকে "অনুপ্রাসযুক্ত মিলাত্মক আখর" বলিতে পারি। মূল পদের সঙ্গে "তুক" গাওয়া হয়। সাধারণতঃ তুক গানে কোন ভণিতা থাকে না। তুক গানও 'আখর' দিয়া বিশ্লেষণ করার রীতি আছে। ইহা অনেক ক্ষেত্রে কোন একজন কবির রচনা বলিয়া মনে হয় না। গায়কগণ পুরুষানুক্রমে অথবা গুরু-পরম্পরাক্রমে ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। আমার মনে হয়, চণ্ডীদাস ভণিতার মূল পদ লইয়া কোন গায়ক এই পালা তৈয়ার করিয়াছেন। আমরা তাহাই পাইয়াছি। মূলে ইহা দীন চণ্ডীদাসের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে। "হইল জলের কার্য্য" (৫।/০) প্রয়োগ পুরাতন। "মাএ আনিলে জল ঔষদ না হএ" (৭।৶০) অবিকল শিশুবোধকের কলঙ্কভঞ্জনেও পাওয়া যায়। "নন্দ জসোদা দুহে কান্দে দির্ঘ রাএ" (৯।/০) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে 'কান্দিলেঁ দীর্ঘরাএ" রাধাবিরহ খণ্ডে এই প্রয়োগ দেখিতে পাই। "কলঙ্কভঞ্জন' কোন্ দেশের পুথি?

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ফতেয়াবাদ*

ফৎহ্-আবাদ (উচ্চারণভেদে ফতেহাবাদ, ফতেআবাদ বা ফথাবাদ) বাঙ্গালা দেশের একটি প্রাচীন বিস্তীর্ণ জনপদ। আইন-ই-আকবরীতে দেখা যায়, ৩১টী মহাল ফতেহাবাদ সরকারের অন্তর্গত ছিল এবং ইহার রাজস্ব ছিল ৭৯৬৯৫৬৭ দাম। এই সরকারকে ৯০০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৫০৭০০ পদাতিক সৈন্য সম্রাটের কাজের জন্য যোগাইতে হইত। মহালগুলির নাম হইতে বুঝিতে পারা যায়, বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অনেকটা, যশোহর জেলার খানিকটা এবং বাখরগঞ্জ, ঢাকা ও নোয়াখালি জেলার কতকটা লইয়া সরকারটী গঠিত হইয়াছিল।

ফতেহাবাদ বা ফতেয়াবাদ নাম কিন্তু আকবরের সময়ের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। পাঠান আমলে এখানে একটী টাঁকশাল ছিল। সেই টাঁকশালের অনেক মুদ্রা কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

প্রথমে কখন্ এই নামের উৎপত্তি হয়, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। ফরিদপুরের ইতিহাসলেখক ৺আনন্দনাথ রায়ের মতে ফতে আলি বা ফতে খাঁ নামক মোগল আমলের এক শাসনকর্ত্তার নামে ফতেয়াবাদ নাম হইয়াছে। কিন্তু যে নামে পাঠান আমলে এত মুদ্রা বাহির হইল, সে নামের উৎপত্তি কখন মোগল আমলে হইতে পারে না। রিয়াজুস্ সালাতিনের অনুবাদক খাঁ বাহাদুর আবদাস্ সালেম বলেন,—বাঙ্গালার স্বাধীন নৃপতি জালালুদ্দিন আবুল মজফ্ফর ফতেহ্ শাহের নামানুসারে ফতেয়াবাদের নাম হইয়াছে। এই নৃপতির রাজত্বকাল ১৪৮১—১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দ। এ দিকে রাখাল বাবু তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত মুদ্রার তালিকার দোহাই দিয়া ফতেহাবাদ নামাঙ্কিত (রাজা গণেশের পুত্র) জালালুদ্দিন আবুল মজফ্ফর মুহম্মদ শাহের মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন। এই জালালুদ্দিন পূর্ব্বোক্ত আবুল মজফ্ফর ফথ্সার অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং ফতেহ্ শাহের নামানুসারে নামকরণ হইয়া থাকিলে রাজা গণেশের পুত্রের মুদ্রায় এই স্থানের নাম কখনই থাকিতে পারে না।

আমরা যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি, তালিকায় উল্লিখিত পরিচয় সন্দেহজনক। মুদ্রার উপরে যে যে অক্ষর স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে ফতেয়াবাদ বা তাহার সমানার্থবোধক কোন স্থানের নাম ঠিকমত উদ্ধার করা যায় না। সুতরাং ফতেহ্ শাহের নামানুসারে ফতেয়াবাদ নাম হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত বা অনুমানে কোন বাধা নাই। পরবর্ত্তী পাঠান নৃপতিগণের কাহারও কাহারও নামাঙ্কিত মুদ্রা যে ফতেয়াবাদ হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহা অবিসংবাদিত।

ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বিজয় গুপ্ত-প্রণীত মনসামঙ্গলের কোন পাঠে পাইয়াছেন—

* ১৩৩০ সালের ২০এ ফাল্গুন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

উত্তরে অর্জ্জুন রাজা প্রতাপেতে যম।
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বঙ্গরোড়া তক সীম॥

বিজয় গুপ্ত পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে হুসেন শাহের রাজত্বকালে তাঁহার কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার উল্লিখিত "অর্জ্জুন রাজার" প্রতাপ যতই হইয়া থাকুক, হুসেন শাহের মুদ্রা হইতে জানা যায় যে, ফতেহাবাদ তাঁহার শাসন মানিয়া চলিত। ইহার পরবর্ত্তী সময়ে নানা প্রসঙ্গে ফতেয়াবাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সম্রাট্ আকবরের সময়ে মুনিম খাঁ খান্খানানের আমলে আমরা মুরাদ খাঁ নামক জনৈক সেনাপতিকে ফতেয়াবাদ ও বাকলা সরকার জয়ের কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাই। রাজা মুকুন্দরাম কিছু কাল ফতেয়াবাদ শাসন করিয়াছিলেন (সম্ভবতঃ মোগল বাদশাহের অধীনে)। ফতেয়াবাদের বঙ্গজ কায়স্থসমাজ তাঁহারই স্থাপিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আকবরনামায় দেখিতে পাই, তিনি মুরাদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক হত্যা করেন।

আকবরনামায় পাওয়া যায়, খাঁ আজিম কোকা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ-দমনে প্রেরিত হইলে ফতেয়াবাদ হইতে কাজীজাদা নামক এক বিদ্রোহী নেতা তাঁহার নৌবাহিনী লইয়া মোগল যোদ্ধাদিগের সম্মুখীন হন। কামানের গোলায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে (১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দ)।

সৈয়দ কবি আলাওল তাঁহার কাব্যে মুল্লুক ফতেয়াবাদকে গৌড়দেশে "প্রধান" বলিয়া গিয়াছেন। তিনি মূলতঃ ফতেয়াবাদের অন্তর্গত জালালপুর পরগণার অধিবাসী ছিলেন। নিজের জন্মভূমির গৌরব-বর্ণনা কিছু অস্বাভাবিক নহে। তাঁহার পিতা ছিলেন ফতেয়াবাদের অধিপতি মজ্লিস্ কুতবের অমাত্য। বাঙ্গালা দেশে বার ভুঞার বিদ্রোহের সময় যে সকল পাঠান বীর স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, মজলিস্ কুতব ছিলেন তাঁহাদেরই অন্যতম। মির্জা নথনের বাহারিস্তান গৈবীতে আমরা তাঁহার নাম পাই। এই গ্রন্থে সুবাদার ইস্লাম্ খাঁর (১৬০৮—১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ) আদেশ মত হবিবুল্লা নামক সেনাপতির ফতেহাবাদে অভিযানের বিবরণ আছে। ফতেহাবাদের অধিপতি মজ্লিস্ কুতব দুর্গমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া মুসা খাঁর সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। সাহায্য আসিল; কিন্তু মোগল পক্ষে ভুষণার রাজা সত্রাজিতের বীরত্ব মজ্লিসের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। অবশেষে মজ্লিস্ কুতব দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

যেখানে পাঠান আমলে মুদ্রা অঙ্কিত হইত, যেখানে মোগল আমলে বিদ্রোহী রাজা স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়া দুর্গমধ্যে অবস্থান করতঃ প্রবল মোগল সম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহসী হইতেন, ফতেয়াবাদের সেই সমৃদ্ধ রাজধানী বা নগরের কি হইল? এ বিষয়ে তথ্য নির্ণয়ে কেহ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া জানি না। সাধারণতঃ বর্ত্তমান ফরিদপুরকে ফতেয়াবাদ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান ফরিদপুর নগর যেখানে অবস্থিত, সেখানে পূর্ব্বকালে—হিন্দু আমলের ত কথাই নাই, পাঠান বা মোগল আমলেও—সামান্য পল্লীগ্রাম ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না। রেনেলের মানচিত্র অঙ্কনের সময়েও ইহা একটী ক্ষুদ্র স্থান ছিল। কোথাও ইহার প্রাচীন গৌরবের কিছুমাত্র পরিচয় নাই।

বর্ত্তমান ফরিদপুর প্রাচীন ফতেয়াবাদ নগর হইতেই পারে না। সে নগরের অনুসন্ধান অন্যত্র করিতে হইবে।

আইন-ই-আকবরীতে পাই, ফতেহাবাদের ৩১টী মহালের মধ্যে হাবেলী ফতেহাবাদ ছিল একটি এবং সহর সমেত এই মহালকে ৯০২৬৬২ দাম রাজস্ব যোগাইতে হইত। এই সহরই অবশ্য ফতেহাবাদের রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল। হাবেলী পরগণা এখনও আছে, ফরিদপুর নগরের প্রধান অংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রাচীন নগরটী কোথায় গেল? দে-বারোস্ ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ বা তাহার নিকটবর্ত্তী সময়ে এ দেশের যে একখানি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহাতে পদ্মার দক্ষিণ দিকে—যেখানে পদ্মা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে একটি শাখা নির্গত হইয়াছিল, তাহার অনতিদূরে—ফতেয়াবাজের (এ নামটিও প্রচলিত) অবস্থান দেখাইয়াছেন। দে-বারোস কোন কালে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন নাই। বিলাতে বসিয়া তিনি যে মানচিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে ভ্রমপ্রমাদ অবশ্যই থাকিতে পারে। তিনি ঢাকাকে পদ্মার পশ্চিমে দেখাইয়াছেন। ফতেয়াবাদ অধিকতর সৌভাগ্যশালী, ইহার অবস্থান অনেকটা ঠিকই হইয়াছে; কিন্তু ঠিক জায়গাটি এই মানচিত্র হইতে বাহির করা সম্ভব নহে।

ফরিদপুর হইতে প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে গেরদা নামে একটি গ্রাম আছে। এখানে কয়েক ঘর সম্ভ্রান্ত মুসলমান বাস করেন। স্থানের নিকট দিয়া পূর্ব্বে পদ্মার প্রবল স্রোত বহিত এবং পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর বহুকাল পর্য্যন্ত ঢোল সমুদ্র নামে একটি প্রকাণ্ড বিল বর্ত্তমান ছিল। কিছু কাল হইল, ঢোল সমুদ্র প্রায় বুজিয়া গিয়াছে। প্রবাদ এই যে, ঢোলনগর নামক স্থানকে কুক্ষিগত করায় ঢোল সমুদ্র নামের উৎপত্তি। আমরা প্রথম বয়সে ঢোল সমুদ্রের বিরাট্ আকৃতি দেখিয়াছি। তখন নৌকা-বাহকেরা একটু বাতাস দেখা দিলে ঢোল সমুদ্র এ পার ও পার করিতে সাহস পাইত না। নিকটবর্ত্তী স্থানে মৎস্যের প্রাচুর্য্যও অসাধারণ ছিল। আমাদের মনে হয়, প্রাচীন ফতেয়াবাদ সহরের কতকটা সলিলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া অস্তিত্ব হারাইয়াছে, আর কতকটা বর্ত্তমান গেরদা গ্রামের মধ্যে লুক্কায়িত। ঢোল সমুদ্র বাদে যে স্থান অবশিষ্ট আছে, তাহাতে প্রাচীন কীর্ত্তিজ্ঞাপক এত চিহ্ন ও নাম এখনও আছে, যাহার সমতুল্য কিছুই নিকটবর্ত্তী অন্য কোন স্থানে মিলিবে না। বড় বড় প্রাচীন দীঘী—যাহার কোনটি বিলুপ্তপ্রায়—প্রাচীন নাম বহন করিতেছে, যথা—নিমদীঘী, দীঘী মকরম খাঁ, সাগর-দীঘী। দীঘীগুলির কোনটি উত্তর দক্ষিণ, কোনটি পূর্ব্ব পশ্চিম লম্বা। গ্রামে একটি প্রাচীন মস্জিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। তাহাতে আজল বাহাদুর খাঁর নামাঙ্কিত ১০১৩ হিজরীর একটি প্রস্তরলিপি ছিল (সম্ভবতঃ এখনও আছে)। হজরত মহাম্মদের কেশ ইত্যাদি চিহ্ন এক স্থানে রক্ষিত ছিল; শুনা যায়, তাহা অপহৃত হইয়াছে। প্রস্তরলিপিটি সম্রাট্ আকবরের সমসাময়িক। কিন্তু স্থানটিতে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের অনেক কীর্ত্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। দীঘী মুল্লুক খোরশেদের উত্তরস্থ স্থানকে "পীলখানা" বলা হয়। কয়েকটি পুষ্করিণী-সমন্বিত একটি স্থানকে চারি দিকে একটি প্রাচীন পরিখা ঘিরিয়া রহিয়াছে। স্থানীয় লোকে ইহাকে গড় বলে। গড়ের পশ্চিমে

নগর—ইহা সম্ভবতঃ ক্রয়বিক্রয়ের স্থান ছিল। কৃষকের ক্ষেত্র-কর্ষণকালে সময় সময় মাটির নীচ হইতে পাকা দেওয়াল বা ফটকের চিহ্ন বাহির হইয়া পড়ে। শোনা যায়, এইরূপ দেওয়ালের উপর সময় সময় নানা কারুকার্য্যযুক্ত মূর্ত্তিও দেখা গিয়াছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, হিন্দু রাজার রাজধানীই মুসলমান আক্রমণের পর মুসলমান নাম ধারণ করিয়া, মুসলমানের রাজধানী বা প্রধান নগরে পরিণত হইয়াছে। এখানেও গড়ের মধ্যে একটি স্থান রাজা কমলাকান্তের সিন্দুকবাড়ী বলিয়া পরিচিত। সম্ভবতঃ ইহা কোষাগার ছিল। এই রাজা কমলাকান্ত কে ছিলেন, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই। দীনেশ বাবুর উল্লিখিত "অর্জ্জুন রাজা" অথবা আনন্দনাথ রায়ের ফরিদপুরের ইতিহাসে উল্লিখিত রাজব দৌলত রায়েরও কোন সন্ধান পাই নাই।

মস্‌জিদটি শাহ আলি বোগদাদী নামক সাধু পুরুষের নামের সহিত জড়িত। কোন পরাক্রান্ত মুসলমান শাসনকর্ত্তা বা সামন্তের আশ্রয় না পাইলে এই সাধু পুরুষের এখানে গেবৃদা বা গদী করার কোন কারণ দেখা যায় না। ইহাঁর দৌহিত্রবংশীয়গণ এখনও গেবৃদায় অবস্থিতি করেন। এই গ্রামে শাহ তৈমুর নামক কোন ব্যক্তির প্রদত্ত বলিয়া পরিচিত কতকগুলি লাখেরাজ সম্পত্তি আছে। এই শাহ্‌ তৈমুর কে ছিলেন, জানি না। কোন কোন লাখেরাজের জন্য পরবর্ত্তী কালের পরিপোষক সনদও দৃষ্ট হয়। স্থানটির কোন ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের এমন চিহ্ন হাবেলী পরগণার অন্য কোন স্থানে আমি অনুসন্ধানে জানিতে পারি নাই। নগর ধ্বংসেরও এমন কারণ খুব কম স্থানেই ঘটিয়াছে। এই প্রদেশ সম্রাট্ আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ে পাঠান সর্দ্দার ও হিন্দু ভূম্যধিকারীদিগের বিদ্রোহ উপলক্ষ্যে যে কত বিপ্লব মাথায় বহন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক পক্ষের কীর্ত্তি অপর পক্ষ ধ্বংস করা কিছু বিচিত্র নহে। তাহার উপর প্রকৃতির লীলা—পদ্মা দেবীর তাণ্ডব নৃত্য। মনে হয়, প্রধানতঃ এই কারণেই কালে সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে—মোগল ফৌজদারের আসন ফতেয়াবাদ হইতে ভূষণায় স্থানান্তরিত হয়।

আমাদের ইতিহাস অনেক সময়েই বাহির হইয়া পড়ে মাটির নীচ হইতে। হিন্দু ও মুসলমান আমলের এই প্রাচীন স্থানের যতটা এখনও প্রাচীন মাটির উপর আছে, তাহার খনন কার্য্য হইলে কি বাহির হইবে, কে জানে? তবে আমাদের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের যেরূপ অর্থবল, তাহাতে সেরূপ খননের আশা দুরাশা মাত্র।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

কৃত্তিবাসের জন্ম-শক

(আলোচনা)

'আত্মবিবরণ'-এর উপর নির্ভর করিয়া কবির সময় সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে হইলে গৌড়েশ্বরের সহিত তাঁহার পার্ষদগণেরও বিষয় আলোচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

উক্ত বিবরণ হইতে জানা যায়, কৃত্তিবাসের বৃদ্ধপিতামহ নারসিংহ ওঝা মহারাজ বেদানুজের মন্ত্রী ছিলেন এবং রাষ্ট্রবিপ্লব (প্রমাদ) উপস্থিত হইলে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া গঙ্গার উপকূলে ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। কেহ কেহ বেদানুজকে সোণারগাঁয়ের রাজা দনুজ রায় (কুল-গ্রন্থের দনুজ মাধব) অনুমান করেন। অবশ্য মতভেদ নাই, এমন নহে। যাহা হউক, ইহারও যথাযথ মীমাংসা প্রয়োজন।

পাত্র-মিত্রগণের মধ্যে জগদানন্দ রায়, কেদার খাঁ, গন্ধর্ব্ব রায়, ধর্ম্মাধিকারিণী, শ্রীবৎস এবং রাজা পণ্ডিত মুকুন্দ প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। দুইটি নামে লিপিকর-প্রমাদ অথবা পাঠোদ্ধারে অনবধানতা ঘটিয়া থাকিবে। তাহার ফলে কেশব খাঁ ও শ্রীকৃষ্ণ যথাক্রমে কেদার খাঁ এবং শ্রীবৎস হইয়া গিয়াছে। আর হওয়াটাও খুব সহজ। সুবুদ্ধি খাঁ, কেশব খাঁ (কেদার নহে) ও জগদানন্দ রায়, ইঁহারা তিন সহোদর; তথা শ্রীকৃষ্ণের (শ্রীবৎস নহে) পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ রাজা কংসনারায়ণের ভগিনীপতি। মুকুন্দ ভাদুড়ী শ্রীকৃষ্ণের পিতা।১ দেখা যাইতেছে, সভাসদ্বর্গের অনেকে কংসনারায়ণের সম্পর্কিত। সুবুদ্ধি খাঁ সুলতান হোসেন শাহের পূর্ব্ব-প্রতিপালক, পরে বেগমের প্ররোচনায় সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হন। গৌড়ের উজির গোপীনাথ বসুর (পুরন্দর খান) ভ্রাতা গন্ধর্ব্ব রায়কে (গোবিন্দ) আমরা হোসেন শাহের দরবারেও দেখিতে পাই। পরলোকগত ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে রাজা গণেশের অল্পকাল পরে রাজা কংসনারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন; এবং হোসেন শাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড়ের মসনদে সমাসীন দুর্ব্বল হাবসী নৃপতিগণের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসরে উত্তরবঙ্গের অনেকখানি অধিকার করিয়া স্বরাজ্য-ভুক্ত করেন। কৃত্তিবাস ইঁহাকেই গৌড়েশ্বর বলিয়াছেন।২ গৌড়ের ইতিহাসলেখকের অভিপ্রায়ও তাহাই।৩ বস্তুতঃ সে কালে রাজা কংসনারায়ণের ন্যায় একজন পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারীর কোন বৃত্তিভোগী অথবা প্রসাদপ্রার্থীর পক্ষে তাঁহাকে গৌড়েশ্বর বলিয়া অভিহিত করা আদৌ অসম্ভব নহে। কৃত্তিবাস রাজপণ্ডিত হইবার আশায় সভাস্থ হইয়া পঞ্চ শ্লোক আবৃত্তি করেন। কৃত্তিবাসের এক পূর্ব্ব-পুরুষ নিশাপতি গৌড়েশ্বরের প্রসাদী ঘোড়া পাইয়াছিলেন।

১ গৌড়ে ব্রাহ্মণ, পৃঃ ৮৭।
২ মধ্যযুগের বাঙ্গালা, পৃঃ ৮-৯। ৩ গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৩।

রাজা গণেশের দরবার হইলে মুসলমানী হাব-ভাব, আদব-কায়দার কিছু না কিছু অবশেষ পরিলক্ষিত হইত ; দুই একজন বিশ্বস্ত আমীর ওমরাহ্ বা অনুচরের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইত।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে রাজা কংসনারায়ণের পূর্ণ প্রভাব। প্রাচীন সাহিত্যে তাহার প্রমাণ বিরল নহে।

সুতরাং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের পূর্ব্বগণিত ১৩৫৪ শক (১৪৩৩ খ্রী) কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ হওয়াই অধিকতর সমীচীন মনে হয়। ২৯ মাঘ, রবিবার রাত্রিশেষে কবির জন্ম হইয়া থাকিলে শ্রীপঞ্চমী বলিতে বাধে কি ? এ সম্পর্কে গত শ্রীপঞ্চমীর কথাও চিন্তনীয়।

অধিকন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মধ্য ভাষাগত সাম্যও যথেষ্ট আছে।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

রামচন্দ্র কবিকেশরী বা দ্বিজ রামচন্দ্র *

১। দ্বিজ রামচন্দ্রের পুথি

দ্বিজ রামচন্দ্র বাঙ্গালা-সাহিত্যে খুব পরিচিত না হইলেও, একেবারে অজানা নহেন। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে ৺শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল" নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন, এবং ঐ বৎসরেই মেটকাফ প্রেস হইতে দ্বিজ রামচন্দ্র-রচিত "দুর্গামঙ্গল" নামক একখানি পুথি ছাপান। ঐ বৎসরের পরিষৎ-পত্রিকায় রমেশচন্দ্র বসু মহাশয় "দ্বিজ রামচন্দ্রের প্রকৃত কালনির্ণয়" নামক আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে তিনি গ্রন্থকারের রচিত "গৌরীবিলাস" ও 'মাধবমালতী" নামক আরও দুইখানি পুথির উল্লেখ করিয়াছেন। মাধব-মালতীও নাকি ছাপা হইয়াছিল,—রমেশবাবু সেই পুথির গ্রন্থারম্ভ অনেকখানি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার পর একেবারে ১৩২৭ সালে পরিষদের পত্রিকায় দুর্গাদাস রায় মহাশয় দ্বিজ রামচন্দ্রের রচিত আর একখানি পুথির সন্ধান দিয়াছেন। পুথিখানির নাম—"হরপার্ব্বতীমঙ্গল"; এখানি একখানি মহাকাব্য; এখানিও ছাপা হইয়াছিল। দুর্গাদাস বাবু পুথি হইতে কিছু কিছু তুলিয়া দিয়াছেন। এই ছাপা পুথি একখানি পরিষদের গ্রন্থশালায় আছে; অবস্থা অতি জরাজীর্ণ। পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ যদি কোন যোগ্য লোক দ্বারা এখানি আর একবার না ছাপান, তাহা হইলে কাব্যখানি একেবারে লুপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত দুর্গামঙ্গলের শেষে "কঙ্কালীর অভিশাপ" নামক আর একখানি পুথির সন্ধান কবি নিজেই দিয়াছেন। গৌরীবিলাস ও কঙ্কালীর অভিশাপ—পুথি দুইখানি এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি পুরাণ সংস্কৃত পুথির সন্ধান করিতে করিতে এই দুইখানিরই কিছু খণ্ডিত অংশ আমার হস্তগত হইয়াছে। পুথি দুইখানি আলাদা কি না, তাহা বিচারের বিষয়; কারণ, লেখার ভঙ্গী দেখিয়া একখানি বলিয়াই মনে হয়;—তা ছাড়া ভণিতাও একই।

২। পরিচয় ও কালনির্ণয়

দ্বিজ রামচন্দ্র কে ছিলেন? পূর্ব্বোক্ত পুথি বা প্রবন্ধগুলি হইতে এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যাপক স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় একখানি চিঠিতে শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়কে জানান যে, হরিনাভি-নিবাসী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-ই দ্বিজ রামচন্দ্র; তিনি স্থানীয় জমিদার জয় ঘোষের গুরু ছিলেন। গুরুর পালা যেখানে গাওয়া হইত, ঘোষ মহাশয় সেখানেই নিজে আসরের ব্যয়ভার বহন করিতেন। রামচন্দ্রের সময় সম্বন্ধে অধ্যাপক মহাশয় বলেন,—"প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হরিনাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। * * * প্রায় ৫৫ বৎসর হইল, তাঁহার কাল হইয়াছে।" রমেশচন্দ্র বসু মহাশয় "মাধব-মালতী" কাব্য হইতে তুলিয়া

* ১৩৪০ সালের ২৭এ ফাল্গুন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

দেখাইয়াছেন—কবি শেষ বয়সে রাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের আশ্রয়ে থাকিয়া ঐ কাব্যখানি লেখেন। হরপার্ব্বতীমঙ্গলখানিও তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়াই ছাপান হয়। বইখানির প্রথমেই আছে,—"মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে।" রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর বাঙ্গালা ১২৮১ সালে (ইং ১৮৭৪) মারা যান। কবির সম্বন্ধে আরও কিছু ইতিহাস জানিবার আশায় আমি হরিনাভি গ্রামে গিয়া যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাও দিলাম।

দে বাবুরা হরিনাভি গ্রামের আদি বাসিন্দা। ইহাঁদের কোন পূর্ব্বপুরুষ নিজের গুরু হরিদেব চট্টোপাধ্যায়কে রড়া (রহড়া) গ্রাম হইতে আনাইয়া হরিনাভিতে বাস করান। মেদনমল্ল পরগণার জমিদার (বর্ত্তমান বারুইপুরের চৌধুরীদের পূর্ব্বপুরুষ) মদন রায়ের পৌত্র দুর্গাচরণ চৌধুরী বাঙ্গালা ১১৫৭ সালের ১৯শে মাঘ হরিনাভি প্রভৃতি স্থানে তাঁহাকে ব্রহ্মোত্তর দেন। এই তারিখ দেওয়া ছাড়পত্র আমি দেখিয়া আসিয়াছি। এই ছাড়পত্রে হরিদেবের সাকিম খড়দহ বলিয়াই উল্লেখ আছে। খড়দহ ও রহড়া—পাশাপাশি গ্রাম, এখনও বহু ভদ্র লোকের বাস। সুতরাং মনে হয়, ১১৫৭ সালের কাছাকাছিই তিনি রড়া হইতে হরিনাভিতে আসেন। হরিদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেশ্বরের দুই পুত্র আত্মারাম ও বিনোদ অবিবাহিত অবস্থাতেই মারা যান; কাজেই তাঁহার কন্যা রতনমণি ও জামাতা রূপরাম মুখোপাধ্যায় তাঁহার সম্পত্তির অধিকারী হন। ১১৭৪ সালের লেখা একখানি চিরকুটে এই রূপরাম মুখোপাধ্যায়ের নাম পাওয়া গেল; কিন্তু বিষয় সম্পত্তি তখনও তাঁহার শ্বশুর বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্যের নামেই ছিল; ১১৯০ সালে যে জরিপ হয়, তাহাতে বীরেশ্বরের নামেই চিটা তৈয়ারী হয়। এই রূপরামেরই আর এক নাম গোপাল; ইহাঁর আদি বাস হুগলি জেলার গরিটি গ্রামে। গোপালের পুত্র রামধন, রামধনের তিন পুত্র—রামচন্দ্র, মাধবচন্দ্র ও হরচন্দ্র। এই রামচন্দ্রই আমাদের কবি দ্বিজ রামচন্দ্র। কবি নিজেই সেই পরিচয় দিয়াছেন—

"গরিটী সমাজধাম গোপাল মুখুটী নাম,
রামধন তাঁহার তনয়।
তাঁহার তনয় তিন, জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র দীন"—

রামচন্দ্র দুই বিবাহ করেন; তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা ছিল। পুত্র আনন্দচন্দ্র অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান; কন্যা গোলোকমণিও বালবিধবা অবস্থায় বহু দিন বাঁচিয়া ছিলেন। এইরূপে তাঁহার বংশলোপ হয়। এখন তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা মাধবচন্দ্রের বংশধরেরাই হরিনাভিতে বসবাস করিতেছেন। ইং ১৮৪৫ সালের ১৬ই জুন তারিখ দেওয়া একখানি দরখাস্ত দেখিলাম। রামচন্দ্র তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার প্রথমা পত্নী গৌরীমণি দেবী ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (মাধবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র) দ্বারিকনাথ মিলিত হইয়া তাঁহার সম্পত্তির অধিকার পাইবার জন্য এই দরখাস্ত করেন; সুতরাং বুঝা যায়, ইং ১৮৪৫ (বাং ১২৫২) সালের কাছাকাছি সময়ে রামচন্দ্র মারা যান। দরখাস্তখানিতে ১২৩৩ সালের শীল মোহর দেওয়া আছে; শীলমোহরখানি সম্ভবতঃ কিছু আগেরই হইবে। সুতরাং বাঙ্গালা ১২০০ হইতে ১২৫২ সাল (ইং ১৭৯৩ হইতে ১৮৪৫) পর্য্যন্ত দ্বিজ রামচন্দ্রের মোটামুটি সময়।

বংশ-তালিকা
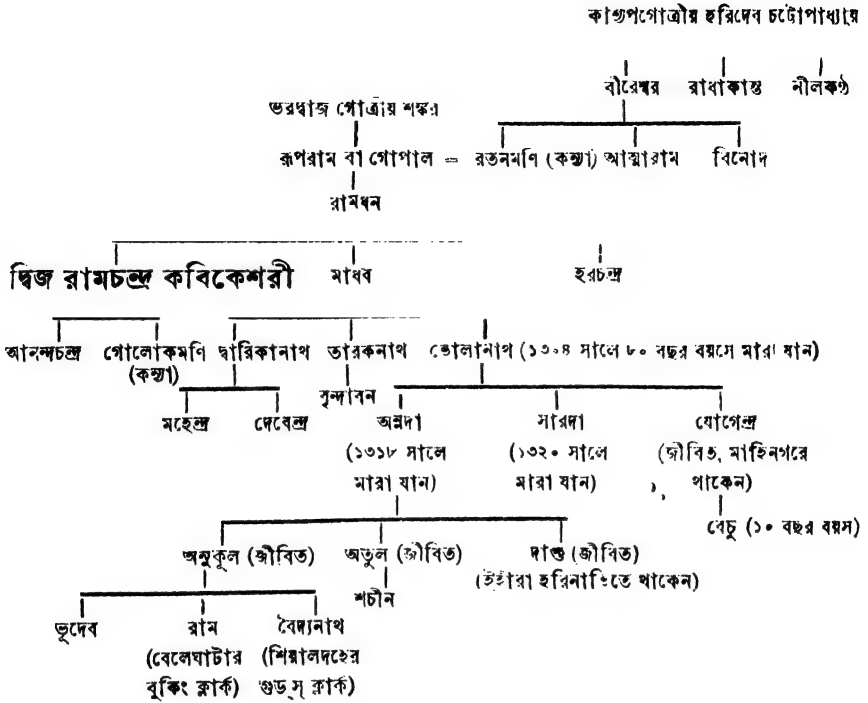
রামচন্দ্রের শিষ্য জয়নারায়ণ ঘোষ; তাঁহার পিতার নাম রামমোহন, পিতামহের নাম রামশঙ্কর। এই রামশঙ্করই জমিদারীর পত্তন করেন। গঙ্গার খাদ পার হইয়াই ঠিক পশ্চিম পারে ইঁহাদের বিরাট্ প্রাসাদ এখনও ভাঙাচুরা হইয়া পড়িয়া আছে। যখন এই বাড়ী তৈয়ারী হয়, তখন গঙ্গা মজিয়া আসিতেছিল বটে, কিন্তু কিছু স্রোত তখনও ছিল। তাই কবি রামচন্দ্র বড় গলা করিয়াই বলিয়াছেন,—

> "জাহ্নবীর পূর্ব্বভাগ মেদনমল্ল অনুরাগ
> তার মাঝে হরিনাভি গ্রাম।"

এখন শুধু খাদটি মাত্র পড়িয়া আছে। পুরাণ খাদের মধ্যে যে যার সুবিধা মত ঝিল কাটাইয়াছে; এইরূপে 'ঘোষের গঙ্গা, 'বোসের গঙ্গা' প্রভৃতি হইয়াছে। গঙ্গারও যে অবস্থা, ঘোষেদেরও সেই অবস্থা। জয় ঘোষের প্রপৌত্রেরা এখনও জীবিত আছেন; অতি সাধারণ ভাবেই চাকরী করিয়া দিন কাটান।

৩। গ্রামের ইতিহাস

এ ত গেল এখনকার সংগ্রহ করা কবির ইতিহাস। কবি নিজে কিন্তু আপনার দেশের অনেকটা ইতিহাস দিয়াছেন; এইখানে পুথি হইতে সেইটুকু তুলিয়া দিব।

"অথ স্বদেশের কথন। পয়ার।—

নম আদ্যা অনাদ্যা শঙ্করি শৈলসুতা।
কৃপা করি কাতর কিঙ্করে কৃপাযুতা॥
কলুষনাশিনী কালী কর কৃপা দান।
কালভয়ে কাঁপে কায়া স্থির নহে প্রাণ॥
মেদনমল্ল অধিপতি ছিল মদন রায়।
দেবানুগৃহীত রায় কি বলিব তায়॥
দান্ত শান্ত সুশীল সুধীর সুগভীর।
যাহা হইতে মামারক গাজীর জাহির॥
তাঁহার নন্দন পাঁচ কনিষ্ঠ শ্রীরাম।
জমিদারি হৈল তাঁর দেখি গুণগ্রাম॥
তাঁহার তনয় দুর্গাচরণ চৌধুরী।
অদ্যাবধি তার গুণ সবে মরে ঝুরি॥
প্রায় অধিকার তার ব্রাহ্মণের সাৎ।
আনন্দে আনন্দময়ী যাহার সাক্ষাৎ॥
তার পুত্র কালীশঙ্কর সুশীল সুধীর।
পিতাতুল্য পুত্র বটে চতুর সুস্থির॥
অল্প কালে অবনী ত্যাজিলে মহাশয়।
শ্রীরাজবল্লভ রায় তাহার তনয়॥
শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য সুচার্য্য সুপ্রতাপে।
শত্রুগণে সশঙ্কিত সদা অঙ্গ কাঁপে॥
নবাবের অধিকার লইল ইংরাজ।
কলিকাতা কোম্পানীর হইল সমাজ॥
রাজস্ব দেখিয়া বাকী নীলামে হুকুম।
খাজনা তলপে বড় লেগে গেল ধুম॥
ওজর করিয়া রায় না দিল খাজনা।
নীলাম হইল তার কিছু পরগণা॥
নীলামে খরিদ কৈল দুর্গারাম কর।
হরিনাভি অধিপতি সেই গুণাকর॥
গ্রন্থ বাড়ে গুণাগুণ বলিতে সকল।
শ্রীকবিকেশরী কহে শ্রীদুর্গামঙ্গল॥" পৃঃ ৮

১১৫৭ সালে দুর্গাচরণ চৌধুরী মহাশয় হরিদেব চট্টোপাধ্যায়কে ব্রহ্মোত্তর দেন, তাহা আগেই জানি। তাঁহার প্রতিষ্ঠিতা দেবী আনন্দময়ীর প্রাচীন মন্দির এখনও রাজপুরের তাঁহাদের ভিটার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রহিয়াছে। তাঁহার পৌত্র রাজবল্লভ রায়ের সময় জরিপ হয় এবং বাকী খাজনার জন্য রাজপুর, হরিনাভি প্রভৃতি গ্রাম নীলাম হয়। দুর্গারাম কর তাহা কিনিয়া লন; দুর্গারামের প্রাচীন ভিটাও রাজপুর গ্রামে রহিয়াছে। চৌধুরীদের সদর কাছারী ছিল বারুইপুরে; নীলামের পর রাজবল্লভ রায় বারুইপুরে গিয়াই বাস করেন। যাইবার সময় আনন্দময়ী দেবীকেও লইয়া যান। রাজপুরে এখন আনন্দময়ীর নামে একটী শালগ্রাম ও একটী শিবলিঙ্গের পূজা হয়। আমাদের কবি রামচন্দ্র এই দুর্গারাম কর ও রাজবল্লভ রায়ের সমসাময়িক। "হরপার্ব্বতীমঙ্গলের" গোড়াতেও ঠিক এই পরিচয়ই দেওয়া আছে। রাজবল্লভ রায়ের আদেশেই তিনি সেই কাব্যখানি লিখিয়াছিলেন।

৪। দেব-দেবীর বন্দনা

কলিকাতার দক্ষিণে যাইয়া বাস করিলেও, তাঁহারা উত্তরাঞ্চলে নিজেদের আদি বাসস্থান বা সেখানকার সমাজকে বেশ মানিয়া চলিতেন। কবি তাঁহার আত্মপরিচয়ের অনেক জায়গাতেই "গরিটী সমাজধাম—" কথাটি বার বার বলিয়াছেন। এমন কি, গ্রন্থারম্ভের সূচনায় যখন দেবদেবীর বন্দনা আরম্ভ করিয়াছেন, তখন যেমন "হরিনাভি বন্দ পঞ্চানন দয়াময়" বলিয়া নিজের গ্রামদেবতার বন্দনা করিয়াছেন, তেমনি আবার তাঁহার

পিতামহের আসল মামার বাড়ী রড়া গ্রামের ভুবনেশ্বরীকেও বন্দনা করিয়াছেন,—"রড়া গ্রামে বন্দিলাম ভুবন ঈশ্বরী। যাঁহার কৃপাতে গীত বিরচন করি॥" কবি এই ভুবনেশ্বরীর আদেশেই দুর্গামঙ্গল রচনা করেন এবং এই জন্যই কাব্যের মধ্যে দুর্গালীলা বর্ণনা করিয়াছেন ও কাব্যের নাম দিয়াছেন—দুর্গামঙ্গল। গ্রন্থারম্ভের উপাখ্যানটী বেশ কৌতূহলজনক।

৫। গ্রন্থোপাখ্যান

"অথ গ্রন্থোপাখ্যান॥ ত্রিপদী॥ * * *

কোন মহাসিদ্ধ স্থানে   রচিতে সঙ্গীত গানে
        অনুমতি করিলা আমায়।
না বুঝিয়া তব লীলা   করিলাম তাহে হেলা,
        পরমাদ ঘটিল তাহায়॥
আশ্বিনের শুক্লপক্ষ   মহাষ্টমী করি লক্ষ্য
        দেখা দিলা আসিয়া স্বপনে।
কোটি চন্দ্র পরকাশি   ঈষদ্ ঈষদ্ হাসি
        আদেশিলে মধুর বচনে॥
না পাইয়া সাবকাশ   না রচিলা ইতিহাস,
        সাবকাশ পাইবা উচিত।
অদ্যাবধি জর হবে   পঞ্চ মাসাবধি রবে,
        ইহার ভিতর রচ গীত॥
দেবী হইলা অন্তর্হিত,   প্রভাতে উঠিয়া ভীত
        থর থর কাঁপে কলেবর।
যাইতে পূজার স্থানে   মোহ হৈল সেইখানে,
        তদবধি হৈল মোর জর॥
সেই সাবকাশ মধ্যে   রচিত কবিতা পদ্যে
        গৌরীগুণ হইল প্রকাশ।
দেবীবাক্য করি নিষ্ঠা   প্রকৃতি খণ্ডের দৃষ্টা,
        তাহার আদেশ ইতিহাস॥

রড়ার ভুবনেশ্বরীর নাম এখনও আছে। কিন্তু যে প্রাচীন দেউলে তাঁহার পূজা হইত, তাহা আর এখন নাই। তাহা জীর্ণ হওয়ায়, তাহাকে ভূমিসাৎ করিয়া তাহার বদলে সাধারণে চাঁদা তুলিয়া আন্দাজ পনের বৎসর আগে একটি নূতন মন্দির তৈয়ারী করিয়া, তাহাতে দেবীকে আনা হয়। এই দেবীপ্রতিমাও আর নাই। মূর্ত্তিটি আন্দাজ হাতখানেক উচ্চ অষ্টধাতুনির্ম্মিত ছিল; তাহা এত উজ্জ্বল ছিল যে, সোনার মতন দেখাইত। বর্ত্তমান মন্দিরে আনার পর কেহ ঐ মূর্ত্তিকে সোনার মনে করিয়া উহা চুরি করিয়াছে বর্ত্তমানে কেবল মাত্র তারা ও দক্ষিণাকালীর যন্ত্রে দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে বর্ত্তমানে যাঁহারা সেবাইত, তাঁহাদের সহিত কবির বংশের কোন দূর সম্পর্ক ছিল বলিয়াই মনে হয়। সেবাইতদের মুখে শুনিলাম, ভুবনেশ্বরীর যন্ত্রটি কবির বংশধর বর্ত্তমান মাহিনগরনিবাসী যোগেন্দ্র বাবুর কাছে আছে। দুর্গোৎসবের সময় ভুবনেশ্বরীর দালানে মহিষমর্দ্দিনীর পূজা খুব জাঁকজমক করিয়াই হইত। এই সকল হইতে মনে হয়, কবি পূজার সময় রড়াতে যাইতেন এবং সেইখানেই কাব্য রচনার জন্য আদেশ পান। কেন না, গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন—"কোন মহাসিদ্ধ স্থানে"। আবার বন্দনার মধ্যে রড়ার ভুবনেশ্বরীর আদেশের কথা বলিয়াছেন; কাজেই ভুবনেশ্বরীই তাঁহার অভীষ্ট দেবী, তাহা বেশ বুঝা যায়।

৬। কবির উপাধি

আমরা কবির পরিচয়ে দেখিয়াছি, তাঁহার উপাধি ছিল তর্কপঞ্চানন। এই কাব্যের গ্রন্থারম্ভে তিনি আর একটি পরিচয় দিয়াছেন—

"* * * * উপাধি দিলেন শ্রেষ্ঠ
বুধগণে শ্রীকবিকেশরী"

কবির গান বাঁধিবার শক্তি দেখিয়া পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সম্মান করিয়া "কবিকেশরী" উপাধি দেন। পুথির ভণিতায়ও কবি অনেক জায়গায়ই এই উপাধির দ্বারা আপনার পরিচয় দিয়াছেন—"শ্রীকবিকেশরী কহে শ্রীদুর্গামঙ্গল," "শ্রীকবিকেশরী কহে অভয়ার গীত" ইত্যাদি। হরপার্ব্বতীমঙ্গলের গোড়ার পাতায় লেখা আছে,—"শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবিকেশরী ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক রচিত।" পরিষদের তালিকার মধ্যে কবিকেশর বলিয়া ছাপা হইয়াছে।

৭। স্বপ্নাদেশের কারণ

স্বপ্নাদেশে গীত রচনা কবিদের মধ্যে একটা ফ্যাসান। কৃষ্ণরাম দাস, বিজয় গুপ্ত, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরাম, জয়নারায়ণ ঘোষাল, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, সঞ্জয় প্রভৃতি অনেক কবিই এই ফ্যাসানের সুর ধরিয়াছেন; কবি রামচন্দ্রও তাহারই ধুয়া ধরিয়াছেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে এইরূপ স্বপ্নাদেশের কারণ ঠিক করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"যে-সে পুস্তক লিখিলেই তাহা সাধারণে গৃহীত হইত না। * * * * * এই জন্য প্রাচীন বঙ্গীয় লেখকগণের অনেককেই প্রত্যাদেশের ভাণ করিয়া কাব্য লিখিতে হইত। দেবাদেশে কাব্য রচনায় হাত দিয়াছেন, এ কথা ঘোষণা করা সাহিত্যের ব্যবসাদারী ছিল।" ইহা ছাড়া আরও একটি কারণ আমার মনে লাগে। পাঁচালী প্রভৃতি লৌকিক ছন্দ সাধারণের যতই প্রিয় থাকুক না কেন, সংস্কৃত-জানা পণ্ডিতেরা কিন্তু এগুলিকে খুব সুনজরে দেখিতেন না। শুধু পাঁচালী কেন, সমগ্র বাঙ্গালা ভাষার প্রতিই তাঁহাদের যেন কেমন একটা অশ্রদ্ধা ছিল; বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন ইতিহাসে ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। এই জন্যই বোধ হয়, যে সব সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পাঁচালী গীত রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই

দেবাদেশের ছুতা ধরিয়াছেন। যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্য, অলঙ্কার, দর্শনের সমুদ্রে অবগাহন করিতে সমর্থ, তাঁহারা যে কেন বাঙ্গালা পাঁচালীর ডোবায় মজিলেন, এই দেবাদেশগুলি যেন সেই দুর্ব্বুদ্ধিরই কৈফিয়ৎ। আমাদের কবিকেশরী সে ভাবটিকে না চাপিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"দেখিয়া পাঁচালী গীত ঘৃণা ত্যজ সুপণ্ডিত,
গুণহীনে সদা প্রতিবাদী।"

৮। সুজন-প্রশংসা ও দুর্জ্জন-নিন্দা

কাব্যারম্ভে দুর্জ্জনের নিন্দা ও সুজনের প্রশংসা কবিদের মধ্যে একটা চিরন্তন প্রথা। সংস্কৃতেও এই প্রথার যথেষ্ট উদাহরণ আছে। কবিকেশরীও তাহার অন্যথা করেন নাই। সুজনপ্রশংসার ভাবটী তিনি সংস্কৃত হইতে লইয়াছেন—

"হংস যেন ত্যজে নীর ভোজন করয়ে ক্ষীর
গুণীর নিকটে গুণ সাজে।"

কিন্তু দুর্জ্জননিন্দার ভাবটি একেবারে তাঁহার নিজস্ব, খাঁটী বাঙ্গালী পল্লীর কথা—

"নতুবা বস্তু না পায়, বাদুড়ে বাদাম খায়,
ভেক যেন পদ্মবন মাঝে॥

বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে অনেক বাদাম গাছ আছে, ফলগুলি পাকিলে বাদুড়েরা রাত্রে তাহাদের খোলার রসটুকু খাইয়া যায়, ভিতরের আসল বাদামটুকুর আস্বাদ তাহারা পায় না; পদ্মবনের ভিতরে থাকিয়াও ব্যাঙ শুধু পোকা ধরিয়াই খায়—পদ্মমধুর সে ধার ধারে না।

৯। যথার্থ দুর্গামঙ্গল কোন্‌খানি?

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় "দুর্গামঙ্গল" নাম দিয়া যে পুথিখানি ছাপাইয়াছেন, সেখানি বাস্তবিক পক্ষে "নলোপাখ্যান"। সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে এই পুথির খানকয়েক পাতা আছে; তাহার বাম কোণে উপরের দিকে "নলদময়ন্তী" নামটী স্পষ্টই লেখা আছে। অনেক জায়গাতে কবি নৈষধের ছায়া অবলম্বন করিয়াছেন; সম্পাদক মহাশয়ও খুঁটিয়া খুঁটিয়া সেগুলিকে ধরিয়া দিয়াছেন। তবে পুথিখানির নাম "দুর্গামঙ্গল" দিলেন কেন? সম্পাদক মহাশয় নিজেই একটী কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন—**** "শাস্ত্রবাক্যে ও হিন্দুধর্ম্মে একান্ত আস্থাবান্ কবিবর রামচন্দ্র বঙ্গসমাজে পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা ও দুর্গানবমী ব্রতের উপদেশ প্রদানের নিমিত্ত এই কাব্যের নায়ক-নায়িকা সংক্রান্ত ঘটনাবলীর মধ্যে দুর্গাপূজা, দুর্গানবমী ব্রতের বর্ণনা করিয়াছেন, এই জন্য কাব্যের 'দুর্গামঙ্গল' নাম হইয়াছে।" (বঃ সাঃ পঃ পত্রিকা, ১৩০৫, পৃঃ ৩)। কিন্তু দুর্গাব্রত প্রচলনের জন্য কবি নলোপাখ্যানের আশ্রয় লইলেন কেন, আর ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্যই বা কত দূর সিদ্ধ হইয়াছে—তাহা ভাবিবার কথা।

"গৌরীবিলাস" ও "কঙ্কালীর অভিশাপ" এই দুই পুথিতে যে ভণিতা পাওয়া

যায়, "নলোপাখ্যানের" ভণিতাও হুবহু তাই-ই। "নলোপাখ্যানের" পালাটী দুর্গানবমী-ব্রতের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু "গৌরীবিলাসের" ফলশ্রুতি বলিবার সময় কবি বলিয়াছেন—"শুন অষ্টমীর ব্রত কথা উপাখ্যান।" কঙ্কালীর অভিশাপেও বেদবতী সুপুত্র লাভ করিবার জন্য অষ্টমীর ব্রত করিতেছেন দেখিতে পাই। ইহাতে মনে হয়, এই তিনখানি পুথি মিলাইয়াই দুর্গামঙ্গলের পালা; গৌরীবিলাস ও কঙ্কালীর অভিশাপ—অষ্টমীর দিন গাওয়া হইত, আর নলোপাখ্যান নবমীর দিন গাওয়া হইত। সপ্তমীর দিনের জন্য কোন পালা না থাকাই সম্ভব; থাকিলে গৌরীবিলাসে গ্রন্থারম্ভের উপাখ্যান, দেবতার বন্দনা প্রভৃতি থাকিত না। নলোপাখ্যান—নবমীর পালা, তাহাতে ও সব কিছুই নাই। তা ছাড়া, কবি গ্রন্থারম্ভে নিজেই বলিয়াছেন—তিনি মহাষ্টমীর দিনেই স্বপ্নে আদেশ পান। হরপার্ব্বতী-মঙ্গলের এক জায়গায় তিনি গৌরীবিলাসকেই দুর্গামঙ্গল বলিয়াছেন।

১০। গ্রন্থের গল্পাংশ

সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত কবি রামচন্দ্র যেমন নৈষধের ছায়া লইয়া "নলোপাখ্যান" লিখিয়াছেন, তেমনি আবার কুমারসম্ভবের ছায়া লইয়া এই "গৌরী-বিলাস" রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের আরম্ভে দেব-দেবীর বন্দনা, স্বদেশের কথন, গ্রন্থারম্ভের সূচনা প্রভৃতি কবিদের অবশ্য কর্ত্তব্যগুলি শেষ করিয়া, গ্রন্থকার প্রথমেই আরম্ভ করিতেছেন,—"অথ অগস্ত্যের কাশী পরিত্যাগ"। বিন্ধ্যকে খর্ব্ব করিয়া অগস্ত্য ত কাশী ছাড়িয়া গেলেন; গিয়া কিন্তু কাশীর শোকে কাতর হইয়া পড়িলেন; শেষে কার্ত্তিক নিজে আসিয়া তাঁহাকে স্কন্দপুরাণ শুনাইয়া তবে শান্ত করেন।

তার পর সৃষ্টিতত্ত্ব। সৃষ্টিতত্ত্বে সাংখ্যমতকেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে; ব্রহ্মার মানস পুত্র স্বায়ম্ভুব ও শতরূপা হইতেই সৃষ্টির প্রচার ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

তার পর সমুদ্রমন্থন। হঠাৎ এক সময়ে অনাবৃষ্টিবশতঃ স্বর্গলোকে অন্নাভাব ঘটিল; তখনও দেবতারা অমর হন নাই, কাজেই সকলের প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠিল। শেষে নারায়ণ মন্ত্রণা দিলেন, দেবাসুর মিলিয়া সমুদ্র মন্থন কর; তাহাতে অমৃত উঠিবে, আমি মায়া দ্বারা অসুরদের ঠকাইয়া তোমাদেরই অমৃত দিব। দেবগণ নানা চাটু-বাক্যের দ্বারা অসুরগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া সমুদ্র মন্থন করিলেন। মন্থনে কামধেনু উঠিল—ঋষিরা সেটীকে হোমের ঘি দেওয়ার জন্য রাখিয়া দিলেন। কৌস্তভ মণি উঠিল—চন্দ্র উঠিলেন—লক্ষ্মী উঠিলেন। লক্ষ্মীর রূপ দেখিয়া দেবতাদের মধ্যে টানাটানি পড়িয়া গেল; নারদের পরামর্শে একটী স্বয়ম্বর-সভা হইল; এই সভার বর্ণনা বেশ নিপুণভাবেই করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ লক্ষ্মী নারায়ণের গলাতেই মালা দিলেন; কারণ, এইখানে দুই তিনখানি পাতা একেবারে নাই, একেবারে ১৩র পরই ১৬র পাতা। ১৬র পাতার প্রথমেই অসুরগণ সুধার অংশ না পাইয়া চটিয়া আগুন হইয়া, আবার সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন। এবার উঠিল কালকূট,—বিষের জ্বালায় ত্রিলোক ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, শিব বিনা আর গতি নাই, শিব আসিয়াছেন,—এইখানে একেবারে ১৯র পাতা।

পাতার প্রথমেই "প্রথম পালা শেষ। দ্বিতীয় পালা আরম্ভ। হিমালয়ে উমার

জন্ম।" ১৯ হইতে ২৩ পাতার এক পিঠ পর্য্যন্ত উমার বাল্যকথা, ধূলাখেলা প্রভৃতি। তার পর "অথ হিমালয়ে মহেশের আরাধনা।" মহাদেব হিমালয়কেই তপস্যার যোগ্য স্থান মনে করিয়া গিরিরাজকে বলিলেন,—"সতী আরাধিব আমি তোমার শিখরে।" পিতার আদেশে উমা ধ্যানরত শিবের সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

তার পর "অথ তারকাসুরের উপাখ্যান।" তারকাসুর কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া অমর বর চাহিলেন। ব্রহ্মা রাজী হইলেন না। তখন অসুর বলিল,—"সতীর তনয় হবে, সেই মোর বধিবে জীবন।" ব্রহ্মার বরদৃপ্ত অসুরের হাতে দেবতাদের লাঞ্ছনার আর সীমা রহিল না; শেষে পিতামহের নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন; কাঁদিতে কাঁদিতে নিজেদের দুর্দ্দশার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। এখানেও অনেকগুলি পাতা নাই; একেবারে ২৫র পরেই ৩২র পাতা। যেটুকু আছে, তাহাতে কুমারসম্ভবের দ্বিতীয় সর্গের ছায়া পুরাপুরি আছে বলিয়াই মনে হয়।

যে সাতখানি পাতা নাই, তাহার মধ্যেই কবি মদনভস্ম ব্যাপারটা সারিয়াছেন। রতিবিলাপ ছিল কি না, জানিবার উপায় নাই। ৩২ পাতায় উমার তপোবনের বর্ণনা। ৩৩।৩৪ দুখানি পাতে উমার তপস্যার কথা। তার পর মহাদেব ব্রহ্মচারিবেশে আসিয়া শিবনিন্দা করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন, শেষে তাঁহাকে স্বরূপে ধরা দিলেন। উমা ও ব্রহ্মচারীর কথাবার্ত্তায় কুমারেব পঞ্চম সর্গের ছায়া আগাগোড়া রহিয়াছে।

তার পর নারদের ঘটকালিতে বিবাহের উদ্যোগ। বিবাহ-সভায় শিব চলিয়াছেন—সঙ্গে ভূত প্রেত দৈত্য দানা। উমার মনে মনে বড় ভাবনা হইল—পাছে তাঁহার রূপ দেখিয়া কেহ তাঁহার নিন্দা করে। তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিয়া শিব আগে হইতেই মনোহর বেশ ধারণ করিয়া আসিলেন। যথারীতি বিবাহ, স্ত্রীআচার প্রভৃতি হইয়া গেল। বিবাহ-সভায় একটু গোল বাধিয়াছিল; শিবের পিতৃপিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি বিপদে পড়িলেন; শেষে নারায়ণ পরিচয় দিয়া উদ্ধার করিলেন—"শিতিকণ্ঠ পিতামহ, উগ্রকণ্ঠ পিতা।" "শিবগোত্রে কন্যাদান কর হিমালয়।"

বিবাহের পর শিব কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতেই রহিয়া গেলেন; ঘর-জামাইয়ের খাতিরও পাইলেন যথারীতি। খোঁটা খাইয়া উমার মনে ঘৃণা হইল; তিনিই খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া শিবকে লইয়া বাহির হইলেন; এমন কি, যাইবার সময় মায়ের অনুমতিও লইলেন না। শিবের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া কাশী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। কাশীর মহিমা কীর্ত্তনের জন্য কবি এইখানে তিলভাণ্ডেশ্বরের উপাখ্যান বলিয়াছেন।

তার পর আগমনীর কথা। অনেক দিন উমাকে না দেখিয়া মেনকার মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। গিরিরাজ আসিয়া তিন দিনের জন্য তাঁহাকে লইয়া গেলেন; আবার তিন দিন পরে শিব আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলেন।

তার পর গণেশের জন্ম, শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ডলোপ, শেষে দেবগণের চেষ্টায় তাঁহার গজমুণ্ড হইল। এইখানে কবি ককারাদি অষ্টোত্তরশত নাম দিয়া দেবীর স্তব লিখিয়াছেন। তার পর সবিস্তারে কার্ত্তিকের জন্মকথা। কার্ত্তিককে সেনাপতি করিয়া সমস্ত সশস্ত্রে মহাসমারোহে তারকাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তারকাসুর

তখন রাণীর সঙ্গে পাশা খেলিতেছিলেন, দেবগণের অভিযানের কথা শুনিয়া হাসিয়াই অস্থির; রাণীর হাজার মানা তিনি কাণেই তুলিলেন না। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল; দৈত্যগণ পরাজিত হইল; দেবতারা আসিয়া আবার স্বর্গপুরী দখল করিলেন।

দুর্গামঙ্গলের একটী সংক্ষিপ্ত বিষয়-সূচী হরপার্ব্বতীমঙ্গলের মধ্যে কবি এক জায়গায় দিয়াছেন। সতীর দেহত্যাগের পর তাঁহার দেহ স্কন্ধে লইয়া মহাদেব ঘুরিতেছিলেন; নারায়ণ চক্র দ্বারা কাটিয়া দেহক্ষয় করিলেন; শিব হিমালয়ে যোগসাধনে চলিলেন। তার পরই কবি বলিতেছেন,—

অতঃপর যে যে কথা শ্রীদুর্গামঙ্গল যথা
করিয়াছি তাহাতে রচনা।
হিমালয়ে সতীর জন্ম কামদেব ভস্ম কর্ম্ম
পার্ব্বতীর শিব আরাধনা॥
মিলন হইল উভে, হরগৌরী বিভা শুভে
উভয়ের কাশীতে প্রস্থান।
গিরি ঘরে গৌরী আনি আসিয়া পিণাকপাণি
কৈলাসশিখরে শেষে যান॥
স্তব কৈলা দিবিসদ তারকাসুরের বধ
গণেশ কার্ত্তিক জন্মাইয়া।
বিরচিল রামচন্দ্র, অশেষ প্রকার ছন্দ,
দেখিবেন উভে মিলাইয়া॥”——(পৃ ৬১-৬২)।

এত দিন মিলাইয়া দেখা সম্ভব ছিল না। কেন না, গৌরীবিলাসের পুথি পাওয়া যায় নাই। কবি নিজে গৌরীবিলাসকেই দুর্গামঙ্গল বলিতেছেন।

১১। ফলশ্রুতি

উপসংহারে কবি ফলশ্রুতি বলিতেছেন, —

“কহিলাম আমি এই তারক নিধন।
নিরাপদ হয় যদি করিলে শ্রবণ॥
অভয়ার গুণ এই কাশীর প্রকাশ।
অতঃপর বলি কিছু শুন ইতিহাস॥
শুন অষ্টমীর ব্রতকথা উপাখ্যান।
শ্রবণে খণ্ডিবে পাপ হইবে সন্তান॥
দুর্গা দুর্গা বল মুখে দিন মিছা যায়।
শিয়রে শমন বসি না ভাব উপায়॥
কহিতে কালিকা মাতা আর দুর্গানাম।
রামচন্দ্রে কহে মাতা নাইরে বিরাম॥”

"অতঃপর বলি কিছু শুন ইতিহাস"—এই উক্তি দ্বারাই বুঝা যায় যে, পরবর্ত্তী "কঙ্কালীর অভিশাপ"খানি এই "গৌরী-বিলাসে"র সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট।

১২। চণ্ডীমঙ্গলের উপাখ্যানের সহিত তুলনা

উপাখ্যানের গোড়ার দিকে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর সহিত অনেকটা মিল আছে; কবিকঙ্কণ চলিয়াছেন—নিজের কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া, আর কবিকেশরী অনেক স্থলেই কুমারসম্ভবের ছায়া ধরিয়াছেন; তবে স্থানে স্থানে বেশ সুন্দর কল্পনাও আছে। কবিকঙ্কণের শিব উলঙ্গ জটাধারী ভস্মমাখা অবস্থাতেই বিবাহের আসরে হাজির হইয়াছিলেন; জামাইয়ের রূপ দেখিয়া ত শাশুড়ী প্রভৃতির চক্ষুঃস্থির। শেষে নন্দীর পরামর্শে শিব সুন্দর মূর্ত্তি ধরিলেন। কবিকেশরীর শিব কিন্তু ও ভাবে অপদস্থ হন নাই; পতিপ্রাণা উমা অবস্থাটা আগে হইতেই অনুমান করিয়া একমনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—তিনি যেন মোহন-মূর্ত্তিতে আসেন; শিবও পথ হইতেই রূপ বদলাইয়া আসিলেন। চণ্ডীমঙ্গলের ঘর-জামাই শিব উমাকে লইয়া কৈলাসে চলিয়া গেলেন; দুর্গামঙ্গলের ঘরজামাই শিব আসিলেন কাশীতে।

১৩। কুমারসম্ভবের সহিত ছায়ামূলক তুলনা

আগেই বলিয়াছি, কুমারসম্ভবের ছায়া লইয়াই দুর্গামঙ্গলের রচনা। বুঝিবার সুবিধার জন্য দুই চারিটা শ্লোক তুলনা করিয়া নীচে তুলিয়া দিলাম।

(ক) মর্ত্ত্যলোকে মর্ত্ত্য কেহ করে যদি যাগ।
কেহ নাহি দিতে পারে দেবতার ভাগ॥
আপনি দনুজপতি উপনীত হয়।
ইন্দ্র আদি যজ্ঞভাগ সকলি সে লয়॥
(পৃঃ ২৫ক)
... ...
যদি কেহ করে যাগ দিয়ে দেবতার ভাগ
তাহাতে আসিয়ে বিঘ্ন করে। (পৃঃ ২৫খ)

যজ্ঞভিঃ সম্ভৃতং হব্যং বিততেষ্বধ্বরেষু সঃ।
জাতবেদোমুখান্মায়ী মিষতামাচ্ছিনত্তি নঃ॥
(২।৪৬)

(খ) তব বরে হইয়ে দর্পিত (পৃঃ ২৫খ)

ভবল্লব্ধবরোদীর্ণ··· (২।৩২)

(গ) বনচর সেই বনে বিরোধি জনার সনে
সুখে আসি করয়ে সম্ভোগ। (পৃঃ ৩২খ)

বিরোধিসত্ত্বোজ্ঝিতপূর্ব্বমৎসরং··· (৫।১৭)

(ঘ) পর্ণমাত্র আহার না কৈল দিবারাতি।
অপর্ণা বলিয়া যার হৈল তাহে খ্যাতি॥
(পৃঃ ৩৩খ)

স্বয়ংবিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা
পরাহি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং
বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ॥ (৫।২৮)

(ঙ) হেনকালে চারিদিকে রাখিয়া দহন।
মধ্যভাগে উমা বসি, উপরে তপন॥
(পৃঃ ৩৩খ)

শুচৌ চতুর্ণাং জ্বলতাং হবির্ভুজাং
শুচিস্মিতা মধ্যগতা সুমধ্যমা।
বিজিত্য নেত্রপ্রতিঘাতিনীপ্রভা-
মনন্যদৃষ্টিঃ সবিতারমৈক্ষত॥ (৫।২০)

(চ) বসন নাহিক অঙ্গে উলঙ্গ সদাই। (পৃঃ ৩৬ক) … … … অনুমান কর দেখি আছে যত ধন। (পৃঃ ৩৬খ) … … … কুলের কি দিব সীমা নাহি তার জন্ম। (পৃ৩৬খ)	বপুর্বিরূপাক্ষমলক্ষ্যজন্মতা দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বসু। (৫।৭২)
(ছ) দেখ সখি কাঁপে আরবার ওষ্ঠাধর। শিবনিন্দা করিতে জটিলে মানা কর॥ (পৃঃ ৩৬খ)	নিবার্য্যতামালি কিমপ্যয়ং বটুঃ পুনর্বিবক্ষুঃ স্ফুরিতোত্তরাধরঃ। (৫।৮৩)

ইহা অপেক্ষা ছোটখাট মিল অনেক আছে। আবার পুথিখানির যদি সব পাতা থাকিত, তাহা হইলে আরও মিল পাওয়া যাইত।

১৪। ছন্দ

"গৌরাবিলাস" পুথিখানি মোটের উপর পাঁচালী। কাজেই মাঝে মাঝে সুর, তাল, ধুয়া প্রভৃতি কথাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। কবির ছন্দ রচনায় বেশ হাত আছে, এ বিষয়ে তিনি ভারতচন্দ্রের সমান না হইলেও বিশেষ কম যান না। ছন্দগুলি যেমন সুললিত, ভাবগুলিও তেমনি সুন্দর। পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি সাধারণে প্রচলিত ছন্দই বেশী। নূতন বা কম প্রচলিত ছন্দেরও ব্যবহার আছে; নীচে সেগুলির কিছু কিছু তুলিয়া দিলাম। একটু বেশী বলিয়া মনে হইলেও তাহাতে ছন্দের সঙ্গে কবির রচনাশক্তিরও পরিচয় পাওয়ার সুযোগ হইবে।

তোটকছন্দ

"ভোলা চিত্তে ভূতনাথে ভাব জীব।
ভবভীত ভবার্ণবে ভেস শিব॥
… … …
জটাজালে ভালে গলে অস্থিমালা।
বো বো বোম বো বো বোম শিব শম্ভু ভোলা॥ (পৃঃ ১৬)

অন্যত্র আবার—"ভুবনেশ মহেশ জনেশ শিব।
হৃদি চিত্তে নিরন্তর চিন্ত জীব॥
… … …
ত্রিপুরার্দ্দন দুর্জ্জন দৈত্যদম।
উমাকান্ত দুরন্ত কৃতান্ত সম॥
জটাজুট মুকুট ভুজঙ্গ সাজে।
দ্বিজরাজ বিরাজ কপাল মাঝে॥

করে ডম্বর শঙ্কর সুন্দর কায়।
কিবে কূজিত বাজিত নূপুর পায়॥

শশিশেখর হে হর শূলপাণি।
তব নাম রাম কহে কিবা জানি (পৃ ৩৮)

পঞ্চাবলী ছন্দ

শিব ও পার্ব্বতীর বিপরীত তুলনা করিয়া শিবনিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মচারি-বেশধারী শিব উমাকে বলিতেছেন,—

"তোমার রূপে সুধাকূপে বন করেছে আলো।
ভস্ম মাথায় সে বুড়াটায় সাজ্‌বে না তো ভালো॥
পদ্মমুখে গন্ধ সুখে ভ্রমর করে ভোগ।
সে ছার মুখ দেখলে দুখ পালাচ্ছে ভোগশোগ॥
পাঁচটা মাথা জটায় গাঁথা তাদের জটা যেন।
নবীন চাঁদে রাহুর ফাঁদে সাধে পড়িবে কেন॥
তোমার কেশ বিনোদ বেশ, তাতে বকুল ফুল।
তাহার জটা বিষম কটা গঙ্গাতে কুলকুল॥
কপাল মাঝে সিঁদূর রাজে প্রভাতের অরুণ।
তার কপালে আগুন জলে, তাতে মদন খুন॥
অলক তিলক ঝলক ফলক তোমার মদন ফাঁদ।
তাহার ভস্ম উষ্ম রশ্ম গুণের মধ্যে চাঁদ॥
অধরসুধা পানে মুদা চকোর কত ধায়।
সেই ত বুড়া শোনের নুড়া দাড়িগুলা তায়॥
মুক্তা জিনি দশন শ্রেণি অধর বিম্বফল।
তাহার দাঁতে জল আঘাতে করে কি ঢল ঢল॥
নয়ন তূণ চড়িয়ে গুণ মদন নিচ্ছে বাণ।
তাহার আঁখি মুদে থাকি ধুতরা করে পান॥
নানা রত্ন বিধির যত্ন দিতে তোমার গলে।
আরও জ্বালা হাড়ের মালা তাহার কণ্ঠে দোলে॥
সে কুটিল্যা বিষ পুঁটিল্যা চক্ষে আগুন ক্ষরে।
তাহার দাপে জ্বলিবে ভাপে যদি তোমায় হেরে॥
ননীর সম নিরুপম তনু ত নবীন।
তাহার আকার কুলের খাকার বয়েস সংখ্যাহীন॥
তোমার মাঝা সিংহ রাজা ডম্বুর কি ভাল।
সাপে বেড়া কাঁকাল টেড়া বেড়া বাঘের ছাল॥ (পৃঃ ৩৫-৩৬)

এই পঞ্চাবলী ছন্দটী একেবারে খাঁটি দিশী ছন্দ। "পঞ্চাবলী" কথাটাই বোধ হয়, ভাঙ্গিয়া চূরিয়া শেষে 'পাঁচালী' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই এই ছন্দের ব্যবহার করেন নাই; কারণ, তাঁহারা লিখিয়াছিলেন কাব্য—পাঁচালী নয়। বিখ্যাত পাঁচালীকার দাশু রায়ের পালার মধ্যে কিন্তু ইহার প্রয়োগ পাওয়া যায়।

একাবলী ছন্দ

সাজিল শঙ্কর বরের বেশ।
চারিদিক আলো রূপের শেষ॥
রজত অচল তনুর রুচি।
বিভূতিভূষণে শোভিছে শুচি॥
কটিতটে ধটী বাঘের ছাল।
কলেবরে কিবা কঙ্কালমাল॥
... ...

ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন ভঙ্গা।
কুলু কুলু কুলু মস্তকে গঙ্গা॥
ধ্বক ধ্বক ধ্বক ললাটে বহ্নি।
শশধর উর্দ্ধে উদয় অহ্নি॥
... ...
চলিল শঙ্কর বৃষের পরি।
রচিল সুন্দর কবিকেশরি॥ (পৃ ৪০)

ললিত প্রবন্ধ ছন্দ

কবি অর্দ্ধনারীশ্বর-মূর্ত্তির বর্ণনা করিতেছেন,—

পঞ্চ বদনেন সহ পঞ্চশরগামিনী।
অঙ্গে অর্দ্ধ সাঙ্গ শিব অর্দ্ধ অঙ্গধারি॥
পঞ্চানন সঞ্চারিল অর্দ্ধতনু সুন্দরী।
অর্দ্ধ রজতাঙ্গ আভা শুদ্ধ তনু মাধুরী॥
অর্দ্ধ অতসীর সম অর্দ্ধ রত্নশোভিতং
অর্দ্ধ তনু অস্থিমিলা ভস্ম তথি ভূষিতং॥
অর্দ্ধ কটি ব্যাঘ্রাজিনি উত্তরী গজাজিনং।
অর্দ্ধ শুভ্র বস্ত্রাবৃত সুনিবিড় লোলিতং॥
অর্দ্ধ অঙ্গে ক্ষীণমধ্য অর্দ্ধাঙ্গ পয়োধরম্।
অর্দ্ধোদরে অর্দ্ধ যজ্ঞসূত্রে সর্পনিকরম্॥

অর্দ্ধ মুখ হেম-ইন্দু অর্দ্ধ নির্ম্মলঃ শশী।
অর্দ্ধ কিবা শ্মশ্রু শোভা অর্দ্ধ অরুণ রশ্মি॥
দক্ষ অক্ষি হৈমপানে ঢুলুঢুলু ঢোলিতম্।
ইন্দীবর নিন্দি বামে লোচন সুলোলিতম্॥
সিন্দূরাভ বিন্দু ভালে অর্দ্ধ ইন্দু বর্দ্ধিতম্।
চন্দনের চার্চ্চতাঙ্গ অর্দ্ধ ভস্মমর্দ্দিতম্॥
অর্দ্ধ শিরে বদ্ধবেণী গুঞ্জরে ভ্রমরাশ্রেণী।
অর্দ্ধ জটাজূটধটা গাঙ্গেয় তরঙ্গিণী
দেখে অপরূপ রূপ দেববৃন্দ অম্বরে।
তৎপদারবিন্দে রামচন্দ্রচিত্ত সঞ্চরে॥

—(পৃ ৪৪-৪৫)

ললিত প্রবন্ধ নামটী নূতন হইলেও, ছন্দটী নূতন নয়। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে 'তূণক' নামে এই ছন্দটীকে পাওয়া যায়। ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় তাঁহার "ছন্দঃসারসংগ্রহ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে তূণক ছন্দটী ধরিয়াছেন—"চামরস্তূণকং বা অন্ত্যলঘু-হীনপঞ্চদশাক্ষরম্"। তিনি ভারতচন্দ্র হইতেও উদাহরণ তুলিয়াছেন,—

"এহি এহি দেহি দেহি দেবি রক্তদন্তিকে।
ভারতায় কাতরায় কৃষ্ণভক্তি অন্তিকে॥"

পঞ্চ চামর ছন্দ

সুচারু চন্দ্রলোচনে সুচারুমুণ্ডমালিকা। প্রফুল্ল ফুল্ললোচনে অসুরগর্ব্বভঞ্জিকে।
প্রচণ্ডচণ্ডিকা প্রচণ্ডনাশিকা ॥ (?) অভীষ্ট ইষ্ট দায়িকে সুচারুমুণ্ডমালিকে ॥
চামুণ্ডে মুণ্ডঘাতিকে প্রচণ্ডে চণ্ডনায়িকে। সুশোভি দক্ষ কইকে(?)অসাধ্য সাধ্য সাধিকে।
প্রসীদ শঙ্করপ্রিয়ে প্রপন্নে পাতু কালিকে ॥ প্রসীদ শঙ্করপ্রিয়ে প্রপন্নে পাতু কালিকে ॥
প্রচণ্ডগর্ব্বদায়িকে প্রচণ্ডবৃন্দপালিকে। অনন্ত অন্তরান্তিকে (?) জগন্ময়ি ভবাম্বিকে।
কপর্দ্দবন্ধবল্লভে পিণাকপাণিপালিকে ॥ ভবাম্বুপার নাবিকে ভবভূ ভার ভঞ্জকে ॥ (?)
সহাস্যছিন্নমস্তকে নিশুম্ভশুম্ভঘাতিকে। অপাঙ্গে রক্ষ কালিকে শ্রীমান রামচন্দ্রকে।
প্রসীদ শঙ্করপ্রিয়ে প্রপন্নে পাতু কালিকে ॥ প্রসীদ শঙ্করপ্রিয়ে প্রপন্নে পাতু কালিকে ॥

—(পৃ ৬৪-৬৫)

পঞ্চচামর একটী খাঁটি সংস্কৃত ছন্দ। পঞ্চচামর ছন্দের ভেদ চারি রকম—(১) বার অক্ষরের, (২) ষোল অক্ষরের, (৩) সতের অক্ষরের, (৪) উনিশ অক্ষরের; আমরা ষোল অক্ষরের ছন্দটীকেই পাইতেছি। সংস্কৃতে ইহাকে নরাজ বা নারাচও বলে।

পিঙ্গল ছন্দ

দেবাসুরের যুদ্ধসজ্জার বর্ণনা হইতেছে—

বাজিল রে রণডঙ্কা।
দগড় দগড় ডিমি বাজয়ে টিমিটিমি ঘোর ঘোষণ ঝঙ্কা ॥
তথই থই থই নাচয়ে ধেই ধেই মারই (?) রঙ্কা।
সাজয়ে সব দল কুলু কুলু কল কল ঘন রোল মা কুরু শঙ্কা ॥
ঝুনু ঝুনু ঝাঞ্জর রুণু রুণু ঘাগর ঝন ঝন নূপুর বাজে।
কত পরিপন্থী (?) দন্তী নিশান খস্তি বিরাজে ॥
তরয়ার চকমকি ঝকমক ধকধকি চর্ম্ম বর্ম্ম পরি বাজে।
মুষল মুদ্গার কামানে পূরি শর ধানুকী খরতর গাজে ॥
রণবরে রঞ্জন ঝঞ্ঝা শন শন (?) ঘন বান ডাকে।
মারই কাটই তাড়ই মাভই মাভই হাঁকে ॥
গজে উরগ সম চলিল তুরঙ্গম খম খম দম দম দাপে।
সারি সারি ঢালি পাকি সঘনে সঘনে হাঁকি ধানুকী ধরি ধনু কাঁপে ॥
মদভরে গর্ব্বিত লোচন লোহিত চর্ব্বিত দন্তই দন্তে।
চলিল দলবল মেদিনী টলমল প্রলয় হয় বুঝি অন্তে ॥
কম্পিত ফণিফণা কূর্ম্মের বেদনা অধীরা ধরণী হ'য়ে কম্পে।
কহে রামচন্দ্র কবি ধূলায় ঢাকিল রবি, অচল চলিত হয় লম্ফে ॥ (পৃ ৬৬-৬৭)

এই পিঙ্গল ছন্দটীর সন্ধান কোথাও পাইলাম না,— না বাঙ্গালায়, না সংস্কৃতে। কবি যে কোথায় এই ছন্দটীর সূত্র খুঁজিয়া পাইয়াছেন, তাহা জানি না; মালঝাঁপের সহিত কতকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়াই মনে হয়।

মালঝাঁপ

দৈত্যরাজ	করে সাজ	যেন বাজ বুলি।
সেনা সঙ্গে	চলে রঙ্গে	মাখে অঙ্গে ধূলি ॥
খরসান	নিল বাণ	হান হান হাঁকে।
পৃষ্ঠে তূণ	করে ধূণ	তাহে গুণ ডাকে ॥
... ...	... ...	... ...
চলে রথ	শত শত	নাহি পথ পায়।
বাজে ঢাক	লাকে লাক	ঝাঁকে ঝাঁক ধায় ॥
মারে লম্ফ	করে ঝম্প	হয় কম্প ধারা।
কুলকুলি	উঠে ধূলি	ঢাকে হেরি তারা ॥
... ...	... ...	... ...
চলাচল	টল মল	রসাতল যায়।
কাঁপে ফণি	খসে মণি	বেগে ধ্বনি ধায় ॥
যত দৈত্য	রণমত্ত	কিবা তথ্য জানে।
সুর সঙ্গে	রণরঙ্গে	রামচন্দ্র ভণে ॥ (পৃ ৬৭)

১৫। কবির ভাষা—সংস্কৃত

কবি সংস্কৃত বেশ জানিতেন। সংস্কৃতের ভাব ছায়া ছাড়াও অনেক কথা তিনি এমন অর্থে বা এমন আকারে ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা শুধু সংস্কৃতেই চলে—বাঙ্গালায় চলে না। মণ্ডুক (ব্যাং), ভুজঙ্গ (জলঢোঁড়া সাপ), পলাশ (পাতা), ধনঞ্জয় (আগুন), গূঢ়পাৎ (সাপ), রুচি (কান্তি), উধা (স্তনকোষ, পালান), এগুলি খাঁটি সংস্কৃত শব্দ—বাঙ্গালাতে চলে না। মুদা (আনন্দ), অহ্নি (দিনে), পাতু (পালন করুন), মা কুরু (করো না)—এগুলি সংস্কৃতের সুবন্ত বা তিঙন্ত বিভক্তিযুক্ত পদ জোর করিয়া বাঙ্গালার পঙ্‌ক্তিতে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এমন কি, এক জায়গায় সহ শব্দের যোগে সুবন্তের তৃতীয়া বিভক্তিও দেওয়া হইয়াছে—"পঞ্চবদনেন সহ"। কোথাও কোথাও আবার সংস্কৃত বাঙ্গালা মিশাইয়া খিচুড়ী করাও হইয়াছে—"ঢুলু ঢুলু ঢোলিতম্"।

অসংস্কৃত

কবি বহু সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, বাঙ্গালায় অপ্রযুক্ত অর্থেও অনেক সংস্কৃত কথা চালাইয়াছেন। পক্ষ (পাখী), দক্ষ (ডান), হেমন্ত (হিমালয়), হৈম (পার্ব্বতী)—এগুলি একেবারেই অভিধানের বাহির। ছন্দের খাতিরে কবি ধনুকে ধুন করিয়াছেন; গজগামিনী বা মরালগামিনী না বলিয়া 'পঞ্চশরগামিনী' বলিয়াছেন, কন্দর্পের গতির সহিত এই রকম উপমা ত দেখি নাই। এক জায়গায় সন্ধি করিয়াছেন—বাড়িল অনঙ্গ = বাড়িলানঙ্গ। খুঁটিয়া দেখিলে হয় ত সংস্কৃত ও অসংস্কৃত দুই রকমেরই আরও উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু পুথি বাড়াইয়া কাজ নাই।

শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার

সদস্যগণ কর্ত্তৃক পুস্তক বাহিরে লইয়া যাইবার নিয়মাবলী ঃ—

১। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণ এককালীন দুইখানি গ্রন্থ বা একাধিক খণ্ডে সম্পূর্ণ কোন গ্রন্থের (সাময়িক পত্র ছাড়া) চারিখণ্ড পাঠার্থ বাড়িতে লইয়া যাইতে পারিবেন।

২। (ক) গ্রন্থাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক দুষ্প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট কোনও পুস্তক সাধারণতঃ কোন সদস্যকে বাড়ি লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

(খ) কোনও বিশিষ্ট স্থলে গ্রন্থাধ্যক্ষ আবশ্যক বোধ করিলে যথোপযুক্ত টাকা জমা রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ঐরূপ গ্রন্থ বাহিরে লইয়া যাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। জমার টাকার পরিমাণ গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্দ্দেশ করিবেন।

(গ) বিদ্যাসাগর, রমেশচন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও বিনয়কৃষ্ণ দেব গ্রন্থ-সংগ্রহ হইতে কোন সদস্যকে গ্রন্থ বাড়ি লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

৩। (ক) সদস্যগণ ১৫ দিন পর্য্যন্ত নিজের নিকট পুস্তক রাখিতে পারিবেন, এবং এই নির্দ্দিষ্ট কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তাঁহাকে ঐ পুস্তক গ্রন্থাগারে ফেরত দিতে হইবে।

(খ) অন্য কোন সদস্য না চাহিলে একই পুস্তক ক্রমান্বয়ে একাধিক বার এক সদস্যকে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সদস্যগণ পুস্তক ফেরত না দিয়া দ্বিতীয় বার লইয়া যাইবার অনুমতি পাইবেন না।

(গ) কোন সদস্য পনের দিনের অধিক কাল পুস্তক নিজের নিকট রাখিয়া দিলে তাঁহার নিকট প্রথমটি ব্যতীত যতগুলি স্মারক-পত্র প্রেরিত হইবে, ততগুলিরই ডাকমাশুল দিতে তিনি বাধ্য থাকিবেন।

(ঘ) কোন সদস্য এই ডাকমাশুল দিতে অস্বীকার করিলে অথবা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুস্তক ফেরত দিতে ক্রমান্বয়ে ছয় মাস কাল শৈথিল্য করিলে তাঁহাকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুবিধা হইতে এক বৎসরের মত বঞ্চিত করা হইবে।

৪। (ক) সদস্যগণ পরিষদের পুস্তক যত্নের সহিত ব্যবহার করিবেন, চিহ্নিত বা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট করিতে পারিবেন না।

(খ) যদি কোন সদস্য কোন পুস্তক হারাইয়া ফেলেন, ছিন্ন করেন, বা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট করেন, তবে তিনি ঐ পুস্তক নিজব্যয়ে ক্রয় করিয়া পরিষদ্‌কে দিতে বাধ্য থাকিবেন, অথবা ঐ পুস্তক সংগ্রহ করিতে পরিষদের যাহা ব্যয় হইবে, তাহা তাঁহাকে বহন করিতে হইবে।

(গ) তাহা ছাড়া এইরূপে পরিষদের ক্ষতিপূরণ না-করা পর্য্যন্ত তাঁহাকে গ্রন্থাগার হইতে পুস্তক পাঠার্থ বাড়িতে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

(ঘ) এই ব্যবস্থা কার্য্যকর করিবার জন্য পুস্তক গ্রহণকালে সদস্যগণ পুস্তকের অবস্থা দেখিয়া লইবেন; উহা ছিন্ন হইলে গ্রন্থাগারের কর্ম্মচারীকে দেখাইয়া তাঁহার স্বাক্ষর করাইয়া লইবেন।

৫। (ক) পরিষদের সদস্যগণ গ্রন্থাগার হইতে পুস্তক বাড়িতে লইয়া যাইবার জন্য বিনামূল্যে দুইখানি কার্ড পাইবেন।

(খ) গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট এই কার্ড না দিয়া কেহ পুস্তক বাড়ি লইয়া যাইতে পারিবেন না।

(গ) কার্ড হারাইয়া ফেলিলে নূতন কার্ড পাইবার জন্য সদস্যগণকে কার্ড-প্রতি দুই আনা করিয়া মূল্য দিতে হইবে।

৬। ছুটি ও বৃহস্পতিবার ছাড়া অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত গ্রন্থালয়ে গ্রন্থের আদান-প্রদান হইবে।

৭। পুস্তকের হিসাব-নিকাশের জন্য ১৫ই চৈত্রের মধ্যে সদস্যগণকে সকল গ্রন্থ ফেরত দিতে হইবে। এই তারিখ হইতে পরবর্ত্তী ১লা বৈশাখের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন পুস্তক গ্রন্থাগার হইতে বাহিরে যাইবে না।

৮। কোন সদস্যের নিকট তিন মাসের চাঁদা বাকী থাকিলে তাঁহাকে পুস্তকালয় হইতে কোন পুস্তক পরিষদের বাহিরে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

পাঠাগারে বসিয়া পড়িবার নিয়মাবলী:—

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পাঠাগার সদস্য-অসদস্য-নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব-সাধারণের জন্য পাঠার্থ ২টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত (বৃহস্পতিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত) প্রত্যহ খোলা থাকিবে।

২। এই সময়ের মধ্যে সর্ব্বক্ষণই পাঠকগণ টেবিলের উপর সজ্জিত সাময়িক পত্র পড়িতে পারিবেন।

৩। পাঠকগণ অপরাহ্ণ **৩টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত** গ্রন্থাগারের যে-কোন পুস্তক দেখিতে বা পড়িতে পাইবেন। দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান্ গ্রন্থ পরিষদের কোন কর্ম্মচারীর সম্মুখে বসিয়া দেখিতে হইবে। **৭টার মধ্যে** সমস্ত পুস্তক ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট ফিরাইয়া দিতে হইবে।

৪। পাঠকগণ পাঠাগারে বসিয়া পড়িবার জন্য একসঙ্গে দুইখানি পুস্তক পাইবেন। সেগুলি ফেরত দিয়া অন্য দুইখানি পুস্তক তাঁহারা লইতে পারিবেন।

৫। গ্রন্থ লইবার জন্য গ্রন্থাগারের মুদ্রিত লাল স্লিপে বইয়ের নাম ও নম্বর, পাঠকের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া পাঠাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট দিতে হইবে। পুস্তক ফিরাইয়া দিবার সময়ে পাঠকগণ ঐ স্লিপের উপর 'প্রত্যর্পিত' ছাপ দেওয়াইয়া লইবেন।

৬। পাঠকগণ যত্নসহকারে পুস্তক ব্যবহার করিবেন এবং উহা কোন প্রকারে চিহ্নিত বা নষ্ট করিবেন না।

৭। পাঠাগারে গল্পগুজব ও ধূমপান নিষিদ্ধ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রন্থাধ্যক্ষ

প্রবাসী প্রেস—১২০।২, আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বঙ্গাব্দ ১৩৪০

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

এই সংখ্যার মূল্য ৷৷০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

ডক্টর স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় পি-এইচ ডি, ডি এস-সি, সি আই ই

সহকারী সভাপতিগণ

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ

ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম এ, পি-এইচ-ডি

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম এ

সহকারী সম্পাদকগণ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ

ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, পি-এইচ ডি

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ

পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট

চিত্রশালাধ্যক্ষ—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম এ, পি-এইচ ডি

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি

ছাত্রাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ (সাহা) কুণ্ডু বি এস-সি, জি ডি এ

শ্রীযুক্ত দেবীবর ঘোষ

চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, এটর্ণি ; ২। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, এম এল সি ; ৩। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি ; ৪। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ ; ৫। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু ; ৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ ; ৭। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ ; ৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ ; ৯। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান-বিশারদ ; ১০। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ; ১১। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত এম্-এ, পি-এইচ ডি, ডি লিট্ ; ১২। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এস্-সি (লণ্ডন) ; ১৩। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার ; ১৪। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ; ১৫। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ বি এস-সি ; ১৬। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি ; ১৭। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম আর এ এস ; ১৮। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, ভিষগ্‌রত্ন, এল এ এম এস ; ১৯। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ; ২০। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস (লণ্ডন) ; ২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী ; ২২। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ ; ২৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ ; ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ; ২৫। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আচ্য ; ২৬। ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি ; ২৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ

চত্বারিংশ ভাগ]　　　　[চতুর্থ সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

পরিষদ্ গ্রন্থাবলীর মূল্য হ্রাস

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত কিছুদিনের জন্য নিম্নোক্ত পরিষদ্ গ্রন্থাবলী অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করা হইবে।

	গ্রন্থ এবং লেখক বা সম্পাদক	সদস্য-পক্ষে অর্দ্ধমূল্য	সাধারণ-পক্ষে অর্দ্ধমূল্য
১।	কল্কিপুরাণ—রামলোচন দাশগুপ্ত	।/০	।৵০
২।	জ্যোতিষ-দর্পণ—অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত	।০	।৵০
৩।	বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—২য় ভাগ ১ম এবং ৩য় ভাগ ১।২ সংখ্যা	।০	৸৵০
৪।	দুর্গামঙ্গল—অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ	।০	।০
*৫।	সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম (তিন খণ্ড) —নিত্যানন্দ ব্যাসদেব রাগসাগর	৫৲	৫৲
৬।	তীর্থ-মঙ্গল—কবিরাজ বিজয়রাম সেন	৶০	।/০
৭।	মৃগলুব্ধ—দ্বিজ রতিদেব	/৬	৵৬
৮।	মৃগলুব্ধ-সংবাদ—রাম রাজা	/৬	৵০
৯।	গঙ্গামঙ্গল—দ্বিজ মাধবাচার্য্য	।০	।/০
১০।	মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা—ভবানীশঙ্কর দাস	।৵০	।০
১১।	জ্ঞানসাগর—কানু ফকির	।০	।/০
১২।	সারদা-মঙ্গল—মুক্তারাম সেন	।০	।৵০
১৩।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক—ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	।০	।৵০
১৪।	গৌরাঙ্গসন্ন্যাস—বাসুদেব ঘোষ	৵০	৶০
১৫।	শ্রীকৃষ্ণবিলাস—কাশীদাসাগ্রজ কৃষ্ণদাস	।/০	।৶০
১৬।	সর্ব্বসংবাদিনী—রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ	৸৵০	১৵০
১৭।	মনোবিজ্ঞান—নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য	।০	৸০
১৮।	উদ্ভিদ-জ্ঞান (১ম ও ২য় পর্ব্ব)—গিরিশচন্দ্র বসু	৸০	১৵০
১৯।	লেখমালানুক্রমণী—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	।০	।৵০
২০।	শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল—কৃষ্ণদাস	।০	৸০
২১।	ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস (গিজো-লিখিত) —রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	।০	৸০
২২।	কৌলমার্গরহস্য—সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ	।৵০	৸০
২৩।	সংকীর্ত্তনামৃত—দীনবন্ধু দাস	।/০	।৵০
২৪।	শ্রীধর্মপুরাণ—ময়ূরভট্ট	।/০	৸০
২৫।	গ্রহগণিত—রাজকুমার সেন	১৲	১।০

রামকমল সিংহ দাশ, সহকারী সম্পাদক

* পৃথক্‌ভাবে প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ২৲।

আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ*

আর্য্যভটের জন্মকাল

পুরাকালে হিন্দুস্থানে আর্য্যভট নামে একাধিক জ্যোতিষী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।১ তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার আলোচনা আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তিনি নিম্নোক্ত প্রকারে আপনার কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ।
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মম জন্মনোঽতীতাঃ॥"২

"বর্ত্তমানে যখন তিন যুগপাদ এবং ষষ্টিবর্ষাত্মক ষষ্ট্যব্দ ব্যতীত হইয়াছে, তখন আমার জন্ম হইতে ত্রয়োবিংশতি বর্ষ অতীত।" অর্থাৎ ৩৬০০ কল্যব্দে (=৪২১ শকে) আচার্য্য আর্য্যভট ২৩ বর্ষবয়স্ক ছিলেন। সুতরাং তাঁহার জন্ম ৩৯৮ শকে।৩

আচার্য্য আর্য্যভটের শিষ্য আচার্য্য ভাস্কর (প্রথম) বিরচিত 'লঘুভাস্করীয়ে'র টীকায় পরমেশ্বর (১৩৫০ শককাল) ৪৪৪ শককে ভটাব্দ বলিয়াছেন ("ভটাব্দোঽয়ং")। ব্যক্তিবিশেষের জীবনের কোন বিশিষ্টতর ঘটনার স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁহার নামে অব্দ প্রচলিত

* ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ১১ই ভাদ্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। এই বিষয়ে লেখকের "Two Aryabhatas of Al-Biruni" এবং "Aryabhata, the author of the Ganita" নামক প্রবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য। উহারা *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*র ১৭শ (১৯২৬, ৫৯-৭৪ পৃঃ) ও ১৮শ (১৯২৭, ৫-১৮ পৃষ্ঠা) খণ্ডে যথাক্রমে প্রকাশিত হইয়াছিল।

২। 'আর্য্যভটীয়': কালক্রিয়াপাদ, ১০ম শ্লোক।

৩। শ্রী টি. এস. নারায়ণ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে আচার্য্য আর্য্যভট ৩৩৭ কলিগতাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। (*The Age of Sankara*, Part I—A, Madras, 1916, Appendix I, p. 161). দাক্ষিণাত্যস্থ 'আর্য্যভটীয়ে'র কতিপয় প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে তিনি নাকি উপরি উদ্ধৃত শ্লোকের প্রথম চরণের "ষষ্ট্যব্দানাং ষড়্ভির্যদা" পাঠ পাইয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, উহাই প্রকৃত মূল পাঠ। কিন্তু উহা ভ্রমাত্মক। আমরা এই পর্য্যন্ত 'আর্য্যভটীয়ে'র চারিখানি প্রাচীন টীকা দেখিয়াছি। উহাদের পাণ্ডুলিপিও দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে সংগৃহীত। সকল টীকাতেই "ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্যদা" ইত্যাদি পাঠ আছে। কোন কোন টীকাতে আবার স্পষ্টত উল্লিখিত হইয়াছে যে, ৩৬০০ কলিগতাব্দে ত্রয়োবিংশতি বর্ষ বয়সে আর্য্যভট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যথা—

"বর্ত্তমানযুগচতুর্থপাদস্য কল্যাখ্যস্য ষট্শতাধিকসহস্রত্রয়সংমিতেষু ৩৬০০ সূর্য্যাব্দেষু গতেষু ত্রয়োবিংশতিবর্ষে ময়া শাস্ত্রং প্রণীতমিত্যর্থঃ।" (সূর্য্যদেব যজ্বা)

"তত্র বরাহকল্পস্যাস্য সপ্তমে বৈবস্বতমন্বন্তরে বর্ত্তমানাষ্টাবিংশচতুর্যুগস্য কল্যাদেঃ প্রভৃতি খখষড়্বর্গমিতে সৌরাব্দে ত্রয়োবিংশতি বর্ষে..." (সূর্য্যদেব যজ্বা, ভাষ্যভূমিকা)

"বর্ত্তমানযুগচতুর্থপাদস্য ষট্ছতাধিকসহস্রত্রয়সম্মিতেষু সূর্য্যাব্দেষু গতেষু সৎসু ত্রয়োবিংশতিবর্ষেণ ময়া শাস্ত্রমিদং প্রণীতমিত্যুক্তং ভবতি।" (পরমেশ্বর)

পরমেশ্বর চতুর্দ্দশ শকশতকের মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। সূর্য্যদেব তাঁহার অপেক্ষা প্রাচীন। অপর জ্যোতিষ-গ্রন্থেও এই পাঠ পাওয়া যায়। যথা 'বাক্যগণিতবিচার'এ আছে—

"আর্য্যভটস্যাপি,
ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টিঃ যদা ব্যতীতাঃ ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ।
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাঃ তদেহ মম জন্মনোঽতীতাঃ।
ইতি স্বীয়শ্লোকেনৈব স্বজন্মকালকথনাৎ।"

(S. Kuppuswami Sastri, *A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Government Oriental Manuscripts Library, Madras*, Vol. XXIV—*Jyautisha*, 1918; Ms. No. 13503, p. 9126).

হয়। ৪৪৪ শক আর্য্যভটের সম্পর্কে এত স্মরণীয় কেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। বস্তুতঃ ৪২১ শকের (গ্রন্থরচনাকাল) পরের তাঁহার জীবনের কোন ঘটনা জানা নাই। আমাদের অনুমান যে, ৪৪৪ শকে আচার্য্য আর্য্যভটের মৃত্যু হয় এবং ইহার স্মরণার্থ তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় উহাকে ভটাব্দ বলিতেন। ইহাও বলা উচিত যে, পরমেশ্বরের উক্ত গ্রন্থ ব্যতীত অপর কুত্রাপি ঐ ভটাব্দের উল্লেখ আমরা অদ্যাবধি পাই নাই।[১] পরমেশ্বরের কথায় শঙ্কার বিশেষ কারণও দেখি না। যাহা হউক, এই অনুমান দুর্ব্বল।

জন্মস্থান

বর্ত্তমান কালের হিন্দুজ্যোতির্বিদ্‌সাধারণের বিশ্বাস যে, আচার্য্য আর্য্যভট প্রাচীন পাটলীপুত্র নগরে (বর্ত্তমান পাটনার সন্নিকটে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর্য্যভটের নিম্নোক্ত বাক্য হইতেই এই বিশ্বাসের উৎপত্তি—

"আর্য্যভটস্ত্বিহ নিগদতি কুসুমপুরেঽভ্যর্চিতং জ্ঞানম্।"[২]

কুসুমপুর পাটলীপুত্রের আদি নাম।[৩] শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত মহাশয় এই মতে শঙ্কা উত্থাপন করেন। 'আর্য্যভটের সিদ্ধান্তমতে পঞ্জিকাগণনার বিশেষ প্রচলন দেখা যায় দক্ষিণ-ভারতে—কর্ণাটক ও মহীশূরের বৈষ্ণবসমাজে। তাহা হইতে দীক্ষিত মহাশয় অনুমান করেন যে, দাক্ষিণাত্যের কোন প্রদেশে আর্য্যভটের প্রাদুর্ভাব হওয়া সম্ভব।[৪] সম্প্রতি পণ্ডিত শ্রী কে, সাম্বশিব শাস্ত্রী মহাশয় প্রকারান্তরে এই অনুমানের সমর্থন করিয়াছেন।[৫] আর্য্যভটের উপরি উদ্ধৃত শ্লোকের ভাষ্যে কেরল নীলকণ্ঠ (১৪২২ শক প্রায়) লিখিয়াছেন, "অশ্মকজনপদজাত আর্য্যভটাচার্য্য।" এই অশ্মক জনপদ নাকি দক্ষিণ-ভারতে।[৬] কাহারও মতে প্রাচীন ত্রিবাঙ্কুর ও অশ্মক অভিন্ন। এই মত স্বীকার করতঃ

১। নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন, "...দ্বাপরান্তযাতসৌরাব্দগণে পুনর্ভটা(ব্দে? ব্দ) ষষ্ট্যব্দষষ্টিঃ প্রক্ষিপ্য লব্ধং কল্যব্দগণং...।" (আর্যভটীয়, কালক্রিয়াপাদ ১৬শ শ্লোক, নীলকণ্ঠভাষ্য)। এখানে 'ভটাব্দ' ভিন্নার্থক। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অর্থে ভটাব্দের উল্লেখ আলবরুণীও করিয়াছেন।

২। 'আর্য্যভটীয়,' গণিতপাদ, ১ম শ্লোক।

৩। A. J. C. Cunningham, *Ancient Geography of India*, edited with introduction and notes by Surendranath Majumdar Sastri, Calcutta, 1925, pp. 518*ff*.

৪। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র,' পুণা, ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ, ১৯৯ পৃঃ।

৫। 'আর্য্যভটীয়,' গার্গ্যকেরলনীলকণ্ঠসোমসুত্বিরচিতভাষ্যোপেতম্, কে. সাম্বশিবশাস্ত্রিণা সংশোধিতম্, প্রথমঃ সম্পুটঃ—গণিতপাদঃ, ত্রিভন্দ্রম, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ, ভূমিকা দ্রষ্টব্য বিশেষ ১-২ পৃঃ।

৬। বস্তুতঃ অশ্মকদেশের অবস্থিতি এখনও অনির্ণীত। অশ্মকদেশের প্রথম উল্লেখ—যত দূর জানা গিয়াছে—পাওয়া যায় পাণিনির ব্যাকরণে (৪।১।১৭৩)। ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের কিছু কাল পূর্ব হইতে ভারতবর্ষ ষোল রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। উহার একটির নাম "অস্সক"। ঐ অস্সক দেশ অঙ্গ, মগধ, অবন্তী, বৈজ্জেন ইত্যাদি দেশ হইতে ভিন্ন। উহা নাকি মধ্যভারতের গোদাবরী ও তাপ্তী নদীর মধ্যে অবস্থিত ছিল। প্রাকৃত 'অস্সক' = সংস্কৃত 'অশ্মক' বা 'অশ্বক'। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (২ অধি, ২৪ অধ্যায়েও অশ্মকদেশের উল্লেখ আছে। উহার সম্পাদক শ্রীশ্যামাশাস্ত্রীর মতে, অশ্মকদেশ = মহারাষ্ট্রদেশ। কিন্তু উহার ব্যাখ্যানকার গণপতি শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, অশ্মক = অরট্ট। এই অরট্ট দেশ পঞ্চনদের অন্তর্গত। বাল্মীকির রামায়ণ দৃষ্টে ("অবন্ত্যাশ্মকাঃ) মনে হয়, অশ্মক অবন্তীর সন্নিকটে। গ্রীক অলিকসন্দরের আক্রমণসময়ে উত্তর-পশ্চিম-ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। গ্রীক লেখকদের বর্ণনা মতে উহার দুইটির নাম 'Aspasioi এবং Assakonus. সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রীর মতে উহারা যথাক্রমে 'অশ্বক' এবং 'অশ্মক' শব্দের অপভ্রংশ। উভয় প্রদেশই বর্ত্তমান আফগানিস্থানের অন্তর্গত—উহার পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। (তৎসম্পাদিত পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের ৩৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

সাম্বশিব শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন যে, আর্য্যভট সম্ভবত কেরল দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজানুগ্রহলাভের আকাঙ্ক্ষায় গুপ্তসাম্রাজ্যের রাজধানী কুসুমপুরে গমন করেন।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, কুসুমপুরনগরীর অবস্থিতি সম্বন্ধে নীলকণ্ঠ কিছু বলেন নাই। সুপ্রাচীন টীকাকার ভাস্কর (প্রথম)[১] লিখিয়াছেন—

"'কুসুমপুরেঽভ্যর্চিতং জ্ঞানম্'। কুসুমপুরং পাটলীপুত্রং তত্রাভ্যর্চিতং জ্ঞানং নিগদতি। এবমনুশ্রূয়তে। অয়ং কিল স্বায়ম্ভুবসিদ্ধান্তঃ কুসুমপুরনিবাসিভিঃ কৃতিভিঃ পূজিতঃ সংস্বাপ পৌলিশরোমকবাসিষ্ঠসৌর্য্যেষু। তেনাহ কুসুমপুরেঽভ্যর্চিতং জ্ঞানমিতি।"

এইরূপে দেখা যায় যে, আর্য্যভটের কুসুমপুর পাটলীপুত্রই। সুতরাং তৎসম্বন্ধে দীক্ষিত মহাশয়ের অনুমান সত্য নহে।

গ্রন্থরচনা—আর্য্যভটীয়

আচার্য্য আর্য্যভট-বিরচিত একখানি গ্রন্থ বর্ত্তমানে পাওয়া যায়। উহার নাম 'আর্য্যভটীয়'। বস্তুতঃ দুইটি গ্রন্থখণ্ডের সম্মিলনে 'আর্য্যভটীয়' নির্ম্মিত। প্রথমটির নাম 'দশগীতিকা'। স্বয়ং আর্য্যভট এই নাম রাখিয়াছিলেন। উহার উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন—

"দশগীতিকাসূত্রমিদং ভূগ্রহচরিতং ভপঞ্জরে জ্ঞাত্বা।
গ্রহভগণপরিভ্রমণং স যাতি ভিত্বা পরং ব্রহ্ম॥"

ঐ খণ্ডে সর্ব্বসমেত ত্রয়োদশ শ্লোক আছে। প্রথমটি মঙ্গলাচরণ; দ্বিতীয়টি অক্ষরসংখ্যা-জ্ঞাপক পরিভাষা, সর্বশেষ শ্লোক গ্রন্থমাহাত্ম্যসূচক। প্রকৃত গ্রহগণিতবিষয়ক শ্লোক দশটি। উহারা গীতিছন্দে গ্রথিত। তাই এই গ্রন্থখণ্ডের নাম 'দশগীতিকা'।

অপর খণ্ডের উপসংহারে আর্য্যভট লিখিয়াছেন—

"আর্য্যভটীয়ং নাম্না পূর্বং স্বায়ম্ভুব সদা সদাৎ।"

তাহাতে মনে হইতে পারে যে, উহার নাম 'আর্য্যভটীয়'।[২] কিন্তু প্রাচীনদের মতে এই নাম সমগ্র গ্রন্থেরই। দ্বিতীয় খণ্ড তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। উহাতে মোট ১০৮ (=৩৩+২৫+৫০) শ্লোক আছে। উহাদের ছন্দ আর্য্যা। তাই এই খণ্ডকে প্রাচীনেরা 'আর্য্যাষ্টশত' নামে উল্লেখ করেন। ইহা 'আর্য্যভটতন্ত্র' নামেও খ্যাত ছিল।[৩] তাঁহাদের মতে এই দুইটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। ভাস্কর (প্রথম) স্পষ্টতই এই কথা বলিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন—[৪]

"অতোঽনেন লোকানুগ্রহায় স্ফুটগ্রহগত্যর্থবাচকানি দশগীতি(কা)সূত্রাণি গণিতকালক্রিয়াগোলার্থবাচকমার্য্যাষ্টশতং চ বিনিবদ্ধং স্ফুটগ্রহগত্যর্থহেতবোঽর্থাঃ।"

১। ইনি 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'-কার ভাস্করাচার্য্য হইতে ভিন্ন। তদ্বিষয়ে লেখকের "The two Bhaskaras নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (*Indian Historical Quarterly*, Vol. VI, 1930, pp. 727-736)

২। ভাষ্যকার ভাস্কর এক স্থলে (গণিতপাদ, ১৪ শ্লোক ভাষ্য) আর্য্যভটের শিষ্য বা অনুযায়ী অর্থে 'আর্য্যভটীয়' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

৩। ভাস্কর স্বকৃত আর্য্যাষ্টশতের ভাষ্যের নাম রাখিয়াছেন 'তন্ত্রভাষ্য'; প্রত্যেক পাদের সমাপ্তিবাক্য এই প্রকার—"ইতি ভাস্করস্য কৃতাবার্য্যভটতন্ত্রভাষ্যে গণিতপাদঃ সমাপ্তঃ", "ইতি ভাস্করস্য কৃতাবার্য্যভটতন্ত্রভাষ্যে কালক্রিয়াপাদঃ সমাপ্তঃ" ইত্যাদি।

৪। 'দশগীতিকা', ২য় শ্লোকের ভাষ্য।

আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্তও (জন্ম ৫২০ শকাব্দ) এই দুই গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন।[১] দশম শকশতকের মধ্যভাগে সুপ্রসিদ্ধ পার্শী গণিতজ্ঞ, ঐতিহাসিক এবং পর্য্যটক আলবীরুণী হিন্দুস্থানের পণ্ডিতবর্গের মুখে আর্য্যভট-বিরচিত ঐ দুই গ্রন্থের নাম শুনিয়াছিলেন।[২] 'আর্য্যভটীয়' 'আর্য্যসিদ্ধান্ত' নামেও প্রসিদ্ধ ছিল।

অর্বাচীন কালে 'আর্য্যভটীয়' 'বৃদ্ধ আর্য্যসিদ্ধান্ত' বা 'লঘু আর্য্যসিদ্ধান্ত' নামে উল্লিখিত হয়। কারণ, নবম শকশতকের শেষভাগে আর্য্যভট নামে অপর একজন জ্যোতিষী প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের নামও 'আর্য্যসিদ্ধান্ত'। তখন পুরোবর্ত্তী আর্য্যভট 'বৃদ্ধ আর্য্যভট' নামে এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত 'বৃদ্ধ আর্য্যভটসিদ্ধান্ত' বা 'বৃদ্ধ আর্য্যসিদ্ধান্ত' নামে খ্যাত হয়। পরবর্ত্তী লেখকের গ্রন্থ 'আর্য্যভটীয়' অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। উহাতে ১৮টী অধ্যায় এবং সর্বসমেত ৬৭২ শ্লোক আছে। তাই সেই গ্রন্থ 'বৃহৎ আর্য্যসিদ্ধান্ত' বা 'আর্য্যভট মহাসিদ্ধান্ত' (সংক্ষেপে 'মহাসিদ্ধান্ত') এবং 'আর্য্যভটীয়' 'লঘু আর্য্যসিদ্ধান্ত' নামে কথিত হয়।

আর্য্যভটীয়ের টীকা

অনেক প্রাচীন জ্যোতিষী 'আর্য্যভটীয়ে'র উপর টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে এই পর্য্যন্ত দশ জন টীকাকারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; যথা—ভাস্কর, সোমেশ্বর, সূর্য্যদেব যজ্বা, পরমেশ্বর, নীলকণ্ঠ, যল্লয়, ভূতবিষ্ণু, মাধব, কোদণ্ডরাম এবং ঘটীগোপ।

১। ভাস্কর আচার্য্য আর্য্যভটের শিষ্য। তিনি সমগ্র 'আর্য্যভটীয়' গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। আমরা ত্রিভন্দ্রম রাজকীয় সংস্কৃত গ্রন্থাগার হইতে উহার এক প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছি। ঐ পাণ্ডুলিপি গোলপাদের ষষ্ঠ শ্লোকের টীকার মধ্যস্থলে খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। ভাস্করের টীকার পাণ্ডুলিপির অপর কুত্রাপি অস্তিত্বের সন্ধান আমরা এই পর্য্যন্ত পাই নাই। এই টীকা অতীব মূল্যবান্। প্রাচীন হিন্দুগণিত ও গণিতজ্ঞ সম্বন্ধে অধুনা অপরিজ্ঞাত কতিপয় বিষয়ের সন্ধান উহাতে পাওয়া যায়। সময় ও সুযোগ পাইলে আমরা ভবিষ্যতে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও প্রসঙ্গানুসারে তাহার কোন কোনটার উল্লেখ করা যাইবে।

২। সোমেশ্বরের টীকার সন্ধান আমরা এই পর্য্যন্ত পাই নাই। ভাউদাজী উহার একখানি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।[৩] উহার খোঁজ করিয়াও আমরা বিফলমনোরথ হইয়াছি। এইচ, ডি, ভেলঙ্কর মহাশয় রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখার গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত 'ভাউদাজীসংগ্রহে'র সূচী প্রস্তুত করিয়াছেন। উহাতে সোমেশ্বর-

---

১। 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত,' ১১।৮।

২। *Alberuni's India*, English translation by Edward C. Sachau, second edition, 1910, London; Vol. I, p. 157; see also p. 386.

৩। Bhau Daji, "Brief Notes on the Age & Authenticity of the Works of Aryabhata etc," *JRAS*, 1865, pp. 392 sqq; particularly p. 398.

প্রণীত 'আর্য্যভটীয়' ভাষ্যের উল্লেখ নাই। সোমেশ্বর লিখিয়াছেন যে, তিনি ভাস্কর-প্রণীত ভাষ্যের সাহায্যে স্বীয় ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

৩। সূর্য্যদেব যজ্বা (বা নৈধ্রুব গোত্রসম্ভূত সূর্য্যদেব সোমসুত) প্রণীত আর্য্যভটীয়-ব্যাখ্যানের নাম 'ভটপ্রকাশ' বা 'ভটপ্রকাশিকা'। উহার পাণ্ডুলিপি দুষ্প্রাপ্য নহে। সূর্য্যদেব সম্ভবত একাদশ শকশতকের লোক।[১]

৪। পরমেশ্বর ১৩৫২ শাকে জীবিত ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান কেরল প্রদেশের উত্তরাংশে নীলনদীর তীরে অবস্থিত ছিল। তাঁহার রচিত আর্য্যভটীয়ের টীকার নাম 'ভটদীপিকা'। পরমেশ্বর স্থলে স্থলে 'ভটপ্রকাশিকা' হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কার্ণ সাহেবের সম্পাদনায় হলন্দ দেশের লীদেন নগরে মুদ্রিত হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে মজফ্ফরপুর হইতে শ্রীউদয়নারায়ণ সিংহ উহার এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। তিনি হিন্দি ভাষায় উহার সংক্ষিপ্ত সারও দিয়াছেন।

৫। নীলকণ্ঠ পরমেশ্বরতনয় দামোদরের শিষ্য। তিনি ১৪২২ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার জন্ম কেরলে—কুণ্ডগ্রামে (বর্ত্তমান ত্রিকণ্ডিয়ুর)। নীলকণ্ঠ আর্য্যভটীয়ের শেষ তিন পাদের অর্থাৎ আর্য্যাষ্টশতের ভাষ্য লিখিয়াছেন। উহার নাম দিয়াছেন 'মহাভাষ্য'। প্রকৃতপক্ষে, মালাবারের সুপ্রসিদ্ধ কৌষীতকীনারায়ণ বা নেত্রনারায়ণের অনুরোধে নীলকণ্ঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্কর আর্য্যাষ্টশতের ভাষ্যরচনা আরম্ভ করেন। গণিতপাদের প্রথম ষড়্‌বিংশ সূত্রের ভাষ্য প্রণয়নের পর শঙ্কর স্বর্গ গমন করেন; নীলকণ্ঠ শঙ্করের অসমাপ্ত ভাষ্যকে সম্পূর্ণ করেন। নীলকণ্ঠ এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। (গণিত-পাদ, ২৬ সূত্রের ভাষ্য দেখ)। 'মহাভাষ্য' অতীব বিস্তৃত। ইহাতে মূলের উপপত্তি নিরূপিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে আরও অনেক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। উহার প্রথম দুই সম্পুট (গণিতপাদ ও কালক্রিয়াপাদ) ত্রিভন্দ্রম হইতে শ্রী কে, সাম্বশিব শাস্ত্রীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। শ্রীধরাচার্য্যের পুত্র এবং বালাদিত্যসুত সূর্য্যাচার্য্যের শিষ্য যল্লয়, সূর্য্যদেব যজ্বা কৃত 'ভটপ্রকাশিকা'র উপর টিপ্পনী প্রণয়ন করিয়াছেন। উহার নাম 'কল্পলতা'। মান্দ্রাজ সরকারের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিসংগ্রহে 'কল্পলতা' আছে।[২]

৭। বার্লিন নগরীস্থ সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিশালায় রক্ষিত একখানি পাণ্ডুলিপির অন্তে আছে—[৩]

১। সূর্য্যদেব শ্রীপতি (৯৬১ শককাল) কৃত 'জাতকপদ্ধতি'র ভাষ্য লিখিয়াছিলেন (*A Triennial Catalogue of Sanskrit Manuscripts in Govt. Orient. Lib. Madras*, 1916/17—1918/19, Vol. III, Part I—Sans. C, R. No. 2741, p. 3916 দ্রষ্টব্য)। তিনি 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'কার ভাস্করাচার্য্যের (জন্ম ১০৩৬ শক, গ্রন্থরচনা ১০৭২ শক) পূর্ব্ববর্ত্তী। ('আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ', ১ম ভাগ, ৭৪-৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ৯৬১ ও ১০৭২ শকের মধ্যে সূর্য্যদেব বর্ত্তমান ছিলেন।

২। *Descriptive Catalogue*, Vol. XXIV ; No. 13393, p. 9018

৩। See Weber's *Catalogue of the Berlin Sanskrit Manuscripts*, No. 834, p. 232 ; W. D. Whitney, "Additional Note on Aryabhatta and his Writings," *Journ. Amer. Orient. Soc.*, Vol. VI, pp. 560 *sqq* ; Kern's Preface to his edition of the *Brhat-Samhita*, p. 56.

"ভট্টেন পূর্বং দশগীতিসূত্রমতীব গূঢ়ার্থমুদাহৃতং যৎ।
গুরুপ্রসাদাদধিগম্য বিষ্ণাংস্তদ্ ভূতবিষ্ণুঃ সমবোচদিত্থম্॥"

উহার আদিতেও ভূতবিষ্ণু-কৃত দশগীতিভাষ্যের উল্লেখ আছে। এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, ভূতবিষ্ণু দশগীতিকাসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ ভাষ্য অধুনা লুপ্ত। বার্লিন পাণ্ডুলিপিতে ঐ ভাষ্য বস্তুত নাই। যে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি দৃষ্টে উক্ত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে মূল আর্য্যভটীয়ের শ্লোক, পরে গদ্যে ভূতবিষ্ণুর ভাষ্য, উভয়ই ছিল। লেখক শুধু মূল মাত্র নকল করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, বোধ হয়। তাহা করার পরে তিনি খেয়ালবশে অথবা পদ্য দেখিয়া মূল ভ্রমে, পাণ্ডুলিপির উপসংহারবাক্যও নকল করিয়াছিলেন। কার্ণও সেইরূপ অনুমান করেন।

৮। আত্রেয় গোত্রসম্ভূত বিরূপাক্ষার্য্যের পুত্র মাধব জ্যোতিষ বাসনা এবং উদাহরণ সহিত আর্য্যভটীয়ের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ঐ টীকা এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে বৃহজ্জাতকের স্বকৃত টীকার প্রারম্ভে তিনি ঐ টীকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—[১]

"আদাবার্য্যভটীয়স্য সিদ্ধান্তস্য সবাসনাম্।
উদাহরণসংযুক্তাং টীকাং কৃত্বা ততঃ পরম্॥"

৯। কোটিকলপুড়িবংশজ কোদণ্ডরাম ১৭৭৮ শকে মোট ৪৩ শ্লোকে আর্য্যভটীয়ের কালক্রিয়াপাদের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন।[২] বিশেষ করিয়া কর্ণাটদেশে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তিনি টীকা লেখেন। তাই তেলেগু ভাষার আশ্রয় নিয়াছেন।

১০। অধ্যাপক পিশারোটি[৩] এবং সাম্বশিব শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ঘটীকোপ বা ঘটীগোপ আর্য্যভটীয়ের একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহার সমর্থনে তাঁহারা কোন প্রমাণ দেন নাই। আমরা অপর কুত্রাপি ঐ ভাষ্যের উল্লেখ দেখি নাই। সাম্বশিব শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখা দৃষ্টে মনে হয়, ঘটীগোপ নীলকণ্ঠ অপেক্ষা প্রাচীন।

এই সকল ভাষ্যকারগণের মধ্যে ভাস্করই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তিনি স্বীয় ভাষ্যে কখন কখন অপরের ব্যাখ্যানের উল্লেখপূর্ব্বক সমালোচনা করিয়াছেন, দেখা যায়। যথা—

কালঃ প্রাণবিনাড়ীনাড্যহোরাত্রপক্ষমাসসংবৎসরযুগাদিকং তৎপরিজ্ঞানার্থং ক্রিয়া কালক্রিয়া। অন্যে পুনঃ ক্রিয়াব্যতিরিক্তং কাল…নাভ্যুপগচ্ছন্তি। তেষামরং বিগ্রহঃ কালশ্চাসৌ ক্রিয়া চ। এবমেতৌ দ্বৌ পক্ষৌ কেচিৎ কালং ক্রিয়াব্যতিরিক্তং মন্যন্তে, অন্যে ক্রিয়ৈব কাল ইতি।" (গীতিকাপাদ, ১ম শ্লোকের ভাষ্য; কালক্রিয়াপাদের উপোদ্‌ঘাতও দ্রষ্টব্য)

"সমদলকোটী অবলম্বকঃ। অত্র কেচিৎ সমে দলে যস্যাঃ সেয়ং সমদলা; সমদলাসৌ কোটী চ সমদলকোটীতি বর্ণয়ন্তি। তেষাং সমদ্বিসমত্র্যস্রক্ষেত্রয়োরেব ফলসিদ্ধিঃ; ন বিষমত্র্যস্রক্ষেত্রস্য। অস্মাকং পুনঃ সমদলকোটীত্যনেন অবলম্বকব্যুৎপত্ত্যাব্রুবতাং ত্রয়াণামপি ফলানয়নং সিদ্ধম্।" (গণিতপাদ, ৬ শ্লোক, ভাষ্য)।

তিনি বলেন যে, আর্য্যভটীয়ের কালক্রিয়াপাদের ২১ শ্লোকের তাঁহার ব্যাখ্যা হইতে অন্য প্রকার ব্যাখ্যা কোন পূর্ব্বাচার্য্য করিতেন।—"অথান্যে অন্যথা ব্যাখ্যানং কুর্বন্তি।" এইরূপে দেখা যায় যে, ভাস্করের পূর্বেও আর্য্যভটীয়ের একাধিক ভাষ্য বিরচিত হইয়াছিল।

১। *Desc. Cat. Sans. Mss. Mad. Govt. Orient. Lib.*, Vol. XXIV, No. 13835, p. 9331

২। Rangacarya and Kuppuswami Sastri, *A Triennial Catalogue of Mss.*, 1910/11—1912/3, No. 371 (o), pp 522 f.

৩। K. Rama Pisharoti, "Sastras—Practical and Theoretical," *Quarterly Journal of the Mythic Socity*, Vol. XXI

আর্য্যভটের শিষ্য আচার্য্য প্রভাকরও আর্য্যভটীয়ের একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, বোধ হয়। ভাস্কর দুই এক স্থলে ঐ ভাষ্যের খণ্ডন করিয়াছেন। যথা—

"সমবৃত্তপরিধির্বর্গস্য ক্ষেত্রস্য তৎক্ষেত্রস্য সমবৃত্তপরিধিঃ তস্য পাদঃ সমবৃত্তপরিধিপাদঃ। সত্যেতস্মিন্ ব্যাখ্যানে ক্ষেত্রফলস্য গ্রহণং প্রাপ্নোতি। আচার্য্যপ্রভাকরেণায়মেব বিগ্রহঃ প্রদর্শিতঃ। স গুরুরিতি কৃত্বা অস্মাভিঃ নাপলভ্যতে। অন্যচ্চ কাষ্ঠতুল্যজ্যাভিধানং যুক্তমিতি অশাস্ত্রজ্ঞোঽপি জানাতীতি তেনৈব কাষ্ঠতুল্যজ্যা প্রত্যাখ্যাতা। অয়ং তু ক্রমঃ অস্তি কাষ্ঠতুল্যজ্যেতি।" (গণিতপাদ, ১১ শ্লোক, ভাষ্য)

"ইদং চ ব্যাখ্যানং আচার্য্যপ্রভাকরেণ ব্যাখ্যাতম্। তচ্চাযুক্তমনর্থকমপ্রত্যাখ্যায় ব্যাখ্যানং কর্ত্তুং কথমনর্থকম্। অত্র গণিতশাস্ত্রে লঘুপায়প্রদর্শনার্থং বা সূত্রান্তরমারভ্যতে। অত্র অন্যতরগন্ধোঽপি নাস্তি। কথং পূর্ব্বাচার্য্যাভিহিতচ্ছেদ্যকবিধিনা নিষ্পাদিতাভ্যাং প্রথমদ্বিতীয়চাপজ্যার্দ্ধাভ্যামিদং কর্ম্ম ক্রিয়তে..." (গণিতপাদ, ১২ শ্লোক, ভাষ্য)

আর্য্যভটীয়ের আধার

সুপ্রাচীন স্বায়ম্ভুবসিদ্ধান্ত বা ব্রহ্মসিদ্ধান্তের আধারে আর্য্যভট স্বীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতদর্থে অপরাপর জ্যোতিঃশাস্ত্রও তিনি পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। ইহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।

"সদসজ্‌জ্ঞানসমুদ্রাৎ সমুদ্ধৃতং দেবতাপ্রসাদেন।
সজ্‌জ্ঞানোত্তমরত্নং ময়া নিমগ্নং স্বমতিনাবা॥
আর্য্যভটীয়ং নাম্না পূর্ব্বং স্বায়ম্ভুবং সদা সদ্যৎ।
সুকৃতায়ুষোঃ প্রণাশং কুরুতে প্রতিকঞ্চুকং যোঽস্যাঃ॥"১

টীকাকার ভাস্কর লিখিয়াছেন—

"আচার্য্যেণ স্বায়ম্ভুবসিদ্ধান্তসংক্ষেপবস্তুরচনা প্রস্তুতা। স্বায়ম্ভুবসিদ্ধান্তস্য চ বিধাতা ভগবান্ বেধাঃ।" (গণিতপাদ, ১ শ্লোক, ভাষ্য)

ভগবদ্ভক্ত হিন্দু সদাই মনে করেন যে, তাঁহার যাহা কিছু প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহা ভগবানের কৃপাতেই হইয়াছে। তাই আর্য্যভট বলিয়াছেন যে, "দেবতার প্রসাদে"ই তিনি জ্যোতিঃশাস্ত্রে পরম জ্ঞান লাভ করেন। ইহার ব্যাখ্যা করতঃ ভাস্কর লিখিয়াছেন,—

"অনেন আচার্য্যেণ মহদ্ভিস্তপোভিঃ ব্রহ্মা আরাধিতঃ। অতোঽস্য তৎপ্রসাদেন স্ফুটগ্রহগত্যর্থানাং প্রাদুর্ভাব ইতি।...এবময়মাগমার্থো ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ আচার্য্যেণ অধিগতম্।" (দশগীতিকা, ২ শ্লোক, ভাষ্য)।

"আচার্য্যার্য্যভটস্তপোভিরমলৈরারাধ্য পদ্মোদ্ভবং
যল্লেভে গ্রহচারসারবিষয়ং বীজং মহার্ঘং স্ফুটম্।
তস্মাতীন্দ্রিয়গোচরার্থনিপুণস্পষ্টোরুসদ্বস্তুনো
ব্যাখ্যানং গুরুপাদলক্ষমধুনা কিঞ্চিন্ময়া লিখ্যতে।" (গণিতপাদের ভূমিকা)

সূর্য্যদেব বলেন,—

"আচার্য্য আর্য্যভটঃ পুরাতনানি কালক্রিয়াগোলপ্রতিপাদকানি শাস্ত্রাণি কালদৈর্ঘ্যাৎ ভক্তিহীনসম্প্রদায়বিচ্ছেদগ্রন্থবিপ্লবাদিজনিতেন দৃগ্‌গণিতবিসংবাদেন অকিঞ্চিৎকরাণি আলোচ্য সমদৃগ্‌গণিতং জ্যোতিঃশাস্ত্রং চিকীর্ষুঃ তাদৃশজ্যোতির্জ্ঞানবীজলাভায় জ্যোতিশ্চক্রগ্রহভগণাদিস্রষ্টারং ভগবন্তং স্বয়ম্ভুবং অতুলৈস্তপোভিঃ আরাধয়ামাস। তত্র সংপ্রসন্নো ভগবান্ তস্মৈ তাদৃশমতীন্দ্রিয়মতিরহস্যভূতং কালক্রিয়াগোলবীজজ্ঞানমুপদিদেশ। ততোঽয়মাচার্য্যঃ তদুপদিষ্টং সর্ব্বং বীজং দশভির্গীতিসূত্রৈঃ তৎপরিবারভূতলৌকিকগণিতবীজং স্ববুদ্ধ্যাভ্যূহিতং একেন আর্য্যাসূত্রেণ সংক্ষিপ্য লোকে প্রকাশয়ামাস। ততোঽষ্টাধিকশতৈরার্য্যাসূত্রৈঃ গণিতকালক্রিয়াগোলজ্ঞানবীজোপযোগং দিঙ্‌মাত্রেণ দর্শয়ামাস।" (ভাষ্য ভূমিকা)

অপরে আর্য্যভটের বাক্যের স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের মতে

১। 'আর্য্যভটীয়', গোলপাদ, ৪৯-৫০ শ্লোক।

আর্য্যভট নিজের মেধাবলে অধ্যবসায় এবং বিচার সহকারে অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণাদির ফলে জ্যোতিষে পারদর্শিতা লাভ করেন।

"অথ অস্মে মস্তস্তে জ্যোতিষামুদয়মধ্যাস্তময়প্রাচ্ছী(?)ন্ দৃষ্ট্বা প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং পরিচ্ছিন্দ্য স্বধীবিরচিতামিতি।" (ভাস্কর-ভাষ্য, দশগীতিকা, ২ শ্লোক)

ভাস্কর এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, গ্রহগতি বিচিত্র। উহা সাধারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। দেবতাপ্রসাদ ব্যতীত অতীন্দ্রিয় বিষয়ে জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে। যাহা হউক, পরবর্ত্তী টীকাকারেরা সাধারণ সরল অর্থেই আর্য্যভটের উক্তিকে গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহা বোধ হয় উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন ব্রহ্মসিদ্ধান্তের আধারে জ্যোতিগ্রর্ন্থ রচনা আর্য্যভট ব্যতীত অপরেও করিয়াছেন। আর্য্যভটের পূর্বে বৃদ্ধগর্গ ও শাকল্য এবং পরে বরাহমিহির (৪২৭ শক) ও ব্রহ্মগুপ্ত (৫৫০ শক) ব্রহ্মসিদ্ধান্তের অনুসরণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের জ্যোতিঃপদ্ধতির সহিত আর্য্যভটোক্ত পদ্ধতির পার্থক্য আছে।[১] ভাস্করের লেখা দৃষ্টে মনে হয়, ঐ প্রকার গ্রন্থ বহু ছিল।

"আর্ধ্যভট ইতি স্বসংজ্ঞাভিধানেনাস্যাঃ স্বায়ম্ভুবসিদ্ধান্তানুসারিণ্যঃ কৃতয়ঃ সন্তীত্যেতৎ প্রদর্শয়তি। তেন বহুত্বাৎ স্বায়ম্ভুবসিদ্ধান্তানুসারিণীনাং কৃতীনাং কেনেয়ং কৃতী কৃতেহি ন জ্ঞায়তে। অতঃ স্বসংজ্ঞাভিধানম্।" (গণিতপাদ, ১ শ্লোক, ভাষ্য)

সুপ্রসিদ্ধ গণেশ দৈবজ্ঞ (জন্ম ১৭২০ শক প্রায়) লিখিয়াছেন,—[২]

"ব্রহ্মা, আচার্য্য বসিষ্ঠ, কশ্যপ প্রভৃতি যে গ্রহগণিত বলিয়াছিলেন, তাহা তত্তৎকালে ঠিক ছিল। দীর্ঘকাল অবসানে তাহা শ্লথ হইয়া পড়ে। তাই সত্যযুগের অবসানকালে ময়াসুর সূর্য্যকে তুষ্ট করিয়া স্ফুট গ্রহগণিত লাভ করেন। কলিতে তাহাতেও অন্তর দৃষ্ট হয়। তখন পরাশর চারুসিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন। কালবশত তাহাতে ভুল দেখিয়া আর্য্যভট তাহাকে পরিশোধিত করেন। তাহাও ভ্রস্ত হওয়াতে দুর্গসিংহ বরাহমিহিরাদি তাহাতে স্ফুট নিবদ্ধ করেন। তাহাও যখন আবার শিথিল হইল, তখন ব্রহ্মগুপ্ত তাহার সংস্কার করেন।"

এইরূপে দেখা যায়, গণেশ দৈবজ্ঞ মনে করিতেন যে, আর্য্যভট পরাশরসিদ্ধান্তের অনুসরণে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এ স্থলে গণেশ নামসাদৃশ্যবশত ভ্রমে পড়িয়াছেন। সত্য বটে, আর্য্যভট নামে একজন জ্যোতিষী পরাশরসিদ্ধান্তের আধারে গ্রহগণিত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের আলোচ্য আর্য্যভট হইতে ভিন্ন। তাঁহার গ্রন্থের নাম 'মহার্য্যসিদ্ধান্ত' বা সংক্ষেপে 'মহাসিদ্ধান্ত'। তিনি দুর্গসিংহ বরাহমিহিরাদির অনেক পরবর্ত্তী কালের লোক। নবম শকশতকের শেষ ভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন, বোধ হয়।

ইহাও বলা যাইতে পারে যে, গণেশ দৈবজ্ঞ স্ববিরচিত 'বুদ্ধিবিলাসিনী'তে (ভাস্করাচার্য্য-প্রণীত 'লীলাবতী'র টীকা) কয়েক স্থলে আর্য্যভটের পাটীগণিতের উল্লেখ

১। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র,' ১৫২, ১৮৮, ২১৭-৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

২। গণেশ দৈবজ্ঞরচিত 'বৃহৎতিথিচিন্তামণি' দ্রষ্টব্য। স্ববিরচিত সূর্য্যসিদ্ধান্তভাষ্যে নৃসিংহ (জন্ম ১৫০৮ শক ; কৃষ্ণের পুত্র এবং গোলগ্রামস্থ দিবাকরের পৌত্র) গণেশের এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

করিয়াছেন এবং তাহা হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ সকল 'মহাসিদ্ধান্তে'ই পাওয়া যায়। গণেশের গ্রন্থে আর্য্যভটীয়ের উল্লেখের কোন দৃষ্টান্ত আমরা এই পর্য্যন্ত পাই নাই।

আর্য্যভটের অপর গ্রন্থ

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আচার্য্য আর্য্যভট অপর গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত এই মতের অগ্রণী। বরাহমিহির দিনের প্রারম্ভ বিষয়ে আর্য্যভটের দুই মতের উল্লেখ করিয়াছেন—

"লঙ্কার্দ্ধরাত্রসময়ে দিনপ্রবৃত্তিং জগাদ চার্য্যভটঃ।
ভূয়ঃ স এব সূর্য্যোদয়াৎ প্রভৃত্যাহ লঙ্কায়াম্॥"[১]

"আর্য্যভট বলেন যে, লঙ্কায় অর্দ্ধরাত্রি সময় হইতে দিনের প্রারম্ভ। তিনিই আবার ('ভূয়ঃ স এব') বলিয়াছেন যে, লঙ্কায় সূর্য্যোদয় হইতে দিনপ্রবৃত্তি হয়।" ব্রহ্মগুপ্তও আর্য্যভটের এই দুই মতের উল্লেখপূর্ব্বক তৎপ্রতি বিষম কটাক্ষ করিয়াছেন।[২] অধিকন্তু তিনি এই দুই মতের গ্রন্থকে 'ঔদয়িক তন্ত্র' ও 'আর্দ্ধরাত্রিক তন্ত্র' নামে বিশিষ্ট করিয়াছেন। আর্য্যভট-প্রণীত একমাত্র 'আর্য্যভটীয়'ই এখন পাওয়া যায়। উহা ঔদয়িক তন্ত্র। তাই দীক্ষিত মনে করেন যে, আর্য্যভট-বিরচিত অপর একটি করণগ্রন্থ ছিল, যাহা অধুনা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আর্দ্ধরাত্রিক মত গৃহীত হইয়াছিল।[৩]

৫৮৭ শকে আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্ত 'খণ্ডখাদ্যক' বা 'খণ্ডখাদ্য' নামে একখানি করণগ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, "আর্য্যভটতুল্য-ফল" গণনা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

"বক্ষ্যামি খণ্ডখাদ্যকমাচার্য্যার্য্যভটতুল্যফলম্।
প্রায়েণার্য্যভটেন ব্যবহারঃ প্রতিদিনং যতোঽশক্যঃ।
উদ্বাহজাতকাদিষু তৎসমফললঘুতরোক্তিতঃ॥"[৪]

এই খণ্ডখাদ্যকের সঙ্গে আর্য্যভটীয়ের গ্রহফলাদি বিষয়ে অনেক স্থলে ঐক্য নাই। অপর পক্ষে, বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় ধৃত সূর্য্যসিদ্ধান্তের সঙ্গে উহার অনেক ঐক্য আছে। তদ্দৃষ্টে দীক্ষিত অনুমান করেন যে, আর্য্যভটের বিলুপ্ত করণগ্রন্থ প্রাচীন সূর্য্যসিদ্ধান্তের আধারে প্রণীত হইয়াছিল[৫] এবং ব্রহ্মগুপ্ত খণ্ডখাদ্যকে উহারই অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্তও তাহাই বলেন।[৬]

বলা বাহুল্য যে, পঞ্চসিদ্ধান্তিকোক্ত সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং খণ্ডখাদ্যক,উভয়েই 'আর্দ্ধরাত্রিক' মতাবলম্বী।

১। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', থিবো ও দ্বিবেদী কৃত সংস্করণ, বেনারস, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ, ১৫।২০

২। 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত,' ১১।৫, ১৩, ১৪ ; 'খণ্ডখাদ্যক,' ২।৮

৩। 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র,' ১৯৭, ২২২—পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪। 'খণ্ডখাদ্যকম্', আমরাজ-বিরচিত টীকা সহিত পণ্ডিত শ্রীববুআ মিশ্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯২৫, ১।১-২

৫। মল্লিকার্জ্জুন সূরি (১১০০ শক) বলেন, খণ্ডখাদ্যকে সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত মধ্যমগ্রহ সোমসিদ্ধান্তোক্ত প্রকারে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

৬। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, "Aryabhata's Lost work," *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, Vol. XXII, 1930, pp. 113—120.

দ্বাদশ শকশতকের প্রথম পাদে টীকাকার আমরাজ "আৰ্দ্ধরাত্রিকাৰ্য্যভটতন্ত্রে"র উল্লেখ করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে, তত্রত্য গ্রহফলাদিতে বীজসংস্কারদ্বারা ব্রহ্মসিদ্ধান্ততুল্য ফল পাওয়া যায়।[১] ১১০০ শককালে মল্লিকার্জ্জুন স্থরি লিখিয়াছেন,[২] —

"আর্য্যভটাচার্য্যমতে ভৌমাদীনাং মন্দোচ্চপাতভেদাঃ পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যতে। গ্রহাণাং স্ফুটীকরণপ্রকারাঃ অপি বহবঃ। তত্রোক্তৈঃ স্বল্পপ্রকারৈরপি স্পষ্টীকৃতা গ্রহাঃ স্বল্পান্তরা ভবন্ত্যেব। তৎ কথমিত্যুক্তে গ্রহাণাং স্বমন্দোচ্চশীঘ্রোচ্চাখ্যগ্রহাকৃষ্টপূর্বদিগ্ভাগাদিকসাক্ষাৎপরিমাণস্য দুর্লক্ষণত্বাদনেকপ্রকারস্পষ্টীকরণেন নিশ্চয়স্যাশক্যত্বাৎ। পূর্বশাস্ত্রাণ্যালোচ্য তদনুসারেণানেকপ্রকারার্য্যভটাচার্য্যেণোক্তং। তস্মাদেষাং প্রকারাণাং মধ্যে একপ্রকারেণ কদাচিৎ স্পষ্টাঃ। অপরেণ প্রকারেণান্যথা গোলবশাৎ কালবশাৎ মন্দোচ্চশীঘ্রোচ্চানাং ইচ্ছাকর্ষণবশাচ্চ ভগণগ্রহাঃ দৃক্তুল্যতাং গচ্ছন্তীতি স্পষ্টীকরণং বহুধা জ্ঞাতব্যং। এবং তত্র মন্দোচ্চভাগানাং বহুসংমত্যাৎ দ্বিতীয়পাঠোঽস্তি… ।"

১৪২২ শকে কেরল নীলকণ্ঠ স্থরি আর্য্যাষ্টশতের স্বকৃত ভাষ্যে আর্য্যভটের আৰ্দ্ধরাত্রিক মতের উল্লেখ করিয়াছেন।[৩]

উপরে উদ্ধৃত প্রমাণমূলে আমরা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি যে, আর্য্যভট নামে একজন জ্যোতিষী আৰ্দ্ধরাত্রিক মতের ব্যাখ্যাতা ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ 'আর্য্যভটতন্ত্র' নামে খ্যাত ছিল। 'আর্য্যাষ্টশতে'রও 'আর্য্যভটতন্ত্র' নামে প্রসিদ্ধি ছিল এবং তাহা ঔদয়িক মতাবলম্বী, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতে পার্থক্য নির্দ্দেশের জন্ম অপর গ্রন্থকে বিশেষ করিয়া 'আৰ্দ্ধরাত্রিক আর্য্যভটতন্ত্র' বলা হইত। ইহাও হয় ত সত্য যে, প্রাচীন সূর্য্য এবং সোমসিদ্ধান্তের আশ্রয়ে 'আৰ্দ্ধরাত্রিক আর্য্যভটতন্ত্র' রচিত হইয়াছিল। বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও নীলকণ্ঠ মনে করিতেন, 'আর্য্যভটীয়'কার আর্য্যভট এবং 'আৰ্দ্ধরাত্রিক আর্য্যভটতন্ত্র'কার আর্য্যভট অভিন্ন ব্যক্তি। আধুনিক কালের শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, খরেগৎ[৪] এবং শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্তও তাহাই বলেন। আমরা কিন্তু তাহা নিঃসংশয়ে অঙ্গীকার করিতে পারিতেছি না। আর্য্যভট ও বরাহমিহির সমকালিক ব্যক্তি। বরাহমিহির আর্য্যভটকে জানিতেন। সেই হেতু তাঁহার কথা প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হওয়া উচিত বটে। তবুও আমাদের শঙ্কা হয়, উভয় আর্য্যভট অভিন্ন ছিলেন কি না। আমরা সংক্ষেপে আমাদের শঙ্কা উপস্থিত করিতেছি :—

১। আর্য্যভটকৃত গ্রন্থের নির্বচনকালে তাঁহার কোন টীকাকার, শিষ্য বা প্রশিষ্য 'দশগীতিকাসূত্র' এবং 'আর্য্যাষ্টশত'তন্ত্র ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থের নাম করেন নাই, দেখা যায়। যদি তাঁহার রচিত অপর কোন গ্রন্থ থাকিত, তবে কি তাঁহারা তাহার উল্লেখ করিতেন না ?

১। আমরাজ লিখিয়াছেন,—

"যে চ করণাহর্গণা যাতা অৰ্দ্ধরাত্রিকা গ্রহাস্ত আর্য্যভটতন্ত্রতুল্যাঃ। তেষু চ দৃগ্গণিতবিসংবাদোঽস্তো বীজফলসংস্কৃতাস্তে ব্রহ্মসিদ্ধান্ততুল্যা ভবন্তি।" (খণ্ডখাদ্যক, ১।১২ শ্লোক, টীকা)

"এবং সংস্কারে কৃতেঽৰ্দ্ধরাত্রিকার্য্যভটতন্ত্রোক্তমধ্যমানাং গ্রহাণাং সমা গ্রহা ভবন্তি।" (ঐ, ২।৮, ভাষ্য)

২। 'শিষ্যধীমহাতন্ত্র' : স্থরিমতে 'কুজাদিস্পষ্টীকরণ' নামক ৩য় অধ্যায়, ১৪ শ্লোকের (দ্বিবেদী মতে "স্পষ্টাধিকার' নামক ২য় অধ্যায়, ২৮শ শ্লোকের) টীকা। এতৎসম্পর্কে লেখকের "প্রাচীন বাঙ্গালী জ্যোতির্ব্বিদ মল্লিকার্জ্জুন স্থরি" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ৮২-৯৩ পৃষ্ঠা)

৩। আর্য্যভটীয়, কালক্রিয়াপাদ, ১২-৫ শ্লোক, নীলকণ্ঠ-ভাষ্য দেখ।

৪। M. P. Kharegat, "On the interpretation of certain passages in the Pancha Siddhantika of Varahamihira etc," *Journal of the Bombay Branch of the Rayal Asiatic Society*, Vol XIX (1895-97) pp. 109*ff*; বিশেষ ভাবে pp. 129*ff*.

২। আর্য্যভটের শিষ্য এবং ভাষ্যকার ভাস্কর ঔদয়িক ও আর্দ্ধরাত্রিক বিধি অবগত ছিলেন। স্বকৃত 'কর্ম্মনিবন্ধে' বা 'মহাভাস্করীয়ে' তিনি ঔদয়িক বিধি অঙ্গীকার করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষভাগে আর্দ্ধরাত্রিক বিধির সঙ্গে উহার পার্থক্য কি, তাহাও তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"নিবন্ধঃ কর্ম্মণাং প্রোক্তো যোঽসাবৌদয়িকো বিধিঃ।
অর্দ্ধরাত্রেশ্চ (? স্ত্র)য়ং সর্বো যো বিশেষঃ স কথ্যতে ॥ ২১ ॥
ত্রিশতির্ভূদিনে ক্ষেপ্যাপ্যবমেভ্যো বিশোধ্যতে।
জ্ঞগুর্বোর্ভগণেভ্যোঽপি বিংশতিশ্চ ততোঽন্ধয়ঃ ॥ ২২ ॥"
ইত্যাদি, মহাভাস্করীয়, ৭অধ্যায়।

তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, "এতৎ সর্বং সমাসেন তন্ত্রান্তর উদাহৃতম্" (৭।৩৩) অর্থাৎ "এই সমস্ত সংক্ষেপে তন্ত্রান্তরে বর্ণিত হইয়াছে।" কিন্তু তাঁহার গুরু আর্য্যভট যে উভয় বিধিরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কথিত 'তন্ত্রান্তর' যে তৎকৃত, ভাস্কর তাহা এ স্থলে বা অপর কোথাও বলেন নাই।[১]

৩। ব্রহ্মগুপ্ত তাঁহার প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে' আর্য্যভটকে বহু দূষণ দিয়াছেন। কিন্তু তথায় 'দশগীতিকা' এবং 'আর্য্যাষ্টশত' ব্যতীত তৎকৃত অপর কোন গ্রন্থের নামোল্লেখ তিনি করেন নাই।

৪। বরাহমিহির ও নীলকণ্ঠের উক্তি অনুসারে আর্য্যভট তাঁহার ঔদয়িক মতের পূর্বে আর্দ্ধরাত্রিক মতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ঔদয়িক তন্ত্র আর্য্যভটীয় রচনাকালে আর্য্যভটের বয়স মাত্র তেইশ বৎসর ছিল। সুতরাং আর্দ্ধরাত্রিক তন্ত্র রচনাকালে তাঁহার বয়স পনর, কি ষোল ছিল বলিতে হয়। দৃগ্গণিতবিরোধাদি কারণেই গ্রহগণিতে মত পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ঐ অভিজ্ঞতা লাভের পক্ষে সাত আট বৎসর বেশী নহে, বরং খুবই কম। পনর ষোল বছর বয়সে আর্য্যভট পূর্বতন গ্রহগণিতের সংস্কার সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন মনে করা সমীচীন হয় কি? আর্দ্ধরাত্রিক মত ব্যাখ্যা পরে করিয়াছিলেন বলিলে অন্য প্রকার অসঙ্গতি উপস্থিত হয়। কারণ, আর্য্যভটীয় রচনার ছয় বৎসর পরে পঞ্চসিদ্ধান্তিকা রচিত হয়।

এ সকল বিরোধ পরিহারার্থ নীলকণ্ঠ অনুমান করেন যে, আর্দ্ধরাত্রিক মতাত্মক গ্রন্থ রচনার ২৩ বৎসর পরে আর্য্যভট তাঁহার ঔদয়িক মতাত্মক গ্রন্থ 'আর্য্যভটীয়' রচনা করেন। তাহা নির্দ্দেশার্থই তিনি বলিয়াছেন, "ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মম জন্মনোঽতীতাঃ।"[২] এই অনুমান কাল্পনিক। নীলকণ্ঠ নিজেই এই মত বরাবর স্থির রাখিতে পারেন নাই। ঐ উক্তির

১। এক স্থলে ভাস্কর আর্য্যভটীয়কারের তন্ত্রান্তরের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু উহার লক্ষ্যার্থ যে ভিন্ন, সঙ্গে সঙ্গে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"অস্মাকং আচার্য্যেণ স্বতন্ত্রান্তরাবিরুদ্ধপ্রক্রিয়াপ্রতিপাদনার্থং ইদমুক্তম্। তাবর্ত্তাশ্চ নক্ষত্রা ইতি। কা চ স্বতন্ত্রান্তরপ্রক্রিয়া। প্রাণৈনেতি কলাং ভমিতি।" (কালক্রিয়াপাদ, ৫ শ্লোক, ভাষ্য)

২। "'ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মম জন্মনোঽতীতা' ইতি তদানীং স্বস্য ত্রয়োবিংশতিবর্ষকত্বপ্রদর্শনমপি সংখ্যাহৌল্যপ্রদর্শনপরমেব। এতাবতৈব কালেনাস্মাভিঃ পরীক্ষ্যতে [illegible] পণ্ডিতঃ। [illegible] প্রদর্শিতমৌদয়িকার্দ্ধরাত্রিকয়োরিতি ভাষ্য।" (কালক্রিয়াপাদ, ১০ শ্লোক, নীলকণ্ঠ-ভাষ্য)।

অনতিব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি লিখিয়াছেন, "ময়েদানীমেতস্মিন্ গ্রন্থে ক্রিয়মাণে কলেরারভ্য ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্গতা, ত্রয়োবিংশতিবয়স্কেন ময়া গ্রন্থঃ ক্রিয়তে চ।"১

৫। প্রথম বয়সে যাঁহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন, শেষ বয়সে ব্রহ্মগুপ্ত তাঁহাকেই আশ্রয় করিলেন কেন, তাহার সমীচীন হেতু প্রদর্শন করিতে হইবে। দীক্ষিত উহার দুইটি কারণ অনুমান করিয়াছেন। প্রথমতঃ আর্য্যভট এত লোকমান্য ছিলেন যে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করা চলিত না। দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মগুপ্তের গণনার সহিত প্রচলিত গণনা ভিন্ন ছিল। তাই লোকে তাহা গ্রহণ করিত না। এই হেতুদ্বয় সমীচীন মনে হয় না। কারণ, লোকমত দ্বারা বাধ্য হইয়াই যদি ব্রহ্মগুপ্তকে আর্য্যভটের অনুসরণ করিতে হইল, তবে তিনি আর্য্যভটের পরিত্যক্ত মত গ্রহণ করিলেন কেন? খণ্ডখাদ্যকেও তিনি দুএক স্থলে আর্য্যভটকে সমালোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহা হইতে ভিন্ন মতও প্রকাশ করিয়াছেন। লোকমত সে সমস্ত বিষয়ে তাঁহাকে ক্ষমা করিল কেন?

আমাদের মনে হয়, ঔদয়িক আর্য্যভটতন্ত্রকার আর্য্যভট এবং আর্দ্ধরাত্রিক আর্য্যভট-তন্ত্রকার আর্য্যভট ভিন্ন ব্যক্তি। ইতিপূর্বে আমরা সেই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছিলাম।২ তাহা পরিবর্ত্তনের পর্য্যাপ্ত কারণ এখনও পাই নাই। আর্দ্ধরাত্রিকতন্ত্রকার আর্য্যভট ঔদয়িকতন্ত্রকার আর্য্যভট অপেক্ষা প্রাচীন। তিনি এবং মহাসিদ্ধান্তকার কথিত বৃদ্ধ আর্য্যভট হয় ত অভিন্ন। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে কলির আদিভাগে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। যাহা হউক, তদুক্ত বিধি লোকসমাজে বরাবর প্রচলিত ছিল। পঞ্চম শকশতকে, আর্য্যভটীয়োক্ত বিধি প্রচলনের সময়েও আর্দ্ধরাত্রিকতন্ত্রোক্ত বিধি আদৃত হইত। সেই হেতু ভাস্কর উভয় বিধির মধ্যে পার্থক্য কি, এক বিধি অনুযায়ী গণনা হইতে কি উপায়ে অপর বিধি অনুযায়ী গণনা আনয়ন করা যায়, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। আর্দ্ধরাত্রিক আর্য্যভটতন্ত্র বিস্তৃত ছিল—ব্রহ্মগুপ্তের উক্তি হইতে তাহা জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন,—

"প্রায়েণার্য্যভটেন ব্যবহারঃ প্রতিদিনং যতোঽশক্যঃ।
উদ্বাহজাতকাদিষু তৎসমফললঘুতরোক্তিরতঃ॥"

খণ্ডখাদ্যক, ১।২

"যেহেতু আর্য্যভটতন্ত্র বিস্তৃত বলিয়া উদ্বাহজাতকাদিতে আবশ্যক দৈনন্দিন (তিথিনক্ষত্রাদি) ব্যবহারে (তদনুসারে গণনা করিতে লোক) অশক্ত হয়, সেই হেতু তৎসমফলপ্রদায়ী এই লঘুতর বিধি কথিত হইতেছে।" উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে পৃথূদক স্বামী লিখিয়াছেন,—

"আর্য্যভটতন্ত্রেণ প্রতিদিনং তিথিনক্ষত্রাদিকো ব্যবহারো বিস্তৃতত্বাদ্ গণিতজ্ঞ ন শক্যতে কর্ত্তুং। অহং তৎফলসমঙ্ঘয়েন সূত্রেণ গণিতেন চ কৃতবানিতি॥ খণ্ডখাদ্যকমিতি॥ কেষু ব্যবহারো ন শক্যত ইত্যাহ॥ উদ্বাহজাতকাদিষু ইতি॥ বিবাহজাতকযাত্রাতিথিনক্ষত্রকরণসংক্রান্তিব্যতীপাতগ্রহণোদয়াস্তময়শৃঙ্গোন্নতিসমাগমাদিষেতেষু ব্যবহার আর্য্য-ভটস্যাতিবিস্তৃতত্বাৎ ন শক্যতে কর্ত্তুং। ময়া স্বল্পোক্ত্যা কৃতমিতি।"

ভট্টোৎপল এবং আমরাজের ব্যাখ্যাও এবম্প্রকার। তাঁহারা লিখিয়াছেন,—"প্রায়েণ বাহুল্যেন।"

১। কালক্রিয়াপাদ, ১০ শ্লোক, নীলকণ্ঠ-ভাষ্য।
২। লেখকের "Two Aryabhatas of Al-Biruni" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য; বিশেষ ৬৮-৯ পৃঃ।

আরও একটা কথা এ স্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মগুপ্ত যে যে স্থলে ঔদয়িক এবং আর্দ্ধরাত্রিক মতের সমালোচনা করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে তাঁহার ভাষ্যকার পৃথূদক স্বামী (৭৮৬ শক) লিখিয়াছেন যে, ঔদয়িক মত আর্য্যভটের এবং আর্দ্ধরাত্রিক মত পুলিশের। যথা,—

"সাবনদিবসা ১৫৭৭৯১৭৫০০ এব চতুর্যুগাহর্গণঃ আর্য্যভটীয়স্য পৌলিশাহর্গণেন সহ অন্তরে কৃতে জাতং ৩০০ এতাবন্তোঽর্কোদয়াঃ অন্তরে তুল্যেরপি রবিচন্দ্রভগণৈরবমন্যোঃ সহ যোজ্যং...।" (ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত. ১১।৫, ভাষ্য)

"ঔদয়িকা আর্য্যভটীয়া আর্দ্ধরাত্রিকায়া (?) পুলিশাদয়ন্তেযাং তুল্যেরপি ভগণৈর্দ্দিনশতত্রয়মন্তরং পূর্বমেব প্রতিপাদিতং, তচ্চাবগুক্রমেণ যুজ্যতে...অহর্গণয়োঃ আর্য্যভটীয়পৌলিশীয়ার্দ্ধরাত্রিকয়োস্তত্রাবশ্যমেকো দিবসঃ ঔদয়িকে আর্য্যভটাহর্গণে দাতব্যো ভবতি...।" (ঐ, ১১।১৩, ভাষ্য)

শঙ্করনারায়ণ (৭৯১ শক) লিখিয়াছেন,—

"অস্মদপি মধ্যমসংস্কারমাচার্য্যার্য্যভটেনৈব প্রণীতমিতি কেচিদ্বর্ণয়ন্তি।"

ব্রহ্মগুপ্তের খণ্ডখাদ্যকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি এই প্রকার বলিয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং যেন ঐ বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। নতুবা "কেচিৎ বদন্তি" লিখিতেন না।

আর্য্যভটের শিষ্যবর্গ

আচার্য্য আর্য্যভটের সমস্ত শিষ্যের নাম ও পরিচয় এখনও জানা যায় নাই। তবে যতটা জানা গিয়াছে, তাহাতেই দেখা যায় যে, শিষ্য সম্পর্কে তিনি পরম ভাগ্যবান্ ছিলেন। কারণ, তাঁহার কোন কোন শিষ্য ও অনুশিষ্য গণিতবিদ্যায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। লল্ল লিখিয়াছেন,—

"বিজ্ঞায় শাস্ত্রমলমার্য্যভটপ্রণীতং
তন্ত্রাণি কৃতানি যদ্যপি তদীয়শিষ্যৈঃ।"১

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে, আর্য্যভটের অনেক শিষ্যই জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এতটা শিষ্য-সৌভাগ্য অপর কোন হিন্দু জ্যোতিষীর হইয়াছিল দেখা যায় না।

আর্য্যভটীয়ের রচনাকাল প্রসঙ্গে ভাস্কর লিখিয়াছেন,—

এতদেব আচার্য্য আর্য্যভটশাস্ত্রব্যাখ্যানসময়ে বা পাণ্ডুরঙ্গস্বামীলাটদেব...নিশঙ্কুপ্রভৃতিভ্যঃ প্রোবাচ।"—(গণিতপাদ, ১০ শ্লোক, ভাষ্য।)

অতীব দুঃখের বিষয় যে, আমাদের পাণ্ডুলিপির পাঠ এ স্থলে খণ্ডিত। এই পাঠ উদ্ধারের উপায় আপাততঃ দেখি না। কারণ, পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, ভাস্করের ভাষ্যের অপর কোন পাণ্ডুলিপির অস্তিত্বের সন্ধান এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সেই হেতু ভাস্কর যে যে শিষ্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন—সমস্ত শিষ্যের নাম যে তিনি করেন নাই, 'প্রভৃতি' শব্দ প্রয়োগেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়—তাঁহাদিগকে জানিবার উপায় আপাততঃ নাই। যাহা হউক, এ স্থলে আমরা আর্য্যভটের তিন জন শিষ্যের নাম পাইতেছি—পাণ্ডুরঙ্গস্বামী, লাটদেব ও নিশঙ্কু বা শঙ্কু। অন্য উপায়ে জানা যায় যে, প্রভাকর, ভাস্কর এবং লল্লও আর্য্যভটের শিষ্য ছিলেন। আমরা এ স্থলে তাঁহাদের যথাসম্ভব পরিচয় দিতেছি।

১। 'শিষ্যধীবৃদ্ধিতন্ত্র', ১২

পাণ্ডুরঙ্গস্বামী—পাণ্ডুরঙ্গস্বামী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নাই। বস্তুতঃ ভাস্করের উক্তি ব্যতীত অপর কুত্রাপি তাঁহার নামোল্লেখ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই।

লাটদেব—আচার্য্য লাটদেব জ্যোতিষশাস্ত্রে অদ্বিতীয় মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাই তিনি "সর্বসিদ্ধান্তগুরু" খ্যাতি লাভ করেন।১ ব্রহ্মগুপ্ত (৫৫০ শক) লাটের জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তে দুই তিনটা দোষারোপ করিয়াছেন বটে। কিন্তু তাঁহার উক্তি নির্বিচারে বিশ্বাস্য নহে। কারণ, আচার্য্য আর্য্যভটের সিদ্ধান্তে তিনি যে সমস্ত দোষ দিয়াছেন, তাঁহার ভাষ্যকার চতুর্বেদাচার্য্য পৃথূদক স্বামী (৭৮৬ শক) প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তাহার অধিকাংশ বৃথা। এমন কি, তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে, আর্য্যভটের অনুক্ত বিষয়ও তাঁহাতে আরোপ করিয়া তাঁহার নিন্দা করা হইয়াছে। লাটের প্রতিও ব্রহ্মগুপ্তের ব্যবহার স্থলে স্থলে সেই প্রকার দ্বেষদুষ্ট হইতে পারে। একমাত্র লাটাচার্য্য-প্রণীত গ্রন্থাদির পর্য্যালোচনা দ্বারাই তাহার সমাধান হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, লাটকৃত কোন গ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

বরাহমিহিরের উক্তি হইতে জানা যায় যে, আচার্য্য লাটদেব প্রাচীন 'পুলিশসিদ্ধান্ত' এবং 'রোমক সিদ্ধান্তে'র প্রতিসংস্কার করিয়াছিলেন।

"পঞ্চেভ্যো দ্বাবাদ্যৌ ব্যাখ্যাতৌ লাটদেবেন"২

"পুলিশসিদ্ধান্ত, রোমকসিদ্ধান্ত, বসিষ্ঠসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং পিতামহসিদ্ধান্ত, এই পঞ্চ সিদ্ধান্তের প্রথম দুইটি লাটদেব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।" এ স্থলে "ব্যাখ্যাত" (ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন) শব্দ সাধারণভাবে "ভাষ্যটীকাদির দ্বারা বিশদ করিয়াছিলেন" অর্থে গ্রহণ করিলে ভুল হইবে। লাটদেব কালান্তরাদিদোষহেতু ভ্রষ্ট প্রাচীন সিদ্ধান্ত-দ্বয়কে নানা প্রকার সংস্কারাদির দ্বারা পরিশুদ্ধ ও দৃগ্‌গণিতৈক্যসম্পন্ন করিয়া এক প্রকার স্বতন্ত্র গ্রন্থই রচনা করিয়াছিলেন, মনে করিতে হইবে। ইহার যথেষ্ট কারণ আছে।

বরাহমিহির লিখিয়াছেন যে, লাটাচার্য্য যবনপুরে সূর্য্যার্দ্ধাস্ত হইতে দিনপ্রবৃত্তি গণনা করিতেন।৩ যবনপুরে সূর্য্যার্দ্ধাস্ত এবং লঙ্কায় অর্দ্ধরাত্রি একই সময়।

ভাস্কর৪ লাটদেবের গ্রন্থ হইতে অয়নারম্ভ ও ঋতুপ্রবৃত্তি বিষয়ক দুইটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"মকরাদাবুদগয়নং দক্ষিণময়নং চন্দ্রভবনাদৌ"
"ঋতবঃ শিশিরবসন্তগ্রীষ্মঘনাগমশরদ্দিমাগমানাং।
মৃগমকরাদ্রাশিদ্বয়দিনভোগস্থিতিসমানা॥"

আলবীরুণী লিখিয়াছেন যে, সূর্য্যসিদ্ধান্ত লাটকর্ত্তৃক রচিত।৫ তদানীন্তন কোন হিন্দু জ্যোতিষীর মুখে তিনি সেই প্রকার শুনিয়া থাকিবেন। সেই হেতুতে কার্ণ মনে করেন যে, সূর্য্যসিদ্ধান্তের কোন একটি সংস্করণ লাটকৃত হওয়া সম্ভব।৬ দীক্ষিতও

১। ভাস্কর লিখিয়াছেন, "সর্বসিদ্ধান্তগুরুরাচার্য্যলাটদেব আহ" (আর্য্যভটীয়, কালক্রিয়াপাদ, ৫ শ্লোক, ভাষ্য)
২। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ১।৩ ৩। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা.' ১৫।১৮
৪। কালক্রিয়াপাদ, ৫ শ্লোক, ভাষ্য।
৫। *Alberuni's India*, ১ম খণ্ড,
৬। তৎসম্পাদিত 'বৃহৎসংহিতা'র ভূমিকা

আলবীরুণীর উক্তিকে মানিয়া লইয়াছেন। তিনি বলেন যে, বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় ধৃত সূর্য্যসিদ্ধান্ত লাটকৃত হইতে পারে না। যদি হইত, বরাহমিহির তাহার উল্লেখ করিতেন, যেমন পুলিশসিদ্ধান্ত ও রোমকসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে করিয়াছেন। সুতরাং বর্ত্তমান সূর্য্যসিদ্ধান্ত লাটপ্রণীত, দীক্ষিত ইহা অনুমান করেন।১ এই সকল অনুমান দুর্ব্বল। আলবীরুণীর উক্তি ব্যতীত উহাদের পক্ষে অপর কোন প্রমাণ নাই। কোন হিন্দু জ্যোতিষী সূর্য্যসিদ্ধান্ত বা তাহার কোন সংস্করণকে লাটকৃত বলেন নাই। অধিকন্তু আলবীরুণীর লেখা দৃষ্টে মনে হয় যে, তিনি মূল সূর্য্যসিদ্ধান্তকেই লাট-প্রণীত মনে করিতেন। আমরা জানি, উহা সত্য নহে। সেই হেতুতে আলবীরুণীর উক্তি আরও অপ্রামাণ্য হইয়া যায়।

ব্রহ্মগুপ্তের উক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীষেণ এবং বিষ্ণুচন্দ্র তাঁহাদের প্রতিসংস্কৃত যথাক্রমে রোমক ও বসিষ্ঠসিদ্ধান্তে লাটকৃত গ্রন্থ হইতে মধ্যম রবি, চন্দ্র, চন্দ্রোচ্চ, চন্দ্রপাত, মঙ্গল, বুধ, গুরু, শুক্র, এবং শনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।২ ইহাতে দীক্ষিত অনুমান করেন যে, লাটকৃত কোন স্বতন্ত্র করণগ্রন্থও ছিল।৩

শ্রীপতি স্পষ্টতই লাটাচার্য্য-প্রণীত স্বতন্ত্র তন্ত্রগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"কেচিদ্বারং সবিতুরুদয়াদাহুরন্যে দিনার্দ্ধাৎ
ভানোরর্দ্ধাস্তময়সময়াদূচিরে কেচিদেবম্।
বারস্যাদিং যবননৃপতির্দিঙ্মুহূর্ত্তে নিশায়াং
লাটাচার্য্যঃ কথয়তি পুনশ্চার্দ্ধরাত্রে স্বতন্ত্রে॥"৪

মক্কিভট্ট টীকা করিয়াছেন,—

"...অন্যে লাটদেবাদয়ঃ ভানোরর্ধাস্তময়সময়াদর্ধাস্তময়কালমারভ্য এবং বারমূচিরে উক্তবন্তঃ।...লাটাচার্য্যঃ পুনশ্চ স্বতন্ত্রে স্বসিদ্ধান্তে অর্ধরাত্রে বারস্যাদিং কথয়তীত্যর্থঃ।"

কিন্তু সেই গ্রন্থ অধুনা উপলব্ধ নহে।

লাটদেব সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত আধুনিক পণ্ডিত মহলে নানা কল্পনা জল্পনা হইয়াছে। বেবর মনে করেন যে, এই লাটদেব এবং বেদাঙ্গ জ্যোতিষ-প্রণেতা লগধ একই ব্যক্তি ছিলেন। ভাউদাজী তাঁহাকে বিদেশীয় বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ও সেই প্রকার তাঁহাকে যবন বা যবন জ্যোতিষীর শিষ্য ছিলেন বলিয়া সন্দেহ করেন।৫ আচার্য্য ভাস্করের উক্তি দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, ঐ সমস্ত কল্পনা ভ্রান্তিমূলক। লাটদেব আর্য্যভটের শিষ্য; সুতরাং বরাহমিহিরের সমকালে পঞ্চম শক-শতকের মধ্যভাগেই তিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

ব্রহ্মগুপ্ত লাটের প্রতি এই দোষ দিয়াছেন যে, তৎকর্ত্তৃক পরিগণিত গ্রহণাদির

১। 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র,' ১৮০ পৃঃ
২। ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত, ১১।৪৮-৫০
৩। 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র,' ১৬৮ পৃঃ
৪। শ্রীপতি প্রণীত 'সিদ্ধান্তশেখর', শ্রীববুআ মিশ্র সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৩২, ২।১০
৫। 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ', ৮৪ পৃঃ

দিগৈক্য হয় না।১ এই দূষণ কতটা সৎ বলা যায় না। লাটের সংস্কৃত পুলিশ ও রোমক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বরাহমিহির অন্য প্রকার বলিয়াছেন।

"পৌলিশকৃতঃ স্ফুটোঽসৌ তস্যাসন্নস্ত রোমকপ্রোক্তঃ"২

অর্থাৎ "পুলিশকৃত সিদ্ধান্ত স্ফুট; রোমকপ্রোক্ত সিদ্ধান্ত তাহার আসন্ন।" বরাহমিহিরের সময়ে যাহা স্ফুট ছিল, শতাধিক বর্ষ পরে কালান্তরে অবশ্য-সম্ভাব্য দোষে তাহা কিঞ্চিৎ শ্লথ হইবারই কথা। কিন্তু তাহার জন্য লাটদেবকে দূষণ দেওয়া যাইতে পারে না।

নিশঙ্কু বা শঙ্কু—ইঁহার প্রকৃত নাম নিশঙ্কু, কি শঙ্কু, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কেন না, ভাস্করের ভাষ্যের যেই স্থলে তাঁহার নামে আছে, আমাদের পাণ্ডুলিপি ঐ স্থলে খণ্ডিত। যদি শঙ্কুই হয়, তবে এদেশের একটা প্রাচীন কিম্বদন্তীর কথঞ্চিৎ সমর্থন পাওয়া যায়। কালিদাস গণক (দ্বাদশ শকশতাব্দী)ও ঐ কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন।৩ তন্মতে বরাহমিহির ও শঙ্কু সমসাময়িক,—রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নব রত্নের দুই রত্ন। আর্য্যভটের শিষ্য শঙ্কু সত্যই বরাহমিহিরের সমকালিক।

প্রভাকর—'সিদ্ধান্তশিরোমণিকা'র সুপ্রসিদ্ধ ভাস্করাচার্যের উক্তি ("আর্যভটস্য শিষ্যাঃ প্রভাকরাদয়ঃ")৪ মূলে জানা যায় যে, আচার্য্য প্রভাকর আচার্য্য আর্য্যভটের শিষ্য। তিনি আর্য্যভটীয়ের একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ঐ ভাষ্য অধুনা বিলুপ্ত। স্বরচিত ভাষ্যে ভাস্কর দুই স্থলে উক্ত ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। উভয়ত্রই ভাস্করের ব্যাখ্যা প্রভাকরের ব্যাখ্যা হইতে ভিন্ন।৫ ভাস্কর প্রভাকরকে গুরুবৎ মান্য করিতেন ("স গুরুঃ")। শঙ্করনারায়ণ (৭৯১ শক) স্বকৃত 'লঘুভাস্করীয়ব্যাখ্যানে' প্রভাকরের একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"সূর্য্যেন্দুযোগনক্ষত্রে রূপবর্ষকপঙ্ক্তিঃ।
অত্যষ্টী চৈব ধৃত্যা চ পঙ্‌ক্ত্যা যুক্ত্যা পৃথক্ পৃথক্।
নিরোধং পরিঘং বজ্রং দণ্ডং খণ্ডং চ চূলকম্।
ব্যতীপাতং চ সপ্তৈতান্ মহাদোষান্ বিদুঃ ক্রমাৎ॥"

এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, আচার্য্য প্রভাকর-রচিত একটা সংহিতাগ্রন্থ ছিল। লক্ষ্মণসেনকৃত 'অদ্ভুতসাগরে' (১০৯০ শক) এবং পীতাম্বরকৃত 'বিবাহপটলে' (১৪৪৪ শক) আচার্য্য প্রভাকর-প্রণীত সংহিতাগ্রন্থের উল্লেখ আছে। 'প্রভাকরগণিত' নামে একটা তন্ত্রগ্রন্থও তিনি লিখিয়াছিলেন। তাহা এখন বিলুপ্ত। সূর্য্যদেব যজ্বা তাহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।৬

ভাস্কর—আমরা এই পর্য্যন্ত আচার্য্য ভাস্কর-প্রণীত তিনখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি, (১) আর্য্যভটীয়ের ভাষ্য, (২) বৃহৎ কর্মনিবন্ধ এবং (৩) লঘু কর্মনিবন্ধ। শেষোক্ত

১। 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত,' ১১।৪৬
২। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', ১।৪
৩। 'জ্যোতির্ব্বিদাভরণ'
৪। 'সিদ্ধান্তশিরোমণি', স্পষ্টাধিকার, ৪৩ শ্লোক, বাসনা (কাশী সরস্বতীভবনস্থ পাণ্ডুলিপি)
৫। ৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৬। *Triennial Cat. of Sans., Mss., Madras,* 1916-17—1918-19 R. No. 2741, p, 3916

গ্রন্থ দুইটি; রচয়িতার নামানুসারে যথাক্রমে বৃহৎ বা মহাভাস্করীয় এবং লঘুভাস্করীয় নামেও প্রসিদ্ধ। উহারা আর্য্যভটীয়মূলে প্রণীত। আর্য্যভটীয়ভাষ্যের স্থলে স্থলে ভাস্কর "(বৃহৎ) কর্মনিবন্ধ" হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং তাহা ভাষ্যের পূর্বে রচিত। লঘুভাস্করীয় তাহার পরে লিখিত।[১]

পরবর্ত্তী হিন্দু জ্যোতিষিগণ ভাস্করের মতকে অতি শ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখিতেন। পৃথূদক স্বামী (৭৮৬ শক), সূর্য্যদেব যজ্বা, এবং মক্কিভট্ট (১২৯৯ শক) প্রভৃতি তাঁহার প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। তৎকৃত ভাষ্যের অনুসরণে সোমেশ্বর আর্য্যভটীয়ের নূতন ভাষ্য প্রণয়ন করেন। "ভাস্করীয়ের অনুসরণে" জনৈক অর্বাচীন জ্যোতিষী 'বাক্যকরণ' রচনা করেন।

ভাস্করীয়ের একাধিক ভাষ্য পাওয়া যায়। কেরলদেশীয় শঙ্করনারায়ণ (৭৯১ শক) লঘুভাস্করীয়ের একখানি বিশদ ভাষ্য রচনা করেন। তাহা 'শঙ্করনারায়ণীয়' নামে খ্যাত। সূর্য্যদেব যজ্বা-কৃত মহাভাস্করীয় ব্যাখ্যানের নাম 'গোবিন্দসাম্য'। তদবলম্বনে পরমেশ্বর (১৩৫২ শক) 'সিদ্ধান্তদীপিকা' নামে এক বিস্তৃত ভাষ্য লেখেন। পরে তিনি স্বতন্ত্রভাবে মহাভাস্করীয়ের আর একখানি টীকা রচনা করেন। তাহা 'কর্ম্মদীপিকা' নামে প্রসিদ্ধ। পরমেশ্বর লঘুভাস্করীয়েরও টীকা করিয়াছেন। মক্কিভট্ট (১২৯৯ শক), 'গণিতবিলাস' নামে মহাভাস্করীয়ের বিস্তৃত টীকা করেন।[২] রুদ্রের শিষ্য শ্রীকণ্ঠ মহাভাস্করীয় এবং লঘুভাস্করীয় উভয়েরই টীকা লিখিয়াছিলেন।[৩] উদয়দিবাকর জ্যোতিষভট্টকৃত লঘু-ভাস্করীয়ের টীকা ত্রিভন্দ্রম্ ও বরোদাস্থ সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিশালায় পাওয়া যায়।[৪]

লল্ল—আচার্য্য লল্ল আচার্য্য আর্য্যভটের অন্তেবাসী শিষ্য ছিলেন কি না, সেই বিষয়ে মতভেদ আছে। প্রাচীনদের মধ্যে সূর্য্যদেব যজ্বা[৫] এবং পরমেশ্বর[৬] লল্লকে আর্য্যভটের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কার্ণ, জনার্দ্দন বালাজী এবং সুধাকর দ্বিবেদী[৭] প্রভৃতি

১। শঙ্করনারায়ণের মতে ভাস্কর সর্ব্বপ্রথমে আর্য্যভটীয়ভাষ্য, পরে মহাভাস্করীয় এবং সর্ব্বশেষ লঘুভাস্করীয় রচনা করেন।

'তত্র প্রথমতস্তাবদার্য্যভটস্য গণিতকালক্রিয়াগোললক্ষণশাস্ত্রস্য ভাষ্যং কৃত্বা পুনর্গ্রহকর্ম্মনিবন্ধনং বৃহদ্ভাস্করীয়ং নাম কৃত্বা পুনরপি সংক্ষেপেন অষ্টাধিকারকারিতগ্রহকর্মনিবন্ধনং মন্দবুদ্ধীনামনুগ্রহবুধ্যা গুরুরয়ং ভাস্করঃ স্বনামসম্বন্ধ-মুপদিদিক্ষু... ।" স্বয়ং গ্রন্থকারের উক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া এই মত অনাদরণীয়।

২। এই টীকা এখনও পাওয়া যায় নাই। সিদ্ধান্তশেখরের স্ববিরচিত ভাষ্যে মক্কিভট্ট স্বকৃত 'বৃহদ্ভাস্করীয়-ব্যাখ্যানে'র উল্লেখ করিয়াছেন।

৩। *Triennial Catalogue* for Madras, 1919—1922, No. 3730 দ্রষ্টব্য।

৪। ভাস্কর সম্বন্ধে ইতোধিক খবরের জন্য লেখকের "The two Bhaskaras" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (*Indian Historical Quarterly*, Vol. VI, 1930, pp, 727-736. এই প্রবন্ধ লিখিবার সময়ে আমি মনে করিয়াছিলাম যে, প্রভাকর এবং ভাস্কর একই ব্যক্তি। উহা সত্য নহে। তখন ভাস্করকৃত আর্য্যভটীয়ের ভাষ্য আমার হস্তগত হয় নাই। এই গ্রন্থেরই উক্তি হইতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, প্রভাকর এবং ভাস্কর ভিন্ন ব্যক্তি।

৫। সূর্য্যদেব লিখিয়াছেন, "...কিঞ্চিৎ সম্প্রদায়েন সিদ্ধম্। ক্ষেপশোধনমতীতি জ্ঞানং তচ্ছিষ্যেণ লল্লাচার্য্যেণ শিষ্যধীবৃদ্ধিদাখ্যে মহাতন্ত্রে..."—ভটপ্রকাশিকা, ৩।১০

৬। পরমেশ্বর লিখিয়াছেন, "তথা চ তচ্ছিষ্যো লল্লাচার্য্যঃ"—ভটদীপিকা, ৩।১০

৭। 'গণকতরঙ্গিণী', ৫ পৃঃ।

তাহা মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত[১] এবং শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়[২] এই বিষয়ে শঙ্কা করেন। তাঁহাদের মতে লল্ল, এমন কি, আর্য্যভটের সমকালীনও নহেন। তাঁহাদের যুক্তি এই প্রকার,—

১। যদি লল্ল প্রথম আর্য্যভটের শিষ্য বা সমকালীন হইতেন, তবে ভাস্করাচার্য্য (দ্বিতীয়) লল্লের যে সব দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রথমার্য্যভটের গ্রন্থেও থাকিত। কিন্তু আর্য্যভটীয়ে সেই সকল দোষ নাই।

২। ব্রহ্মগুপ্ত পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক গ্রন্থকারের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। আর্য্যভটের উপর তিনি খড়্গহস্তই ছিলেন। কিন্তু তিনি লল্লের নামোল্লেখও করেন নাই।

৩। লল্ল যদি আর্য্যভটের শিষ্য হইতেন, গুরুর সিদ্ধান্তে বীজসংস্কার করিতেন না। বীজসংস্কার প্রয়োজন হইলে, স্বয়ং আর্য্যভটই তাহা করিতেন, অথবা শিষ্যের সময়ে বীজসংস্কার আবশ্যক হইত না।

৪। লল্ল ভূভ্রমণবাদে দোষ দিয়াছেন। আর্য্যভটের শিষ্য হইলে, তিনি এই প্রকার গুরুদ্বেষী হইতেন না।

৫। ভাস্করাচার্য্য (দ্বিতীয়) লল্লকে অনেক দোষ দিয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে আর্য্যভটের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

এই সমস্ত যুক্তি আমাদের নিকট সারবান্ মনে হয় না। কারণ, (১) লল্ল গুরুর সমস্ত সিদ্ধান্ত ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তাই ব্যাখ্যা করিতে ভুল করিয়াছেন, মনে করিলে প্রথম আপত্তি কাটিয়া যায়। বস্তুতই যে ঐরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখাইব। (২) অনুক্তিবাদ, অর্থাৎ ব্রহ্মগুপ্ত লল্লের নামোল্লেখ করেন নাই, তাই লল্ল ব্রহ্মগুপ্ত অপেক্ষা প্রাচীন হইতে পারেন না, এই প্রকার যুক্তি, দুর্ব্বল প্রমাণ। এক লাটদেব ব্যতীত আর্য্যভটের অপর কোন শিষ্যের নামোল্লেখ ব্রহ্মগুপ্ত করেন নাই। সেই যুক্তিতে তাঁহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। আরও দেখা যায়, আর্য্যভটের শিষ্যবর্গের ভুলত্রুটির জন্যও ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটকে দায়ী করিয়াছেন। পৃথূদক স্বামী ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। হয় ত সেই কারণে ব্রহ্মগুপ্ত স্বতন্ত্রভাবে লল্লের নামোল্লেখের প্রয়োজন মনে করেন নাই। (৩) জ্যোতিষে সর্ব্বদাই কালান্তরে বীজসংস্কারের প্রয়োজন হয়। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী 'গ্রহলাঘব'কার গণেশ দৈবজ্ঞ তাঁহার পিতার প্রদত্ত গ্রহগণিতে ৬০ বৎসর পরে বীজসংস্কার করিয়া তাহাকে স্ফুটতর করিয়াছিলেন।[৩] লল্লও সেই প্রকার দৃগ্‌গণিতের ঐক্য করিয়া তাঁহার গুরুর গণিতকে স্ফুট করার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বলা যায়। (৪) এই পর্য্যন্ত যত দূর জানা গিয়াছে, আচার্য্য আর্য্যভটের সকল শিষ্যানুশিষ্যই তাঁহার ভূভ্রমণ-

১। 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র' ২২৮ পৃঃ। ২। 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ,' ১৮১ পৃঃ।

৩। গণেশ দৈবজ্ঞ লিখিয়াছেন,—

"শ্রীকেশবঃ স্ফুটতরং কৃতবান্ হি সোরা-
যাসন্নমেতদপি ষষ্টিমিতে গতেঽব্দে।
দৃষ্ট্বা শ্লথং কিমপি তত্তনয়ো গণেশঃ
স্পষ্টং যথা হ্যকৃতদৃগ্‌গণিতৈক্যমত্র।"—বৃহত্তিথিচিন্তামণি

বাদে দোষ দিয়াছেন। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা বারান্তরে করা যাইবে। (৫.১) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অনুক্তিবাদ দুর্বল প্রমাণ। যাহা হউক, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য্যের পূর্ববর্ত্তী সূর্য্যদেব যজ্বা লল্লকে আর্য্যভটের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

লল্ল রেবতী তারার ভোগ ৩৫৯ অংশ দিয়াছেন। এই সূত্র অবলম্বনে গণনা করিয়া দীক্ষিত এবং রায় মহাশয় অনুমান করেন যে, লল্ল ৬০০ (দীক্ষিত) বা ৫০০ (রায়) শকের কাছাকাছি সময়ে ছিলেন। সুতরাং তিনি আর্য্যভটের সাক্ষাৎ শিষ্য হইতে পারেন না, তাঁহারা ইহা বলেন। তাঁহাদের এই যুক্তি সারবান্ বলিতে হইবে, যদি লল্লপ্রদত্ত গণনা সূক্ষ্ম ছিল ধরা যায়।

লল্ল নামক একজন জ্যোতিষী ব্রহ্মগুপ্তের 'খণ্ডখাদ্যে'র একখানি ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। উহা 'খণ্ডখাদ্যপদ্ধতি' নামে খ্যাত ছিল। আমরাজ লিখিয়াছেন যে, তিনি লল্লাদির ভাষ্য অবলম্বনে উক্ত গ্রন্থের স্বকীয় টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

"লল্লোৎপলসোমেশ্বরবিরচিতভাষ্যানি তত্ত্বতো বুদ্ধা।
একীকৃত্য তদর্থং সুখায় সংক্ষেপতো বক্ষ্যে ॥"

খণ্ডখাদ্যকের টীকাকার লল্ল এবং শিষ্যধীবৃদ্ধিদকার লল্লাচার্য্য একই ব্যক্তি মনে করিয়া শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন যে, লল্লাচার্য্য ব্রহ্মগুপ্ত অপেক্ষা অর্ব্বাচীন।[১] তাঁহার এই অনুমান সত্য নহে। আমরাজের অপর উক্তি হইতেই তাহা বোঝা যায়। শুক্রশীঘ্রোচ্চ আনয়নের জন্য খণ্ডখাদ্যকে প্রাপ্ত বিধির সমালোচনা অবসরে আমরাজ লিখিয়াছেন,[২]—

"অস্মাচ্চ বক্ষ্যমাণোত্তরোক্ত্যা কৃতমুনয়ো লিপ্তাঃ শোধ্যা এতচ্চ গ্রন্থকৃদহম(?)হমিকামাত্রম্। ন তু চিত্তচমৎকারিণী কাঽপি যুক্তিরবগম্যতে। কেচিত্ত

ভানোঃ ফলেন পরমেণ দলীকৃতেন
স্পষ্টো ভৃগুর্বিরহিতোঽপরিস্ফুটঃ স্যাৎ ॥

ইতি শিষ্যধীবৃদ্ধিবচনাৎ শুক্রশীঘ্রফলস্যৈব সংস্কারমাহুস্তন্ন। লল্লোৎপলভাষ্যয়োঃ শীঘ্রোচ্চস্যৈব সংস্কারস্যাভিহিতত্বাৎ।"

এ স্থলে দেখা যায়, আমরাজ ভাষ্যকার লল্লের মতাবলম্বনে শিষ্যধীবৃদ্ধিদকার লল্লের মত খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি তাঁহাদের ভিন্ন ব্যক্তি মনে করিতেন, বলিতেই হইবে।

আচার্য্য লল্ল ত্রিবিক্রম ভট্টের পুত্র এবং শাম্বের পৌত্র। তাঁহাদের বাসস্থান লাটদেশে।

লল্লাচার্য্য প্রখ্যাতনামা জ্যোতিষী ছিলেন। আচার্য্য আর্য্যভটের গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি 'ধীবৃদ্ধিদ', 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ' বা 'শিষ্যধীমহাতন্ত্র' নামে একখানি গ্রহগণিতগ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থারম্ভেই তিনি বলিয়াছেন,

"আচার্য্যার্য্যভটোদিতং সুবিষমং ব্যোমৌকসাং কর্ম্ম য-
চ্ছিষ্যাণামভিধীয়তে তদধুনা লল্লেন ধীবৃদ্ধিদম্ ॥"

১। *Bulletin of the Cal. Math. Soc.*, Vol XXII, 1930, p. 116
২। 'খণ্ডখাদ্যক', ২।৬, টীকা

অন্যত্র আবার লিখিয়াছেন,১—

"লল্লেন তস্য তনয়েন শশাঙ্কমৌলেঃ
শৈলাধিরাজতনয়াদয়িতস্য শম্ভোঃ।
সম্পূজ্য পাদযুগমার্য্যভটাভিধান-
সিদ্ধান্ততুল্যফলমেতদকারি তন্ত্রম্॥"

আর্য্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত এবং লল্লাচার্য্যের গ্রন্থকে আদর্শ করিয়া শ্রীপতি ভট্ট (৯৬১ শক) 'সিদ্ধান্তশেখর' নামে একখানি বৃহদাকার গ্রহগণিতগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন।২ ঐ গ্রন্থের সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীববুআ মিশ্র বলেন,৩ "গ্রন্থরচনাসম্বন্ধে লল্লাচার্য্যই বিশেষভাবে শ্রীপতির আদর্শ ছিলেন। কারণ, যে সমস্ত বিষয়ের চর্চ্চা ব্রহ্মগুপ্ত করেন নাই, অথচ লল্ল করিয়াছেন, শ্রীপতি সেই সমস্ত বিষয়কেও নিয়মিতরূপে যথাযথভাবে শ্লোকান্তরে বলিয়াছেন।" এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, শ্রীপতি ব্রহ্মগুপ্ত অপেক্ষা লল্লকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। কোন কোন বিষয়ে দোষ প্রদর্শন করা সত্ত্বেও দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য্য স্বকৃত 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'তে অপর অনেক বিষয়ে লল্লাচার্য্যের অনুসরণ করিয়াছেন। ব্রহ্মদেব, দামোদর প্রভৃতি পরবর্ত্তী আর্য্যভটানুযায়ী করণগ্রন্থকারগণ লল্লকৃত সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। (পরে দেখ)।

লল্ল একখানি পাটীগণিত এবং 'রত্নকোশ' নামে একখানি জ্যোতিষসংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। উভয় গ্রন্থই অধুনা লুপ্ত। দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য্য লল্ল-প্রদত্ত গোলপৃষ্ঠফল-গণনাবিধির দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"তর্হি তেন লল্লেন 'বৃত্তফলং পরিধিঘ্নং সমং ততো ভবতি গোলপৃষ্ঠফলম্' ইতি স্বগণিতে কথং পরিধিঘ্নং কৃতম্। কিন্তু বৃত্তফলং চতুর্ঘ্ন'মেব পৃষ্ঠফলং ভবতি। অস্য লল্লোক্তস্য গণিতস্য দুষ্টত্বাদ্ ভূপৃষ্ঠফলমপি দুষ্টমিত্যর্থঃ।"৪

কমলাকর (১৫৮০ শক) বলেন, ঐ দোষটা লল্লাচার্য্যের হইতে পারে না। মূল গ্রন্থে ঐ দোষ ছিল না। "লেখকাক্ষর"দোষবশত ভাস্করাচার্য্য-পরিদৃষ্ট উহার পাণ্ডুলিপিতে ঐ দোষ আসিয়াছিল মাত্র।৫ এই মতের সমর্থনে কমলাকর কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, লল্লকৃত 'পাটীগণিত' ছিল। তাহার উল্লেখ আমরা এই পর্য্যন্ত অপর কুত্রাপি দেখি নাই।

লল্লকৃত রত্নকোশ এবং অন্যান্য সংহিতাশাস্ত্র অবলম্বনে শ্রীপতি 'রত্নমালা' নামক সুবিখ্যাত সংহিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

১। 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ', ১৩।২২

২। শ্রীপতি লিখিয়াছেন—

"শ্রীমদার্য্যভটজিষ্ণুনন্দনশ্রীত্রিবিক্রমসুতাদিসূরিভিঃ।
সিদ্ধিরম্বরচরস্য কক্ষয়া যা কৃতাঽথ ময়কাঽপি সোচ্যতে॥"

৩। তৎপ্রদত্ত গ্রন্থপরিচয়, ১৬ পৃঃ

৪। 'সিদ্ধান্তশিরোমণি,' গোলাধ্যায়, ভুবনকোশ; ৫৭ শ্লোক, বাসনা।—৫৩ শ্লোকও দেখ।

৫। "শিরোমণৌ লল্লকৃতং দোষাক্রান্তং বলাৎ কৃতম্।
তৎ সমুদ্ধরতে বিদ্বান্ যঃ স দৃগ্‌গোলবিদ্বরঃ॥
ধীশব্দাদ্গুণকঃ পঞ্চ লল্লোক্তো বৃত্তভূফলে।
বর্ণোঽয়ং রূপসর্গেঽত্র লেখকাক্ষরতোঽথবা॥"

সিদ্ধান্ততত্ত্ববিবেক, মহাপ্রশ্নাধিকার, ৩০৭-৮ শ্লোক।

আচার্য্য লল্ল সম্বন্ধে আরও অনেক আলোচনা করিবার আছে। সেই সকল কথার অবতারণা করিতে গেলে বর্ত্তমান প্রবন্ধের কলেবর অযথা বাড়িয়া যাইবে। সেই হেতু আমরা আর দুই একটা অত্যাবশ্যক কথা বলিয়া লল্লাচার্য্যের কাহিনীর আপাততঃ উপসংহার করিব। ঐগুলি লল্লের সময় নিরূপণে বিশেষ সহায়ক হইবে, মনে করি।

লল্লাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"বিজ্ঞায় শাস্ত্রমলমার্য্যভটপ্রণীতং
তন্ত্রাণি যদ্যপি কৃতানি তদীয়শিষ্যৈঃ।
কর্ম্মক্রমো ন খলু সম্যগুদীরিতস্তৈঃ
কর্ম্ম ব্রবীম্যহমতঃ ক্রমশস্তু সূক্তম্॥"—শিষ্যধীবৃদ্ধিদ, ১।২

অর্থাৎ "আর্য্যভট-প্রণীত শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তাঁহার শিষ্যগণ অনেক তন্ত্র লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কেহই কর্মক্রম সম্যক্‌রূপে বলেন নাই। সেই হেতু আমি (বর্ত্তমান গ্রন্থে) কর্ম্মক্রম সুচারু বাক্যে ক্রমশ বলিব।"

আচার্য্য ভাস্কর বলেন যে,—

"ভাস্করেণ পরিচিন্ত্য কৃতোঽয়ং
মন্দবুদ্ধিপরিবোধসমর্থঃ।
সম্যগার্য্যভটকর্ম্মনিবন্ধঃ
স্পষ্টবাক্যকরণৈঃ সমবেতঃ॥"—মহাভাস্করীয়, ৮।২৬

অর্থাৎ "(আর্য্যভট-প্রণীত শাস্ত্রাদির) বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া ভাস্কর এই সম্যক্ আর্য্যভটকর্ম্মনিবন্ধ অতি স্পষ্টার্থ বাক্যে সরল ভাষায় লিখিয়াছে, যাহাতে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিও উহাকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।"

তৎপ্রণীত লঘুভাস্করীয়ের উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন,—

"বিস্তরগ্রন্থভীরূণাং গ্রহসম্বন্ধবিত্তয়ে।
নিবন্ধঃ কর্ম্মণাং প্রোক্তো ভাস্করেণ সমাসতঃ॥"

অর্থাৎ "যাহারা বিস্তৃত গ্রন্থ পাঠ করিতে ভয় পায়, তাহারাও যাহাতে গ্রহগতি সম্বন্ধে সদ্‌জ্ঞান লাভ করিতে পারে, সেই অর্থে ভাস্কর সংক্ষেপে এই কর্মনিবন্ধ রচনা করিয়াছে।"

এইরূপে ভাস্করের উক্তি হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, তিনি আর্য্যভটের সিদ্ধান্ত অবলম্বনে কর্ম্মনিবন্ধ লিখিয়াছেন। অথচ লল্লাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, আর্য্যভটের কোন শিষ্য তাঁহার সিদ্ধান্তের আশ্রয়ে কর্ম্মক্রম লিখেন নাই। লল্লাচার্য্যের শিষ্যধীবৃদ্ধিদ, ভাস্করাচার্য্যের মহাভাস্করীয়ের পূর্বে রচিত মনে করিলেই, ঐ দুই উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা হইতে পারে। একই সম্প্রদায়ভুক্ত তাঁহাদের মত প্রথ্যাতনামা জ্যোতিষীর একে অপরের কথা জানিতেন না মনে করা সঙ্গত হইবে না। বিশেষত উভয়েই যথন এক প্রান্তবাসী ছিলেন। আমরা জানি, ভাস্কর ব্রহ্মগুপ্ত অপেক্ষা প্রাচীন। সুতরাং লল্লও ব্রহ্মগুপ্তের পূর্ববর্ত্তী ছিলেন। এইরূপে দেখা যায়, লল্লাচার্য্য ও ভাস্করাচার্য্য সমসাময়িক ছিলেন। এহেতু সূর্য্যদেব ও পরমেশ্বরের উক্তি মত লল্লাচার্য্যকে আচার্য্য আর্য্যভটের প্রত্যক্ষ শিষ্য স্বীকার করিতে আর কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।

অপর পক্ষে লল্ল লিখিয়াছেন,—

"যচ্চন্দ্রকেন্দ্রগতিরেব শরদ্বিদস্ত্রৈ-
র্ভক্তা ফলং জনিতমার্য্যভটস্য শিষ্যৈঃ।
তেন স্ফুটা গতিরতীতদিনেন্দুভুক্তি-
মাখ্যাতি কার্য্যমনয়া ন তু বর্ত্তমানে॥"—'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ', ২।৪৩

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় (দ্বিতীয়) ভাস্করাচার্য্য "আর্য্যভটের শিষ্যগণ" হিসাবে প্রভাকর প্রভৃতির ("প্রভাকরাদয়ঃ") উল্লেখ করিয়াছেন। সুধাকর দ্বিবেদী ইহা লিখিয়াছেন। লল্ল লিখিয়াছেন,—"আর্য্যভটের শিষ্যগণ"-ব্যাখ্যাত প্রক্রিয়া দ্বারা আনীত গ্রহফল তাঁহাদের সময়ে ("অতীতদিনে") স্ফুট হইত, কিন্তু তাঁহার স্বসময়ে হয় না ("ন তু বর্ত্তমানে")। সুতরাং প্রভাকরের কাল ও লল্লের কালের মধ্যে যথেষ্ট অন্তর ছিল, দেখা যায়। সেই হেতু লল্ল আর্য্যভটের প্রত্যক্ষ শিষ্য ছিলেন কি না, তদ্বিষয়েও সংশয় হইবে। কিন্তু তাহা অসম্ভব হয় না।

আর্য্যভটের প্রতিভা

গণিতবিদ্যার সর্ব্বত্রই আর্য্যভটের প্রতিভা দীপ্তিমান্। নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার দ্বারা তিনি সমস্ত শাখাকেই সমৃদ্ধিশালী করিয়া গিয়াছেন। আমরা এ স্থলে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দিব। বিস্তৃত বর্ণনার স্থান ইহা নহে।

পাটীগণিতে, আর্য্যভট বর্ণমালা সহায়ে সংখ্যাখ্যাপনের একটা অতি সুন্দর প্রণালী উদ্ভাবন করেন।[১] তদ্দ্বারা বৃহৎ সংখ্যাও অতি সংক্ষেপে বলা যায়। যথা,'খ্যুঘৃ'=৪,৩২০,০০০; 'সুশুশিথৃন'=১৭,৯৩৭,০২০। ইহাতে আর্য্যভট স্থানীয় মানতত্ত্বের উপযোগ করিয়াছেন। বর্গমূল এবং ঘনমূল নিষ্কাশনের জন্য আর্য্যভট-প্রদত্ত বিধি অধুনা প্রচলিত বিধির মতনই।[২] আর্য্যভটের পূর্ব্বকালের কোন হিন্দু গ্রন্থে মূল নিষ্কাশনের কোন বিধির বর্ণনা পাওয়া যায় না। আসন্নমূলানয়নের বিধি বোধায়নপ্রমুখ শুল্বকারগণের জানা ছিল। জৈন গ্রন্থেও তাহার প্রয়োগ আছে। গ্রীক গণিতিকগণ ঘনমূল আনিতে জানিতেন না। আলেকজেন্দ্রিয়ার হিরণ (২০০ খ্রীষ্টাব্দ প্রায়) অবর্গ সংখ্যার আসন্নমূলানয়নের একটা বিধি দিয়াছিলেন। উহা প্রাচীন হিন্দু বিধিরই অনুরূপ।

জ্যাগণিতে, আর্য্যভট জ্যাখণ্ডগণনার জন্য একটা সুন্দর বিধি বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ বিধি তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত, না অপর হইতে গৃহীত, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ফরাসী মনীষী ডিলেম্বার তাহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। গ্রীক কিম্বা আরবেরা ঐ প্রকার সুন্দর বিধি জানিত না।[৩] আর্য্যভট বৃত্তের পরিধি-ব্যাসানুপাতের,

---

১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য লেখকের "অক্ষরসংখ্যাপ্রণালী" প্রবন্ধ দেখ। ('সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা', ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ২২-৫০।

২ Avadesh Narayan Singh, "On the Indian Mothod of Root Extraction," *Bull. Cal. Math. Soc.* vol, 18, 1927, pp. 123-140; Sarada Kanta Ganguly, "Notes on Aryabhata,' *Journ. Behar and Orissa Res. Soc*, 1926, pp, 78-91

৩। Bibhutibhusan Datta, "*The Hindu Contributions to Mathematics, pp*, 14ff.

যাহার আধুনিক বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা 'পাই' (π), তাহার একটা অতি সূক্ষ্ম মান নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে

$$\frac{\text{পরিধি}}{\text{ব্যাস}} = \frac{৬২৮৩২}{২০০০০}$$

দশমিক অঙ্কে লিখিলে

$$\pi = ৩.১৪১৬$$

এই মানের সুসূক্ষ্মতা দেখিয়া কোন কোন বিদেশী লেখক সন্দেহ করিতে লাগিলেন, উহা হিন্দুর আবিষ্কার কি না। কেহ কেহ ত উহাকে গ্রীক-প্রভাবান্বিত বলিয়া শঙ্কা করিলেন। ঐ সমস্ত শঙ্কা অন্যায্য ও বৃথা। কারণ, গ্রীকগণ 'পাই'এর এত সূক্ষ্ম মান জানিতেন না। তাঁহাদের পরিগৃহীত মান (২২/৭) অপেক্ষাকৃত স্থূল। আর্য্যভটের সমকালিক বা স্বল্পপ্রাগ্বর্ত্তী চীনা গণিতিক ছু-চাঙ্গ-চী একটা সূক্ষ্মমান (৩৫৫/১১৩) আবিষ্কার করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু উহা ভিন্ন।[১] আর্য্যভটের আবিষ্কৃত পাই-মান তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য মহলে বরাবর ব্যবহৃত হইত।

বীজগণিতে আর্য্যভট কুট্টকগণনার একটা সুন্দর সামান্য বিধি আবিষ্কার করেন।[২] কুটকগণিতে গ্রীকগণ কিছুই করিতে পারেন নাই। চীনা সাঁ-ছু দুএকটা উদ্দেশকের বিশেষ সমাধান করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু তিনি সামান্য বিধি আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই। হিন্দু আর্য্যভট তাহাতে কৃতকার্য্য হন। বর্গসমীকরণের সমাধান করিতে আর্য্যভট জানিতেন। ঘনধারা সঙ্কলনের বিধি আর্য্যভটের গ্রন্থে প্রথম পাওয়া যায়।

$$১^৩+২^৩+৩^৩+\cdots+ন^৩=(১+২+৩+\cdots+ন)^২$$

জ্যোতির্গণিতে আর্য্যভটের দান আরও মূল্যবান্। তিনি ভূভ্রমণবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। এ দেশের পণ্ডিতবর্গের বিশ্বাস যে, তিনি উহার আবিষ্কর্ত্তাও। কিন্তু সম্প্রতি তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু হেতু উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বারান্তরে তাহার আলোচনা কবিব। আর্য্যভটের ঘোর প্রতিবাদী ব্রহ্মগুপ্ত ভূভ্রমণবাদের জন্য আর্য্যভটের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। আর্য্যভটের সহস্র বৎসর পরে, পঞ্চদশ শকশতাব্দীতে য়ুরোপে কোপর্নিকস ভূভ্রমণবাদ যথাযথ ব্যাখ্যা করেন। চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণের কারণ সম্বন্ধে আর্য্যভটের মত সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। তিনি বলেন, "চন্দ্র সূর্য্যকে এবং মহতী ভূচ্ছায়া চন্দ্রকে আচ্ছাদিত করে।" এ দেশের পৌরাণিক মতে, গ্রহণের কারণ রাহু। রাহু চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করে, তাই গ্রহণ হয়। এই পৌরাণিক মতকে উপেক্ষা করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিতে আর্য্যভট কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী বরাহ,

---

১। Bibhutibhusan Datta, "Hindu Values of—" *Jour. Asiat. Soc. Beng*, vol. 22, 1926, pp, 25-42

২। Bibhutibhusan Datta, "Elder Aryabhata's rule for the solution of indeterminate equations of the first degree, *Bull. Cal. Math. Soc.*, Vol. 24, 1932, pp. 19-36 আরও দেখ Sarada Kanta Ganguly, "India's Contribution to the theory of Indeterminate Equations of the first Degree, *Jour. Ind. Math. Soc.*, vol. 19, 1931-2, Notes and Questions pp. 110-120, 129-142, 153-168.

ব্রহ্মগুপ্তপ্রমুখ জ্যোতিষিবর্য্যদের ততটা সৎসাহস ছিল না। তাই তাঁহারা নানা প্রকার কল্পনার আশ্রয়ে স্মৃতিপুরাণাদিতে বর্ণিত উপাখ্যানের সহিত বিজ্ঞানের ঐক্য স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। এই প্রকার চেষ্টা পৃথিবীর সকল দেশে সকল কালে হয়, দেখা যায়। গ্রহগতি সম্পর্কে আর্য্যভট-ব্যাখ্যাত নীচোচ্চবৃত্তবাদ সম্পূর্ণ মৌলিক। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাহা নিঃসংশয়রূপে দেখাইয়াছেন।[১]

আচার্য্য আর্য্যভটের পরে তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ গণিতে কি নূতন দান করিয়াছিলেন, তাহা সম্যক্ জানিবার উপায় নাই। যেহেতু তাঁহাদের কৃত গ্রন্থাদি প্রায় সকলই বিলুপ্ত হইয়াছে। কুট্টকগণিতে আর্য্যভটের যে কিঞ্চিৎ ন্যূনতা ছিল, ভাস্কর তাহা পূর্ণ করেন। অধিকন্তু তিনি জ্যোতির্গণিতের প্রশ্ন সমাধানেও কুট্টকের উপযোগ করেন। এইটা সম্পূর্ণ অভিনব। তৎপূর্বে এদেশে, কি বিদেশে, কোথাও গ্রহগণিতে বীজগণিতের উপযোগ হয় নাই। আসন্ন জ্যামান গণনার জন্য ভাস্কর একটা নূতন বিধি দিয়াছেন।

$$\text{জ্যা ক} = \frac{\text{ব্যাস (পরিধ্যর্দ্ধ} - \text{ক)ক}}{\frac{1}{8}\{৪০৫০০ - (\text{পরিধ্যর্দ্ধ} - \text{ক})\text{ক}\}}$$

ক=ধনু। ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীপতি প্রভৃতিও স্ব স্ব গ্রন্থে এই বিধি দিয়াছেন।

ভগ্নাংশের আসন্নমূল আনয়নের জন্য ল্ল একটা বিধি দিয়াছেন—

যদি $\text{ক} = \text{খ}^2 + \text{গ}$, যথায় গ খ হইতে ছোট, তবে

$$\sqrt{\text{ক}^\circ + \text{ঘ}'} = \text{খ}^\circ + \frac{৬০(\text{গ} + ১) + \text{ঘ}}{২(\text{খ} + ১)}$$

পরবর্ত্তী কালে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য্য স্বপ্রণীত 'করণকুতূহলে' এই বিধি বর্ণনা করিয়াছেন।

আর্য্যভটীয়জ্ঞদের মতভেদ ও ভ্রান্তি

আচার্য্য আর্য্যভটের রচনা অতি সংক্ষিপ্ত ও গূঢ়ার্থবিশিষ্ট। সেই হেতু তাহার প্রকৃতার্থ দুর্বোধ্য। এই সম্বন্ধে, এমন কি, তাঁহার প্রত্যক্ষ শিষ্যগণের মধ্যেও মতভেদ ছিল, দেখা যায়। আমরা ইতিপূর্ব্বেই তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি। আর্য্যভট-প্রদত্ত জ্যাখণ্ড গণনাবিধির ব্যাখ্যা আচার্য্য ভাস্কর, আচার্য্য প্রভাকর হইতে ভিন্নরূপে করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, উভয় ব্যাখ্যা মতেই অভীষ্ট ফল পাওয়া যায়।

আর্য্যভটের কোন কোন সূত্রের প্রকৃতার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া, তাঁহারা ভ্রমে নিপতিত হন। তাঁহাদের কদর্থ অবলম্বনে ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। তাঁহার টীকাকার চতুর্ব্বেদাচার্য্য পৃথূদক স্বামী এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতঃ বলেন যে, ভুল শিষ্যদেরই। এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন,—

"যদি ভাস্করাদিভিঃ পূর্বাপরয়োঃ কপালয়োর্ধনমৃণধনং যথাসংখ্যং ব্যাখ্যাতং তত্র দিনার্দ্ধস্য লম্বনাভাবো যুক্তঃ

১। Prabohchandra Sengupta, "Aryabhata, the Father of Indian Epicyclic Astronomy," *Jour. Dept. Lett. Cal. Univ.* Vol. 18, 1928.

সম্ভবতি। য দিনার্দ্ধেঽপি লম্বনং তত্তথৌ ক্রিয়তে। কতরে ক্রিয়তে ক্ষয়ধনয়োরভস্তরযুক্তং। স্যাদ্দূষণমেতদ্যদ্যাযাভটো বক্ষ্যেৎ। তদ্বাক্যঞ্চ…তস্মাদার্য্যভটস্য নায়ং দোষঃ। ভাস্করাদীনামেব ভবতু তৈর্ন বুদ্ধস্তদভিপ্রায় ইতি।"[১]

অর্থাৎ "হাঁ, ইহা দোষ হইত বটে, যদি আর্য্যভট এই প্রকার বলিতেন। তাঁহার বাক্য এই…। অতএব এই দোষ আর্য্যভটের নহে। ভাস্করাদির আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার (আর্য্যভটের) অভিপ্রায় বুঝেন নাই।" অপর এক স্থলে,—

"অয়মপ্যর্থস্তত্র (আর্য্যভটতন্ত্রে) নাস্তি তস্মাদসদ্দূষণমেতৎ স্যাৎ। তদ্ব্যাখ্যাতৃণাং যত্তবতি তত্তবতু কা নঃ ক্ষতিঃ।"[২]

অর্থাৎ "এই অর্থও তথায় (আর্য্যভটতন্ত্রে) নাই। সুতরাং এই দূষণ অসৎ। তাহার ব্যাখ্যাতাগণের অবস্থা যাহাই হউক না কেন, তাহাতে আমাদের কি ক্ষতি?"

"তস্মাৎ সদ্দূষণমেতদার্যভটসূত্রস্য যদি নাম ভাস্করেণোপাখ্যানং কৃতং স্যাদার্য্যভটহৃদয়ানুসারীতি।"[৩]

অর্থাৎ "সুতরাং আর্য্যভটসূত্রের প্রতি এই দোষারোপ ঠিক হইয়াছে, যদি তাহার ভাস্করকৃত ব্যাখ্যান আর্য্যভটের আন্তরিক অভিপ্রায় অনুযায়ী হইয়া থাকে।"

এই শেষোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখা যায়, উক্ত সূত্রে আর্য্যভটের মনোগত অভিপ্রায় কি ছিল, তাহা পৃথূদক স্বামী সম্যক্ নিরূপণ করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মগুপ্তের প্রদর্শিত আর্য্যভটের একটা দোষকে পৃথূদক স্বামীও প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুধাকর দ্বিবেদী বলেন যে, আর্য্যভটের ঐ সূত্রের পরমেশ্বরকৃত ব্যাখ্যা যদি সত্য হয়, তবে তাঁহার প্রতি দোষারোপ সমীচীন হয় না।[৪]

আর্য্যভটশাস্ত্রের প্রতিপত্তি ও প্রসার

আচার্য্য আর্য্যভট এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ কর্ত্তৃক রচিত জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হিন্দু জ্যোতিষী মহলে বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল। ভাষ্য এবং টীকার সংখ্যাধিক্য তাহার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ। এমন কি, অষ্টাদশ শকশতকেও আর্য্যভটীয়ের উপর টীকা রচনা প্রয়োজন হইয়াছিল দেখা যায়।

আর্য্যভটের গ্রন্থাবলম্বনে তাঁহার অনেক শিষ্য স্বতন্ত্র গ্রহগণিত লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভাস্করের মহা এবং লঘুভাস্করীয় এবং লল্লের শিষ্যধীতন্ত্র ব্যতীত অপর গ্রন্থের প্রভাব কালক্রমে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, দেখা যায়। পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণের গ্রন্থে তাহাদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৩৭৮৫ কল্যব্দে অর্থাৎ ৬০৬ শকে কেরল প্রদেশে কালান্তরে প্রয়োজনীয় বীজসংস্কার দ্বারা আর্য্যসিদ্ধান্তকে স্ফুট করিয়া 'পরহিত' নামে এক জ্যোতিষতন্ত্র রচিত হইয়াছিল।[৫] কথিত আছে যে, মহামখম উৎসব সময়ে তিরুনবয় নগরীতে সমবেত হইয়া, তদানীন্তন জ্যোতির্বিদ্‌মণ্ডলী দৃগ্‌গণিতৈক্য করিয়া ঐ সংস্কার সাধন করেন।

১। 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত,' ১১।২৩ ভাষ্য। ২। ঐ, ১১।৪০, ভাষ্য। ৩। ঐ, ১১।২২, ভাষ্য। ৪। ঐ, ১১।৩৫, সুধাকর দ্বিবেদিকৃত টীকা।

৫। পিসারোটির "Shastras—Practical and Theoretical" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১০১৪ শকে মথুরানিবাসী চন্দ্রের পুত্র ব্রহ্মদেব গণক আর্য্যভটশাস্ত্রের আশ্রয়ে 'করণ-প্রকাশ' নামে একখানি সুন্দর করণগ্রন্থ লিখেন। গ্রন্থারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাচ্যুতত্রিনয়নার্কশশাঙ্কভৌমসৌম্যজ্ঞশুক্রশনিবাগধিপাগণেশান্।
নত্বাহমার্য্যভটশাস্ত্রসমং করোমি শ্রীব্রহ্মদেবগণকঃ করণপ্রকাশম্॥"

ব্রহ্মদেব-কৃত মঙ্গলাচরণ আর্য্যভটের মঙ্গলাচরণের অনুরূপ—"ব্রহ্মকুশশিবুধভৃগুরবিকুজগুরু-কোণভগণান্নমস্কৃত্য" ইত্যাদি। ব্রহ্মদেব লল্লোক্ত বীজসংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। দীক্ষিত মহাশয় বলেন,[১] করণপ্রকাশ অনুসারে এখনও গ্রহগণনা হইয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ গ্রহলাঘবকার গণেশ দৈবজ্ঞ করণপ্রকাশ হইতে শুক্র, মঙ্গল এবং রাহু গণিত গ্রহণ করিয়াছেন। এ দেশের অধিকাংশ গণক গ্রহলাঘবের সাহায্যে পঞ্জিকাগণনা করিয়া থাকেন।

১৩৩৯ শকে পদ্মনাভের পুত্র এবং নর্মদার পৌত্র দামোদর আর্য্যভটসিদ্ধান্ত অনুসরণে 'ভটতুল্য' নামে করণগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

"প্রত্যব্দশুধ্যার্য্যভটস্য তুল্যং বিদাং মুদেহং করণং করোমি"

ইহাতে কোন কোন বিষয়ে লল্লোক্ত সংস্কার গৃহীত হইয়াছে। নক্ষত্রভোগ আর্য্যভটীয়ে ও তদাশ্রয়ী করণপ্রকাশে নাই। দামোদর স্বীয় গ্রন্থে তাহাকেও স্থান দিয়াছেন।[২]

১৩৫৩ শকে কেরলাচার্য্য পরমেশ্বর বেধ সাহায্যে পরহিতের সংস্কার করিয়া 'দৃগ্‌গণিত' নামে অনুপম গ্রন্থ রচনা করেন।

'বাক্যকরণ' নামে একখানি করণগ্রন্থ আছে। উহার কর্ত্তা এবং রচনাকাল অজ্ঞাত। বোধ হয়, উহা অর্বাচীন কালের। মাদ্রাজ সরকারের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিশালায় 'বাক্যকরণ' এবং 'বাক্যকরণবিচার' পাওয়া যায়।[৩] 'বাক্যকরণ' ভাস্করীয়ের অনুসরণে রচিত। গ্রন্থকার তাহা স্বীকার করিয়াছেন,—

"ভাস্করীয়ানুসারেণ গণিতং ক্রিয়তে লঘু"

'বাক্যকরণবিচারে' আছে—

"অতএব বাক্যকরণকর্ত্তা আর্য্যভটীয়ং সর্বকালেষু দৃক্‌সমং কর্ত্তুং সংস্কারং কল্পয়িতা তস্য প্রামাণ্যং নির্ব্যূঢ়ম্। অতএব চ বাক্যকরণং শিষ্টৈরপ্যঙ্গীকৃতমিতি চেন্ন। এবং সতি বাক্যকরণকৃতং আর্য্যভটীয়ং সংস্কৃত্য প্রমাণং কুর্ব্বতঃ ততোঽপি লঘুতয়া আর্ষগ্রন্থানেব সংস্কৃত্য তৎপ্রমাণীকরণে অত্যন্তহৃত্তোপপত্তেঃ।"

আমাদের দেশে সম্প্রতি গ্রহগণনার তিনটা মত আছে—আর্য্যপক্ষ, ব্রহ্মপক্ষ এবং সৌরপক্ষ। প্রথম পক্ষের মূল গ্রন্থ আর্য্যসিদ্ধান্ত, দ্বিতীয়ের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত এবং তৃতীয়ের সূর্য্যসিদ্ধান্ত। তিন পক্ষের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বর্ষমান সম্বন্ধে। অন্যান্য বিষয়ে তিন পক্ষ প্রায়ই একমত। আর্য্যপক্ষের বিশেষ প্রচলন দেখা যায় মালাবারে। আর্য্যভটীয়ের ভাষ্য এবং টীকাকারদের অনেকেই কেরলবাসী। তদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ প্রদেশেই

১। 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র', ২৪০-৩ পৃষ্ঠা।
২। ঐ, ২৫৫-৭ পৃষ্ঠা।
৩। *Descriptive Catalogue* Nos. 13503, 13495

আর্য্যভটের সমাদর সর্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আর্য্যভট হিন্দুস্থানের পূর্বাংশের লোক হইলেও তাঁহার সিদ্ধান্তের বিশেষ আদর ও প্রতিপত্তি হইল দক্ষিণাংশে।

হিন্দুস্থানের বাহিরেও আর্য্যসিদ্ধান্তের প্রসার এবং প্রতিপত্তি হইয়াছিল। বোগদাদের খলিফা অল্‌মনস্থুরের রাজত্বকালে, ৬৯৪ শকে (প্রায়), উহা বোগদাদে আনীত এবং আরবী ভাষান্তরিত হয়। অল্‌ফাজারী, এয়াকুব ইবন তারিক, আবু অল্‌হসন, অল্‌অয়াজীপ্রমুখ তদানীন্তন আরব জ্যোতিষিগণ তাঁহাদের হিন্দু শিক্ষকের নিকট অন্যান্য হিন্দু গ্রন্থের সঙ্গে ঐ গ্রন্থও অধ্যয়ন করেন। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসমূহে আর্য্যভটীয় হইতে কোন কোন বিষয় গৃহীত হইয়াছে, দেখা যায়। অল্‌বীরুণীকৃত 'ভারতবৃত্তান্ত' হইতে আমরা এই সকল এবং আরও অনেক তথ্য জানিতে পারি। তিনি এই সম্পর্কে দু'একটা কৌতুকময় কথাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'আর্য্যভট' শব্দের যথাযথ উচ্চারণ আরব পণ্ডিতেরা করিতে পারিতেন না। তাঁহারা উহাকে 'আর্জভড়' বলিতেন। লোকমুখে বিকৃত হইয়া ইহা 'অর্জভর' হইল। কালক্রমে একেবারে 'অর্জ্‌ব্বর'এ পরিণত হইল। বুঝিবার ভ্রমে কেহ কেহ মনে করিত, উহার অর্থ সহস্রাংশ।[১] আবু অল্‌হসন চতুর্যুগকে 'অর্জভর-বর্ধ' বলিয়াছেন।

আর্য্যভটসম্প্রদায়ের খ্যাতি

আচার্য্য আর্য্যভট এবং তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ তাঁহাদের জীবদ্দশায় বিপুল যশোরাশি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রথম ভাস্কর লিখিয়াছেন,—

> "কালে মহতি দেশে বা স্ফুটার্থং যস্য দর্শনম্।
> জয়ত্যার্য্যভটঃ সোঽব্ধিপ্রান্তপ্রোল্লঙ্ঘিসদ্‌যশাঃ॥
> নালমার্য্যভটাদন্যে জ্যোতিষাং গতিবিত্তয়ে।
> তত্র ভ্রমন্তি তেঽজ্ঞানবহুলধ্বান্তসাগরে॥"[২]

"মহৎ কাল বা দেশ অন্তরেও যাঁহার জ্যোতিষদর্শন স্ফুটার্থক, যাঁহার সদ্‌যশোরাশি সাগরপ্রান্তকেও অতিক্রম করিয়াছে, সেই আর্য্যভটের জয় হউক। আর্য্যভট ব্যতীত অপর কেহ গ্রহগতি জানিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা তদ্বিষয়ে অজ্ঞানান্ধকারপূর্ণ সাগরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন মাত্র।"

> "তপোভিরাপ্তং স্ফুটতন্ত্রমস্মাকং
> চিরং সমভ্যেতু জগৎসু সদ্‌গুণৈঃ।
> চিরং চ জিয়াদ্দুরপেতকল্মষা
> ভটস্য শিষ্যা জিতরাগশত্রবঃ॥"[৩]

১। *Alberuni's India*, II, p. 18
২। লঘুভাস্করীয়, ১।২-৩
৩। মহাভাস্করীয়, ১।৩

"বহু তপস্তায় লব্ধ আমাদের এই 'স্ফুটতন্ত্র'[১] সদ্গুণের জন্ম চিরকাল পূজিত হইবে। আর্য্যভটের শিষ্যগণ কলুষবিহীন এবং জিতরাগশক্র হইয়া চিরজীবী হউক।"

ইহা অন্ধ গুরুভক্তি বা নিছক্ আত্মশ্লাঘা নহে। কবিজনসুলভ সামান্ত অতিশয়োক্তি বাদ দিয়া, ঐ বর্ণনাকে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। একটা প্রমাণ দিতেছি। ৪২৭ শকে, আর্য্যভটের গ্রন্থরচনার ঠিক ছয় বৎসর পরে, আচার্য্য বরাহমিহির তাঁহার বিখ্যাত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' সঙ্কলন করেন। তাহাতে তিনি আর্য্যভটের এবং তাঁহার শিষ্য লাটদেবের নাম করিয়াছেন। আর্য্যভটীয় হইতে একটা বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে। পুলিশ এবং রোমকসিদ্ধান্তের সঙ্কলনে, লাটকৃত সংস্করণই বরাহমিহিরের আশ্রয় ছিল, মনে হয়। বরাহমিহিরের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল উজ্জয়িনী। তিনি কাপিত্থক নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। উহা বর্ত্তমান সংযুক্ত প্রদেশের ফরক্কাবাদ জেলার অন্তর্গত ছিল।[২] সুতরাং উভয় স্থলই আর্য্যভটের কর্ম্মস্থল মগধ হইতে বহু দূরে অবস্থিত। সে কালে ছয় বৎসর মধ্যেই যে আর্য্যশাস্ত্র মগধ হইতে সুদূর উজ্জয়িনীতে ও কাপিত্থকে নীত এবং আলোচিত হইয়াছিল, তাহা তাহার বিপুল খ্যাতি ও প্রতিপত্তিরই পরিচায়ক।

এমন কি, তদানীন্তন জ্যোতিবিদ্‌গণ আর্য্যভট এবং লাটদেবের উক্তিকে 'আপ্তবাক্য' বলিয়া মান্ত করিতেন। দিনপ্রবৃত্তি বিষয়ে আর্য্যভট, লাটদেব এবং সিংহের মত উল্লেখের পরে, বরাহমিহির স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মত স্বতন্ত্র। তাহার কৈফিয়ৎ স্বরূপে তিনি লিখিয়াছেন,—

> "সূর্য্যস্যার্দ্ধাস্তময়াৎ প্রতিদিবসং যদি দিনাধিপং ক্রমঃ।
> তত্রাপি নাপ্তবাক্যং ন চ যুক্তিঃ কাচিদস্তাস্তি॥"
>
> পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, ১৫।২৬

"প্রতিদিন সূর্য্যের অর্দ্ধাস্ত হইতে আমরা দিনাধিপ গণনা করি। তাহার পক্ষে আপ্তবাক্য বা অপর কোন যুক্তিও নাই।" আরও দেখ, আর্য্যভটের শিষ্যদের মধ্যে হিন্দুস্থানের দক্ষিণ এবং পশ্চিম প্রান্তের লোকও ছিলেন। তাঁহারা আর্য্যভটের গভীর পাণ্ডিত্যখ্যাতি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই বিদ্যালাভের জন্ম পূর্বপ্রান্তে আসিয়াছিলেন।

পারস্যের সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী অলবীরুণী আর্য্যভট এবং তাঁহার অনুযায়িগণকে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। আর্য্যভটের মূল গ্রন্থ পাঠের সুযোগ তাঁহার হয় নাই। তৎসম্বন্ধে তিনি যাহা জানিয়াছিলেন, তাহাও ব্রহ্মগুপ্তপ্রমুখ বিরুদ্ধ সমালোচকগণের লেখা হইতে।

১। ব্রহ্মগুপ্ত লিখিয়াছেন,—

> "স্বয়মেব নাম যৎ কৃতমার্য্যভটেন স্ফুটং স্বগণিতস্য।
> সিদ্ধং তদস্ফুটত্বং গ্রহণাদীনাং বিসম্বাদাৎ॥"—ব্রাহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত, ১১।৫২

"আর্য্যভট নিজেই স্বগণিতের যে স্ফুট নাম রাখিয়াছেন, গ্রহণাদির বিসম্বাদ হেতু তাহা অস্ফুটত্বই সিদ্ধ হয়।" আর্য্যভট কোথাও স্বকৃত গ্রন্থের নামে স্ফুট শব্দ যোগ করেন নাই। ভাস্করের কথিত "আমাদের এই স্ফুটতন্ত্র" বাক্যকে লক্ষ্য করিয়াই ব্রহ্মগুপ্ত ঐ প্রকার লিখিয়াছিলেন, বোধ হয়।

২। *Ancient Geography of India*, pp. 705 f,

তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন, "সত্য সর্বতোভাবে আর্যভটের অনুযায়িগণের পক্ষে। আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, তাঁহারা বস্তুতঃই বিজ্ঞানের অতি উচ্চ স্তরে পৌছিয়াছিলেন।"[১]

এদেশে আর্যভটের গোঁড়ার দলও ছিল। তাঁহাদের কথা,—

"যদুক্তং সূর্য্যাদুপরি চন্দ্রস্য গমনং তদ্বেদান্তেতিহাসাদিষু শ্রূয়তে ন পুনরার্য্যভটোক্তিঃ। আর্যভটপ্রণীতং বিহায় ন বয়ং ততঃ (? ত্র) প্রবিশামঃ। পৌরাণিকশ্রুত্যাদিষু সম্বন্ধোঽস্য দর্শনস্যাস্তু বা ন বা। তদ্দর্শনমন্যথানুপপত্ত্যা সেৎস্যতি।"

অর্থাৎ ইহা কথিত হয় যে, চন্দ্র সূর্য্যের উর্দ্ধে গমন করে। তাহা বেদান্ত, ইতিহাস প্রভৃতিতেই শোনা যায়। আর্য্যভটের উক্তি ঐ প্রকার নহে। আর্য্যভট-প্রণীত দর্শন ছাড়িয়া আমরা তথায় প্রবেশ করিব না, শ্রুতি প্রভৃতির সহিত ঐ দর্শনের ঐক্য থাক বা না থাক। অন্যথা, উপপত্তিহীন হইলেও সেই দর্শন সিদ্ধ হইয়া যাইবে। (লঘুভাস্করীয়বিবরণে শঙ্করনারায়ণ)।

এ দেশে লোকসমাজে আর্য্যভটের মহিমা এত দূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, কালক্রমে তিনি সূর্য্যের অবতাররূপে পরিগণিত হইতে লাগিলেন। কোন প্রাচীন কবি লিখিয়াছেন,—

"সিদ্ধান্তপঙ্কবিধাবপি দৃগ্ বিরুদ্ধ-
মৌঢ্যোপরাগমুখখেচরচারক্লৃপ্তৌ।
সূর্য্যঃ স্বয়ং কুসুমপূর্য্যভবৎ কলৌ তু
ভূগোলবিৎকুলপ আর্য্যভটাভিধানঃ॥"

যাহা হউক, এ সম্বন্ধে একটা বিবেচনাযুক্ত মতও ছিল।

"আর্য্যভটো গ্রহগণিতং গোলং দামোদরো বিজানাতি।
যন্ত্রজ্ঞো জিষ্ণুসুতঃ সর্বং জানাতি মঞ্জুলাচার্য্যঃ॥"

"আর্য্যভট গ্রহগণিতে এবং দামোদর গোলে বিজ্ঞ; জিষ্ণুতনয় (ব্রহ্মগুপ্ত) যন্ত্রজ্ঞ; কিন্তু মঞ্জুলাচার্য্য সর্বজ্ঞ।"

তাঁহার বিরোধিতা

আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার সিদ্ধান্তের প্রতি কোন কোন জ্যোতিষী দোষারোপ করিয়াছেন। আচার্য্য বরাহমিহির এই দোষ দিয়াছেন যে, আর্য্যভট একবার লঙ্কায় অর্দ্ধরাত্রিতে, আবার লঙ্কায় সূর্য্যোদয়ে দিনপ্রবৃত্তি হয় বলিয়াছেন।

আর্য্যভটের বিরুদ্ধাচরণ সর্বাপেক্ষা অধিক করিয়াছিলেন, আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্ত। তিনি নানাপ্রকারে আর্য্যভটসিদ্ধান্তের দোষোদ্ঘাটনে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে উহাতে আত্মবিরোধ, স্মৃতিবিরোধ, অস্ফুটত্ব, অসৎ, ন্যূনতা প্রভৃতি নানা দোষ আছে। সমস্তগুলির পর্য্যালোচনা করা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। চতুর্বেদাচার্য্য পৃথূদক স্বামী দেখাইয়াছেন, ব্রহ্মগুপ্তের প্রদর্শিত কোন কোন দোষ বস্তুতই আর্য্যভটীয়ে আছে। অনেকগুলি নাই। আর্য্যভটীয়ে অনুক্ত সিদ্ধান্তও আর্য্যভটের ঘাড়ে চাপাইয়া, তাঁহার নিন্দা করা হইয়াছে। কোন কোন বিষয়ে ব্যাখ্যানকারগণের ভুল ব্যাখ্যা অবলম্বনে ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটকে দোষ দিয়াছেন, যদিও সেই দোষ বস্তুত তাঁহার গ্রন্থে নাই। এমন

১। *Alberuni's India*, p. 227.

কি, তিনি সময় সময় কটূক্তি প্রয়োগ করিতেও ছাড়েন নাই। এই জন্য অল্‌বীরুণীও ব্রহ্মগুপ্তের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।[১] ব্রহ্মগুপ্ত উচ্চ কোটির গণিতাচার্য্য। তিনি গণিতাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, হিন্দুস্থানের গৌরব। গণিতের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে। ছিদ্রান্বেষণপ্রিয়তা, অযথা নিন্দা এবং পরুষ ব্যবহার, তাঁহার ন্যায় বিদ্বজ্জনের পক্ষে সম্পূর্ণই অশোভন হইয়াছে। আর্য্যভটের অতুল কীর্ত্তি প্রথম বয়সে তাঁহাকে দ্বেষান্ধ করিয়াছিল, মনে হয়। আর্য্যসিদ্ধান্তগুলি স্থিরচিত্তে ভালরূপে বিচার করিয়া দেখিবার ধৈর্য্য যেন তাঁহার ছিল না। তাই তিনি ভ্রমে নিপতিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি সমালোচকের নিকট কশাঘাতও পাইয়াছেন।

ব্রহ্মগুপ্তের পরে, তাঁহার অনুযায়ী এবং টীকাকার বলভদ্র কোন কোন বিষয়ে আর্য্যভটের বিরোধিতা করেন। বলভদ্রের গ্রন্থ এখন লুপ্ত। আর্য্যভটের প্রতি তাঁহার দুরাচরণের খবর অল্‌বীরুণীর 'ভারতবৃত্তান্তে' পাওয়া যায়। তাঁহার মতে বলভদ্রের ব্যবহার অন্যায্য ছিল।[২]

দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য্য আর্য্যসম্প্রদায়ের দোষোল্লেখ বিশেষ করেন নাই। তিনিও একবার ভুল করিয়াছেন। তিনি কটাক্ষ করিয়াছেন যে—

> "দৃষ্টিকর্ম্ম বলনঞ্চ কেনচিদ্ ভ্রান্তিতঃ কথিতমুৎক্রমজ্যয়া।
> তৎকৃতং তদনুগৈস্ততোঽপরৈরন্ধপূরুষপরম্পরোপমৈঃ॥"[৩]

"দৃক্‌কর্ম্ম এবং বলন আনয়ন করিতে একজন ভ্রান্তিবশতঃ উৎক্রমজ্যা ব্যবহার করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার অনুযায়িগণ এবং অপরেরাও অন্ধপরম্পরায় তৎকৃত বিধি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন।" দৃক্‌কর্ম্ম এবং বলন আনয়নে উৎক্রমজ্যা ব্যবহারের কথা আর্য্যভটই বলিয়াছেন।[৪] লল্লও তাহা করিয়াছেন। পৃথূদক স্বামী (এবং আমরাজ)ও তাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন।[৫] ভাস্করাচার্য্য ইঁহাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকিবেন। তৎপূর্ব্বে ব্রহ্মগুপ্তও এহেতু আর্য্যভটকে দূষণ দিয়াছিলেন।[৬] বস্তুতঃ উৎক্রমজ্যা ব্যবহার করিয়াই সূক্ষ্ম ফল পাওয়া যায়। তাই ভাস্করের প্রদত্ত দূষণ উল্লেখের পর আমরাজ বলেন,

> "অস্মাকং চতুর্ব্বেদমতানুসরণমেব শ্রেয়ঃ প্রতিভাতি। তেন চোৎক্রমজ্যৈবাভিহিতেতি।"

আর্য্যভটের প্রতি নানা দূষণ দেওয়ার পর, ব্রহ্মগুপ্ত লিখিয়াছেন,—

> "কালান্তরেণ দোষা যেঽন্যৈঃ প্রোক্তা ন তে ময়াঽভিহিতাঃ"

"ইতিপূর্ব্বে অপরে যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেগুলির কথা আমরা উল্লেখ করিলাম না।" এ স্থলে কাহাদের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে? ব্রহ্মগুপ্তের পূর্ব্বে বরাহমিহির আর্য্যভটকে দু'একটি দোষ দিয়াছিলেন, জানা যায়। কিন্তু সেগুলির উল্লেখ ব্রহ্মগুপ্ত নিজেও করিয়াছেন। অতএব এতদ্দ্বারা জানা যায় যে, আর্য্যভটের বিরোধ অপরেও করিয়াছিল।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত।

Alberuni's India, I, p. 376 ; see also p. 168.
Ibid, I, pp. 227, 244-6
সিদ্ধান্তশিরোমণি, গোলাধ্যায়, দৃক্‌কর্ম্মবাসনা, ১৬ শ্লোক।
গোলপাদ, ৩৫—৬ শ্লোক।
খণ্ডখাদ্যকভাষ্য, ৬।২ ; গণকতরঙ্গিণী, ৮, ১৮ পৃঃ
৬। ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত, ১১।৩৪—৪১

সারদামঙ্গলের কবি মুক্তারাম সেনের বংশপরিচয়*

চট্টগ্রামবাসী কবি মুক্তারাম সেন-বিরচিত 'সারদামঙ্গল' বা 'অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঁচালী' মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে ১৩২৪ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। কবি তাঁহার গ্রন্থে নিজের যে বংশবিবরণ দিয়াছেন, তাহার সহিত ভূমিকায় প্রকাশিত কবির জ্ঞাতি বলিয়া পরিচয় প্রদানকারী রাজচন্দ্র সেন নামক এক ব্যক্তিপ্রদত্ত বংশবিবরণের কোন মিল পাওয়া যায় না। আমরা এই প্রবন্ধে উক্ত উভয় বিবরণের মধ্যে কোন্‌টি বিশ্বাসযোগ্য, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

কবি বলিয়াছেন যে, তাঁহার জন্মভূমি চাটিগ্রাম রাজ্যের দেবগ্রাম। তাঁহার বংশের পূর্ব্বনিবাস রাঢ় প্রদেশের জাহ্নবীকূলস্থ কোন গ্রাম। তথা হইতে কেহ 'রাজসঙ্গী' হইয়া বাড়বাখ্য চাটেশ্বরী রাজ্যে উপস্থিত হন। কবির আদ্য গোত্র ও পঞ্চ প্রবর,—আদ্য, অত্রি, অর্জ্জুন, গার্গব ও বার্হস্পত্য। তাঁহার প্রপিতামহ জয়দেব রায়, পিতামহ নিধিরাম এবং পিতা মধুরাম। কবির পিতা তাঁহার তিন পুত্র—গোবিন্দ সেন, ব্রজলাল সেন ও কবিকে লইয়া, দেআঙ্গে (দেবগ্রামে) বসতি স্থাপন করেন। কবির মাতা ভরদ্বাজগোত্রীয় দয়ারাম দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসুতা। তিনি পতিসঙ্গে সহমৃতা হন। তাঁহাদের পূর্ব্বাপর বংশাবলী স্বদেশে ছিল। কবির সময়ে 'মহাসিংহ নামে ক্ষেত্রি দেশ অধিকারী' ছিল।[১]

রাঢ়ীয় বৈদ্যকুলগ্রন্থকার ভরত মল্লিক তাঁহার 'চন্দ্রপ্রভা' নামক বৈদ্য-কুলপঞ্জিকায় রাঢ়ের আদ্যগোত্রীয় সেনবংশের বংশাবলী লিখিয়াছেন। ভরত আদ্য গোত্রের প্রবর লিখিতে পারেন নাই। আদ্যকুলোদ্ভবদিগের মুখ হইতে জানিয়া লইতে বলিয়াছেন।[২] উপরে এই গোত্রের পঞ্চ প্রবরের মধ্যে 'গার্গব' একটি বলা হইয়াছে। 'ভার্গব' সম্ভবতঃ লিপিকরপ্রমাদে 'গার্গব' হইয়াছে। গার্গব প্রবর স্বীকার করিতে হইলে গৃগু নামক ঋষির কল্পনা করিতে হয়, কিন্তু এরূপ কোন ঋষির নাম পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ বসন্তকুমার সেন তাঁহার প্রণীত বৈদ্যজাতির ইতিহাসে চট্টলের আদ্যগোত্রীয় সেনদিগের প্রবর লিখিয়াছেন,—আদ্য, অত্রি, অর্জ্জুন, ভার্গব ও বার্হস্পত্য[৩]

ভরত বলেন যে, আদ্যর্ষিগোত্রীয়দিগের রাঢ়ে সমাজ তিনটি—নপাড়া, শালগ্রাম ও মানকর।[৪] বর্দ্ধমান জেলায় মানকর নামে একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম এখনও বর্ত্তমান। অন্য দুইটির অবস্থান এবং ইহাদের মধ্যে কোন্ গ্রাম গঙ্গাতীরে অবস্থিত, তৎসম্বন্ধে আমরা কিছুই অবগত নহি। ভরতের সময় ইহারা নানাস্থানবাসী হইয়া পড়িয়াছিল।

---

* ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ১১ই চৈত্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। সারদামঙ্গল, ৬-৭ পৃষ্ঠা।

২। চন্দ্রপ্রভা, ৯ পৃষ্ঠা।

৩। বৈদ্যজাতির ইতিহাস, ২য় ভাগ, ৪২ পৃষ্ঠা।

৪। চন্দ্রপ্রভা, ১০ পৃষ্ঠা।

আদ্য গোত্রীয়দিগের বীজ পুরুষ ছয় জন—বিনায়ক, হরি, কোলাহল, সিধ, উমাপতি ও ঈশ্বর। ইহাঁদিগের মধ্যে বিনায়ক সেনের বংশে জয়ী নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ পাই। এই জয়ী ও কবির প্রপিতামহ জয়দেব অভিন্ন বলিয়াই আমাদের মনে হইতেছে। নিম্নে বিনায়ক হইতে জয়ী সেন পর্য্যন্ত বংশাবলী দেওয়া গেল,[৫]—
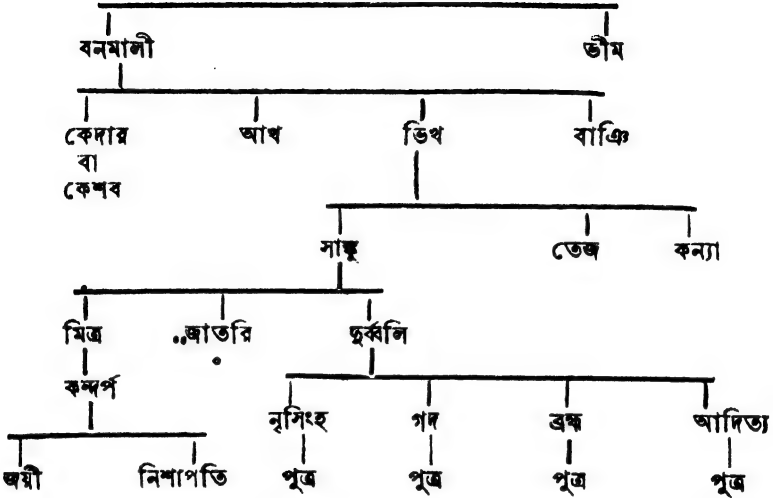
জয়ী ও নিশাপতির বিবাহ কিম্বা পরবর্ত্তী পুরুষের উল্লেখ ভরত করেন নাই। এমন কি, দুর্ব্বলির পৌত্রগণের নামও লিখিতে পারেন নাই। ইহা দ্বারা মনে হইতেছে যে, জয়ী ও নিশাপতি তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন এবং দুর্ব্বলির পৌত্রগণ শিশু ছিল। ভরতের স্বহস্ত-লিখিত পুথির তারিখ শকাব্দা ১৫৯৭ = ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দ।[৬] ভরত, জয়ীর বিদেশ গমন সম্বন্ধেও কিছু লেখেন নাই। ইহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, জয়ী ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে রাজকর্ম্মচারিরূপে চট্টগ্রামে গিয়া থাকিবেন। কবি, জয়ীর তিন পুরুষ পরবর্ত্তী। সাধারণত ২৫ বৎসরে এক পুরুষ গণনা করা হইয়া থাকে। এই হিসাবে কবির সময় (১৬৭৫ + ৭৫ =) ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ হয়। কবি বলিয়াছেন, মহাসিংহ তাঁহার সময়ে দেশ অধিকারী ছিলেন। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, মহাসিংহ মোগল আমলে চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার শাসনকাল ১১৬০—১১৬৫ বাঙ্গালা বা ১৭৫৪—১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ।[৭] সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জয়ী বা জয়দেবই প্রথম চট্টগ্রামে আগমন করেন।

যত দূর দেখা গেল, তাহাতে কবির প্রদত্ত বিবরণে আমরা কোন অসামঞ্জস্য পাইলাম না। এখন দেখা যাউক, কবির স্ববর্ণিত বৃত্তান্তের বিশদীকরণ মানসে সম্পাদক মহাশয় কবির জ্ঞাতিবংশীয় শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র সেন মহোদয়ের প্রদত্ত বিবরণী বলিয়া যাহা প্রকাশ করিয়াছেন,

৫। চন্দ্রপ্রভা, ২৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা।
৬। "ভরতমল্লিকস্য স্বহস্তলিখিতপুস্তকসমাপ্তি। শকাব্দাঃ ১৫৯৭।" চন্দ্রপ্রভা, ৪৫০ পৃষ্ঠা।
৭। সারদামঙ্গল, ভূমিকা, ৶ পাদটীকা।

তাহা কত দূর প্রমাণসহ। এই বংশ সম্বন্ধে রাজচন্দ্র সেন নিম্নলিখিত শ্লোকবদ্ধ ইতিহাস উপস্থিত করিয়াছেন—৮

"শাকে চৈব বিয়দ্বেদবাণচন্দ্রমিতে পুরা।
আদ্যগোত্রোদ্ভবঃ পঞ্চপ্রবরো বৈদ্যসত্তমঃ॥
শ্রীযুক্তযাদবো রায়ঃ শম্ভুদর্শনকাম্যয়া।
সার্দ্ধং শ্রীমস্তভৃত্যেন চট্টলে চন্দ্রশেখরে॥
যশোহরাৎ সমায়াতঃ কালিয়াগ্রামতঃ খলু।
তদ্‌ভ্রাতা মাধবরায়স্তথৈবাত্মপুরোহিতৈঃ॥
নাম্না শ্রীলক্ষ্মীকান্তোঽসৌ ন্যায়ালঙ্কারসংজ্ঞকঃ।
যাদবেন সহায়াতৌ তীর্থদর্শনমানসৌ॥"

অর্থাৎ (বিয়ৎ = ০, বেদ = ৪, বাণ = ৫, চন্দ্র = ১ =) ১৫৪০ শকে (১৬১৮ খৃষ্টাব্দে) কবির প্রপিতামহ যাদব রায়, ভ্রাতা মাধব রায় সহ শম্ভুদর্শন মানসে যশোহরের কালিয়া গ্রাম হইতে চন্দ্রশেখরে আগমন করেন। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে, প্রপিতামহের সময় ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইলে কবির সময় (১৬১৮ + ৭৫) = ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দ হয়। কিন্তু কবির সমসাময়িক মহাসিংহ প্রায় ৬০-৬৫ বৎসরের পরবর্ত্তী হইয়া পড়েন। দ্বিতীয়তঃ জয়দেব, যাদব হইতে পারেন কি না, তাহাও বিবেচ্য। আমাদের অনুমান যদি ঠিক হয়, তবে জয়দেবের ভ্রাতা নিশাপতি মাধব নহে। কবির পূর্ব্বপুরুষ বঙ্গের যশোহর জেলার কালিয়া গ্রাম হইতে শম্ভুদর্শন কামনায় চন্দ্রশেখরে আসেন নাই; আসিয়াছিলেন—রাজসঙ্গী হইয়া বাড়বাখ্য চাটেশ্বরী রাজ্যে, রাঢ়ের জাহ্নবীতীরস্থ কোন গ্রাম হইতে। 'পঞ্চসপ্তভিথৌ শাকে' অর্থাৎ ১৫৭৫ শাকে (১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে) লিখিত বঙ্গজ বৈদ্যগণের প্রসিদ্ধ কুলগ্রন্থ সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় কালিয়া গ্রামে আদ্যগোত্রীয় সেনের কোন উল্লেখ পাওয়া গেল না। আবার কবির জ্ঞাতি মহাশয় বলিতেছেন যে, কবির প্রবরের 'গার্গব' স্থলে 'আঙ্গিরস' হইবে। ইহা যে ঠিক নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। বসন্তবাবু বিক্রমপুরস্থ বঙ্গজ আদ্যগোত্রীয় বৈদ্যগণের ত্রিপ্রবরের কথা বলিয়াছেন, যথা—আদ্য, আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য।৯ ইহাতে আঙ্গিরস থাকিলেও কবির কিম্বা তাঁহার জ্ঞাতি মহোদয়ের প্রবরসংখ্যার সহিত ঐক্য হইতেছে না। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, উভয় বিবরণে পূর্ব্বপুরুষের নাম, সময়, আসিবার উদ্দেশ্য, যে স্থান হইতে আগমন এবং যে স্থানে আগমন এবং প্রবর, কিছুরই মিল নাই। জ্ঞাতি মহোদয়ের প্রদত্ত এই বিবরণ দ্বারা সম্পাদক মহাশয়ের 'কবির স্ববর্ণিত বৃত্তান্তের বিশদীকরণ মানস' কত দূর সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা তিনিই বিবেচনা করিবেন।

সম্পাদক মহাশয় কবির জ্ঞাতি-প্রদত্ত আর একটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। সেটি আরও অদ্ভুত। তিনি লিখিয়াছেন যে, 'দেবগ্রাম (বর্ত্তমান আনোয়ারা) নিবাসী রায়

৮। সারদামঙ্গল, ভূমিকা ।/০।
৯। বৈদ্যজাতির ইতিহাস, ২য় ভাগ।

রমণচাঁদ চৌধুরী নামক জনৈক প্রবল প্রতাপশালী ব্যক্তি' যাদব রায়কে আপন কন্যা সম্প্রদান করতঃ গৃহজামাতৃরূপে নিজ দীঘির পূর্ব্বপাড়ে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। তথায় কিছু কাল বাসের পর যাদব ও মাধব রায় জানিতে পারেন যে, রমণচাঁদ বৈদ্যবংশীয় নহেন, কিন্তু কাশ্যপগোত্রীয় 'আইচ দাস' আখ্যাত কায়স্থবংশীয়। ইহাতে মাধব রায় ক্ষোভে ও রোষে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন এবং আপন ভ্রাতৃজায়া অলকাসুন্দরীকে বিষ প্রয়োগে বধ করিয়া একদা নিশীথে তথা হইতে পলায়ন করেন। রমণচাঁদ যথাসময়ে এতদ্বিষয় পরিজ্ঞাত হইলেন। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া, এক দিবসের মধ্যেই বহু লোক নিযুক্ত করত তিনি আপনার নিহতা কন্যার নামে একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিলেন, এবং জামাতা যাদব রায়কে একটি বৈদ্যকন্যা বিবাহ করাইলেন। এই বিবাহের ফলেই কবির পিতামহ নিধিরামের জন্ম হয়।[১০]

এই গল্পটি যে কত দূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা আমরা দেখাইতেছি। প্রথমতঃ কবির প্রপিতামহ জয়দেব রায় যে একজন সম্পন্ন রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তাহা তাঁহার 'রায়' উপাধি দ্বারাও প্রকাশ পাইতেছে। এমতাবস্থায় তিনি যে কাহারও গৃহজামাতা হইতে স্বীকৃত হইবেন, ইহা সহজে বিশ্বাসযোগ্য নহে। তার পর রমণচাঁদ যে কাশ্যপ গোত্রীয় আইচ দাসবংশীয় কায়স্থ ছিলেন, ইহা জানিবার জন্য রমণচাঁদের দীঘির পূর্ব্ব পাড়ে কিছু কাল বাস করার দরকার হয় না। বিবাহের মন্ত্র পাঠকালেই উভয় পক্ষের গোত্র পদবীর উল্লেখ করিতে হয়। আইচ পদবী যে বৈদ্যের মধ্যে নাই, ইহা জয়দেব কিম্বা তাঁহার জানা না থাকা অসম্ভব। এই বিবাহে ক্ষোভ ও রোষের যদি কোন কারণ হইয়া থাকে, তাহা জয়দেবেরই হওয়া উচিত ছিল, তাঁহার ভ্রাতার ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ কি? শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা এবং চট্টলসমাজে কায়স্থ ও বৈদ্যে বিবাহ অজ্ঞাতপূর্ব্ব কিম্বা অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা নহে, তাহা বোধ হয়, কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এইরূপ বিবাহ এই সমাজ-সমূহে অদ্যাপি প্রচলিত। আমরা শ্রীহট্ট হইতে ১১৯৯ সালে (১৭৯২ খৃষ্টাব্দে) নকল করা একখানি তুলট কাগজের পুথির মধ্যে 'জাতিমন্তপ্রদীপ' নামক একখানি কুলজী গ্রন্থের দুইটি পাতা পাইয়াছি। তাহাতে লিখিত আছে যে, প্রদীপের তিন পুত্র। তন্মধ্যে চিত্রগুপ্তের স্থিতি স্বর্গে, চিত্রাঙ্গদ নাগলোকে এবং সেন মিত্র পৃথিবীতে বাস করেন। সেন মিত্রের তিন স্ত্রী—সতী, রতি ও বিমলা। সতীর পুত্রগণ বৈদ্য। অন্য দুই স্ত্রীর সন্তানগণ কায়স্থ[১১]। ইহা দ্বারা এবং ঐ সমাজসমূহে প্রচলিত প্রথা দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, কায়স্থ ও বৈদ্যগণ যে মূলতঃ একজাতি, এরূপ ধারণা বহু কাল হইল প্রচলিত আছে। কায়স্থগণ আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের সন্তান বলেন। বৈদ্যগণও

১০। সারদামঙ্গল, ভূমিকা, ।৶-।৶।

১১। "জাতিমন্তপ্রদিপে প্রদীপস্য ত্রিপুত্রঃ॥ ঃ॥ চিত্রগুপ্ত সর্গে স্থিতিঃ চিত্রায়াং গদ নাগ সর্ব্ত্য।০ সেনমিত্র স্থিতি ভবেৎ সতি রতি বিমলায়াং চতুর্থে অমরাবতিঃ এতনা চতুর্থরামা সেনমিত্র স্ত্রি ভবেৎ ঃ॥ দুহি আদিক অষ্ট ঘর সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠ হয় কুলের প্রধান তারা সতির তনয়ঃ দাস দেব ১৬ ঘর প্রধান কাহ হয় বিদ্যায় প্রধান তারা রতির তনয়ঃ॥"

যে এক সময়ে নিজদিগকে চিত্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহার প্রমাণ বঙ্গজ বৈদ্য কুলজীগ্রন্থেও পাওয়া যায়।[১২]

ইঁহাদের মধ্যে যে কেবল বিবাহই প্রচলিত আছে, তাহা নহে; যাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ বৈদ্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা এখন কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। চৈতন্যদেবের পার্ষদ চট্টগ্রামের চক্রশালাবাসী মুকুন্দ সেন ও বাসুদেব সেনকে প্রেমবিলাস গ্রন্থে অম্বষ্ঠ বলা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের বংশধরগণ এখন কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন[১৩]। আবার যাঁহারা এখন বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ দলিলাদিতে 'জাতি কাহেস্ত' লিখিয়াছেন। আমরা শিলচরে একজন রায় বাহাদুরের নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহারা চিরকালই কায়স্থ বলিয়া পরিচিত, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন। শ্রীহট্টে চক্রপাণি দত্তের বংশ বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তাঁহাদের এক দল (সপ্তগ্রাম) বৈদ্য, আর এক দল (লখাই) কায়স্থ। ভরত মল্লিক বৈদ্য দত্তের ভরদ্বাজ গোত্রের উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু ঐ অঞ্চলের ঐ গোত্রীয় দত্তগণ এখন বৈদ্য বলিয়াই পরিচয় দেন। আমরা শ্রীহট্টের বহু পরিবার সম্বন্ধেই এইরূপ কথা শুনিয়াছি।

ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বতীরস্থ প্রদেশেই যে কায়স্থ ও বৈদ্যে সম্পর্ক আবদ্ধ, তাহা নহে। ব্রহ্মপুত্র এবং ভাগীরথীর পশ্চিম তীরেও অর্থাৎ রাঢ়ে ও বঙ্গে এক সময়ে ইহার যে বহুল প্রচলন ছিল, তাহার প্রমাণ কায়স্থ ও বৈদ্যের কুলজী গ্রন্থগুলি পাঠে বিশেষ ভাবে অবগত হওয়া যায়। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমরা অন্যত্র করিয়াছি। এ স্থলে অল্প কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

ধন্বন্তরিগোত্রীয় বীজ পুরুষ বিনায়ক সেনের পুত্র ধন্বন্তরি শোভাকর নাগের কন্যা বিবাহ করেন। এই নাগের দৌহিত্রবংশই সেনহাটীর প্রসিদ্ধ কুলীন[১৪]।

ঐ গোত্রীয় বিন সেনের পুত্র গুহপদ্ধতি বৈদ্যের কন্যা বিবাহ করেন। ভরত মল্লিক গুহপদ্ধতি বৈদ্যের কথা বলিলেও তিনি বৈদ্যের পদবীর মধ্যে গুহের উল্লেখ করেন নাই।[১৫]

১২। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংগৃহীত দুই শত বর্ষের পুরাতন হস্তলিখিত রাঘব কবিরাজের 'বৈদ্যকুলদর্পণ'এর মঙ্গলাচরণে লিখিত আছে,—

"গণেশ রামকৃষ্ণশ্চ তুঙ্গাদিত্য মহেশ্বর।
পিতা গুরু পরংব্রহ্ম চিত্রগুপ্ত নমোঽস্তু তে ॥"—বিশ্বকোষ, বৈদ্যজাতি, ৫৪৩ পৃষ্ঠা।

১৩। বসন্তকুমার সেনগুপ্তপ্রণীত 'চক্রপাণি দত্ত', ১ম অধ্যায়, ১৪-১৫ পৃষ্ঠা।

১৪। "ধন্বন্তরেঃ সুতাঃ পঞ্চ বনিতা দ্বিতয়েঽভবন্।
আদ্যো গাণ্ডেরীসেনোঽভূৎ খ্যাতকীর্ত্তিঃ পিতুঃ প্রিয়ঃ।
শোভাকরনাগস্য দৌহিত্রো দৈবদোষতঃ ॥
অয়ং কনিষ্ঠপুত্রোঽপি জ্যেষ্ঠভাবং গতো গুণৈঃ।
যস্য ভ্রাতৃপ্রধানস্য মূর্দ্ধ্নি ছত্রং ধৃতং কিল ॥" (চন্দ্রপ্রভা, ৭৬ পৃষ্ঠা)।
"গাণ্ডেরী শম্ভুসেনশ্চ নাগজায়াং বভূবতুঃ ॥
... ...
নাগজাতনয়োঽন্যোন্যং গাণ্ডেরী তু বিশিষ্যতে ॥" (সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা)।

১৫। "ধর্ম্মসেনসুতো জাতো রাঘবোঽথ গুণাকরঃ।
গুহপদ্ধতির্বৈদ্যস্য তনয়াগর্ভসম্ভবৌ ॥" (চন্দ্রপ্রভা, ২২১ পৃষ্ঠা)।

ঐ গোত্রীয় বিনায়ক পশুপতি সেনের বংশে দামোদর সেন শ্রীহট্টীয় পরায়ী পালের কন্যা বিবাহ করেন।১৬

মৌদ্গল্যগোত্রজ কুলীন পদ্মদাসবংশে ডোমন দাস কেশপালের কন্যা বিবাহ করেন। ভরত লিখিয়াছেন,—"ডোমনঃ পালজামাতা বৈদ্যঃ পালো ন বিদ্যতে।" এই পাল-দৌহিত্রগণ কুলীনই ছিলেন।১৭

ভরত আরও লিখিয়াছেন যে, সেনভূমির রাজা চন্দ্রসেনের অষ্টাদশ পুত্রের মধ্যে আট জন কায়স্থ ও দশ জন বৈদ্য।১৮

বঙ্গজ কায়স্থ পুরবসুর কন্যা শক্তিগোত্রীয় কুশলীপুত্র কুলীন হিঙ্গুসেন বিবাহ করেন। এই হিঙ্গুবংশীয় কুলীনগণ খুলনা জেলায় পয়গ্রামে বাস করেন। এই বিবাহের কথা কায়স্থ এবং বৈদ্য, উভয় কুলগ্রন্থেই পাওয়া যায়।১৯

শক্তিগোত্রীয় শক্তিধর সেনের প্রপৌত্র দণ্ডপাণি সেন হাতী ঘোষের কন্যা বিবাহ করেন।২০

মৌদ্গল্যগোত্রীয় বীজপুরুষ চায়ুদাসের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র জয়দাস নাগকন্যা বিবাহ করেন।২১

১৬। "দামোদরোঽথ পরমেশ্বরোঽথ ধরণীধরঃ।
এতে চামুকদৌহিত্রা বৌঙ্কারিগ্রামমাশ্রিতাঃ॥
জ্যেষ্ঠস্য স্ত্রী শ্রীহট্টীয়পরা রূপালকন্যকা।" (চন্দ্রপ্রভা, ৭০ পৃষ্ঠা)।

১৭। "ডোমনস্য সুতৌ জাতাবুমাপতিহরি উভৌ।
পিতুর্বার্দ্ধক্যদোষেণ কেশপালসুতাসুতৌ॥" (ঐ, ৩৩৪ পৃষ্ঠা)
"ডোমনঃ পালজামাতা বদ্যো পালো ন বিদ্যতে॥
বংশ্যো ডোমনদাসস্য বামনঃ কুলবান্ কথম্।
ইতি তর্কো ন কর্ত্তব্যো বামনে বহবো গুণাঃ॥" (চন্দ্রপ্রভা, ১৯ পৃষ্ঠা)।

১৮। 'চন্দ্রসেনোঽভবদ্রাজা ভিষজামপি সম্মতঃ।
লক্ষ্মীনারায়ণঃ খ্যাতো দেবভূদেবসেবকঃ।
ভূপতেশ্চন্দ্রসেনস্য অষ্টাদশ কুমারকাঃ॥
চন্দ্রপানাদয়ো জাতাঃ স্বতন্ত্রাঃ সর্ব্ব এব হি।
অষ্টৌ সুতা অপরাশ্চ চন্দ্রথানাদয়োঽভবন্।
যে সারাস্তে চ সদ্বৈদ্যাঃ কুলকার্য্যেষু তৎপরাঃ।
অষ্টৌ পুত্রাস্ততঃ সর্ব্বেঽসারাঃ কায়স্থজাতয়ঃ॥" (ঐ, ২১০ পৃষ্ঠা)।

১৯। "পুরোপি শুভঘোষস্য কল্কিকস্যাপকারতঃ।
সন্তান কাণঘোষায় পশ্চাত্তীমগুহায় চ॥
মহত্রাজ্ঞে দনুজ্জায় মাধবায় চ কোপতঃ।
বৈদ্যায় হিঙ্গুসেনায় বনমালিপরোভবৎ॥" (আচার্য্য চূড়ামণির কারিকা)।
"পুরবসোশ্চ যা কন্যা হিঙ্গুসেনো ব্যুবাহ তাম্।"
(বৈদ্য ঘটক সূর্য্যদাসের দোষমালা ; বৈদ্যজাতির ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা)

২০। "বৎসসেনত্রয় পুত্রাঃ দণ্ডপাণিমহাব্রতঃ।
পুণ্ডরীকাক্ষসেনশ্চ ধাপীধরসুতাত্মজাঃ॥
হাতীঘোষসুতা দণ্ডপাণিপরিণয়কৃতা।" (বিশ্বকোষ, ৫৪০ পৃষ্ঠায় ধৃত রাঘব কবিরাজের বৈদ্যকুলদর্পণ।)

২১। "জয়দাসঃ পুণ্যশীলো নাগস্য দুহিতুঃ পতিঃ।" (সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা)।

বারভুঞার অন্যতম ভূষণার মুকুন্দরাম কায়স্থ ছিলেন। তিনি বঙ্গজ কায়স্থদিগের ফতেয়াবাদ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহার পুত্র রাজা সত্রাজিৎ বা শত্রুজিৎ বঙ্গজ বৈদ্য দুর্গমাধব সেনের বংশে বিবাহ করেন।২২

ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, কায়স্থ ও বৈদ্যে বিবাহ সর্ব্বত্রই চলিত।

উপরোক্ত প্রবাদের মূলে যে কোন সত্য নিহিত নাই, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, কবি কোথায়ও বলেন নাই যে, তাঁহার প্রপিতামহ জয়দেব রায় দেবগ্রামবাসী হইয়াছিলেন। বরং তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা মধুরাম সেন তিন পুত্র লইয়া দেআঙ্গে অর্থাৎ দেবগ্রামে বসতি স্থাপন করেন, যথা—

"পিতা মোর মধুরাম তাহান সন্ততি।
তিন পুত্র লৈআ কৈল দেআঙ্গে বসতি॥"—৭ পৃষ্ঠা।

সম্পাদক মহাশয়ও লিখিয়াছেন,—'কবির মতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ রাজসঙ্গী হইয়া রাঢ় হইতে দেবগ্রামে (আনোয়ারায়) আগমন করিয়াছিলেন।' তিনি ইহা কোথায় পাইলেন ? কবি লিখিয়াছেন,—

"তথা হইতে আইলা কেহ রাজসঙ্গী হইয়া।
বাড়বাখ্য চাটেশ্বরী রাজ্য উদ্দেশিয়া॥"—৭ পৃষ্ঠা।

এখন দেখা যাউক, এইরূপ একটি সর্ব্বৈব মিথ্যা গল্প সৃষ্টি করিবার কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। আমাদের মনে হয়, ইহার মূলে বর্ত্তমান সময়ের কায়স্থ ও বৈদ্যের সামাজিক বিবাদ— যাহার আরম্ভ Riseley's Census Report. ইহার উদ্দেশ্য—কবির বংশের গৌরববৃদ্ধি, বিশুদ্ধি এবং কায়স্থ হইতে বৈদ্য বড়, ইহা প্রমাণ করা। বাস্তবিকই কি ইহা দ্বারা কবির বংশের গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে ? আমাদের কিন্তু মনে হয়, ইহা দ্বারা কবির বংশে দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা লেপিত হইয়াছে।

আমরা দেখিলাম যে, পরস্পর বিবাহের দ্বারা বৈদ্য কায়স্থের বংশবিশুদ্ধি নষ্ট হইত না, কিম্বা এখনও ঐ সমাজে হয় না। কায়স্থের দৌহিত্রবংশই শ্রেষ্ঠ কুলীনরূপে এখনও বর্ত্তমান। বরং দেখা যায় যে, কবির রাঢ়বাসী জ্ঞাতিগণের মধ্যে গোপ ও কুমারের সহিতও সম্পর্ক রহিয়াছে। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বৈদ্যসমাজ হইতে বিচ্যুত করিবার কোনও আয়োজন হয় নাই, কিম্বা বৈদ্যসমাজে তাঁহাদের বিবাহাদিতে বাধা জন্মে নাই।২৩

কবি তাঁহার মাতার নাম করেন নাই, কিন্তু কবির তথাকথিত জ্ঞাতি বলিতেছেন যে, কবির মাতার নাম সাবিত্রী দেবী। কবির সময়ে বৈদ্যদিগের পদবীর অন্তে 'গুপ্ত'

২২। "হরিশ্চ মধুরেশশ্চ বাণীবল্লভপুত্রকৌ। অমৃতাখ্যরাজপুত্রৌ জাতা চ তনয়া শুভা।
পরিণীতা চ সা কন্যা রাজ্ঞা শত্রুজিতা সতী॥" (সবৈদ্যকুলপঞ্জিকা)।

২৩। "তিলসেনস্য চত্বারঃ সুতা ভরতরাঘবৌ।
সুদর্শনঃ কানু(কাহ্ন ?)সেনঃ কুমারগোপসুসুজাঃ॥
ভরতস্য সুতো যোঽসৌ বিকগুপ্তসুতাসুতঃ।
রাঘবস্য সুতো যোঽসৌ কুবেরসেনসুসুজঃ।
সুদর্শনসুতো যোঽসৌ প্রচণ্ডসেনসুসুজঃ।
কাহ্নারিতনয়ো যোঽসৌ মুরারিকুমারসুসুজঃ॥" (চন্দ্রপ্রভা, ২৫০ পৃষ্ঠা)।

যোগ করিবার প্রথা প্রবর্তিত হয় নাই। রাজা রাজবল্লভই প্রথমে বৈশ্যত্ব দাবীতে 'গুপ্ত' লিখিবার প্রথা প্রবর্তিত করেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রথা অপ্রচলিতই ছিল। কবি তাঁহার নামের পরে শূদ্রের ন্যায় 'দাস' শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন, যথা,—

"কহে মুক্তারাম সেন দাসে॥" (২২ পৃষ্ঠা)

আবার যে দুইখানি পুথি হইতে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার দ্বিতীয়খানির লেখক—শ্রীরাধামোহন সেন দাষ বা দাস, সাং বরমা। এই রাধামোহন সম্ভবতঃ কবির পিতামহের প্রথমা স্ত্রীর জ্ঞাতিবংশীয়। উভয়ের কেহই 'গুপ্ত' কিম্বা 'শর্ম্মা' ব্যবহার করেন নাই।

কবির প্রদত্ত বিবরণ ও কবির জ্ঞাতি বলিয়া পরিচিত রাজচন্দ্র সেন-কথিত বিবরণে প্রায়শই অমিল। এহেন অবস্থায় আমরা এই জ্ঞাতিটিকে কবির প্রকৃত জ্ঞাতি বলিয়া গ্রহণ করিতে সন্দিহান হইতেছি। সম্পাদক মহাশয় বলেন নাই, ইনি কবির বংশের কোন্ ধারা হইতে উদ্ভূত।

সম্পাদক মহাশয় বলেন যে, 'কবির বংশ চট্টগ্রামের সুবিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত কুলীন বৈদ্যবংশের মধ্যে একতম।' চট্টগ্রামের বৈদ্যসমাজের কথা জানি না, কিন্তু রাঢ় ও বঙ্গের বৈদ্যসমাজে আদ্যগোত্রীয় সেন কখনও কুলীন ছিল না বা নাই।[২৪]

গ্রন্থের শেষে পুস্তকের তারিখ কবি লিখিয়াছেন,—'গ্রহ রিতু (ঋতু) কাল শশী শক' অর্থাৎ ১৩৬৯ শক বা ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দ। ইহা ঠিক হইলে কবি মহাসিংহের তিন শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হন। সম্ভবতঃ এই তারিখের 'কাল'=৩ লিপিকরপ্রমাদ। প্রকৃত পাঠ কায়=৬ হইবে। তাহা হইলে তারিখ হয় ১৬৬৯ শক বা ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দ। এই সময়ে মহাসিংহ, নবাব হাছন কুলী খাঁর দেওয়ানরূপে রাজ্য শাসন করিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, সম্পাদক মহাশয় এ সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করেন নাই।

সম্পাদক মহাশয় ইস্‌লাম খাঁ মাসহাদীর চট্টগ্রাম অধিকারের সময় লিখিয়াছেন ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ। সম্ভবতঃ '১৬৩৮' ছাপার ভুলে ১৮৩৮ হইয়াছে। বস্তুতঃ ইস্‌লাম খাঁ মাসহাদীর শাসনকাল ১৬৩৭—১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দ।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

২৪। "শক্তিধন্বন্তরিশ্রেষ্ঠৌ মধ্যৌ বিষানরাদ্যকৌ॥" (চন্দ্রপ্রভা, ৮ পৃঃ)।
"আত্রেয়শ্চ তথাদ্যশ্চ তথা বিষ্ণুমহর্ষিকঃ।
মার্কণ্ডেয়ো ধ্রুবশ্চৈব সাধ্যানাং গোত্রসংগ্রহঃ॥" (সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

নিয়ম পরিবর্ত্তন

১৩৪০ বঙ্গাব্দের ২৬এ চৈত্র তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে নিম্নোক্ত নিয়ম গৃহীত হইয়াছে,—

"১৫। প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ দিতে হইবে এবং কলিকাতাবাসী প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে মাসিক অন্যূন ১৲ অথবা বার্ষিক অন্যূন ১২৲ করিয়া চাঁদা দিতে হইবে এবং মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যকে বার্ষিক অন্যূন ৬৲ ছয় টাকা চাঁদা দিতে হইবে।"—এই নিয়মের পরিবর্ত্তে নিম্নোক্ত নিয়ম গৃহীত হইয়াছে :—

"১৫। প্রত্যেক সাধারণ-সদস্যকে প্রবেশিকা ১৲ দিতে হইবে এবং বার্ষিক অন্যূন ৬৲ চাঁদা দিতে হইবে।"

নূতন নিয়ম,—৪২ (ঘ) এর পর বসিবে—

"(ঙ) কোন সদস্যের নিকট তিন মাসের চাঁদা বাকী থাকিলে তাঁহাকে পুস্তকালয় হইতে পাঠার্থ কোন পুস্তক পরিষদের বাহিরে লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।"

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ
সহকারী সম্পাদক

৩০।১২।১৩৪০

প্রবাসী প্রেস—১২০।২, আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত